সচিত্র সম্পূর্ণ কাশীদাসী

মহাভারত

বনপর্ব্ব ।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্ ।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

পাণ্ডবদের বনবাসে প্রজাগণের খেদ ।

বলিলা বৈশম্পায়ন শুনহ রাজন ।
কপটে সকল নিল রাজা দুর্য্যোধন ॥
ক্ষমাবন্ত দয়াবন্ত রাজা যুধিষ্ঠির ।
হস্তিনা হইতে তিনি হইয়া বাহির ॥
নগর উত্তরমুখে চলেন পাণ্ডব ।
চতুর্দ্দিকে ধাইল রাজ্যের প্রজা সব ॥
যেইমত ছিল সেই ধাইল ত্বরিতে ।
পাণ্ডবে দেখিয়া সবে রহে চতুর্ভিতে ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপাচার্য্য বিদুরের প্রতি ।
নানা মত তিরস্কার করে নানা জাতি ॥
ধৃতরাষ্ট্রে ভয় নাহি করে কেহ আর ।
ক্রোধে গালি পাড়ে মুখে আসে যে যাহার ॥
পাপিষ্ঠ রাজার রাজ্যে কি ছার বসতি
সবে মেলি যাব মোরা পাণ্ডব সংহতি ॥
যে দেশে শকুনি মন্ত্রী রাজা দুর্য্যোধন ।
তথায় বসতি নাহি করে সাধুজন ॥
পাপিষ্ঠ হইলে রাজা প্রজা সুখী নয় ।
কুলধর্ম্ম পুণ্য যত সব নষ্ট হয় ॥
মহাক্রোধী অর্থলোভী মানী কদাচারী ।
নির্দ্দয় সুহৃদ শত্রু মহা পাপকারী ॥
হেন দুর্য্যোধন মুখ কভু না দেখিব ।
চল সবে পাণ্ডবের সহিত রহিব ॥
সবিনয়ে ধর্ম্মরাজ প্রতি প্রজাগণ ।
কৃতাঞ্জলি হইয়া করিছে নিবেদন ॥
আমা সবা ছাড়ি কোথা যাইবা রাজন ।
তুমি যথা যাবে তথা যাব সর্ব্বজন ॥
তোমার সর্ব্বস্ব ছলে জিনিল কৌরব ।
আইলাম উদ্বেগে আমরা হেথা সব ॥
রাজ্যেতে হইল মহাপাপী অধিকারী ।
এ কারণ আমরা হইব বনচারী ॥
জল ভূমি বস্ত্র পুষ্প সঙ্গে যদি রয় ।
তাহার সৌরভে গন্ধ সকলের হয় ॥
পাপীর সংসর্গে পাপ বাড়ে নীতি নীতি ।
পুণ্য বৃদ্ধি হয় পুণ্যজনের সংহতি ॥
রাজ-পাপে প্রজার নাহিক অব্যাহতি ।
যাইব তোমার সঙ্গে কি আর বসতি ॥
দর্শনেতে পাপ হয় স্পর্শনে শয়নে ।
ধর্ম্মাচার নষ্ট হয় রাজার মননে ॥
যেমন সংসর্গ ফল সেইমত হয় ।
তেঁই সে আমরা বনে যাইব নিশ্চয় ॥
সমস্ত সদ্‌গুণ করে তোমাতে নিবাস ।
তেঁই তব সহিতে থাকিতে করি আশ ॥

[প্র]জাগণ বচন শুনিয়া যুধিষ্ঠির।
[ক]হিলেন মিষ্ট বাক্য কোমল গভীর॥
[ভা]গ্য করি আপনারে মানি এতক্ষণ।
[যে] কারণে এত স্নেহ কর সর্ব্বজন॥
[আ]মি যাহা কহি তাহা অন্য না করিবা।
[আ]মারে সম্ভ্রম করি সকলে মানিবা॥
[পি]তামহ ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্র জ্যেষ্ঠতাত।
[কু]ন্তী মাতা ইহারা করেন অশ্রুপাত॥
এই সবাকার শোক কর নিবারণ।
[দে]শে থাকি সবাকার করহ পালন॥
[যু]ধিষ্ঠির মুখে শুনি এতেক বচন।
[হা]হাকার করি নিবর্ত্তিল প্রজাগণ॥
[স]নগ্নি সাগ্নিক শিষ্য সহ দ্বিজগণ।
[পা]ণ্ডবের সহিত চলিল সর্ব্বজন॥
[স]শস্ত্র পাণ্ডবগণ রথ আরোহণে।
প্রজাগণে প্রবোধিয়া চলিলেন বনে॥
উত্তরমুখেতে যান জাহ্নবীর তটে।
রম্যস্থান দেখিয়া রহেন মহাবটে॥
দিনকর অস্ত গেল প্রবেশে শর্ব্বরী।
সেই রাত্রি নির্ব্বাহিল জল স্পর্শ করি॥
চতুর্দ্দিকে দ্বিজগণ অগ্নিহোত্র জ্বালি।
বেদধ্বনি শব্দেতে পূরিল বনস্থলী॥
রজনী প্রভাত হৈল উঠি পঞ্চজন।
ঘোর বনে গমন করিলেন তখন॥
চতুর্দ্দিকে মুনিগণ চলিল সংহতি।
দেখিয়া বলেন তবে ধর্ম্ম নরপতি॥
আমা সনে বহু দুঃখ পাবে দ্বিজগণ।
বিশেষ বনেতে ভয়ঙ্কর পশুগণ॥
হবে যত দুঃখ শুন তোমা সবাকার।
সে পাপে হইবে নষ্ট মম ধর্ম্মাচার॥
দ্বিজগণ বলে কোথা যাইবে নৃপতি।
তোমার যে গতি আমা সবার সে গতি॥
আমা সবা পোষণে ত্যজহ ভয় মন।
স্বকৃত উপায় করি করিব ভক্ষণ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন দেখিব কেমনে।
মম সহ রহি দুখ পাবে দ্বিজগণে॥

ধিক ধৃতরাষ্ট্র রাজা দুষ্ট পুত্রগণ।
এত বলি অধোমুখে রহেন রাজন॥
সৌনক নামেতে ঋষি বুঝান রাজারে।
সুললিত শাস্ত্র বলি বিবিধ প্রকারে॥
শোক স্থান সহস্র শতেক ভয় স্থান।
তাহাতে মূর্চ্ছিত হয় মূর্খ যে অজ্ঞান॥
পণ্ডিত জনের তাহে নহে মুগ্ধমন।
তুমি হেন লোক শোক কর কি কারণ॥
অর্থ হেতু উদ্বেগ ত্যজহ নরপতি।
অনর্থের মূল অর্থ কর অবগতি॥
উপার্জ্জনে যত কষ্ট ততেক পালনে।
ব্যয়ে হয় দুঃখ আর ক্ষয়েতে দ্বিগুণে॥
অর্থ যার থাকে তার সদা ভীত মন।
তার বৈরী রাজা অগ্নি চোর বন্ধুজন॥
অর্থ হৈতে মোহ হয় অহঙ্কার পাপ।
অত্যন্ত উদ্বেগ হয় সদা মনস্তাপ॥
এ কারণ অর্থ চিন্তা ত্যজহ রাজন।
সর্ব্ব পূর্ণ হ'লে তৃষ্ণা নাহি নিবারণ॥
যাবৎ শরীরে পাপ তৃষ্ণা নাহি টুটে।
সাধুজন এই তৃষ্ণা জ্ঞান অস্ত্রে কাটে॥
সন্তোষ সাধুর অস্ত্র তৃষ্ণা নিবারণ।
ইন্দ্র সম অর্থে তুষ্ট নহে জ্ঞানীজন॥
অনিত্য এ ধন জন অনিত্য সংসার।
ইহার মায়াতে ডুবি ক্লেশ মাত্র সার॥
এই সব স্নেহেতে মোহিত যত জন।
অচিন্তিত কোথা দেখিয়াছ হে রাজন॥
ধর্ম্ম করিবারে যদি উপার্জ্জয়ে ধন।
বিচলিত হয় মন ধনের কারণ॥
মহারাজ জান ধন পাপ পঙ্কবৎ।
পঙ্কেতে নামিলে তনু হয় পঙ্কাবৃত॥
নিশ্চয় হইবে দুঃখ পঙ্ক ধুইবারে।
সাধু যে, সে নাহি যায় সেই পঙ্কোপরে॥
ধর্ম্মে যদি প্রয়োজন থাকয়ে রাজন।
এ সকল পাপতৃষ্ণা কর কি কারণ॥
সৌনক-বচন শুনি কহিলা নৃপতি।
মম কিছু তৃষ্ণা নাহি রাজ্যধন প্রতি॥

বিপ্রের ভরণ হেতু চিন্তা করি মনে।
গৃহাশ্রমে অতিথি বা পূজিব কেমনে ॥
... ভন না করে ইহা গৃহস্থ হইয়া।
... হয় দান যজ্ঞ ধর্ম্ম আদি ক্রিয়া ॥
শৌনক বলিল রাজা চিন্তা দূর কর।
...র শরণ লও শুন নরবর ॥
ইন্দ্র চন্দ্র আদিত্য অপর দিকপালে।
ত্রৈলোক্য জনেরে তাঁরা ধর্ম্মবলে পালে।
তুমিও করহ রাজা তপ আচরণ।
তপোবলে দ্বিজগণে করহ পালন ॥
... শুনি যুধিষ্ঠির চিন্তিত হৃদয়।
ধৌম্য পুরোহিত ডাকি কহে সবিনয় ॥
দ্বিজগণ চলিলেন আমার সংহতি।
কেমনে ভরণ হবে কহ মহামতি ॥
...র পালন-কর্ত্তা দেব দিবাকর।
সূর্য্যের প্রসাদে কার্য্য হবে নৃপবর ॥
এত বলি দীক্ষা দিয়া ধৌম্য তপোধন।
অষ্টোত্তর শত নাম করান শ্রবণ ॥
যুধিষ্ঠির মহারাজ সেবেন ভাস্কর।
... হ'য়ে নানা পুষ্পে পূজেন বিস্তর ॥
অষ্টোত্তর শত নাম জপেন ভূপতি।
...এবং প্রণমিয়া করে নানা স্তুতি ॥
তুমি প্রভু লোকপাল লোকের পালন।
চতুর্দ্দিকে দীপ দীপ্তি তোমার কিরণ ॥
অমর কিন্নর সব রাক্ষস মানুষে।
সর্ব্বসিদ্ধ হয় দেব তব কৃপাবশে ॥
ইত্যাদি অনেক স্তব করেন রাজন।
...ইলেন মূর্ত্তিমান তথা বিকর্ত্তন ॥
...লেন চিন্তা ত্যজ ধর্ম্মের নন্দন।
...হবে নরপতি যে তোমার মন ॥
ত্রয়োদশ বৎসর থাকিলে হীনরাজ্য।
... চাহ তত তব করিব সাহায্য ॥
ফল মূল অল্পমাত্র যে কিছু আনিবে।
অল্পমাত্র রন্ধনেতে অব্যয় হইবে ॥
এবং দ্রৌপদী দেবী না করে ভক্ষণ।
অক্ষয় রন্ধন গৃহে রবে ততক্ষণ ॥
এত বলি অন্তর্হিত দেব দিবাকর।
হৃষ্ট হ'য়ে সবাকে বলিল নৃপবর ॥
এমতে পাইল বর সূর্য্যের সেবনে।
বনে যান ধর্ম্মরাজ সঙ্গে দ্বিজগণে ॥
ভারত পর্ব্বের কথা পাপের বিনাশ।
বনপর্ব্ব যত্নেতে রচিল কাশীদাস ॥

ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক বিদুরের অপমান ও যুধিষ্ঠিরের নিকটে গমন।

বনে চলিলেন পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন।
চিন্তাকুল অন্ধরাজ স্থির নহে মন ॥
মন্ত্রিরাজ বিদুরে আনিল ডাক দিয়া।
জিজ্ঞাসিল ধৃতরাষ্ট্র মধুর ভাষিয়া ॥
বিচারে বিদুর তুমি ভার্গবের প্রায়।
পরম ধর্ম্মাত্মা বুদ্ধি আছয়ে তোমায় ॥
কুরুবংশে তোমার বচনে সবে স্থিত।
কহ শুনি বিচারিয়া যাতে মম হিত ॥
অরণ্যে গেলেন পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন।
যাহে শ্রেষ্ঠ যুক্তি হয় করহ এখন ॥
যেমতে আমার বশ হয় সর্ব্বজন।
যে যেরূপে স্বচ্ছন্দে বিহরে পুত্রগণ ॥
বিদুর বলেন রাজা কর অবধান।
ধর্ম্ম হ'তে বিজয় হইবে সর্ব্বজন ॥
নিবৃত্তিতে পাই ধর্ম্ম, ধর্ম্মে সব পাই।
ধর্ম্মসেবা কর রাজা কোন চিন্তা নাই ॥
তোমার উচিত রাজা যে কর্ম্মে রক্ষণ।
নিজপুত্র ভ্রাতৃপুত্র করহ পালন ॥
সে ধর্ম্ম ডুবিল রাজা তোমার সভায়।
দুষ্টমতি দুর্য্যোধন শকুনি সহায় ॥
সত্যশীল যুধিষ্ঠিরে কপটে জিনিল।
বিবসনা কুলবধূ সভাতে করিল ॥
তুমিত তখন নাহি করিলে বিচার।
এবে কি উপায় বল না দেখি যে আর ॥
তবে যদি কর রাজা এক সদুপায়।
সগর্ব্বে সবংশে থাক বলি হে তোমায় ॥

পাণ্ডবের যতেক জিনিলে রাজ্যধন।
শীঘ্রগতি আনি তারে দেহ এইক্ষণ॥
দ্রৌপদীরে দুঃশাসন কৈল অপমান।
বিনয় করিয়া চাহ ক্ষমা তার স্থান॥
কর্ণে দুর্য্যোধনে কর পাণ্ডবের প্রীত।
এই কর্ম্ম হয় প্রীত দেখি তব হিত॥
তুমি কৈলে যদি নাহি মানে দুর্য্যোধন।
তবেত তাহারে রাখ করিয়া বন্ধন॥
পূর্ব্বে যত বলিলাম করিলে অন্যথা।
এখন যে বলি রাজা রাখ এই কথা॥
জিজ্ঞাসিলে তেঁই এই কহিনু বিচার।
ইহা ভিন্ন অন্ন নাহি উপায় ইহার॥
বিদুর বচন শুনি বলিলেন অন্ধ।
যতেক বলিলা এ সকল কথা মন্দ॥
আপনার মূর্ত্তিভেদ আপন নন্দন।
তারে দুঃখ দিব পর-পুত্রের কারণ॥
এবে জানিলাম তব কুটিল বিচার।
তোমারে বিশ্বাস ক্ষত্তা না হবে আমার॥
অসতী নারীকে যদি করয়ে পালন।
বহুমতে রাখিলে সে না হয় আপন॥
পাণ্ডবের হিত তুমি করহ এখন।
যাও বা থাকহ তুমি যাহা লয় মন॥
এত শুনি উঠিল বিদুর মহাশয়।
ডাকি বলে কুরুবংশ মজিল নিশ্চয়॥
চিত্তে মহাতাপ হেতু না গেল মন্দির।
হস্তিনানগর হৈতে হইল বাহির॥
যথা বনে আছে পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন।
এক রথে তথাকারে করিল গমন॥
যুধিষ্ঠির ছিল কাম্যকানন ভিতর।
গচর্ম্ম পরিধান সঙ্গে সহোদর॥
চতুর্দিকে সহস্র সহস্র দ্বিজগণ।
ইন্দ্রেরে বেড়িয়া আছে যেন দেবগণ॥
কতদূরে বিদুরে দেখিয়া কুরুনাথ।
ভ্রাতৃগণে বলে ঐ আইল খুল্লতাত॥
কি হেতু বিদুর আসে না বুঝি বিচার।
পুনঃ কি বিচার কৈল সুবল-কুমার॥
পুনঃ কিবা পাশা হেতু দিল পাঠাইয়া।
রাজ্য হৈতে আমি কিছু না আইনু লৈয়া॥
কেবল আয়ুধ মাত্র আছয়ে আমার।
আয়ুধ জিনিয়া নিতে করেছে বিচার॥
পঞ্চ ভাই করিছেন বিচার এমত।
হেনকালে উপনীত বিদুরের রথ॥
যথাযোগ্য পরস্পর করি সম্ভাষণ।
জিজ্ঞাসেন যুধিষ্ঠির বিনয় বচন॥
আমরা আইলে বনে অন্ধ কি কহিল।
বিদুর কহেন শুন যে কথা হইল॥
কুরুবংশ হিত হেতু জিজ্ঞাসিল মোরে।
সেইমত সৎযুক্তি দিলাম অন্ধেরে॥
যতেক কহিনু আমি সবাকার হিত।
অন্ধ রাজা শুনিয়া বুঝিল বিপরীত॥
রোগীজনে যথা দিব্য পথ্য নাহি রুচে।
যুবা নারী বৃদ্ধ স্বামী যথা নাহি ইচ্ছে॥
ক্রুদ্ধ হ'য়ে আমারে বলিল কুবচন।
যাও বা থাকহ তোমা নাহি প্রয়োজন॥
সে কারণে তারে ত্যজি আইলাম বন।
তোমা সবাকারে বনে করিতে পালন॥
ভাল হৈল অন্ধরাজ ত্যজিল আমারে।
তোমা সবা সহ বনে থাকিব বিহারে॥
তবেত বিদুর বহু কহিল সুনীত।
যুধিষ্ঠির পঞ্চ ভাই লইয়া ত্বরিত॥
বনপর্ব্ব অপূর্ব্ব রচিলেন অমৃত।
কাশীদাস কহে সাধু পিয়ে অনুব্রত॥

ধৃতরাষ্ট্রের সহিত বিদুরের পুনঃ মিলন ও ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি ব্যাসের হিতোপদেশ।

হস্তিনা ত্যজিয়া ক্ষত্তা গেল বনমাঝ।
শুনিয়া আকুল চিত্ত হৈল অন্ধরাজ॥
নাহি রুচে অন্নজল অশন শয়ন।
অতি বেগে সভামাঝে করিল গমন॥
যাইতে মূর্চ্ছিত হ'য়ে ভূমিতে পড়িলা।
সঞ্জয় প্রভৃতি সবে ধরিয়া তুলিলা॥

ন বলিলেন সঞ্জয়ের প্রতি ।
আছে বিদুর ডাকহ শীঘ্রগতি ॥
ধার্ম্মিক ভাই মম হিতে রত ।
। বিচ্ছেদে আমি আছি মৃতবৎ ॥
বলিলাম আমি পাপ মুখে ।
ণ প্রাণ সেই রাখে বা না রাখে ॥
তি চলহ বিলম্ব না করহ ।
। হৃদয় মহ সত্বর আনহ ॥
শুনি সঞ্জয় চলিল সেইক্ষণ ।
নে আছে পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন ॥
চত পূজা করি সবাকার প্রতি ।
র চাহিয়া তবে বলিছে ভারতী ॥
চল এইক্ষণে বিলম্ব না সয় ।
॥ বিনা অন্ধরাজ জীবন সংশয় ॥
শুনি যুধিষ্ঠির করেন সম্প্রাত ।
চড়ি দুইজন চলিল ত্বরিত ॥
। আইল পুনঃ শুনিল রাজন ।
তে চুম্বন করি দিল আলিঙ্গন ॥
রর বচন দোষ ক্ষমহ আমার ।
বলি অনেক করিল পুরস্কার ॥
নি করিবে ক্ষমা ইহা আমি চাই ।
া ছাড়া হাতে কভু মম শক্তি নাই ॥
ন তোমার পুত্র পাণ্ডব তেমন ।
ই তারা দুঃখী মম এতে পোড়ে মন ॥
র আইল শুনি রাজা দুর্য্যোধন ।
াইয়া আনাইল কর্ণ দুঃশাসন ॥
নি সহিত সবে সভায় বসিল ।
ক্ষণে দুর্য্যোধন বাক্য প্রকাশিল ॥
ভূপতির মন্ত্রী পাণ্ডবের হিত ।
র আইল দেখ মন্ত্রণা পণ্ডিত ॥
ং বিদুর না আকর্ষে তাঁর মন। •
বে আনিতে আজ্ঞা না দেন রাজন ॥
ং মন্ত্রণা কর ইহার উপায় ।
মতে কুন্তীপুত্র আসিতে না পায় ॥
যদি হস্তিনায় দেখিব পাণ্ডব ।
চয় আমার বাক্য কহি শুন সব ॥

গরল খাইব কিম্বা প্রবেশিব জলে ।
নিতান্ত ত্যজিব প্রাণ অস্ত্র বা অনলে ॥
শকুনি বলিল শুন আমার বচন ।
কদাচিত না আসিবে পাণ্ডুপুত্রগণ ॥
সত্যবাদী যুধিষ্ঠির করেছে সময় ।
ত্রয়োদশ বৎসর যাবৎ পূর্ণ নয় ॥
শুনিয়া বৃদ্ধের বাক্য যদি পুনঃ আসে ।
আমরা করিব পুনঃ সেই পণ শেষে ॥
কর্ণ বলিলেন চিত্তে এই যুক্তি আসে ।
দুঃখিত পাণ্ডবগণ আছে বনবাসে ॥
জটাচীর তপঃক্লেশ শোকেতে আতুর ।
সহায় সম্পদগণ আছে বহুদূর ॥
চতুরঙ্গ দলে গিয়া বেড়িব পাণ্ডবে ।
এ সময় মারিলে সকল রিষ্টি যাবে ॥
দুর্য্যোধন বলে সাধু মন্ত্রণা তোমার ।
করিলে মন্ত্রণা এই সংসারের সার ॥
আজ্ঞা দিল নরপতি সাজিতে সবারে ।
রথ গজ তুরঙ্গম চলিল সত্বরে ॥
সাজিয়া সকল সৈন্য কৌরব চলিল ।
অন্তর্য্যামী ব্যাসের যে গোচর হইল ॥
হস্তিনানগরে মুনি করিল গমন ।
পথে দুর্য্যোধন সহ হইল মিলন ॥
বাহুড়িয়া চল বলি আজ্ঞা দেন মুনি ।
দুর্য্যোধন বাহুড়িল মুনিবাক্য শুনি ॥
ধৃতরাষ্ট্র নিকটে গেলেন দ্বৈপায়ন ।
যথোচিত পূজা তাঁর করিল রাজন ॥
মুনি বলে ধৃতরাষ্ট্র করিলা কি কর্ম্ম ।
ধর্ম্ম অন্ধ হ'য়ে নষ্ট করিলা স্বধর্ম্ম ॥
মন্দবুদ্ধি তব পুত্র দুষ্ট দুরাচারী ।
রাজ্য লোভে হইল সে পাণ্ডবের বৈরী ॥
পাণ্ডব সহায় যেই জান ভালমতে ।
বিধাতার ধাতা হর্ত্তা কর্ত্তা ত্রিজগতে ॥
তাঁহার অপেক্ষা তুমি না কান মনে ।
বনবাসে পাঠাইয়া দিলা পুত্রগণে ॥
আপনার হিত যদি চাহ রাজা মনে ।
পাণ্ডবের নিকটে পাঠাও দুর্য্যোধনে ॥

একাকী পাণ্ডব সহ ভ্রমুক কাননে।
মন্দ চিন্তা না করুক না হিংসুক মনে॥
ইহাতে পাণ্ডব যদি হয় প্রীতিমান।
তবে তব শত পুত্র পাইবে কল্যাণ॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে দেব কহিলা উত্তম।
আমারে না রুচে যত কহিল অধম।
ভীষ্ম দ্রোণ বিদুর গান্ধারী আদি করি।
কাহার' না শুনে বাক্য দুষ্ট দুরাচারী॥
মুনি বলিলেন নহে ধর্ম্মের আচার।
সে সব কর্ম্মেতে নাহি আমার বিচার॥
পুত্র সম স্নেহ রাজা নাহিক সংসারে।
বিশেষ দুর্ব্বল পুত্র বড় স্নেহ করে॥
তুমি যেন মম পুত্র পাণ্ডুও তেমন।
যুধিষ্ঠির যেমন তেমন দুর্য্যোধন॥
পাণ্ডবেরে বিশেষ অনেক স্নেহ হয়।
পিতৃহীন সদা পায় দুঃখ অতিশয়॥
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত কথা শুনহ রাজন।
সুরভি গো মাতা আর সহস্রলোচন॥
সুরভি রোদন করে হইয়া বিকল।
তুষ্ট হৈয়া তারে জিজ্ঞাসিল আখণ্ডল॥
কহ কি কারণে মাতা করহ রোদন।
দেবে নরে কিবা নাগে আপদ ঘটন॥
সুরভি কহিল নাই আপদ কাহার।
শুন যেই হেতু দুঃখ হইল আমার॥
দুর্ব্বল আমার পুত্রে যুড়ি লাঙ্গলেতে।
হীনশক্তি বৃদ্ধ বড় না পারে চলিতে॥
মারিছে কৃষক বড় পুচ্ছমূল মোড়ে।
আর এক বলিষ্ঠ যাইছে উভরড়ে॥
তার সঙ্গে শক্তি নাই যাইতে ইহার।
কৃষক পাপিষ্ঠ বড় করিছে প্রহার॥
এ হেতু রোদন আমি করি নিরন্তর॥
শুনিয়া উত্তর করিলেন পুরন্দর॥
এই হেতু দেবী তুমি করহ রোদন।
এইমত স্থানে স্থানে লক্ষ বৃষগণ॥
কি বৃষকে কৃষকগণ করিছে প্রহার।
পুনঃ সবারে স্নেহ কেন না হয় তোমার॥
সুরভি বলেন এই অসক্ত দুর্ব্বল।
ইহা দেখি চিত্ত মোর হইল বিকল॥
এত শুনি দেবরাজ মেঘে আজ্ঞা দিল।
জল বৃষ্টি করি সব পৃথিবী পূরিল॥
কৃষক ত্যজিল কৃষি করিল গমন।
সুরভি বলেন সাধু সহস্রলোচন।
এইমত পালন করহ সবাকারে।
বনবাসে হইল দুর্ব্বল কলেবরে॥
শুন রাজা পূর্ব্বে হেন হয়েছে বিধান।
তবে ধর্ম্ম রহে সব দেখিলে সমান॥

মৈত্রেয় মুনির বাক্য ও দুর্য্যোধনকে অভিশাপ প্রদান।

ধৃতরাষ্ট্র বলে মুনি করি নিবেদন।
মোরে যদি স্নেহ হয় শুন তপোধন॥
আপনি বুঝাও দুষ্টমতি দুর্য্যোধনে।
ব্যাস বলে আমি না কহিব কদাচন॥
এইক্ষণে আসিবে মৈত্রেয় তপোধন।
সকল কহিবে হিত শুনহ রাজন॥
তব হিত তিনি বুঝাইবেন আপনি।
তাঁরে প্রীত না করিলে শাপ দিবে মুনি॥
এত বলি চলিলেন ব্যাস নিজালয়।
উপনীত হৈল মৈত্রেয় মহাশয়॥
যথোচিত পূজা তাঁর ধৃতরাষ্ট্র কৈল।
সুস্থ হৈয়া বসিয়া কুশল জিজ্ঞাসিল॥
আমি বহু তীর্থগণ করিয়া ভ্রমণ।
কাম্যবনে দেখিলাম পাণ্ডুপুত্রগণ॥
জটাচীর ভূষিত আহার ফল মূল।
তপস্বীর বেশ অঙ্গে তপস্যা বিপুল॥
শুনিলাম তথায় এ সব সমাচার।
তব পুত্র দুর্য্যোধন কৈল কদাচার॥
ভীষ্ম আর তুমি কুরুবংশের প্রধান।
হেন কর্ম্ম কেন হয় তোমা বিদ্যমান॥
কুরুবংশে সবাকার স্বধর্ম্ম সুকৃতি।
হেন বংশে অপযশ করিল দুর্ম্মতি॥

হেতু সভা তব না শোভে রাজন।
বলি কহে মুনি চাহি দুর্য্যোধন॥
ও দুর্য্যোধন বড় কুলে জন্ম।
কেন হেনরূপ করিলা অধর্ম্ম॥
বের হিংসা কর হইয়া অজ্ঞান।
জান সখা যার পুরুষপ্রধান॥
শুনি কিসে হীন পাণ্ডুপুত্রগণে।
গুণে ধর্ম্মে সবে বিজয়ী ভুবনে॥
কুঞ্জর বল ধরে ভীমনাথ।
দ্বক বক আদি করিল নিপাত॥
রে মারিল ভীম পশিতে কাননে।
পরাজয় কৈল খাণ্ডব দাহনে॥
চন সহ তুমি করিছ বিরস।
বাক্য কর প্রীতি নহে মৃত্যুবশ॥
এতেক কথা শুনি কুরুনাথ।
মানে উরুতে করিল করাঘাত॥
নতে রহিলা, ভুমি ক'রে নিরীক্ষণ।
না পেয়ে ক্রোধে কহে তপোধন॥
দুষ্ট মম বাক্য করিলি হেলন।
উচিৎ ফল শুনহ রাজন॥
রূপে অভিমানে কৈলি করাঘাত।
গদা মারি ভীম করিবে নিপাত॥
য়া ব্যাকুল হৈল অন্ধ নরপতি।
চরণ ধরি করিলা মিনতি॥
কর মুনিরাজ নহুক এমন।
হইয়া তবে বলে তপোধন॥
দশ বৎসরান্তে তব পুত্রগণ।
দিয়া ভজে যদি ধর্ম্মের চরণ॥
হেন না হইবে শুনহ রাজন।
রিলে মম বাক্য নহিবে লঙ্ঘন॥
ধৃতরাষ্ট্র হৈল মলিন বদন।
সিল কহ মুনি কির্ম্মীর নিধন॥
পে পাণ্ডুর সুত মারিল কির্ম্মীরে।
য় বসতি তার কত বল ধরে॥
বলে আমি আর না বসি হেথায়।
ধন সুখী নহে আমার কথায়॥

শুনিবারে ইচ্ছা যদি আছয়ে তোমার।
বিদুরে জিজ্ঞাস, পাবে সব সমাচার॥
এত বলি মহামুনি করিল গমন।
বিদুরে জিজ্ঞাসে তবে অম্বিকানন্দন॥
অরণ্যপর্ব্বের কথা শ্রবণে অমৃত।
কাশীদাস কহে সাধু পিয়ে অবিরত॥

কির্ম্মীর বধোপাখ্যান।

ভীমের বীরত্ব শুনি গেল দুর্য্যোধন।
বিদুর বলিল তবে কির্ম্মীর নিধন॥
যে কার্য্য করিল রাজা বীর বৃকোদর।
করিতে না পারে কেহ সুরাসুর নর॥
কাম্যক কাননে রহে কির্ম্মী নিশাচর।
দেবের অবধ্য পরাক্রমে পুরন্দর॥
পশিল পাণ্ডবগণ, যেই কাম্যবন।
ধাইল মনুষ্য দেখি, রাক্ষস দুর্জ্জন॥
রাক্ষসী মায়ায় কৈল, ঘোর অন্ধকার।
মেলিয়া বদন রহে' গিলিতে সংসার॥
ভয়েতে দ্রৌপদী দেবী মুদিল নয়ন।
দ্রুত তবে লুকাইল, মধ্যে পঞ্চজন॥
নাশিতে রাক্ষসী মায়া, ধৌম্য তপোধন।
রক্ষোঘ্ন মন্ত্রেতে কৈল মায়া নিবারণ॥
মায়া নাশ হ'লে কহে ধর্ম্মের নন্দন।
আমি ধর্ম্ম এই মম ভাই চারিজন॥
রাজ্য ভ্রষ্ট হ'য়ে মোরা আসিনু হেথায়।
কিছুদিন রব সুখে তোমার আলয়॥
কির্ম্মী বলে মম ভায়ে ক'রেছে নিধন।
ভীম নামে তোর ভাই কোথা সেই জন॥
আমার পরম সখা হিড়িম্বে মারিল।
তার স্বসা হিড়িম্বাকে বিবাহ করিল॥
রাক্ষসের বৈরী ভীম জানে সর্ব্বজন।
মোর হাতে আজ তার নিশ্চয় মরণ॥
ভীমের রক্তেতে করি বকের তর্পণ।
আগুনে পোড়ায়ে মাংস করিব ভক্ষণ॥
রাক্ষসের শুনি হেন কঠোর বচন।
ক্রোধে ভীম এক বৃক্ষ আনিল তখন॥

মহাক্রোধে প্রহারিলা বীর বৃকোদর।
বৃত্রাসুরে বজ্র যেন মারে পুরন্দর॥
অটল রাক্ষস স্থির যেন গিরিবর।
দগ্ধ কাষ্ঠ দণ্ড হানে ভীমের উপর॥
দোঁহার উপরে দোঁহে বজ্রমুষ্টি মারে।
শরবনে অগ্নি যেন চড় বড় করে॥
মহা ভয়ঙ্কর যেন দানব অমর।
হেন মতে দুই বীর করিল সমর॥
কৌরবের ব্যবহারে ছিল মহা ক্রোধে।
কির্ম্মীরে সুমুখে পেয়ে ধরিল অবাধে॥
অতি ক্রোধে ভীম তবে ধরিয়া রাক্ষসে।
পৃষ্ঠে জানু দিয়া ধরে, পদ আর কেশে॥
মধ্যেতে ভাঙ্গিয়া তারে কৈল দুই খান।
মহানাদ করি দুষ্ট ত্যজিল পরাণ॥
হৃষ্ট হ'য়ে চারি ভাই দিল আলিঙ্গন।
সাধু সাধু প্রশংসা করেন মুনিগণ॥
যবে আমি যাই বনে করিতে সন্ধান।
পথে দেখি পড়িয়াছে পর্ব্বত সমান॥
দেখি হেন জিজ্ঞাসিনু মণিগণ স্থান।
মুনি মুখে বিবরণ সব জানিলাম॥
শুনিয়া নিঃশব্দ হৈল অম্বিকা নন্দন।
পাণ্ডুপুত্র কথা শুনি ছন্ন হৈল জ্ঞান॥

কাম্যবনে শ্রীকৃষ্ণের সহিত পাণ্ডব-
দিগের নানা কথা।

বনে যদি গেল পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন।
দেশে দেশে এ বার্ত্তা পাইল রাজগণ॥
ভোজ বৃষ্ণি অন্ধক প্রভৃতি নৃপগণ।
কৃষ্ণের সহিত গেল কাম্যক কানন॥
পাঞ্চাল রাজার পুত্র সহ অনুগত।
ধৃষ্টকেতু ধৃষ্টদ্যুম্ন আর বন্ধু যত॥
যুধিষ্ঠিরে বেড়ি সবে বসিল চতুর্ভিত।
পাণ্ডবের বেশ দেখি হইল বিস্মিত॥
আত্ম দুঃখ কহিতে লাগিল পঞ্চজন।
হেন কর্ম্ম করিল পাপিষ্ঠ দুর্য্যোধন॥
সে জন বধের যোগ্য কহে ধর্ম্মনীত।
গোবিন্দ বলেন এই আমার বহিত॥
ক্রোধেতে কম্পিত অঙ্গ কমললোচন।
সবিনয়ে অর্জ্জুন করিল নিবেদন॥
ধর্ম্মেতে ধার্ম্মিক তুমি হও সত্যবাদী।
সদয় হৃদয় তুমি বিধাতার বিধি॥
অক্রোধী অলোভী তুমি দীনে ক্ষমাবন্ত।
তোমারে এতেক ক্রোধ না পাই তদন্ত॥
নারায়ণ রূপে তুমি হইলা তপস্বী।
করিলা তপস্যা গন্ধমাদনে নিবসি॥
পুষ্কর তীর্থেতে দশ সহস্র বৎসর।
দেবমানে তপস্যা করিলা দামোদর॥
তুমিত নির্গুণ কিন্তু গুণেতে পূরিত।
তোমারে যে না ভজে সে জগতে বঞ্চিত।
এতেক বলিল যদি বীর ধনঞ্জয়।
তাহারে কহেন তবে দেবকী-তনয়।
তোমায় আমায় কিছু নাহিক অন্তর।
আমি নারায়ণ ঋষি তুমি হও নর॥
পাণ্ডবে আমায় আর নাহি ভেদ লেশ।
সহিতে না পারি আমি পাণ্ডবের ক্লেশ॥
যে তোমারে দ্বেষ করে সে করে আমারে।
তোমারে যে স্নেহ করে সে আমারে করে।
তুমি হও আমার হে, আমি যে তোমার।
যে জন তোমার পার্থ, সে জন আমার॥
এতেক বলেন কৃষ্ণ কমললোচন।
ভাল ভাল বলিয়া বলিল রাজগণ॥
হেনকালে উপনীত দ্রুপদনন্দিনী।
কৃষ্ণ অগ্রে বলিলেন যোড় করি পাণি॥
অসিত-দেবল মুখে শুনিয়াছি আমি।
নাভি-কমলেতে স্রষ্টা সৃজিয়াছ তুমি॥
আকাশ তোমার শির পাতাল চরণ।
পৃথিবী তোমার কটি জঙ্ঘা গিরিগণ॥
শিব আদি যত যোগী তোমারে ধেয়ায়।
তপস্বী করিয়া তপ সমর্পে তোমায়॥
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় ইঙ্গিতে তব হয়।
সবার ঈশ্বর তুমি মুনিগণে কয়॥

াথের নাথ তুমি দুর্ব্বলের বল।
কারণে তোমাকেই কহি যে সকল॥
দুঃখ কহিতে সবার তুমি স্থান।
নাদুঃখ কহি কিছু কর অবধান॥
ণ্ডবের ভার্য্যা আমি, দ্রুপদ-নন্দিনী।
প্রিয়সখি আমি, অর্জ্জুন ভামিনী॥
নারা কেশে ধরি লইল সভায়।
ভাষা কহিল যত কহনে না যায়॥
ধর্ম্মে ছিলাম আমি এক বস্ত্র পরি।
নাথার প্রায় বলে নিল কেশে ধরি॥
রবংশ পাঞ্চাল পাণ্ডবগণ জীতে।
স্যকর্ম্ম বিধিমতে বলিল করিতে॥
ষ্ম দ্রোণ ধৃতরাষ্ট্র ছিল বিদ্যমান।
ব বসি দেখিল আমার অপমান॥
পত্নী আমি হেন কহে সর্ব্বলোকে।
পঞ্চজন সভামধ্যে বসি দেখে॥
ধিক ভীমবীর ধিক ধনঞ্জয়।
রণে গাণ্ডীব ধনু কেন বয়॥
র্ব্বতে এমত আমি শুনেছি বিধান।
কষ্ট না স্বামী দেখে বিদ্যমান॥
বল হইলে ভার্য্যায় রাখে স্বামী।
কারণ এ সবার নিন্দা করি আমি॥
রূপে জন্মে লোক ভার্য্যার উদরে।
ই হেতু জায়া বলি বলয়ে ভার্য্যারে॥
র্য্যা ভীতা হৈলে লয় স্বামীর শরণ।
ণ যে লয় তারে করয়ে রক্ষণ॥
নাম শরণ আমি এ পঞ্চজনারে।
ন এরা রক্ষা না করিল অনাথারে॥
য্যা নাহি দেব আমি, হই পুত্রবতী।
গুণ চাহি না করিল অব্যাহতি॥
বীর্য্য নহে মোর সব পুত্রগণ।
তেজা তব পুত্র প্রদ্যুম্ন যেমন॥
ব কেন দুষ্টের সহিল হেন কর্ম্ম।
টে জিনিল মিথ্যা করিয়া অধর্ম্ম॥
রূপে সভায় বসিয়া সবে দেখে।
অপমান করে যত দুষ্টলোকে॥

গাণ্ডীবী বলিয়া ধনু ধনঞ্জয় ধরে।
পৃথিবীতে গুণ দিতে কেহ নাহি পারে॥
ধনঞ্জয় কিম্বা ভীম আর পার তুমি।
তবে কেন এত সহে না জানিনু আমি॥
ধিক ধিক মম নাথ পাণ্ডুপুত্রগণ।
এত করি অদ্যাবধি জিয়ে দুর্য্যোধন॥
বাল্যকাল হৈতে যত করে সেইজন।
অগোচর নহে সব জানহ আপন॥
কপটে বিষের লাড়ু ভীমে খাওয়াইল।
হস্ত পদ বান্ধি গঙ্গাজলে ফেলাইল॥
জতুগৃহ করিয়া রহিতে দিল স্থান।
ধর্ম্ম হৈতে অগ্নিতে পাইল পরিত্রাণ॥
রাজ্য ধন ল'য়ে তবে পাঠাইল বনে।
এতেক সহিল কষ্ট কিসের কারণে॥
সভায় বসিয়া নাথ দেখে পঞ্চজন।
দুঃশাসন হরে মম পিন্ধন বসন॥
এতেক বলিয়া কৃষ্ণা কহেন তখনে।
তোমরা আমার নহ জানিনু এক্ষণে॥
থাকিলে কি হবে নাথ সভার গোচরে।
এতেক দুর্গতি মম ক্ষুদ্রলোকে করে॥
এত বলি কৃষ্ণা তবে কান্দে উচ্চৈঃস্বরে।
বারিধারা নয়নেতে অনিবার ঝরে॥
পুনঃ গদগদ বাক্যে বলয়ে পার্ষতি।
নাহি মোর তাত ভ্রাতা নাহি মোর পতি॥
তুমি অনাথের নাথ বলে সর্ব্বজনে।
চারি কর্ম্মে আম নাথ তোমার রক্ষণে॥
সম্বন্ধে গৌরবে স্নেহে আর প্রভুপণে।
দাসীজ্ঞানে আমারে রাখিলা শ্রীচরণে।
গোবিন্দ বলেন সখী না কর ক্রন্দন।
তোমার ক্রন্দনে মম স্থির নহে মন॥
যখন বিবস্ত্র তোমা করে দুঃশাসন।
গোবিন্দ বলিয়া তুমি ডাকিলা যখন॥
অগ্রেতে হৈয়াছে মম সেই মহাঘাত।
যাবৎ কপটি দুষ্ট না হয় নিপাত॥
যেই মত কৃষ্ণা তুমি করেছ রোদন।
সেই মত কান্দিবে সে সবার স্ত্রীগণ॥

তোমার সাক্ষাতে আমি কহি সত্য করি।
না করিলে বৃথা নাম বাসুদেব ধরি ॥
তথাপি আমার বাক্য না হইবে আন।
দিন কত কল্যাণি থাকহ সাবধান ॥
এতেক শুনিয়া কহিলেন ধনঞ্জয়।
কৃষ্ণের বচন দেবি কভু মিথ্যা নয় ॥
কহিলেন যত কৃষ্ণ হবে সেইমত।
অকারণে কান্দহ অজ্ঞান জন মত ॥
স্বসার ক্রন্দন দেখি ধৃষ্টদ্যুম্ন বীর।
সজল নয়নে কহে কাম্পিত শরীর ॥
এতেক লাঞ্ছনা কেবা ক্ষত্র হ'য়ে সয়।
নিকটে না ছিনু আমি কুরু ভাগ্যোদয় ॥
তথাপি কৌরবগণে করিব সংহার।
শুন সর্ব্ব রাজগণ প্রতিজ্ঞা আমার ॥
দ্রোণ গুরু বলি যেই গর্ব্ব করে মনে।
মম ভার রৈল তারে সংহারিতে রণে ॥
ভীষ্ম পিতামহ যে অজেয় তিনলোকে।
তাহাকে মারিতে ভার হৈল শিখণ্ডীকে ॥
মধুর বচনে তবে কন জগন্নাথ।
যুধিষ্ঠির আগে যোড় করি পদ্মহাত ॥
দ্বারকা ছাড়িয়া আমি নিকটে থাকিলে।
নিবৃত্ত করিতে আসিতাম দ্যূতকালে ॥
শাল্ব নামে মহাবল দৈত্যের ঈশ্বর।
সসৈন্যে বেড়িয়াছিল দ্বারকানগর ॥
তব রাজসূয় যজ্ঞে গেলাম যখন।
সবারে পীড়িল দুষ্ট করি মায়া রণ ॥
আমার সহিত যুদ্ধ হৈল বহুতর।
বহু কষ্টে তারে মারিলাম নরেশ্বর ॥
এত শুনি যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসিল পুনঃ।
কহ শুনি দ্বারকা হিংসিল শাল্ব কেন ॥
তোমার সহিত কেন বৈরতা হইল।
কার হিত কারণ সে দ্বারকা আইল ॥
কোন্ মায়া ধরে দুষ্ট কত করে রণ।
বিস্তারি আমারে কহ শ্রীমধুসূদন ॥
গোবিন্দ বলেন শুন পাণ্ডুর নন্দন।
তব রাজসূয় যজ্ঞ অনর্থ কারণ ॥
শিশুপাল আমা হৈতে হইল নিধন।
সেই বৈরীবৃক্ষ বীজ হইল রোপণ ॥
শিশুপাল মরণ শুনিয়া দৈত্যেশ্বর।
সসৈন্যে বেড়িল আসি দ্বারকা নগর ॥
দ্বারকার লোক তার শুনি আগমন।
উগ্রসেন আদি সব সাজিল তখন ॥
দ্বারকা পশিতে যত নৌকা-পথ ছিল।
সকল স্থানের নৌকা ডুবাইয়া দিল ॥
লোহার কণ্টক সব পোতাইল পথে।
ক্রোশেক পর্য্যন্ত বিষ রাখিল জলেতে ॥
ধন রত্ন রাখিলেন গর্ত্তের ভিতর।
রক্ষক উদ্ধব উগ্রসেন নরবর ॥
আসিতে যাইতে লোক করে নিবারণ।
বিনা চিহ্নে তথায় না চলে কোন জন ॥
সৌভপতি আইল সে চতুরঙ্গ দলে।
পৃথিবী কম্পিত হৈল রণ-কোলাহলে ॥
দ্বারকার চতুর্দ্দিক রহিল বেড়িয়া।
বহু সৈন্য জলস্থল রহিল যুড়িয়া ॥
দেবালয় শ্মশান পূর্ণিত কৈল স্থল।
এই স্থলে নিজ সৈন্য রাখিল সকল ॥
দেখিয়া দৈত্যের সৈন্য বৃষ্ণিবংশগণ।
বাহির হইল তবে করিবারে রণ ॥
চারুদেষ্ণ শাম্ব গদ প্রদ্যুম্ন সারণ।
সসৈন্যে বাহির হৈল করিবারে রণ ॥
ক্ষেমবৃদ্ধি নামেতে শাল্বের সেনাপতি।
সে যুদ্ধ করিল শাম্ব কুমার সংহতি ॥
মহাবল শাম্ব জাম্ববতীর নন্দন।
অস্ত্র বৃষ্টি কৈল যেন জল বরিষণ ॥
সহিতে না পারি রণে ভঙ্গ দিয়া গেল।
ক্ষেমবৃদ্ধি ভঙ্গ দেখি সৈন্য পলাইল ॥
বেগবান নামে দৈত্য আছিল তাহাতে।
আগু হ'য়ে যুদ্ধ দিল শাম্বের সহিতে ॥
শাম্বের হস্তেতে যে মহাগদা আছিল।
বেগবান তাহার প্রহারে প্রাণ দিল ॥
দানব বিবিন্ধ্য নামে আসি দাঁড়াইল।
নানা অস্ত্রে দুই বীরে মহাযুদ্ধ হৈল ॥

মহাবীর চারুদেষ্ণ রুক্মিণী-তনয়।
অগ্নিবাণে সকল করিল অগ্নিময় ॥
সেই বাণে ভস্ম হৈল বিবিন্ধ অসুর।
যার ভয়ে সদাই কম্পয়ে সুরপুর ॥
সেনাপতি পড়িল পলায় সেনাগণ।
সৈন্যভঙ্গ দেখি শাল্ব আইল তখন ॥
শাল্বে দেখি কম্পিত হইল সব বীর।
বাহির হইল শাম্ব নির্ভয় শরীর ॥
নির্ভয় পাইল যত দ্বারকার জনে।
আইল মকরধ্বজ রথ আরোহণে ॥
অগ্রমতি যুদ্ধ কৈল শাল্বের সংহতি।
অঞ্জন পর্ব্বত তুল্য শাল্ব দৈত্যপতি ॥
মর্ম্মভেদী এক অস্ত্র প্রদ্যুম্ন রচিল।
কবচ ভেদিয়া অস্ত্র শাল্বেরে ভেদিল ॥
মূর্চ্ছিত হইয়া শাল্ব রথেতে পড়িল।
দেখিয়া যাদবদল চৌদিকে বেড়িল ॥
হাহাকারে কান্দয়ে যতেক দৈত্যগণ।
ততক্ষণে শাল্বরাজা পাইল চেতন ॥
গর্জ্জিয়া উঠিয়া শাল্ব দিলেক হুঙ্কার।
পলায় যাদবদল শব্দ শুনি তার ॥
বহু মায়া জানে শাল্ব মায়ার নিদান।
কামদেবে প্রহার করিল তীক্ষ্ণবাণ ॥
মোহ হৈল প্রদ্যুম্ন মায়া অস্ত্রাঘাতে।
মূর্চ্ছিত হইয়া কাম পড়িলেক রথে ॥
কামদেব মূর্চ্ছা দেখি দারুক সন্ততি।
রথ ফিরাইয়া পলাইল শীঘ্রগতি ॥
ততক্ষণে চেতন পাইল মম সুত।
সারথিরে নিন্দা করি বলয়ে বহুত ॥
কি কর্ম্ম করিলে তুমি দারুক নন্দন।
মম রথ ফিরাইলে কিসের কারণ ॥
কি দেখি তব ভয় হৈল হৃদি মাঝ।
কি কারণে সারথি করিলে হেন কাজ ॥
বৃষ্ণিবংশ সমরে বিমুখ কোন কালে।
কেবা অগ্রসর হয় মম শরজালে ॥
যুদ্ধ বসে ভয় কিছু না হয় আমার।
রণেতে বহুল মূর্চ্ছা হইল তোমার ॥

রথী মূর্চ্ছা দেখি রথ ফিরায় সারথি।
না হয় তাহাতে দোষ, আছে হেন নীতি ॥
বিশেষ গরিষ্ঠ বাক্য শুনিয়া তাহার।
ঈষৎ হাসিয়া কহে রুক্মিণী-কুমার ॥
আর কভু না করিবে কর্ম্ম হেনমত।
জীয়ন্ত থাকিতে রথী না ফিরাও রথ ॥
বৃষ্ণিবংশে এমন কখন নাহি হয়।
কি বলিবে শুনি জ্যেষ্ঠতাত মহাশয়।
গদাগ্রজ কি বলিবে জনক আমার।
তোমা হৈতে বৃষ্ণিবংশে হইল ধিক্কার ॥
পাছে পাছে শাল্ব মোরে প্রহারিবে শর।
পলাইয়া যাব আমি স্ত্রীগণ ভিতর ॥
দেখিয়া হাসিবে সব বৃষ্ণিবংশ নারী।
পলাইয়া গেল বলি বহু নিন্দা করি ॥
এ কর্ম্ম হইতে মৃত্যু শতগুণে ভাল।
দ্বারকার ভার যে আমারে সমর্পিল ॥
রাজসূয় যজ্ঞে গেল আমারে রাখিয়া।
কি বলিবে তাত এবে সকল শুনিয়া ॥
শীঘ্র বাহুড়াহ রথ দারুক নন্দন।
এইক্ষণে সৌভপুরী করিব নিধন ॥
কামের এতেক বাক্য শুনিয়া সারথি।
রণমুখে চালাইল রথ শীঘ্রগতি ॥
ভগ্ন সৈন্য দেখিয়া কুপিল দৈত্যপতি।
নানা অস্ত্র প্রদ্যুম্নে প্রহারে শীঘ্রগতি ॥
পুনঃ পুনঃ মায়াবীর প্রহারে নানা শর।
সব শর ছেদ করে কাম ধনুর্দ্ধর ॥
পরে ক্রোধে সম্বরারি নিল দিব্য বাণ।
চন্দ্র সূর্য্য তেজ দেখি যাহে বিদ্যমান ॥
অস্ত্র দেখি দেবগণ করে হাহাকার।
শীঘ্র পাঠাইল তথা ব্রহ্মার কুমার ॥
বায়ুবেগে আইলেন নারদ ঝটিতি।
দেবগণ বলিল বিনয়ে কাম প্রতি ॥
সম্বরহ এই অস্ত্র কৃষ্ণের নন্দন।
এই অস্ত্রে রক্ষা নাহি পায় ত্রিভুবন ॥
শাল্ব দৈত্য রাজা কভু তব বধ্য নয়।
স্বহস্তে মারিবে এরে দৈবকী-তনয় ॥

এত শুনি হৃষ্ট হৈয়া তূণে অস্ত্র থুল।
এ সব কারণ শাল্ব সকল জানিল॥
রণ ত্যজি সৌভপুরে উত্তরিল গিয়া।
নিজ রাজ্যে গেল তবে দ্বারকা ত্যজিয়া॥

———

শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধে শাল্বদৈত্য বধ।

তব যজ্ঞ সাঙ্গ যবে হৈল নরপতি।
হেথা হতে আমিত' গেলাম দ্বারাবতী॥
দেখিলাম দ্বারকা যে লণ্ডভণ্ড প্রায়।
বেদধ্বনি উচ্চারিল সবে সূক্ষ্ম তায়॥
পুষ্পোদ্যানে তরুগণ লণ্ডভণ্ড দেখি।
জানিলাম জিজ্ঞাসিয়া সাত্যকিরে ডাকি॥
সকল কহিল তবে হৃদিকানন্দন।
আদ্যোপান্ত যতেক শাল্বের বিবরণ॥
শুনিয়া হৃদয়ে তাপ হইল অপার।
ঘরে প্রবেশিতে চিত্ত নহিল আমার॥
কামপাল কামদের বাহুক প্রভৃতি।
ডাকিলাম সবারে রাখিতে দ্বারাবতী॥
হইলাম কিছু সৈন্য লইয়া বাহির।
শাল্ব সহ যুদ্ধে যাই সিন্ধুনদ তীর॥
তথা শুনিলাম শাল্ব আছে সিন্ধুমাঝে।
হইলাম সিন্ধুমাঝে প্রবিষ্ট সে সাজে॥
পাঞ্চজন্য শঙ্খ শব্দ শুনিয়া আমার।
হাসিয়া ডাকিয়া বলে শাল্ব দুরাচার॥
তোমারে দেখিতে গেনু দ্বারকা নগরে।
না দেখিনু তোমারে আইনু নিজ ঘরে॥
ভাগ্য মোর আপনি আইলা মম পুরে।
পাঠাইব এখনি তোমারে যমঘরে॥
এত বলি এড়িলেক লক্ষ লক্ষ বাণ।
গদা চক্র শেল শূল অস্ত্র খরসান॥
আমি সব কাটিলাম চোখা চোখা শরে।
মায়ায় উঠিল শাল্ব আকাশ উপরে॥
আকাশে উঠিয়া শাল্ব বহু মায়া কৈল।
দিবা রাত্রি নাহি জ্ঞান অন্ধকার হৈল॥
কোটি কোটি বাণ যে এড়িল দুষ্টমতি।
না দেখি রথের ঘোড়া রথের সারথি॥
শৈল সুগ্রীবাদি অশ্ব হইল অচল।
ডাকিল দারুক মোরে হইয়া বিহ্বল॥
শক্তিহীন সর্ব্বাঙ্গে বহিছে রক্তধার।
চিন্তান্তর হয় দুঃখ দেখিয়া তাহার॥
হেনকালে দ্বারকা নিবাসী একজন।
সম্মুখে আসিয়া বলে করিয়া ক্রন্দন॥
কিবা কর বাসুদেব চল শীঘ্রগতি।
ক্ষণমাত্র রহিলে মজিবে দ্বারাবতী॥
শাল্ব রাজা আসিয়াছে দ্বারকানগরে।
যুদ্ধ করি মারিলেক তোমার বাপেরে॥
শীঘ্র করি উগ্রসেন দিল পাঠাইয়া।
মজিল দ্বারকাপুর রক্ষা কর গিয়া॥
এত শুনি চিত্তে বড় হইল বিস্ময়।
পিতৃশোকে তাপ বড় জন্মিল হৃদয়॥
বলভদ্র প্রদ্যুম্ন সাত্যকি আদি করি।
মহাবীরগণ সব রক্ষা করে পুরী॥
এ সব থাকিতে বাসুদেবেরে মারিল।
সবাই মরিল হেন সত্য জানা গেল॥
এ তিন থাকিতে যদি দেবরাজ আসে।
না হয় তাঁহার শক্তি দ্বারকা প্রবেশে॥
মায়াতে সকলি হেন জানিলাম মনে।
করিলাম পুনঃ যুদ্ধারম্ভ শাল্ব সনে॥
আচম্বিতে দেখি শাল্ব সৌভপুরী হৈতে।
কেশপাশমুক্ত পিতা পড়িল ভূমিতে॥
চতুর্দ্দিকে দৈত্যগণ করয়ে প্রহার।
দেখিয়া আমরা সব করি হাহাকার॥
দেখিয়া এ সব ক্রিয়া ব্যাকুল হইয়া।
জ্ঞানচক্ষে চাহিলাম বিস্ময় মানিয়া॥
শেষে জানা গেল সব অসুরের মায়া।
না জানি কোথায় শাল্ব আছে লুকাইয়া॥
তবে কতক্ষণে শব্দ শুনি আচম্বিতে।
মার মার বলিয়া ডাকয়ে পূর্ব্বভিতে॥
এড়িলাম শব্দ অনুসারে শব্দভেদি।
যতেক মায়াবী দৈত্য ফেলিলাম ছেদি॥
খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িল সিন্ধুজলে।
কুম্ভীর মকর দৈত্য ধরি সব গিলে॥

নিঃশব্দ হইল সব পড়িল দানব ।
আর কতক্ষণে শুনি দশদিকে রব ॥
করিলাম গান্ধর্ব্ব যে অস্ত্র নিক্ষেপণ ।
মায়া দূর হৈল শাল্ব দিল দরশন ॥
সৈন্য হত দেখিয়া দৈত্যের অধিপতি ।
সে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে গেল শীঘ্রগতি ॥
তথা হৈতে বহু সৈন্য লইয়া আইল ।
অন্ধকার করি দৈত্য পর্ব্বত বর্ষিল ॥
অনেক প্রকারে তাহা নারি নিবারিতে ।
দেখিয়া বিস্ময় হৈল আমার মনেতে ॥
ডুবিল আমার রথ পর্ব্বত চাপনে ।
হাহাকার আকাশে করয়ে দেবগণে ॥
আমারে না দেখিয়া ব্যাকুল দেবগণ ।
আর কত মিত্রগণ করয়ে রোদন ॥
অস্ত্রের প্রসাদে পুনঃ পাই পরিত্রাণ ।
সেই অস্ত্রে খণ্ড খণ্ড হইল পাষাণ ॥
পর্ব্বত কাটিয়া আমি হলেম বাহির ।
জলদপটল হৈতে যেমন মিহির ॥
পুনঃ শাল্ব নানা অস্ত্র করে বরিষণ ।
গরুড়হাতে দারুক করিল নিবেদন ॥
মায়ার পুতলি এই অসুর দুরন্ত ।
সুদর্শন এড়িয়া অসুরে কর অন্ত ॥
সৌভপুরে শাল্বের থাকিবে যতক্ষণ ।
সেইক্ষণে নহিবেক তাহার নিধন ॥
সুদর্শন এড়িয়া কাটহ সৌভপুর ।
তবে ত নিধন হবে মায়াবী অসুর ॥
এ কথা শুনিয়া ত্যাগ করিলাম চক্র ।
দেখি দৈত্য হয় ব্যস্ত সচকিত শক্র ॥
আকাশে উঠিল চক্র সূর্য্যের সমান ।
সৌভপুরী কাটিয়া করিল খান খান ॥
পুনরপি সুদর্শন বাহুড়ি আইল ।
অসুরে কাটিতে পুনঃ অনুজ্ঞা হইল ॥
গর্জ্জিয়া উঠিল চক্র গগনমণ্ডলে ।
প্রলয়ের কালে যেন শত সূর্য্য জ্বলে ॥
দেখি সুরাসুর সব হইল অজ্ঞান ।
শাল্বদৈত্য কাটিয়া করিল খান খান ॥

এই হেতু আসিতে না পাইনু তখন ।
আপনার মৃত্যুপথ কৈল দুর্য্যোধন ॥
তুমি সত্যবাদী সত্য করিবে পালন ।
সেই বলে দুর্য্যোধন ত্যজিবে জীবন ॥
ত্রয়োদশ বৎসরান্তে হইবে সংহার ।
ইন্দ্র আদি সখা হ'লে রক্ষা নাহি তার ॥
শুন ধর্ম্ম মহীপাল আমার বচন ।
গ্রহদোষ হৈতে দুঃখ পায় সাধুজন ॥
অবনীতে ছিল পূর্ব্বে শ্রীবৎস নৃপতি ।
শনিকোপে দুঃখ তিনি পাইলেন অতি ॥
চিন্তাদেবী তাঁর ভার্য্যা লক্ষ্মী অংশে জন্ম ।
পৃথিবীতে খ্যাত আছে তাহাদের কর্ম্ম ॥
দ্রৌপদীর কিবা দুঃখ শুন নরবর ।
ইহা হৈতে চিন্তা দুঃখ পাইল বিস্তর ॥
দৈবেতে এ সব হয় শুন মহীপাল ।
আপন অর্জ্জিত কর্ম্ম ভুঞ্জে চিরকাল ॥
এত দুঃখ পাও রাজা দৈবের বিপাকে ।
ঈশ্বরেরে নিন্দ নাহি, নিন্দ আপনাকে ॥
মূল কর্ম্ম ফলাফল ভোগায় তাহাতে ।
কর্ম্ম অনুসারে জীব ব্যস্ত হয় যাতে ॥
শুনিয়া কৃষ্ণের কথা অতি মনোহর ।
কহিলেন যুধিষ্ঠির যোড় করি কর ॥
কহ প্রভু শ্রীবৎস নৃপতি কোন্ জন ।
কোথায় নিবাস তাঁর কাহার নন্দন ॥
চিন্তাদেবী কার কন্যা কহ নারায়ণ ।
কিরূপে পাইল দুঃখ কহ বিবরণ ॥
কহ কহ জগন্নাথ কি শুনি আনন্দ ।
মুখপদ্ম হৈতে ঝরে বাক্য মকরন্দ ॥
বনপর্ব্ব ব্যাসঋষি করিলা প্রকাশ ।
ভাষায় রচিল তাহা কাশীরাম দাস ॥

শ্রীবৎস রাজার উপাখ্যান ।

শ্রীকৃষ্ণ বলেন রাজা করহ শ্রবণ ।
শ্রীবৎস রাজার কথা অপূর্ব্ব কথন ॥
চিত্ররথ পূর্ব্বে ছিল পৃথিবীর পতি ।
তৎপরে শ্রীবৎস হয় তাহার সন্ততি ॥

একছত্রে ধরিণী শাসিল নরপতি।
রতিপতি সম রূপে জ্ঞানে বৃহস্পতি॥
সসাগরা পৃথিবী শাসিল বাহুবলে।
সকল করিল রাজা নিজ করতলে॥
রাজসূয় অশ্বমেধ করে শত শত।
দানেতে দারিদ্রগণে তোষে অবিরত॥
অপ্রমিত গুণ তাঁর বর্ণন না যায়।
ধার্ম্মিক তাঁহার তুল্য না দেখি কোথায়॥
যে যাহা প্রার্থনা করে তাহা দেয় তারে।
দেহরক্ষা হেতু প্রাণ নাহি দেন কারে॥
চিত্রসেন রাজকন্যা তাঁহার মহিষী।
চিন্তা নামে পতিব্রতা পরম রূপসী॥
শত শত চান্দ্রায়ণ কত মহাদান।
করিয়াছে কেবা হেন চিন্তার সমান॥
রাজা রাণী ধর্ম্ম কর্ম্ম যা করে যখন।
ঈশ্বরে অর্পেণ সব হৈয়া শুদ্ধমন॥
শুন সে অপূর্ব্ব কথা ধর্ম্মের নন্দন।
তৎপরে হৈল দেখ দৈবের ঘটন॥
একদিন লক্ষ্মী আর শনি মহাশয়।
উভয়ের বাক্যযুদ্ধ হৈল অতিশয়॥
লক্ষ্মী কহে আমি শ্রেষ্ঠা সকল সংসারে।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালেতে কে ছাড়ে আমারে॥
কেমনে বলিলে শনি তুমি শ্রেষ্ঠ জন।
ত্রিভুবন মধ্যে তোমা কে করে অর্চ্চন॥
এইরূপে দুইজনে হৈল অকৌশল।
পণ করি দুইজন আইল ভূতল॥
লক্ষ্মী কহে শ্রীবৎস নৃপতি বিচক্ষণ।
ইহার মধ্যস্থ তবে হউক সেই জন॥
সূর্য্যপুত্র সিন্ধুকন্যা উভয়ে ত্বরিত।
রাজার পুরেতে আসি হৈল উপনীত॥
শ্রীবৎস নৃপতি যান স্নান করিবারে।
দুইজন উপনীত দেখিলেন দ্বারে॥
দেখি ব্যস্ত ভূপতি দাণ্ডায় যোড়করে।
কহিলেন প্রণাম করিয়া মৃদুস্বরে॥
কি কারণে আগমন হয়েছে এ স্থানে।
শনি কহিলেন কার্য্য তব সন্নিধানে॥
আমা এ দুয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কোন্ জন।
বিচারিয়া কহ রাজা তুমি বিচক্ষণ॥
শুনিয়া কহিল রাজা বিনয় বচনে।
কল্য এলে বলিব যা লয় মম মনে॥
এই বাক্য কহি দোঁহে করেন বিদায়।
স্নান করি নিজালয়ে আসি নররায়॥
রাণীরে কহিল রাজা এই বিবরণ।
শুনিয়া হইল রাণী বিষণ্ণবদন॥
অমরে অমরে দ্বন্দ্ব করি দুইজনে।
মনুষ্য মধ্যস্থ মানি আসে কি কারণে॥
ভাল ত লক্ষণ রাজা নহে এ সকল।
না জানি কি হয় বুঝি মম কর্ম্মফল॥
রাজা বলে চিন্তাদেবি চিন্তা কর মিছা।
হইবে যখন যাহা ঈশ্বরের ইচ্ছা॥
কাল বলবান দেবি জানিহ নিশ্চয়।
কালপ্রাপ্ত হইলে নরের মৃত্যু হয়॥
এমত চিন্তায় গত দিবস শর্ব্বরী।
কাশীরাম কহে সাধু পীয়ে কর্ণ ভরি॥

শ্রীবৎস রাজার সভায় শনি ও লক্ষ্মীর আগমন

প্রভাতে উঠিয়া রাজা, লইয়া সকল প্রজা,
মন্ত্রণা করেন এই সার।
বচন নাহিক কবে, অথচ বিচার হবে,
ইথে ভার ইষ্টদেবতার॥
এত বলি নরবরে, আজ্ঞা দিল অনুচরে
আন দুই দিব্য সিংহাসন।
এক স্বর্ণ বিনির্ম্মিত, এক রৌপ্যে বিরচিত,
দুইপার্শ্বে দুয়ের স্থাপন॥
আসনের নানা সাজ, সাজাইল মহারাজ
আপনি বসিয়া মধ্যস্থলে।
কমলা শনির সাথে, আসিয়া বৈকুণ্ঠ হতে
বসিলেন আসন বিমলে॥
সম্মুখে দাণ্ডায়ে রাজা, বিধিমতে করি পূজা,
প্রকাশিয়া মহতী ভকতি।
কৃতাঞ্জলি প্রণিপাতে, দাণ্ডাইল যোড়হাতে,
করিলেন বহুবিধ স্তুতি॥

হইয়া আহ্লাদযুতা, বসিলা জলধি-সুতা,
স্বর্ণছত্র সিংহাসনোপরে ।
বসিল শনি মহাশয়, আসন রজতময়,
রবি শশী যেন তম হরে ॥
বসিলেন তিনজনে, নানা কথা আলাপনে,
রাজার পীযূষ বাক্য শুনি ।
ভারত সাগর-সেতু, জীব তারাবার হেতু,
রচিলেন ব্যাস মহামুনি ॥
কাশীরাম দাস কয়, তরিবারে ভবভয়,
না হইবে জঠর যন্ত্রণা ।
কৃষ্ণনাম কর সার, জন্ম না হইবে আর,
এই মম বচন রচনা ॥

শ্রীবৎস রাজার বিচার ও শনির কোপ

রত্ন সিংহাসনে তবে বসি দুইজন ।
জিজ্ঞাসেন কথায় কথায় সেইক্ষণ ॥
কহ রাজা এ দুয়ের শ্রেষ্ঠ কোন্ জন ।
শুনিয়া হাসিয়া রাজা বলিল বচন ॥
কাঞ্চন ছত্রেতে বিধি বুঝে লহ মনে ।
বামে বসে সাধারণ প্রধান দক্ষিণে ॥
শুনি শনি হইলেন কোপান্বিত মন ।
ক্রোধযুক্ত হয়ে শনি করিল গমন ॥
লক্ষ্মী কহিলেন তুষ্ট করিলা আমায় ।
অচলা হইয়া র'ব তোমার আলয় ॥
আশীর্ব্বাদ করি দেবী করিলা গমন ।
চিন্তিত হইয়া রাজা ভাবে মনে মন ॥
এরূপে শ্রীবৎস রাজা বঞ্চিত কতদিন ।
ছিদ্র অন্বেষণে শনি ভ্রমে অনুদিন ॥
শুন রাজা যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম অবতার ।
দৈবেতে কুগ্রহ ঘটে শ্রীবৎস রাজার ॥
স্নান করি সিংহাসনে বসি নরপতি ।
হেনকালে শুন রাজা দৈবের দুর্গতি ॥
তথা এক কৃষ্ণবর্ণ কুক্কুর আসিয়া ।
সেই জল অকস্মাৎ খাইল চাটিয়া ॥
এই ছিদ্র দেখি শনি প্রবিষ্ট হইল ।
ক্রমে ক্রমে বুদ্ধি হ্রাস করিতে লাগিল ॥
অকস্মাৎ পড়ে গৃহমন্দির প্রাচীর ।
শত শত মঞ্চ ভগ্ন সুন্দর মন্দির ॥
অকস্মাৎ কোন স্থানে অগ্নিদাহ হয় ।
দিবস রজনী প্রায় সব ধূমময় ॥
বিনা মেঘে রক্তবৃষ্টি হয় চতুর্দ্দিকে ।
অকস্মাৎ উল্কাপাত কালপেঁচা ডাকে ॥
দিবসে প্রকাশে সব নক্ষত্রমণ্ডল ।
ধূমকেতু খসি পড়ে অতি অমঙ্গল ॥
শনি-কোপানলেতে পাড়িল নরবর ।
রাজ্য রক্ষা নাহি হয় উৎপাত বিস্তর ॥
গজ বাজী পদাতি মরিল লক্ষ লক্ষ ।
গাভী বৎস পশু পক্ষী নাহি পায় ভক্ষ্য ॥
অকস্মাৎ ধনাগার ভাঙ্গিতে লাগিল ।
দাবানল আসি যেন অরণ্য দহিল ॥
শ্রীবৎসের রাজ্যে শনি ঘটাল প্রমাদ ।
যুবক যুবতী হয় হৃদয়ে বিষাদ ॥
বিষাদ-সাগরে পড়ি শ্রীবৎস নৃপতি ।
ভাসিলেন রোদন করিয়া মহামতি ॥
রাজার নিকটে আসি সব প্রজাগণ ।
এত দুঃখে দুখী হয়ে করয়ে রোদন ॥
কোথা বা যাইব আর কোথা বা রহিব ।
অনাহারে মহাকষ্টে কেমনে বাঁচিব ॥
তিন দিবা রাত্রি রাজা নগর ভ্রমিয়া ।
ঘরে ঘরে দেখিলেন সকল চাহিয়া ॥
ভাবিয়া কাতর রাজা না বাঁচে পরাণে ।
বিলাপ করিয়া রাণী পড়িল অজ্ঞানে ॥
রাজা বলে কান্দ কেন পাগলের প্রায় ।
জন্মিলে অবশ্য মৃত্যু সকলেরি হয় ॥
[illegible] কর্ম্মের ভোগ [illegible] ।
তাহে প্রিয়ে কেন বা রোদন কর আর ॥
সসাগরা পৃথিবীর পতি যেই জন ।
তাহার এমন দশা দৈবের ঘটন ॥
দৈবে যাহা করে তাহা কে করে অন্যথা ।
ঈশ্বরের ইচ্ছা হেন খেদ কর বৃথা ॥
আমার একান্ত ভার তাঁহার উপর ।
আমি কি করিব চিন্তা কর্ত্তা ঈশ্বর ॥

শ্রীবৎস চিন্তার বন গমন।

এইরূপে বিবেচনা করিয়া নৃপতি।
ত্রিপক্ষের পর তাঁর স্থির হৈল মতি॥
শনি দুঃখ দিলেন আমায় এইমতে।
উপায় ইহার এক ভাবি জগন্নাথে॥
চিন্তাদেবী কর তুমি কিঞ্চিৎ সঞ্চয়।
হীরা মুক্তা মণি স্বর্ণ যাহা মনে লয়॥
প্রবাল প্রস্তর আর আছে যত যত।
বহুমূল্য অল্প ভার এমত রজত॥
সঞ্চয় করিয়া লও বিচিত্র বসন।
অন্য বস্ত্র দিয়া সব কর আচ্ছাদন॥
শুনি রাণী কাঁথা এক করিল তখন।
কাঁথার ভিতরে রাখি বহুমূল্য ধন॥
রাজা বলিলেন শুন আমার বচন।
শনিদোষে মজিল সকল রাজ্যধন॥
কেবল আছয়ে মাত্র জীবন দোঁহার।
এখন উপায় কিছু নাহি দেখি আর॥
পিত্রালয়ে যাও তুমি রাখিতে জীবন।
যথা তথা আমি কাল করিব ক্ষেপণ॥
শনিত্যাগ যদি হয় কখন আমার।
তব সহ মিলন হইবে পুনর্ব্বার॥
এত শুনি চিন্তাদেবী লাগিল কহিতে।
না যাব বাপের বাড়ী রহিব সহিতে॥
পিতৃগৃহে যাইবার সময় এ নয়।
হাসিবেক শত্রুগণ সে দুঃখ না সয়॥
দুঃখের সময় তব থাকিব সংহতি।
যা হবে তোমার গতি আমার সে গতি॥
তব সঙ্গে থাকিয়া সেবিব তব পদ।
আমি সঙ্গে থাকিলে না ঘটিবে আপদ॥
গৃহিণী থাকিলে সঙ্গে গৃহস্থ বলয়।
উভয়ে যে স্থানে থাকে তথা সুখ পায়॥
শনির দোষেতে তুমি আমারে ছাড়িবে।
চিন্তারে সমর্পি চিন্তা দুঃখ ত পাইবে॥
শুনিয়া রাণীর কথা নৃপতি দুঃখিত।
আশ্বাস করিয়া এই করিল নিশ্চিত॥
শুন ধর্ম্ম অবতার অদ্ভুত বচন।
শ্রীবৎস শনির দোষে করিল যেমন॥
অর্দ্ধ রাত্র সময়ে উঠিয়া নরপতি।
রাণীকে করিয়া সঙ্গে যান শীঘ্রগতি॥
এইকালে লক্ষ্মীদেবী আসিয়া তথায়।
সদয় হইয়া বাক্য বলিলা রাজায়॥
যথায় থাকিবা তথা করিব গমন।
কায়ার সহিত ছায়া মিলন যেমন॥
কিছুকাল দুঃখ তুমি গ্রহেতে পাইবে।
পুনর্ব্বার নিজ রাজ্যে ঈশ্বর হইবে॥
এক্ষণে বিদায় রাজা হইলাম আমি।
শুভক্ষণে বনপথে হও অগ্রগামী॥
অতিশয় ঘোর রাত্রে যান নররায়
রমণী সহিত কাঁথা করিয়া মাথায়॥
গৃহের বাহিরে কভু না যায় যে জন।
সেই চিন্তা পদব্রজে করিল গমন॥
কণ্টক অঙ্কুর কত ফুটে তাঁর পায়।
অতি ক্লেশে পতি সহ দ্রুতগতি যায়॥
সঘনে নির্জ্জন বনে প্রবেশ করিল।
তার মধ্যে মায়ানদী দেখিতে পাইল॥
অকূল সমুদ্র প্রায় নাহি পারাবার।
ভূপতি করেন চিন্তা কিসে হৈব পার॥
নদীর কূলেতে বসি কান্দে দুইজন।
হায় বিধি মম ভাগ্যে এই কি লিখন॥
কর্ণধাররূপে শনি আসিয়া তখন।
ভগ্ন নৌকা ল’য়ে ঘাটে দিল দরশন॥
মন্দ মন্দ বহে তরি চলে বা না চলে।
নৌকা দেখি নরপতি কাণ্ডারীকে বলে॥
ত্বরা করি পার করি দাও হে কাণ্ডারী।
বিলম্ব না সহে দুঃখ সহিতে না পারি॥
নাবিক আসিয়া কহে তুমি কোন্ জন।
রমণী সহিত রাত্রে কোথায় গমন॥
কার নারী হরণ করিয়া নিয়া যাও।
পরিচয় দেহ অগ্রে কূলেতে দাঁড়াও॥
রাজা বলে শুনিয়াছ শ্রীবৎস নৃপতি।
সেই আমি এই মম নারী চিন্তা সতী॥

আমার কুদিন হয় দৈবের ঘটনে।
তারে সঙ্গে করি তাই আসিয়াছি বনে॥
শুনি শনি কহিলেন বুঝেছি বিস্তর।
যে তাল বেতাল সিদ্ধ আছিল তোমার॥
তারা সবে কোথা গেল বিপত্তি সময়।
কোথা গেল মন্ত্রীবর্গ কহ মহাশয়॥
রাজা বলে ভাই বন্ধু যত পরিবার।
বিপত্তি সময় সঙ্গী নহে কেহ কার॥
অসার সংসার এই মায়ামদে মজে।
সকল করয়ে নষ্ট ধর্ম্মপথ ত্যজে॥
সংসার আমার বলে কেহ কার' নয়।
কস্য মাতা কস্য পিতা শাস্ত্রে এই কয়॥
আপনার রক্ষা হেতু যদি রাখে ধর্ম্ম।
আপনার নাশ হেতু করয়ে কুকর্ম্ম॥
আমার সর্ব্বদা হয় ধর্ম্মেতে বাসনা।
কায়মনোবাক্যে এই করি হে কামনা॥
শুনি শনি হাসি কহিলেন পুনর্ব্বার।
অতি জীর্ণতর নৌকা দেখহ আমার॥
দুইজন হৈলে যেতে পারে পরপারে।
তিনজন ভয় তরি পারে কি না পারে॥
আপনি সুবুদ্ধি বট দেখ বর্ত্তমান।
বিবেচনা করিয়া করহ অনুমান॥
কাঁথারে লইয়া অগ্রে পার হও তুমি।
কিন্তু যদি লও তবে কাঁথা রাখ ভূমি॥
শুনিয়া নাবিক বাক্য করেন বিচার।
কাঁথা পার করি অগ্রে শেষে হৈব পার॥
রাজা রাণী দুইজনে ধরিয়া কাঁথায়।
যতনে তুলিয়া দেন শনির নৌকায়॥
কাঁথা ল'য়ে সূর্য্যপুত্র বাহিয়া চলিল।
দেখিতে দেখিতে মায়ানদী শুকাইল॥
শ্রীবৎস নৃপতি খেদে করে হায় হায়।
এ সকল দেখিলাম ভোজবাজী প্রায়॥
বুঝিলাম এ সকল শনির চাতুরী।
নষ্ট করি সর্ব্ব ধন করিলেক চুরি॥
দেখিলে সাক্ষাতে রাণী বঞ্চনা শনির।
চঞ্চল হৃদয় তাঁর নাহি হয় স্থির॥
বহু কষ্টে গমন করিয়া দুইজন।
প্রবেশ করেন গিয়া চিত্রধ্বজ বন॥
হেনকালে সেই স্থানে হইল প্রভাত।
পূর্ব্বদিকে উদয় হইলা দীননাথ॥
ক্ষুধার্ত্ত তৃষ্ণার্ত্ত দোঁহে কাতর হৃদয়।
রম্যস্থান দেখি রাণী নৃপতিরে কয়॥
চলিতে না পারি প্রভু করি নিবেদন।
বিশ্রাম করহ এই স্থানে কিছুক্ষণ॥
দিব্য জলে স্থলে নানা পুষ্প বিকসিত।
এই স্থানে স্নান কর আছ ত ক্ষুধিত॥
রমণী কাতরা দেখি ব্যথিত অন্তর।
বন হৈতে ফল পুষ্প আনেন সত্বর॥
উভয়ে করিয়া স্নান ইষ্টপূজা করি।
কুড়াইয়া আনিলেন সুপক্ক বদরী॥
উভয়ে খাইল জল শ্রান্তি হ'ল দূর।
গমন করিতে শক্তি হইল প্রচুর॥
নানা স্থান এড়াইল পর্ব্বত কানন।
নদনদী কত শত বন পর্য্যটন॥
তমাল পিয়াল শাল বৃক্ষ নানাজাতি।
মল্লিকা মালতী বক চম্পক প্রভৃতি॥
বদরী খর্জ্জুর জয় পনশ রসাল।
নারিকেল গুবাক দাড়িম্ব আর তাল॥
জারুল পারুল বেল পিয়ঙ্গু অগুরু।
রক্তসার চন্দন তমাল দেবদারু॥
ইত্যাদি অনেক বৃক্ষে নানা পক্ষিগণ।
ব্যাঘ্রাদি হিংস্রক কত করিছে ভ্রমণ॥
মৃগেন্দ্র গজেন্দ্র উষ্ট্র গণ্ডার কাসর।
ঘোটক গোধিকা খর ভল্লুক শূকর॥
শত শত পশু দেখি বনের ভিতর।
বিকট দশন দেখি অতি ভয়ঙ্কর॥
ভূচর খেচর কত কে করে গণন।
দেখিয়া চিন্তিত রাজা অতি ঘোর বন॥
মনে মনে বলে রক্ষা কর লক্ষ্মীপতি।
সংসারের সার তুমি অগতির গতি॥
দয়া কর দীননাথ করুণানিদান।
সমূহ সঙ্কটে প্রভু কর পরিত্রাণ॥

তোমা বিনা রক্ষা করে নাহি হেন জন ।
আমার ভরসা মাত্র প্রভুর চরণ ॥
গোবিন্দ গোপাল গিরিধারী গদাধর ।
ত্রাণ কর এই বার হয়েছি কাতর ॥
এইরূপ বলি রাজা স্মরি চক্রপাণি ।
অকস্মাৎ তথা এই হৈল দৈববাণী ॥
যতদিন নৃপ তুমি থাকিবে কাননে ।
থাকিব তোমার সঙ্গে রক্ষার কারণে ॥
শুনিয়া আনন্দ বড় হইল রাজার ।
বন মধ্যে ভ্রমে সদা নির্ভয় আকার ॥
একদিন বনমধ্যে করে দরশন
মৎস্যঘাতী ধীবর আসিছে কতজন ॥
ধীবর দেখিয়া মৎস্য করেন যাচন ।
কিছু মৎস্য দেহ আজি করিব ভোজন ॥
জেলে বলে কুক্ষণে ল'য়েছি জাল করে ।
কিছুই না পাইলাম ফিরে যাই ঘরে ॥
রাজা বলে শুন সবে আমার বচন ।
পুনর্ব্বার ফেল জাল পাইবে এখন ॥
তাল বেতালের স্তুতি করেন শ্রীবৎস ।
সকলে ফেলিয়া জাল পায় বহু মৎস্য ॥
চতুর ধীবর জাল করিয়া বিস্তার ।
পুনর্ব্বার ফেলে জাল করিয়া স্বীকার ॥
পাইয়া অনেক মীন কৈবর্ত্তের গণ ।
জানিল সাধক বটে এই দুইজন ॥
সাদরে শলুক মৎস্য দিল নৃপতিরে ।
মৎস্য পেয়ে নৃপবর কহিল রাণীরে ॥
ক্ষুধার্ত্ত হয়েছি রাণী কাতর জীবন ।
মৎস্য পোড়াইয়া দেহ করিব ভোজন ॥
শুনিয়া কহেন রাণী যে আজ্ঞা তোমার ।
মীন পোড়া খেলে হয় শনি প্রতীকার ॥
ইতিমধ্যে যুধিষ্ঠির করহ শ্রবণ ।
মায়া করি শনি মৎস্য করিল হরণ ॥
হরিষ বিষাদে রাণী অনল জ্বালিল ।
যতন পূর্ব্বক সেই মৎস্য পোড়াইল ॥
মীনদগ্ধ করি চিন্তা চিন্তিলেন মনে ।
মৎস্যপোড়া রাজহস্তে দিব বা কেমনে ॥

ক্ষীর ছানা নবনীত যে করে ভোজন ।
বনে আসি মীনদগ্ধ খাবে সেইজন ॥
কিরূপেতে এই ছাই খেতে দিব তাঁরে
শতেক ব্যঞ্জন হয় যাঁহার আহারে ॥
এতেক চিন্তিয়া চিন্তা মীন ল'য়ে করে ।
ধুইয়া আনিব বলি গেল সরোবরে ॥
জলেতে ধুইতে পোড়া মৎস্য পলাইল ।
ইহা দেখি চিন্তাদেবী কান্দিতে লাগিল ॥
হাহাকার করি রাণী কান্দে বিনাইয়া ।
কি বলিবে মহারাজ এ কথা শুনিয়া ॥
কে দেখেছে কে শুনেছে পোড়া মৎস্য বাঁচে
কি হইবে মম ভাগ্যে না জানি কি আছে ॥
শুনিয়া বিশ্বাস নাহি করিবে ভূপতি ।
একে ত ক্ষুধার্ত্ত রাজা হবে ক্রুদ্ধ অতি ।
বলিবেক তুমি মৎস্য করেছ ভক্ষণ ।
পলাইল বলিয়া করহ প্রতারণ ॥
হায় বিধি এত দুঃখ ঘটালে আমায় ।
এখনো রয়েছে প্রাণ নাহি কেন যায় ।
শুনিয়া হাসিয়া রাজা রাণীকে কহিল
এ বড় আশ্চর্য্য কথা শুনিতে হইল ॥

শ্রীবৎসের প্রতি শনির প্রত্যাদেশ ।

অন্তরীক্ষে থাকি শনি, কহিল আকাশবাণী
শুন শুন শ্রীবৎস নৃপতি ।
আমি ছোট লক্ষ্মী বড়, তুমি কহিয়াছ সবে
তার শাস্তি করিব সম্প্রতি ॥
সম্পত্তিতে করিগর্ব্ব, আমারে দেখিলে ...
আমি তব কি করিতে পারি ।
যেইলজ্জা দিলে মোরে, সে কথা কহিবক রে,
শুন দুষ্টমতি মন্দকারী ॥
পণ্ডিত ধার্ম্মিক জ্ঞানে, আইলাম তব স্থানে
তুমি ত করিবে সুবিচার ।
কপট চাতুরি করি, মম গুণ পরিহরি
তুমি দুঃখ দিয়াছ অপার ॥
কি ক'ব দুঃখের কথা, স্মরণে মরণ ব্যথা
রহিবেক হৃদয়ে আমার ।

তাপনকরিয়া শ্রেষ্ঠ, লক্ষ্মীরে করিলে জ্যেষ্ঠ,
এবে লক্ষ্মী কোথায় তোমার ॥
করিয়াছি রাজ্য নাশ, অপর অরণ্যে বাস,
শেষে এই স্ত্রী ভেদ করিব ।
শুনরাজাবলি তোরে, তবে ত চিনিবে মোরে,
নহে মিথ্যা যে কথা বলিব ॥
শুন শুন মহারাজ, ধরিয়া বিবিধ সাজ,
দেব দৈত্য নাগ আদি গণে ।
সর্ব্বত্র সর্ব্বত্রগামী, সর্ব্বঘটে থাকি আমি,
অতিশয় পূজ্য ত্রিভুবনে ॥
শুন হে শ্রীবৎস্য নৃপ, ত্রেতাযুগে রামরূপ,
হইলেন প্রভু অবতার ।
এক ব্রহ্ম চারি অংশে, জন্মিলা ইক্ষ্বাকুবংশে,
রাজা দশরথের কুমার ॥
[illegible] ন্যায়াচার, দেন তাঁরে রাজ্যভার,
আমি তাঁরে পাঠাই কানন ।
সঙ্গে লক্ষ্মণ সাথে, প্রবেশে গহন পথে,
জটাবল্ক করিয়া ধারণ ॥
মম লক্ষ্মী সীতাসতী, পতি অনুগতা অতি,
শুন হে দুর্গতি যত তার ।
[illegible] পতির সহ, ভুঞ্জিবারে পাপগ্রহ,
বনে গেল দীনের আকার ॥
[illegible] কানন পথে, বঞ্চিয়া স্বামীর সাথে,
পরে তাঁরে হরে দশানন ।
[illegible] স্বামী ছাড়ি, গেলেন রাবণ বাড়ী,
বাস হৈল অশোক কানন ॥
[illegible] কিছু বলি শুন, দেবদেব পঞ্চানন,
সতী কন্যা অর্দ্ধ অঙ্গ যাঁর ;
[illegible] কৃত্তিবাস, দক্ষযজ্ঞ করি নাশ,
ছাগমুণ্ড দক্ষের আকার ॥
[illegible] দেহত্যাগ করে, জন্মি হিমালয় ঘরে,
সর্ব্বহেতু মম মায়াজাল ।
আমারে হেলন করি, ইন্দ্র স্বর্গ পরিহরি,
ভগাঙ্গ রহিল কত কাল ॥
মম সহ বাদ করি, বৈকুণ্ঠনিবাসী হরি,
কীটরূপ ধারণ করিল ।

ঘুচিল বৈকুণ্ঠ লীলা, গণ্ডকী পর্ব্বতে শিলা,
দেবমানে বহুকাল ছিল ॥
বলি দৈত্য অধিপতি, স্বর্গ রসাতল ক্ষিতি,
ত্রিভুবন করে অধিকার ।
হেলন করিল মোরে, পাতালে লইয়া তারে,
রাখিলাম বদ্ধ কারাগার ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল, সর্ব্বত্র আমার বল,
সবে করে আমারে পূজন ।
তব কাছে অল্প আমি, তুমি পৃথিবীর স্বামী,
লক্ষ্মী তব দেখিব কেমন ॥
এত কহি গ্রহস্বামী, হইল কাননগামী,
স্বপ্নবৎ শুনিয়া রাজন ।
চিন্তিত বুঝিলা মর্ম্ম, শনির এতেক কর্ম্ম,
হৈল রাজা নিরানন্দ মন ॥
অরণ্যপর্ব্বের কথা, অতি সুখ মোক্ষদাতা,
রচিলেন মহামুনি ব্যাস ।
রচিল পাঁচালীছন্দে, মানস আবেশানন্দে,
কৃষ্ণদাসানুজ কাশীদাস ॥

রাজা রাণীর কথোপকথন

শুনিয়া আকাশবাণী শনির ভারতী ।
কাতরে বলিল রাজা চিন্তাদেবী প্রতি ॥
এতেক কহিল শনি প্রত্যক্ষ হইল ।
রাজ্যনাশ বনবাস সর্ব্বনাশ কৈল ॥
আমার কুদিন হৈল বিধির ঘটন ।
নহে কেন দ্বন্দ্ব করি আসিবে দুজন ॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া [illegible] কি হইবে আর ।
নিজ কর্ম্মার্জ্জিত পাপ [illegible] ভুঞ্জিবার ॥
কারণ করণ কর্ত্তা দেব গদাধর ।
আমার একান্ত [illegible] তাঁহার উপর ॥
ধর্ম্মে বিচলিত মন নহিবে আমার ।
নিজ কর্ম্মে দুঃখ পাই দোষ কি তাঁহার ॥
চিন্তাযুক্ত হয়ে রাজা বঞ্চেন কানন ।
ফল মূল আহারেতে করেন যাপন ॥
ধর্ম্ম চিন্তা করে রাজা স্মরে বিধাতায় ।
এইরূপ পঞ্চবর্ষ নানা দুঃখ পায় ॥

শ্রীবৎস রাজার কাঠুরিয়া আলয়ে স্থিতি।

শুন শুন ধর্ম্মরাজ অপূর্ব্ব কথন।
কাননে বঞ্চেন চিন্তা শ্রীবৎস রাজন॥
পূর্ব্বমত ফল মূল তথায় না পান।
কানন ত্যজিয়া রাজা নগরেতে যান॥
নগর উত্তর ভাগ যথায় বসতি।
তথায় বসতি মম না হয় সম্মতি॥
দুঃখী হ'য়ে ধনাঢ্যের নিকটে না যাবে।
দরিদ্র দেখিয়া সবে অবজ্ঞা করিবে॥
নগর দক্ষিণ ভাগে প্রবেশিল রায়।
শত শত ঘর তথা কাঠুরিয়া রয়॥
রাজা রাণী তথায় হইয়া উপনীত।
দেখিয়া সম্ভ্রমে তারা জিজ্ঞাসে ত্বরিত॥
কহ তুমি কেবা হও কোথায় বসতি।
কি কারণে আসিয়াছ কহ শীঘ্রগতি॥
শুনিয়া সবার বাক্য কহে নৃপবর।
মম সম দুঃখী নাই পৃথিবী ভিতর॥
বহু দুঃখ পেয়ে আমি আইনু হেথায়।
তোমরা করিলে কৃপা তবে দুঃখ যায়॥
আশ্বাস করিয়া তারা কৈল অঙ্গীকার।
করিব তোমার হিত প্রতিজ্ঞা সবার॥
মোরা কাঠুরিয়া জাতি কাষ্ঠ বেচি কিনি।
নিত্য আনি নিত্য খাই দুঃখ নাহি জানি॥
সঙ্গে থেকে কাষ্ঠ বেচি প্রত্যহ আনিবে।
এ কর্ম্মে নিযুক্ত হৈলে দুঃখ নাহি রবে॥
শুনি আনন্দিত হৈল শ্রীবৎস রাজন।
ভাল ভাল এই কর্ম্ম করিব এখন॥
হেন মতে কাঠুরিয়া ঘরে দুই জন।
রহিলা গোপনে রাজা নিরানন্দ মন॥
কাঠুরিয়াগণ ভার্য্যা যতেক আছিল।
চিন্তার সৌজন্যে তারা সবে বশ হৈল॥
নানা ধর্ম্ম নানা কর্ম্ম করান শ্রবণ।
শুনিয়া সন্তুষ্ট হৈল সবাকার মন॥
প্রভাতে কাঠুরেগণ চলিল কাননে।
রাজাকে ডাকিল সবে চল যাই বনে॥
শুনিয়া চলিল রাজা সবার সংহতি।
ঘোর বনে প্রবেশ করিলা শীঘ্রগতি॥
কাঠুরিয়াগণ কাষ্ঠ ভাঙ্গিল অনেক।
বড় বড় বোঝা সবে বান্ধিল যতেক॥
ফল মূল পত্র পুষ্প মিল সর্ব্বজন।
আমি কি লইব চিত্তে চিন্তিল রাজন॥
নিন্দিত না হয় কর্ম্ম ক্লেশ না সহিব।
অথচ আপন কর্ম্ম প্রকারে সাধিব॥
চিনিয়া লইয়া রাজা চন্দনের সার।
কাঠুরিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিল বাজার॥
বাজারে ফেলিল বোঝা কাঠুরিয়া কুল।
গৃহীলোক আসিয়া করিয়া নিল মূল॥
কেহ পায় চারি পণ কেহ আট পণ।
কেহ বা বেচিয়া কেনে খাদ্য প্রয়োজন॥
চন্দনের কাষ্ঠ লৈয়া শ্রীবৎস রাজন।
বেচিবারে যান পরে বণিক-সদন।
দিব্য চন্দনের সার পেয়ে সদাগর।
উচিত করিয়া মূল্য দিলেন সত্বর॥
তঙ্কা দুই চারি রাজা বেচিয়া পাইল।
অপূর্ব্ব বিচিত্র দ্রব্য কিনিয়া লইল॥
ঘৃত তৈল চাল ডাল লবণ সৈন্ধব।
মসলা মিষ্টান্ন দধি কিনিলেক সব॥
শাক আদি তরকারী যতেক পাইল।
ভাল মৎস্য মাংস রায় কিনিয়া লইল॥
কিনিয়া অশেষ দ্রব্য নিয়া নরপতি।
গৃহেতে আনিয়া দিল যথা চিন্তাসতী॥
রাণী প্রতি কহিলেন বিনয় বচন।
কাঠুরিয়াগণ বন্ধু কর নিমন্ত্রণ॥
শুনিয়া সন্তুষ্ট হৈল চিন্তা মহারাণী।
উত্তম করিয়া পাক করিল তখনি॥
স্নানাদি করিয়া রাজা আইল সত্বর।
দেখিল সকল পাক হয়েছে সুন্দর॥
রাণী বলিলেন সবে ডাকহ রাজন।
সকল রন্ধন হৈল করাব ভোজন॥
এত শুনি নরপতি ডাকি সবাকারে।
আনন্দিত হইয়া আইল ভুঞ্জিবারে॥

একত্র হইয়া যত কাঠুরিয়াগণ ।
ভোজনে বসিল সব অতি হৃষ্টমন ॥
রাণী অন্ন আনি দিল, বাঁটেন রাজন ।
ক্রমে ক্রমে পরশিল ভুঞ্জে সর্ব্বজন ॥
সুধাসম অন্ন পাক খেয়ে সর্ব্বজন ।
ধন্য ধন্য হৈল ধ্বনি কাঠুরে ভবন ॥
শ্রদ্ধা পুরস্কারে সবে বিদায় করিয়া ।
পশ্চাতে ভুঞ্জিল রাজা হৃষ্টমন হৈয়া ॥
এইরূপে কতদিন বঞ্চিল তথায় ।
একদিন শুন যুধিষ্ঠির মহাশয় ॥
বাণিজ্য করিতে এক সদাগর যায় ।
ভিড়াইয়া তরি সাধু রহিল তথায় ॥
অকস্মাৎ তার ডিঙ্গা চড়াতে লাগিল ।
হায় হায় করি কান্দে কি হৈল কি হৈল ॥
হেনকালে শুন রাজা দৈবের ঘটন ।
গণক হইয়া শনি আইল তখন ॥
হস্তে লাঠি পুথি কাঁখে গ্রহাচার্য্য হৈয়া ।
সাধুরে মঙ্গল কথা কহিল আসিয়া ॥
শুন মহারাজ তুমি স্থির কর মন ।
তোমার তরণী বদ্ধ হইল যে কারণ ॥
সব নারী নবগ্রহ করেন অর্চ্চন ।
অবজ্ঞা করিয়া তুমি আইলে পাটন ॥
সেই হেতু তব তরী হৈল হেনরূপ ।
কহিনু যতেক কথা জানিয়া স্বরূপ ॥
মহাজন কহে কথা করিয়া প্রণতি ।
অমৃত অধিক শুনি তোমার ভারতী ॥
দৈবজ্ঞ বলেন শুন আমার বচন ।
যেরূপে তোমার তরী চলিবে এখন ॥
এই গ্রামবাসী কাঠুরিয়া যত জন ।
নিমন্ত্রণ করি আন তার ভার্য্যাগণ ॥
সকলে আসিয়া তারা ধরিবেক তরী ।
তার মধ্যে পতিব্রতা আছে এক নারী ॥
সেই আসি যেই তব স্পর্শিবে তরণী ।
কহিনু সকল কথা ভাসিবে তখনি ॥
শুনি আনন্দিত হৈল সেই মহাজন ।
এ কথা কহিয়া শনি করিল গমন ॥
পাইয়া উপায় সাধু চিন্তা করে মনে ।
পাইনু পরম তত্ত্ব দৈবের ঘটনে ॥
কিঙ্করেরে তবে সাধু কহিল সত্বরে ।
কাঠুরিয়া জাতি সতী আনহ সাদরে ॥
শুনিয়া সাধুর আজ্ঞা কিঙ্কর চলিল ।
তবে স্তুতি করি সবাকারে আমন্ত্রিল ॥
কতেক কাঠুরে ভার্য্যা নিমন্ত্রণ শুনি ।
হরিষ বিধানে তবে চলিল তখনি ॥
যেখানে নদীর ঘাটে আটক তরণী ।
সেই স্থানে উত্তরিল যতেক রমণী ॥
কমলা বিমলা গেল আর কলাবতী ।
কৌশল্যা রোহিণী চলে আর মালাবতী ॥
রেবতী কৈকেয়ী উমা রম্ভা তিলোত্তমা ।
হরপ্রিয়া চিত্রাবতী রাধাসতী শ্যামা ॥
চপলা চঞ্চলা ধায় চণ্ডালী কেশরী ।
পদ্মাবতী অরুন্ধতী সাবিত্রী মঞ্জরী ॥
একে একে তরী সবে পরশ করিল ।
জনে জনে মান নিয়া বিদায় হইল ॥
কারো হৈতে না হইল সাধু প্রয়োজন ।
বুঝিলাম মিথ্যা হৈল গণক বচন ॥
কত নারী এল না আইসে কতজন ।
কিঙ্করে জিজ্ঞাসে সাধু এ সব কারণ ॥
নাবিক কহিল সবে আসিয়াছে [illegible] ।
এক নারী না আইল স্বামীর মানায় ॥
শুনি সাধু মনে কৈল সেই সাধ্বী তবে ।
সে আইলে মম তরী সর্ব্বথা চলিবে ॥

বণিক কর্ত্তৃক চিন্তা হরণ ।

তবে সাধু হর্ষযুক্ত গলে বস্ত্র দিয়া ।
যথা স্থানে চিন্তাদেবী উত্তরিল গিয়া ॥
কাতরা হইয়া অতি সাধু কহে বাণী ।
আমারে করহ রক্ষা ওগো ঠাকুরাণী ॥
সাধুরে দেখিয়া চিন্তা কহিল তখন ।
আমাকে যাইতে মানা করিল রাজন ॥
কি কহিবে মহারাজ আসিয়া ভবনে ।
ভাবিয়া চিন্তিয়া রাণী স্থির কৈল মনে ॥

কাতর শরণাগত যেই জন হয়।
তাহাকে করিলে রক্ষা ধর্ম্মের সঞ্চয় ॥
বেদে শাস্ত্রে মুনিমুখে শুনিয়াছি আমি।
প্রাণ দিয়া রাখিবে শরণাগত প্রাণী ॥
না কহেন মহারাজ এ কর্ম্ম শুনিয়া।
কহিব সকল কথা চরণে ধরিয়া ॥
এত ভাবি চিন্তাদেবী হৃষ্টচিত্ত হৈয়া।
চলিলেন তবে রাণী ঈশ্বরে স্মরিয়া ॥
উপনীত হৈল যথা সদাগর তরী।
করযোড়ে কহে দেবী প্রদক্ষিণ করি ॥
যদি আমি সতী হই পতি অনুব্রতা।
তবে যেন ভাসে তরী কহিনু সর্ব্বথা ॥
এত বলি সেই তরী পরশ করিতে।
ভাসিয়া চলিল তরী দক্ষিণ মুখেতে ॥
দেখি সদাগর হৈল হরষিত মন।
জানিল মনুষ্য নহে এই নারী জন ॥
যদি মোর নৌকা কভু আটক হইবে।
ইহাকে লইলে সঙ্গে তখনি চলিবে ॥
এত ভাবি নৌকাপরে লইল চিন্তারে।
দেখ যুধিষ্ঠির রাজা দৈবে কি না করে ॥
শুনি ধর্ম্ম নৃপমণি কহে প্রভু প্রতি।
অমৃত অধিক শুনি তোমার ভারতী ॥
কহ কহ চিন্তার হইল কোন্ গতি।
কিরূপে রহিল কোথা শ্রীবৎস নৃপতি ॥
এত শুনি কহিলেন যশোদাকুমার।
শুন মহারাজ কহি বিশেষ ইহার ॥
অতি দুঃখে শোকাকুল কাতর অন্তরে।
ঈশ্বরে চিন্তিয়া দেবী কান্দে উচ্চৈঃস্বরে ॥
কেন আমি আইলাম আপনা খাইয়া।
কান্দিয়া আকুল চিন্তা এ কথা ভাবিয়া ॥
সূর্য্যপানে চাহি দেবী যোড় করি হাত।
বহু স্তব করে চিন্তা করি প্রণিপাত ॥
দয়া কর দীননাথ অখিলের পতি।
মোর রূপ নিয়া দেব দাও কু-আকৃতি।
জরাযুত অঙ্গ প্রভু দেহ শীঘ্রগতি।
এত বলি কান্দে রাণী লোটাইয়া ক্ষিতি ॥

দেখি দেব ভাস্করের দয়া উপজিল।
ভয় নাই ভয় নাই বাণী নিঃসরিল ॥
চিন্তাদেবী রূপ দেব করিলা হরণ।
গলিত ধবল মূর্ত্তি দিল ততক্ষণ ॥
এইরূপে নৌকায় রহিল চিন্তা সতী।
বাহিয়া চলিল সাধু মহা হৃষ্টমতি ॥
হেথায় কানন হৈতে আসি নিজালয়।
শূন্য ঘর দেখি রাজা মানিল বিস্ময় ॥
কান্দিয়া অস্থির রাজা না দেখি চিন্তায়
পড়সীরে জিজ্ঞাসেন কাতর ভাষায় ॥

শ্রীবৎস রাজার রোদন ও চিন্তার অন্বেষণ

কাতর হৃদয় অতি, শ্রীবৎস নরপতি,
পড়সীরে জিজ্ঞাসেন কথা।
কহ সব সমাচার, কোথা চিন্তা সে আমার,
না হেরিয়া পাই মনে ব্যথা ॥
রাজার বচন শুনি, পড়সী কহিছে বাণী
ওহে ধীর পণ্ডিত সুজন।
কহি শুন বিবরণ, এই ঘাটে একজন
আইল ধনাঢ্য মহাজন ॥
তাহার কর্ম্মেতে ঘটে, তরণী আটক রহে
বিধাতা তাহারে বিড়ম্বিল
আসি সেই মহাজন, কহিলেন একথা
যত নারী সবারে ডাকিল ॥
গৌরব করিয়া সাধু, লইয়া কাছেতে বধূ
ক্রমে ক্রমে তরণী ছোঁয়াল
না ভাসিল সেই তরী, পুনঃ সাধু যত্ন করি
তোমার চিন্তারে লয়ে গেল ॥
বজ্র সম বাণী শুনি, মূর্চ্ছাগত নৃপমণি
লোটায়ে পড়িল ভূমিতলে।
ক্ষণেক চেতন পায়, বলে রাজা হায় হায়
কেন হেন ঈশ্বর করিলে ॥
আমার কর্ম্মের পাশ, রাজ্য ত্যজি বনবাস
নারী সঙ্গে আইনু কাননে।
ধন রত্ন যত আনি, সকল হরিল শনি
অবশেষে ছিনু দুইপ্রাণে ॥

...তে করিল আন, দুইজন দুই স্থান,
শনি দুঃখ দিল বহু মোরে ।
...দে তাপিত মন, এই চিন্তা অনুক্ষণ,
ভয়ে রক্ষা কে করিবে তারে ॥
... চিন্তি নরপতি, শোকেতে কাতর অতি
চলিল নদীর তটে তটে ।
...সিল জনে জনে, স্থাবর জঙ্গমগণে,
মনুষ্য যতেক দেখে ঘাটে ॥
... কানন মাঝ, খুঁজিলেন মহারাজ,
চিন্তার না পাইল উদ্দেশ ।
... নানা স্থানে, নদ নদী উপবনে,
ভ্রমিলেন পেয়ে বহু ক্লেশ ॥
... অনাহারে, মহাকষ্টে নৃপবরে,
...শেষ মাত্র ছিল প্রাণ তাঁর ।
... মহাশয়, সকলি দৈবেতে হয়,
সব কর্ম্ম ইচ্ছা বিধাতার ॥
... নাম বনে, রাজা গেল সেইস্থানে,
তথা ছিল সুরভী আশ্রম ।
...র বিচিত্র শোভা, সুরাসুর মনোলোভা,
তথা যেতে সভয় শমন ॥
...জাতি পশু পক্ষ, একস্থানে লক্ষ লক্ষ,
ভক্ষ্য ভোজ্য রহে এক স্থল ।
... তড়াগ বাপী, পুষ্করিণী কত রূপী,
তাহে শোভে কনক কমল ॥
...র্ব্ব কানন শোভা, নানাপুষ্প মনলোভা,
ষড়ঋতু শোভিত তথায় ।
... কারে নাহি ডরে, সুখে সবে ঘর করে,
নিঃশঙ্কেতে রহিল তথায় ॥
... পুণ্যবান অতি, জানিয়া গোমাতা সতী,
তথায় হইল উপনীত ।
... দাস গায়, বিফলে জনম যায়,
ভজ হরি ভবে নাহি ভীত ॥

সুরভী আশ্রমে রাজার স্থিতি ।

সুরভি জিজ্ঞাসা করে তুমি কোন্ জন ।
রাজা বলে শুন মাতা মম নিবেদন ॥
অবনীতে মহীপতি ছিলাম মা আমি ।
শ্রীবৎস আমার নাম প্রাগদেশস্বামী ॥
আনন্দেতে করিলাম প্রজা সুপালন ।
কত দিনে শুন মাতা দৈবের ঘটন ॥
বিচার করিনু আমি ধর্ম্মশাস্ত্র ধরি ।
বিপরীত বুঝি শনি হৈল মম অরি ॥
রাজ্যধন সকল করিল শনি নাশ ।
অপর চিন্তারে ল'য়ে আইনু বনবাস ॥
বনবাসে মহাক্লেশে বঞ্চি দুইজনে ।
চিন্তারে হারানু শেষে বিপিন নির্জ্জনে ॥
সুরভি এতেক শুনি কহে রাজা প্রতি ।
ভয় নাহি থাক রাজা আমার বসতি ॥
যতদিন গ্রহ মন্দ আছয়ে তোমার ।
ততদিন মোর হেথা থাক গুণাধার ॥
এখানে শনির ভয় না হয় রাজন ।
হেথা থাকি কর রাজা কালের হরণ ॥
পুনঃ বসুমতি পাবে হবে নরবর ।
চিন্তাসতী পাবে কত দিবস অন্তর ॥
এ বন ছাড়িয়া নাহি যাইবে কোথায় ।
একাধারে দুগ্ধ আমি ভুঞ্জাব তোমায় ॥
রাজা বলিলেন মাতঃ সে আজ্ঞা তোমার ।
রহিলাম যতদিন দুঃখ নহে পার ॥
এরূপে শ্রীবৎস রাজা রহিল নির্ভয় ।
শুনহ অপূর্ব্ব কথা ধর্ম্মের তনয় ॥
মনোরথ নন্দিনার যত দুগ্ধ খায় ।
দুধারের দুগ্ধেতে ধরণী ভিজে যায় ॥
দুই হাতে মহারাজ দুই পাট ধরি ।
সেই দুগ্ধে মৃত্তিকা ভিজায়ে কাদা করি ॥
চিন্তাসতী শ্রীবৎস নৃপতি নাম স্মরি ।
সে তাল বেতাল সিদ্ধ মনেতে বিচারি ॥
যুগ্মপাট যুক্ত করি গঠয়ে রাজন ।
এইরূপে কত পাট করয়ে রচন ॥
ঈশ্বরের ধ্যান করি কালের হরণ ।
সহস্র সহস্র পাট করিল গঠন ॥
স্থানে স্থানে স্তুপাকার শত শত করি ।
এমতে বঞ্চেন রাজা দিবস শর্ব্বরী ॥

কত দিনান্তরে শুন ধর্ম্ম মহাশয়।
পুনর্ব্বার পড়িলেন শনির মায়ায় ॥
সেই মহাজন যায় বাহিয়া তরণী।
কূলে থাকি দেখিলেন শ্রীবৎস আপনি ॥
মহাজন প্রতি রাজা বলিল ডাকিয়া।
শুন শুন সদাগর কূলেতে আসিয়া ॥
নৃপতির উচ্চরব শুনি মহাজন।
শীঘ্র করি কূলে তরী লইল তখন ॥
রাজা কহিলেন পরে বিনয় বচন।
শুন মহাজন তুমি মোর বিবরণ ॥
বড় বংশে জন্মিলাম পূর্ব্ব ভাগ্যবলে।
এবার হইনু নষ্ট নিজ কর্ম্মফলে ॥
কারে কি বলিব আমি কি করিতে পারি।
ঈশ্বরের ইচ্ছা যাহা খণ্ডাইতে নারি।
তুমি যদি দয়া করি এই কর্ম্ম কর।
তবেত তরিব আমি বিপদ-সাগর ॥
কতকগুলি স্বর্ণপাট করিয়াছি আমি।
তুলে যদি ল'য়ে যাও নৌকাপরে তুমি ॥
যে দেশে বাণিজ্যে তুমি করিছ পয়ান।
সেই দেশে তব সঙ্গে করিব প্রস্থান ॥
স্বর্ণপাট বেচি যদি পাই কিছু ধন।
তবেত বিপদে তরি এই নিবেদন ॥
রাজার বিনয় বাক্য শুনি মহাজন।
কিঙ্করেরে আজ্ঞা করে ল'য়ে এস ধন ॥
হৃষ্ট হয়ে নরপতি উঠে নৌকাপরে।
স্বর্ণপাট ল'য়ে আনে যতেক নফরে ॥
হৃষ্ট হয়ে সদাগর বাহিল তরণী।
কি কব শনির মায়া শুন নৃপমণি।
কপট পাষণ্ড বড় সেই সদাগর।
এই দুষ্টচিন্তা চিত্তে করিল অন্তর ॥
মিলাইল যদি ধন দৈবেতে আমাকে।
ঘুচাই মনের ব্যথা বধিয়া ইহাকে ॥
এতেক ভাবিয়া মনে দুষ্ট দুরাচারে।
রাজাকে ধরিয়া ফেলে অপার সাগরে ॥
যতক্ষণ ধরি দুষ্ট করিল বন্ধন।
ত্রাহি ত্রাহি করি রাজা করিছে স্মরণ ॥

কোথা তাল বেতাল বান্ধব দুইজন।
এ মহাবিপদে কর আমারে তারণ ॥
কোথা গেলে চিন্তাদেবী আমারে ছাড়িয়া।
আমার দুর্গতি প্রিয়ে দেখ না আসিয়া ॥
সেই নৌকা মধ্যে ছিল চিন্তা পতিব্রতা
কান্দিয়া উঠিল রাণী শুনি প্রভু-কথা ॥
যখন ধরিয়া নৃপে ফেলিল সাগরে।
আইল বেতাল তাল নিদ্রারূপ ধরে ॥
তাল রক্ষা কৈল চক্ষু, বেতাল হৈল ভেলা
ভাসিয়া নৃপতি যান যেন রাশি তুলা ॥
সেইক্ষণে চিন্তাদেবী বালিশ যোগান।
বালিশে আলস্য রাখি ভাসি নৃপ যান ॥
শুনহ আশ্চর্য্য কথা ধর্ম্মের তনয়।
বহুকাল জলে ভাসি সৌতিপুরে যায় ॥
সৌতিপুরে মালাকার জায়ার ভবনে।
আসিয়া লাগিল শুষ্ক পুষ্পের উদ্যানে ॥
বহুকাল শুষ্ক ছিল যতপুষ্পবন।
রাজ-আগমনে পুষ্প ফুটিল তখন ॥
রাজ দরশনে পুনঃ জীব সঞ্চারিল।
পূর্ব্বমত সব পুষ্প বিকসিত হৈল ॥
অশোক কিংশুক নাগ ফুটিল বকুল।
গন্ধরাজ চাঁপা ফুটে জারুল পারুল ॥
পুষ্পগন্ধে অলিকুল ধায় মধু আশে।
কোকিল কোকিলা গান করিছে হরিষে ॥
ষড়ঋতু আসিয়া হইল উপনীত।
শর ধনু সহ কাম তথায় উদিত ॥
পূর্ব্বমত বন শোভা হইল বিস্তর।
কর্ম্মান্তর হইতে মালিনী এলো ঘর ॥
আশ্চর্য্য দেখিয়া বড় ভাবিছে মালিনী
ইহার কারণ কিবা কিছুই না জানি ॥
বন দেখি হৃষ্ট অতি মালীর মহিষী।
কুসুম কাননে শীঘ্র প্রবেশিল আসি ॥
একে একে নিরখিয়া চতুর্দ্দিকে চায়।
হেনকালে শ্রীবৎসকে দেখিল তথায় ॥
কন্দর্প আকার এক পুরুষ সুন্দর।
মালিনী দেখিয়া কহে করি যোড়কর।

কোথা হৈতে আসিয়াছ কোন্ মহাজন ।
সত্য করি কহ বাছা মোর নিবেদন ॥
মালিনীর বিনয় শুনিয়া নৃপমণি ।
কহিতে লাগিল রাজা আপন কাহিনী ॥
বাণিজ্যে আইনু আমি করিতে ব্যাপার ।
ডিঙ্গা ডুবি হ'য়ে দুঃখ হইল আমার ॥
ভাগ্য হেতু প্রাণ পাই তেঁই আসি কূল ।
আমার ভাবনা মিথ্যা ভবিতব্য মূল ॥
শুনিয়া মালিনী কহে শুন মহাশয় ।
থাকহ আমার ঘরে নাহি কিছু ভয় ॥
শুভগ্রহ হৈল তব দুঃখ অবসান ।
নহে কেহ নৌকা ডুবি পাইয়াছে প্রাণ ॥
ঘরে কেহ নাহি বাপু বঞ্চি একাকিনী ।
মোর গৃহে ভাগিনেয় ভাবে থাক তুমি ॥
এমতে রহিল তথা শ্রীবৎস নৃপতি ।
শুনহ অপূর্ব্ব কথা ধর্ম্ম নরপতি ॥
বনপর্ব্বে শ্রীবৎসের পুণ্য উপাখ্যান ।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

রাজার মালিনী আলয়ে স্থিতি ।

মালিনীর কথা শুনি, আনন্দিত নৃপমণি,
হৃষ্ট হৈয়া গেল সেই বাসে ।
আয়োজন আনি দিল, নৃপতি রন্ধন কৈল,
রহে রায় কৌতুক বিশেষে ॥
এইরূপে নৃপবর, রহিল মালিনী ঘর,
আছে রায় কেহ নাহি জানে ।
শুন ধর্ম্ম মহাশয়, শুভকাল যবে হয়,
শুভ তার হয় দিনে দিনে ॥
অদ্ভুত বিধির কর্ম্ম, কেবা তার বুঝে মর্ম্ম,
সৃজন পালন তার হাত ।
যাহার হয় অংশ, আরবার করে ধ্বংস,
কর্ম্মযোগে করে যাতায়াত ॥
[illegible] জন্মে পুনঃ মরে, এইরূপে ফিরে ঘুরে,
তথাচ না বুঝে মূঢ় জন ।
লোভ করে অপহরে, কুকর্ম্ম কতেক করে,
স্থির কর্ম্ম নহে এতক্ষণ ॥

আশ্চর্য্য শুনহ রাজা, সেই দেশে মহাতেজা,
বাহুদেব নামে নৃপবর ।
ভদ্রা নামে তাঁর কন্যা, রূপে গুণে মহীধন্যা,
সৌজন্যেতে দ্রৌপদী দোসর ॥
জন্মাবধি কর্ম্ম তাঁর, শুন বলি গুণাধার,
হরগৌরী করে আরাধন ।
কঠোর করিল যত, বিস্তারিয়া কব কত,
আরাধয়ে করি প্রাণপণ ॥
স্তবে তুষ্ট হৈমবতী, বলিলেন ভদ্রাবতী,
বর মাগ চিত্তে যাহা লয় ।
শুনিয়া রাজার সুতা, হইল আনন্দযুতা,
প্রণমিয়া করযোড়ে কয় ॥
শুন মাতা ব্রহ্মময়ী, গতি নাই তোমা বই,
তরাইতে হবে এ দাসীরে ।
বর যদি দিবে তুমি, শ্রীবৎস নৃপতি স্বামী,
এই বর দেহ মা আমারে ॥
তুষ্ট হ'য়ে হরিপ্রিয়া, কহিলেন আশ্বাসিয়া,
তব ভাগ্যে হবে নৃপবর ।
তত্ত্ব কথা কহি শুন, আসিয়াছে সেই জন,
রম্ভাবতী মালিনীর ঘর ॥
তারে বরমাল্য দিয়া, সুখে ঘর কর নিয়া,
বর দেই বাঞ্ছামত তব ।
বর পেয়ে নৃপসুতা, হইয়া আনন্দযুতা,
দেবী পূজে করিয়া উৎসবে ॥
শ্রীবৎস চিন্তার কথা, অরণ্যপর্ব্বেতে গাঁথা,
শুনিলে অধর্ম্ম হয় নাশ ।
কমলাকান্তের সুত, সুজনের মনঃপূত,
বিরচিল কাশীরাম দাস ॥

মালিনী গৃহে শ্রীবৎসের ভদ্রার বিবাহ ।

শুন শুন মহারাজ করহ শ্রবণ ।
মালিনী ভবনে রহে শ্রীবৎস রাজন ॥
মালা গাঁথি করে রাজা কালের হরণ ।
ফুল ফল জলে রাজা পূজে নারায়ণ ॥
কায়মনোবাক্যে রাজা নাহি ধর্ম্ম ত্যজে ।
আপনা গোপন করি রহে ধর্ম্মরাজে ॥

শুন ধর্ম্ম মহীপাল অপূর্ব্ব কথন।
ভদ্রাবতী কন্যা ল'য়ে শুন বিবরণ॥
ভোজনেতে বসি বাহুদেব মহীপাল।
নিকটে আইল ভদ্রা হাতে স্বর্ণথাল॥
রাণীজ্ঞানে করিলেন রাজা পরিহাস।
কান্দিয়া কহিল ভদ্রা জননীর পাশ॥
শুনি রাণী ক্রোধচিত্তে করেন গমন।
ভর্ৎসিয়া নৃপতি প্রতি কহেন বচন॥
ওহে মহারাজ তুমি রাজমদে মজি।
সকলি করিলে নষ্ট ধর্ম্মপথ ত্যজি॥
পরকালবন্ধু ধর্ম্ম তাহে করি হেলা।
বিষয়ে হইলে মত্ত রাজভোগে ভোলা॥
জান না যে মহারাজ আছয়ে শমন।
কি বোল বলিবে কালে না ভাব এখন॥
এমন কুকর্ম্ম রাজা কেহ না আচরে।
আপনার তনয়ারে পরিহাস করে॥
সুপাত্রে আনিয়া যদি কন্যা কর দান।
চিরদিন স্বর্গভোগ বৈকুণ্ঠেতে স্থান॥
ইহা না করিয়া তারে কর পরিহাস।
ধিক্ ধিক্ রাজা তব জীবনে কি আশ॥
এমত শুনিয়া রাজা রাণীর বচন।
লজ্জিত হইয়া রাজা কহিছে তখন॥
ওহে মহাদেবি শুন আমার বচন।
মিথ্যাবাদে তুমি মোরে করহ লাঞ্ছন॥
এত বড় যোগ্য কন্যা আছে মোর ঘরে।
এতদিন মহাদেবি না কহ আমারে॥
আমি ধর্ম্ম হেলা নাহি করি যে কখন।
জানেন আমার মন সেই নারায়ণ॥
আজি আমি করিব কন্যার স্বয়ম্বর।
এত বলি বাহিরে চলিল নৃপবর॥
ডাকাইয়া পাত্র মন্ত্রী আনিল সকল।
সবারে কহিল আমন্ত্রহ ভূমণ্ডল॥
ইচ্ছাবরী হইবেক আমার নন্দিনী।
আনন্দিত হৈল সবে এই কথা শুনি॥
আজ্ঞা পেয়ে নিমন্ত্রণ করিল সবার।
যতদূর পাইলেক মনুষ্য সঞ্চার॥
নিমন্ত্রণ পাইয়া যতেক রাজগণ।
বাহুদেব রাজ্যে সব করিল গমন॥
নিরবধি আসে রাজা কত লব নাম।
কলিঙ্গ তৈলঙ্গ আর সৌরাষ্ট্র সুধাম॥
চতুরঙ্গ দলেতে আইল নৃপগণ।
উপযুক্ত বাসা দিল করি নিরূপণ॥
সুস্থির হইল সবে পেয়ে রম্যস্থান।
ভক্ষ্য ভোজ্য যত দিল নাহি পরিমাণ॥
কেবা খায় কেবা লয় কেবা দেয় আনি
খাও খাও লও লও এই মাত্র শুনি॥
আড়ে দীর্ঘে দশক্রোশ পুরা পরিমাণ।
প্রতি মঞ্চে প্রতি রাজা করে অধিষ্ঠান
সবাকারে বিধিমতে পূজিল রাজন।
ভাসিলেন আনন্দ-সাগরে নৃপগণ॥
নানা কথা আলাপনে বৈসে সর্ব্বজন
অধিবাস হেতু রাজা করিল গমন॥
অগ্নি পূজি গেল রাজা সভায় তখন।
মালিনার মুখে শুনে শ্রীবৎস রাজন।
শুনিয়া দেখিব বলি বাঞ্ছা কৈল মনে
রাজকন্যা ইচ্ছাবরী হইবে কেমনে॥
সমভাব হ'য়ে বসে যত রাজগণ।
কদম্ব তরুর মূলে শ্রীবৎস রাজন॥
মনোযোগ কর রাজা ধর্ম্মের নন্দন।
বিধির নির্ব্বন্ধ কভু কে করে খণ্ডন॥
হাতে চন্দনের পাত্র মালার সহিত
সভামধ্যে ভদ্রাবতী হৈল উপনীত॥
ভদ্রার রূপের কথা বর্ণন না যায়।
তিলোত্তমা ইন্দ্রাণী তাহার তুল্য নয়।
লক্ষ্মী অংশে জন্মি ভদ্রা আইলা অবনী
রাজার ঋণেতে মুক্তি বাঞ্ছি নারায়ণী॥
সভামধ্যে আসি ভদ্রা কৈল নিবেদন।
এ সভাতে দেব দ্বিজ আছ যতজন॥
জানিবেন সকলে আমার নমস্কার।
আজ্ঞা কর আমি পাই পতি আপনার
এত বলি চতুর্দ্দিকে করে নিরীক্ষণ।
হেনকালে শূন্যবাণী হইল তখন॥

ম্ব তরুর তলে তোমার ঈশ্বর ।
র লাগি কৈলে তপ দ্বাদশ বৎসর ॥
নি স্মিতমুখী ভদ্রা করিল গমন ।
য় বসিয়া আছে শ্রীবৎস রাজন ॥
টেতে গিয়া ভদ্রা প্রদক্ষিণ করি ।
লেন চন্দন মালা চরণ উপরি ॥
বৎ করি ভদ্রা রহে দাণ্ডাইয়া ।
ক সভার লোক উঠিল হাসিয়া ॥
ছ করি দুষ্ট রাজা নিন্দিল অপার ।
জন কহে কর্ম্ম এই বিধাতার ॥
হার ইচ্ছায় কিবা পারে হইবারে ।
র নির্ব্বন্ধ কেহ খণ্ডাইতে নারে ॥
র সহিত যেন ছায়ার গমন ।
ম্মের নির্ব্বন্ধ এই জানিবা তেমন ॥
রূপে কথার আলাপে সর্ব্বজন ।
যেই দেশে যাত্রা কৈল রাজগণ ॥
হুদেব রাজা চিত্তে অনুতাপ করি ।
তি উঠিয়া চলিল অন্তঃপুরী ॥
ন্দিয়া কহিল রাজা মহাদেবী স্থান ।
দ্রার কপালে হেন কৈলা ভগবান ॥
রাজগণ আইল না বরিল কায় ।
ভুজ দেখিয়া চিত্ত মজাইল তায় ॥
ুলে পুরুষ মোর হইল অখ্যাতি ।
ন ইচ্ছা হয় মোর গলে দেই কাতি ॥
ণী কহে মহারাজ করহ শ্রবণ ।
চিন্তা মম চিন্তা সব অকারণ ॥
ইবে যখন যাহা ঈশ্বরের ইচ্ছা ।
মি আমি যত চিন্তি এ সকল মিছা ॥
লায় সৃজন যাঁর হেলায় সংহার ।
বে তাঁহার মায়া হেন শক্তি কার ॥
দ্র তনয়ার বুদ্ধি দিয়াছেন তিনি ।
ন্তা করি কি করিব এবে তুমি আমি ॥
ণীর প্রবোধ বাক্য শুনিয়া রাজন ।
ন্ত্রীকে করিল আজ্ঞা শুন সর্ব্বজন ॥
হিরে আবাস করি দেহ ত ভদ্রার ।
ভক্ষ্য ভোজ্য দেহ শীঘ্র যে চাহি তাহার ॥

পুরীর ভিতর আর নাহি প্রয়োজন ।
হ'য়েছে সভার মধ্যে মস্তক মুণ্ডন ॥
ভদ্রাকন্যা মুখ আমি না দেখিব আর ।
বিধাতা করিল মোরে অন্তঃপুরী সার ॥
এতদিন ভগবতী করি আরাধনা ।
কুজাতি কুরূপ বরে বরিল এ হীনা ॥
এ সব ভাবিয়া নাহি রুচে অন্ন জল ।
ইচ্ছা করি আজি মরি প্রবেশি অনল ॥
লোক মাঝে এ মুখ দেখাব কোন্ লাজে ।
এ ছার জীবন মোর থাকে কোন কাজে ॥
হায় হায় বিধি কৈল কেন হেনরূপ ।
ভদ্রা কন্যা লাগি এলো কত শত ভূপ ॥
কারে না বরিয়া করে দরিদ্রে বরণ ।
এমত ভাবিয়া রাজা কান্দয়ে তখন ॥
রাণী বলে মহারাজ হৈল হতজ্ঞান ।
কারণ করণ কর্ত্তা সেই ভগবান ॥
তুমি আমি কর্ম্মপাশে আছি যে বন্ধনে ।
মায়ার কারণ এত চিন্তা করি মনে ॥
মায়া মোহ ত্যজ রাজা ধর্ম্ম কর সার ।
যাহা হৈতে সংসার-সমুদ্র হবে পার ॥
এইমতে বুঝাইয়া মহিষী রাজনে ।
বাহির উদ্যানে গেল ভদ্রা সন্নিধানে ॥
দেখিল আছয়ে ভদ্রা স্বামী বিদ্যমানে ।
হৃষ্টলাভে মুগ্ধা নাহি চাহে কার পানে ॥
দেখিয়া রাণীর হৈল অতিশয় দুঃখ ।
কোলে নিয়া নিজ বস্ত্রে মুছাইল মুখ ॥
জামাতা কন্যাকে নিয়া বাহির আবাসে ।
রাখিয়া মধুর ভাষে দোঁহাকারে তোষে ॥
এই গৃহে থাক ভদ্রা না ভাবিও দুঃখ ।
কত দিন গত হৈলে পাবে বহু সুখ ॥
গৌরী আরাধনা ফল মিথ্যা না হইবে ।
কতদিন বাদে ভদ্রা রাজরাণী হবে ॥
এইরূপে কন্যাকে বুঝিয়া মহারাণী ।
ভিতর মহলে গেল যথা নৃপমণি ॥
রাজা বলে ভদ্রা মোর গেল কোথাকারে ।
রাণী বলে রাখিয়াছি বাহির মন্দিরে ॥

ভক্ষ্য ভোজ্য নিয়োজিত করি দিল কাকে।
নিত্য নিত্য পুরী হৈতে নিয়া দিবে তাকে॥
এইমত দুইজন রহিল বাহিরে।
দেখ যুধিষ্ঠির রাজা দৈবে যাহা করে॥
বনপর্ব্ব অপূর্ব্ব শ্রীবৎস উপাখ্যান।
কাশী কহে শুনিলে জন্ময়ে দিব্যজ্ঞান॥

শ্রীবৎস রাজার সহিত চিন্তাদেবীর মিলন।

শ্রীবৎসের যত দুঃখ কহে যদুরায়।
পঞ্চ ভাই জিজ্ঞাসেন কাতর হৃদয়॥
দ্রৌপদী কহিল দেব কহ পুনর্ব্বার।
চিন্তার কি হৈল গতি কেমন প্রকার॥
কিরূপে ভদ্রারে ল'য়ে বঞ্চিল রাজন।
কহ দেব শুনিতে ব্যাকুল বড় মন॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন সবে শুন সেই কথা।
রাজগৃহে মানহীন বঞ্চে রাজা তথা॥
পরগৃহে বঞ্চে পর অন্নেতে পালিত।
ধিক্ তার জীবন মরণ সমুচিত॥
কষ্টেতে বঞ্চেন রাজা দিবস রজনী।
সান্ত্বনা করেন ভদ্রা কহি প্রিয়বাণী॥
বহুকাল গেল দুঃখ আছে অল্পকাল।
অচিরে পাইবা রাজ্য শুন মহীপাল॥
জ্ঞানবান লোকে কভু কাতর না হয়।
স্থির হ'য়ে কর্ম্ম করে ঈশ্বরে ধেয়ায়॥
ইহা বুঝি মহারাজ শান্তচিত্ত হয়।
নিরবধি বদনেতে রাম নাম লয়॥
না জানহ মহাশয় আছয়ে শমন।
ইহা জানি নরপতি তত্ত্বে দেহ মন॥
ভদ্রার বিনয় বাক্য শুনিয়া রাজন।
অহর্নিশি করে রাজা ঈশ্বর স্মরণ॥
হেনমতে দ্বাদশ বৎসর অবশেষ।
শনির ভোগান্ত গত শুভেতে প্রবেশ॥
হেনকালে একদিন শ্রীবৎস রাজন।
ভদ্রা প্রতি কহে রায় মধুর বচন॥
তব বাপে কহি কিছু কর্ম্ম দেহ মোরে।
ক্ষীরোদ নদীর তটে দান সাধিবারে॥
শুনিয়া ইঙ্গিতে ভদ্রা মায়েরে কহিল।
রাণীর ইঙ্গিতে রাজা সেইক্ষণে দিল॥
পাইয়া নৃপের আজ্ঞা শ্রীবৎস নৃপতি।
নদীকূলে বৈসে রাজা হইয়া জগাতি॥
শত শত মহাজন নৌকা বাহি যায়।
তল্লাসি লইয়া তারে পুনঃ ছাড়ি দেয়॥
দেখ যুধিষ্ঠির রাজা দৈবের ঘটনে।
কত দিনে সেই সাধু আইসে ঐ স্থানে॥
দেখিয়া তরণী তার শ্রীবৎস চিনিল।
আটক করিয়া তরী ঘাটেতে রাখিল॥
নিজ জনে আজ্ঞা দিল শ্রীবৎস রাজন।
নৌকা হৈতে কুলেতে উঠাও যত ধন॥
আজ্ঞা মাত্র স্বর্ণপাট যতেক আছিল।
ডিঙ্গা হৈতে নামাইয়া কূলে উঠাইল॥
দেখি সদাগর গিয়া ভূপে জানাইল।
তোমার জামাতা মম সর্ব্বস্ব লুটিল॥
শুনি রাজা ক্রোধচিত্তে জামাতারে বলে।
কি হেতু সাধুর সব স্বর্ণপাট নিলে॥
শ্রীবৎস বলেন রাজা করহ শ্রবণ।
সাধু নহে এই বেটা দুষ্ট মহাজন॥
এই স্বর্ণপাট যদি করে দুইখান।
তবে ত উহার স্বর্ণ সকলি প্রমাণ॥
শুনি সদাগরে ডাকি কহিল নৃপতি।
স্বর্ণপাট দুই খণ্ড কর শীঘ্রগতি॥
একখানি পাট যদি দুইখানি হয়।
তবে ত তোমার স্বর্ণ হইবে নিশ্চয়॥
এ কথা শুনিয়া সাধু কুঠার আনিয়া।
খুলিতে বসিল যত স্বর্ণপাট নিয়া॥
খুলিতে নারিল সাধু মহালজ্জা পায়।
তবে ত শ্রীবৎস রাজা কহিছে সভায়॥
খুলিতে নারিল সাধু পাইলে প্রমাণ।
আমি খুলি স্বর্ণপাট করি দুইখান॥
স্বর্ণপাট হাতে করি শ্রীবৎস রাজন্।
তাল-বেতালেরে তবে করিল স্মরণ॥
স্মরণ করিবামাত্র দুইখান হয়।
দেখিয়া সভার লোক মানিল বিস্ময়॥

সম্ভ্রমে উঠিয়া রাজা যোড় করি কর।
কহে বাপু তুমি কেবা হও মায়াধর ॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ কিম্বা নাগ নর।
মায়া করি ভদ্রা নিতে এলে গুণাকর।
বুঝি মোর ভদ্রার ভাগ্যের নাহি সীমা।
সত্য করি কহ বাপু না ভাণ্ডিও আমা ॥
শ্বশুরের বিনয় শুনিয়া নরপতি।
কহিতে লাগিল রাজা মধুর ভারতী ॥
সমানে সমানে বার্ত্তা করয়ে সংযোগ।
দুঃখ সুখ হয় রাজা শরীরের ভোগ ॥
দস্যু সম বনে দুঃখে দ্বাদশ বৎসর।
দৈবের পীড়ায় আসি তোমার নগর ॥
দৈবের নির্ব্বন্ধে করি ভদ্রারে গ্রহণ।
ভয় নাহি মহারাজ নহি নীচজন ॥
শুন নরপতি তুমি মোর বিবরণ।
প্রাগ্‌দেশপতি আমি শ্রীবৎস রাজন ॥
চিরদিন ধর্ম্ম ন্যায়ে রাজ্য পালি আমি।
দৈবের বিপাক রাজা জ্ঞাত হও তুমি ॥
একদিন শনি সহ জলধিকুমারী।
দোঁহে দ্বন্দ্ব করি আসে মম সভাপুরী ॥
লক্ষ্মী কহিলেন আমি পূজিতা সংসারে।
শনি বলে আমি শ্রেষ্ঠ যত চরাচরে ॥
এমত দ্বন্দ্ব করি আসে দুইজন।
আমারে কহিল কহ শ্রেষ্ঠ কোন্ জন ॥
উত্তর করিনু কল্য আসিও প্রভাতে।
ইহার প্রমাণ কালি বুঝিব মনেতে ॥
বিদায় হইয়া দোঁহে করিল গমন।
আমার ভাবনা হৈল কি করি এখন।
কেবা ছোট কেবা বড় কহিতে না পারি।
অনেক ভাবিয়া চিত্তে অনুমান করি ॥
স্বর্ণ রৌপ্য সিংহাসন করি দুইখান।
দুই ভিতে সিংহাসন, মধ্যে মম স্থান ॥
রহিলাম সভা করি বসিয়া তথায়।
দুইজন আইলেন প্রভাত সময় ॥
দোঁহে দেখি সম্ভ্রমে বসাই শীঘ্রগতি।
কাতরে অন্তরে আমি করি বহু স্তুতি ॥
তুষ্ট হ'য়ে দুইজন বৈসে সিংহাসনে।
লক্ষ্মীমাতা দক্ষিণে বসিল শনি বামে ॥
আমাকে জিজ্ঞাসে দোঁহে সহাস্যবদন।
শুনিয়া উত্তর আমি করিনু তখন ॥
আপনা আপনি দোঁহে দেখি বুঝ ক্রমে।
দক্ষিণেতে শ্রেষ্ঠ বলি সাধারণ বামে ॥
এত শুনি ক্রুদ্ধ হ'য়ে শনি মহাশয়।
অল্পদোষে গুরুদণ্ড করিল আমায় ॥
রাজ্যনাশ বনবাস স্ত্রী বিচ্ছেদ কৈল।
মরণ অধিক দুঃখে মোরে নিয়োজিল ॥
শ্রীবৎস-মুখেতে শুনি এতেক ভারতী।
ব্যস্ত হৈয়া বাহুরাজ উঠে শীঘ্রগতি ॥
যোড়হাত করি রাজা করয়ে স্তবন।
ক্ষমহ আমার দোষ অজ্ঞাত কারণ ॥
শুভক্ষণে ভদ্রা কন্যা কুলে উপজিল।
তাহার কারণে তোমা দর্শন হইল ॥
সার্থক সেবিল গৌরী আমার নন্দিনী।
এত দিনে আপনারে ধন্য করি মানি ॥
ধন্য মোর কুলে ভদ্রা তনয়া হইল।
ঘরে বসি তোমা হেন রত্ন মিলাইল ॥
এতদিন আছিলাম হইয়া অস্থির।
অমৃতাভিষিক্ত আজি হইল শরীর ॥
পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত পুণ্য কতেক আছিল।
সেই ফলে ভদ্রা কন্যা তোমারে পাইল ॥
কাতর হইয়া রাজা পাড়িল ধরণী।
শ্রীবৎস কহিছে তবে শুন মম বাণী ॥
লঘুজনে এতাদৃশ না হয় উচিত।
শীঘ্র করি রাজা [illegible] মম হিত ॥
নৌকাপরে চিন্তা মম আছয়ে বন্ধনে।
শীঘ্র করি [illegible] আনহ এখানে ॥
শুনি বাহু নরপতি উঠে শীঘ্রগতি।
পাত্রমিত্রগণ সবে চলিল সংহতি ॥
নদীতীরে গিয়া দেখে নৌকার উপরে।
চিন্তাদেবী আছে তথা কাতর অন্তরে ॥
কহিতে লাগিল রাজা চিন্তাদেবী প্রতি।
দুঃখকাল গেল মাতা উঠ শীঘ্রগতি ॥

তোমার বিচ্ছেদে দুঃখী শ্রীবৎস রাজন্।
উঠ মাতা দোঁহে গিয়া হও গো মিলন ॥
জরাযুত চিন্তা-অঙ্গ দেখিয়া রাজন্।
জিজ্ঞাসেন চিন্তা প্রতি তার বিবরণ ॥
শুনি চিন্তা কহিতে লাগিল মৃদুভাষে।
জরাযুত অঙ্গ-কথা শুন ইতিহাসে ॥
এই সদাগর যায় বাণিজ্য করিতে।
আটক হইল তরী দৈবের দোষেতে ॥
কাঠুরে রমণীগণ যতেক আছিল।
ক্রমে ক্রমে সদাগর সব আনাইল ॥
সকলে ছুঁইল তরী না হৈল উদ্ধার।
পশ্চাতে আমারে গিয়া ডাকে বার বার ॥
বিস্তর বিনয় করি আমারে কহিল।
কাতর দেখিয়া মোর দয়া উপজিল ॥
দয়ায় উদ্ধার করি দিলাম যদি তরি।
দুষ্ট দুরাচার মোরে নাহি দিল ছাড়ি ॥
আমাকে তুলিয়া নিল নৌকার উপর।
ভয় পেয়ে মম অঙ্গ কাঁপে থর থর ॥
অতি ভয়ে সূর্য্যদেবে করিলাম স্তুতি।
স্তবে তুষ্ট হইলেন সূর্য্য মম প্রতি ॥
আমি কহিলাম দেব মম রূপ লহ।
জরাযুত অঙ্গ এবে মোরে দান দেহ ॥
স্তবে তুষ্ট হৈয়া বর দিল সেইক্ষণ।
মায়া অঙ্গ দিয়া মোরে কহিল তখন ॥
স্মরণ করিবামাত্র নিজরূপ পাবে।
চিন্তা না করিহ চিন্তা মহারাণী হবে ॥
দৈবগ্রহ ঘুচিলে পাইবে নৃপবর।
কিছুদিন শুদ্ধচিত্তে ভাবহ ঈশ্বর ॥
শুন মহারাজ মম জরার ভারতা।
দুঃখ শুনি কান্দে তবে বাহু নরপতি ॥
তুমি সতী পতিব্রতা পতি-অনুরতা।
ত্রিভুবনে তব গুণ স্মরিবেক মাতা ॥
সূর্য্য চিন্তায় চিন্তা নিজরূপ পাইল।
যেমন পূর্ব্বের রূপ তেমতি হইল ॥
রাজা বলে চতুর্দ্দোল আন শীঘ্রগতি।
চিন্তা বলে হেঁটে যাই প্রভুর বসতি ॥

এত বলি পদব্রজে চলিলেন সতী।
যথায় উদ্বেগচিত্তে শ্রীবৎস নৃপতি ॥
নিকটেতে গিয়া চিন্তা প্রদক্ষিণ করে।
প্রণিপাত করি কহে স্বামী বরাবরে ॥
দেখি তবে আস্তে ব্যস্তে উঠিয়া রাজনে।
বামপার্শ্বে বসাইল নিজ সিংহাসনে ॥
প্রেমাবেশে অবসন্ন হৈল দুইজন।
পুনঃ পুনঃ বদন চুম্বন আলিঙ্গন ॥
বিনোদ শয্যায় রাজা করিল শয়ন।
চিন্তা ভদ্রা পদসেবা করে দুইজন ॥
নানা হাসে নানা রসে শ্রীবৎস রাজন।
আনন্দেতে করিলেন নিশা সমাপন ॥
প্রভাত সময়ে বার দিয়া বাহুরাজা।
শ্রীবৎস চিন্তারে তবে কৈল বহু পূজা ॥
আনন্দিত হইয়া বসিল সর্ব্বজন।
নানা শাস্ত্র প্রসঙ্গ করেন জনে জন ॥

শ্রীবৎসরাজার শনিত্যাগ এবং শনি কর্তৃক বর প্রাপ্তি।

প্রভাতে বাহুক রাজা, লইয়া কতেক প্রজা,
বসিয়াছে সানন্দ বিধানে।
হেনই সময় শনি, কহিছে আকাশ-বাণী,
শুন সভাপাল সর্ব্বজনে ॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ, সকলি আমার ভক্ত,
সকলে আমারে শ্রেষ্ঠ জানে।
বিদ্যাধরী বিদ্যাধর রাক্ষস কিন্নর নর,
সবে মানে শ্রীবৎস না মানে ॥
মনুষ্য হইয়া মোরে, অত্যন্ত অবজ্ঞা করে,
কত সব দুর্ম্মতি তাহার।
সুরাসুর যারে ডরে, মনুষ্য অবজ্ঞা করে,
বুঝ সবে করিয়া বিচার ॥
কহিতে কহিতে শনি, আইল মরত-ভূমি,
যথা সভামধ্যে সর্ব্বজন।
আরক্ত পিঙ্গলবর্ণ, রূপ যেন তপ্ত স্বর্ণ,
পরিধান সুরক্ত বসন ॥

তেজোময় দেখি আভা, উজ্জ্বল হইল সভা,
অতি ভয় পায় সভাজন ।
ব্যস্তে ব্যস্তে সর্ব্বজনে, দাণ্ডাইল বিদ্যমানে,
করযোড়ে করয়ে স্তবন ॥
তুমি সকলের সার, তোমা বিনা নাহি আর,
ত্রিভুবনে করয়ে পূজন ।
সর্ব্বঘটে ভুঞ্জ তুমি, তুমি সকলের স্বামী,
নবগ্রহরূপী জনার্দ্দন ॥
আমি মূর্খ মত জন, কি জানি তোমার গুণ,
জ্ঞানহীন তোমারে না চিনি ।
মোরে কর দয়া, ত্যজিয়া কপট মায়া,
বরদাতা হও মহামানী ॥
এরূপে শ্রীবৎস ভূপ, করে বহুতর স্তব,
স্তবে তুষ্ট হ'য়ে শনি কয় ।
শুন ওহে মহারাজা, করহ আমার পূজা,
আর তব নাহি কিছু ভয় ॥
দেশে যাও নরবর, একছত্রে রাজ্যেশ্বর,
র'বে দশ-সহস্র বৎসর ।
পুত্র পাবে শতজন, কন্যারত্ন মহাধন,
অন্তে বাস বৈকুণ্ঠ নগর ॥
মম সহ করি বাদ, হৈল তব এ প্রমাদ,
পৃথিবীতে রহিল ঘোষণ ।
যে তোমার নাম লবে, তার মনোব্যথা যাবে,
শুন ওহে শ্রীবৎস রাজন ॥
শ্রীবৎসকে দিয়া বর, অন্তর্দ্ধান শনৈশ্চর,
গেল শনি বৈকুণ্ঠ ভুবনে ।
ভবার্ণবে ভয়নাশি, বর্ণনা করিল কাশী,
বনপর্ব্বে শ্রীবৎস রাজনে ॥

শ্রীবৎস রাজার ও ভার্য্যার সহিত
স্বরাজ্যে গমন

যুধিষ্ঠির বলিলেন শুন গদাধর ।
বরদাতা হ'য়ে শনি গেল অতঃপর ॥
বাহু রাজা কি করিল শ্রীবৎস নৃপতি ।
বিস্তারিয়া সেই কথা কহ লক্ষ্মীপতি ॥
যাদব কহেন রাজা কর অবধান ।
বর দিয়া গেল যদি শনি নিজ স্থান ॥
আনন্দিত বাহু রাজা পুত্রের সহিত ।
করাইল সভাতে বিবিধ নৃত্য-গীত ॥
নানা বাদ্য মহোৎসব প্রতি ঘরে ঘরে ।
হাস্য-পরিহাসে কেহ পাশা ক্রীড়া করে ॥
অস্ত্র লোফালুফি করে ধানুকী তবকী ।
হেন ভোজবিদ্যা খেলে চক্ষে দিয়া ফাঁকি ॥
বাদ্য অন্বেষণ কেহ করে কোন স্থানে ।
কেহ নাচে কেহ গায় আনন্দ বিধানে ॥
দিব্য রত্ন অলঙ্কারে বেশভূষা করে ।
অগুরু চন্দনচুয়া পুষ্পমালা পরে ॥
যতনে পরয়ে কেহ উত্তম বসন ।
কোন নারী ত্বরা করি করিল রন্ধন ॥
চর্ব্ব চুষ্য লেহ্য পেয় করি আয়োজন ।
কোন কোন স্থানে হয় ব্রাহ্মণ ভোজন ॥
নগরের মধ্যে এই হইল ঘোষণ ।
মালিনীর গৃহে ছিল শ্রীবৎস রাজন ॥
ধন্য বাহুরাজ গৃহে ভদ্রা জন্মেছিল ।
যাহা হৈতে বাহু রাজা শ্রীবৎস পাইল ॥
এইরূপে আনন্দে রহিল সর্ব্বজন ।
কতদিন রহিলেন শ্রীবৎস রাজন্ ॥
একদিন প্রভাতে করিয়া স্নানদান ।
যান রাজা আনন্দে শ্বশুর সন্নিধান ॥
করযোড় করি কহে শ্রীবৎস রাজন্ ।
অবধান কর রায় মোর নিবেদন ॥
আজ্ঞা কর নিজ দেশে করিব গমন ।
বহুদিন দেখি নাই জ্ঞাতি বন্ধুগণ ॥
বাহুরাজা কহে বাপু কি কথা কহিলে ।
পূর্ব্ব পুণ্যফলে বিধি তোমারে মিলালে ॥
এই রাজ্যে রাজা তুমি হইবে আপনি ।
কি কারণে হেন কথা কহ নৃপমণি ॥
রাজা কহে যত কহ স্নেহের কারণ ।
অদ্য আমি নিজ রাজ্যে করিব গমন ॥
নিশ্চয় বুঝিয়া মন বাহু নৃপবর ।
সারথিরে আজ্ঞা তবে করিল সত্বর ॥

আজ্ঞা মাত্র সারথি চলিল শীঘ্রগতি।
রথ সাজি সেইক্ষণে আনিল সারথি ॥
রাজা বলিলেন সৈন্য সাজ সর্ব্বজন।
শ্রীবৎস কহিল রায় নাহি প্রয়োজন ॥
দক্ষিণ সমুদ্র পার আমার বসতি।
সৈন্য সেনা কেমনে যাইবে ঘোড়া হাতী ॥
রাজা বলে কেমনে যাইবে তুমি তথা।
শ্রীবৎস বলিল রাজা উপায় দেবতা ॥
তাল বেতালেরে রাজা করিল স্মরণ।
স্মরণ মাত্রেতে তারা এল দুইজন ॥
হাসিয়া কহিল দোঁহে কি আজ্ঞা করহ।
শ্রীবৎস কহিল মোরে নিজ রাজ্যে লহ ॥
শ্বশুরে প্রণাম করি উঠে রথোপরে।
চিন্তা ভদ্রা বলি নৃপ ডাকিল সত্বরে ॥
জনক-জননী-পদে বিদায় মাগিল।
চিন্তা ভদ্রা দোঁহে আসি রথে আরোহিল ॥
চূড়ায় বসিল তাল বেতাল সারথি।
বায়ুবেগে ধায় রথ সুললিত গতি ॥
নিমিষে উত্তরে উত্তরে দশ সহস্র যোজন।
রাজা কহে কহ তাল এই স্থান কোন্ ॥
তাল কহে ঐ দেখ সুরভি-আশ্রম।
কহিতে কহিতে পায় কাঠুরে ভবন ॥
তাল কহে মহারাজ কর অবধান।
পোড়া মৎস জলে গেল দেখ সেই স্থান ॥
ভাঙ্গা নায় শনি আসি কাঁথা হ'রে নিল।
নিমিষেতে সেই স্থান পশ্চাৎ হইল ॥
ক্রমেতে পাইল আসি আপন ভবন।
তাল কহে নিজ রাজ্যে আইলা রাজন ॥
রথ হৈতে রাজা রাণী নামে তিনজন।
পদব্রজে ধীরে ধীরে করিল গমন ॥
শুনি নগরের লোক আইল রাজন।
মৃত-শরীরেতে যেন পাইল জীবন ॥
বামপার্শ্বে দুই রাণী সিংহাসনে রাজা।
পাত্রমিত্র সবে আসি করিলেন পূজা ॥
পূর্ব্বের সুহৃৎ বন্ধু যতেক আছিল।
ক্রমেতে আসিয়া সবে একত্র হইল ॥
বান্ধব সানন্দ নিরানন্দ রিপুগণ।
পূর্ব্বমত রাজা রাজ্যে করেন শাসন ॥
চিন্তা ভদ্রা দুই নারী পরম সুশীলা।
ক্রমে ক্রমে শত পুত্র দোঁহে প্রসবিলা ॥
দুই রাণী গর্ভে জন্মে দুই কন্যা ধন।
অমৃতেতে অভিষিক্ত হইল রাজন ॥
বহুকাল রাজ্য করে শ্রীবৎস রাজন্।
ধর্ম্ম কর্ম্ম করে যত না যায় বর্ণন ॥
দীর্ঘকাল রাজ্য করি পরম কৌতুকে।
অন্তকালে রাণী সহ গেল বিষ্ণুলোকে ॥
অতএব যুধিষ্ঠির করি নিবেদন।
দৈবাধীন কর্ম্মে শোক করা অকারণ ॥
শ্রীবৎস-চরিত্র আর শনির মাহাত্ম্য।
যেবা শুনে যেবা পড়ে সে হয় পবিত্র ॥
কদাচ শনির বাধা তাহার না হয়।
শাস্ত্রের বচন এই নাহিক সংশয় ॥
এত বলি জগন্নাথ মাগেন মেলানি।
সবারে সম্ভাষ করিলেন চক্রপাণি ॥
সুভদ্রা সৌভদ্র দোঁহে সঙ্গেতে করিয়া
দ্বারকা গেলেন হরি রথ চালাইয়া ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন ল'য়ে ভাগিনেয় পঞ্চজন।
সসৈন্যে পাঞ্চালদেশে করিল গমন ॥
আর যেই দুই ভার্য্যা পাণ্ডবের ছিল।
নিজ নিজ ভ্রাতৃগণ সহ দেশে গেল ॥

পাণ্ডবগণের দ্বৈতবনে গমন ও মার্কণ্ডেয় মুনির আশ্রম।

দ্বারকানগরে চলিলেন যদুপতি
যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসেন ভ্রাতৃগণ প্রতি ॥
দ্বাদশ বৎসর আমি নিবসিব বনে।
যোগ্যস্থান দেখ যথা বঞ্চি হৃষ্টমনে ॥
বহু মৃগ পক্ষী থাকে ফল পুষ্পরাশি।
সজল সুস্থল যথা বৈসে সিদ্ধ ঋষি ॥
অর্জ্জুন বলেন সব তোমাতে গোচর।
মুনিগণে হৈতে তুমি জ্ঞাত চরাচর ॥

দ্বৈত নামে মহাবন অতি মনোরম ।
সাধু সিদ্ধ ঋষি আদি মুনির আশ্রম ॥
তথায় চলহ সবে যদি লয় মন ।
এত শুনি আজ্ঞা দেন ধর্ম্মের নন্দন ॥
নিজ নিজ যানারোহে চলেন পাণ্ডব ।
সংহতে চলিল যত দ্বিজ মুনি সব ॥
দ্বৈত কাননের গুণ না হয় বর্ণন ।
গন্ধর্ব্ব চারণ বৈসে মুনি অগণন ॥
তমাল কদম্ব তাল শিরীষ পিয়াল ।
অর্জ্জুন খর্জ্জুর জম্ব আম্র সুরসাল ॥
পারিজাত বকুল চম্পক কুরুবক ।
নানাজাতি পশু হস্তিগণ মরুবক ॥
ময়ূর কোকিল আদি পক্ষী সদা ভ্রমে ।
মধুযুক্ত বন লোক মনোরমে ॥
দেখিয়া উল্লাসযুক্ত পাণ্ডবের মন ।
আশ্রম করিল তথা সব মুনিগণ ॥
সেই বনে যত ছিল তাপস ব্রাহ্মণ ।
যুধিষ্ঠিরে আসিয়া করিল সম্ভাষণ ॥
হেনকালে এল মার্কণ্ডেয় মুনিবর ।
জ্বলদগ্নি সম তেজ দিব্য জটাভার ॥
প্রণমিয়া যুধিষ্ঠির দিলেন আসন ।
যুধিষ্ঠিরে দেখিয়া হাসিল তপোধন ॥
দেখিয়া বিস্ময়চিত্ত কহেন ভূপতি ।
কি হেতু হাসিলা কহ মুনি মহামতি ।
সব ঋষিগণ দুঃখী দেখিয়া আমারে ।
তোমার কি হেতু হাস্য না বুঝি অন্তরে ॥
মন্দ হাস্য করি মুনি বলেন তখন ।
যেহেতু হইল হাস্য শুনহ রাজন ॥
তুমি যেন মহারাজ ভার্য্যার সংহতি ।
সর্ব্বভোগ ত্যজি বনে করিলে বসতি ॥
এইরূপে পূর্ব্বে দশরথের নন্দন ।
সহিত জানকী আর অনুজ লক্ষ্মণ ॥
পিতৃসত্য পালিতে করিয়া বনবাস ।
অবহেলে দশস্কন্ধে করিল বিনাশ ॥
অপ্রমেয় বল রাম অপ্রমেয় গুণ ।
সত্যে বিচলিত নাহি হন কদাচন ॥
তিনপুর জিনিতে ইঙ্গিতে ক্ষণে পারে ।
সত্যের কারণে শিরে জটাভার ধরে ॥
তাদৃশ দেখি যে রাজা তুমি সত্যবাদী ।
মহাবল ধর্ম্মবন্ত সর্ব্বগুণনিধি ॥
তথাপি বনেতে ভ্রম সত্যের কারণ ।
বিধির নির্ব্বন্ধ নাহি খণ্ডে কোনজন ॥
যখন যে ধাতা আনি করয়ে সংযোগ ।
ধর্ম্ম বুঝি সাধুজন করে তাহা ভোগ ॥
বলে শক্ত হৈলে সত্য কভু না ত্যজিবে ।
বিধির নির্ব্বন্ধ কর্ম্ম কভু না লঙ্ঘিবে ॥
বড় বড় মত্তহস্তী পর্ব্বত আকার ।
পরাক্রমে দলিবারে পারয়ে সংসার ॥
তথাপিও পশু হৈয়া বিধিবশ থাকে ।
কিমতে খণ্ডিবে তাহা তোমা হেন লোকে ॥
ধন্য মহারাজ তুমি পাণ্ডুর নন্দন ।
তোমার গুণেতে পূর্ণ হৈল ত্রিভুবন ॥
এত বলি মহারাজে আশীষ করিয়া ।
আপন আশ্রম প্রতি গেলেন চলিয়া ॥

যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদীর পরস্পর কথা ।

দ্বৈতবন মধ্যে পঞ্চপাণ্ডুর নন্দন ।
ফল-মূলাহার জটা বাকল ভূষণ ॥
একদিন কৃষ্ণা বসি যুধিষ্ঠির পাশে ।
কহিতে লাগিল দুঃখ সকরুণ ভাষে ॥
এ হেন নির্দ্দয় দুরাচার দুর্য্যোধন ।
কপট করিয়া তোমা পাঠাইল বন ॥
কিছুমাত্র তব দোষ নাহি তার স্থানে ।
এ হেন দারুণ কর্ম্ম করিল কেমনে ॥
কঠিন হৃদয় তার লৌহেতে গঠিল ।
তিলমাত্র তার মনে দয়া না জন্মিল ॥
তোমার এ গতি কেন হৈল নরপতি ।
সহনে না যায় মম সন্তাপিত মতি ॥
রতনে ভূষিত শয্যা নিদ্রা না আইসে ।
এখন শয়ন রাজা তীক্ষ্ণধার কুশে ॥
কস্তূরি চন্দনেতে লেপিত কলেবর ।
এখন হইল তনু ধূলায় ধূসর ॥

মহারাজগণ যার বসিত চৌপাশে।
তপস্বী সহিত এবে তপস্বীর বেশে॥
লক্ষ লক্ষ রাজা যার স্বর্ণপাত্রে ভুঞ্জে।
এবে ফল মূল ভক্ষ্য অরণ্যের মাঝে॥
এই তব ভ্রাতৃগণ ইন্দ্রের সমান।
ইহা সবা প্রতি নাহি কর অবধান॥
মলিন বদন ক্লিষ্ট দুঃখেতে দুর্ব্বল।
হেঁটমুখে সদা থাকে ভীম মহাবল॥
ইহা দেখি রাজা তব নাহি জন্মে দুঃখ।
সহনে না যায় মম ফাটিতেছে বুক॥
ভীমসম পরাক্রম নাহি ত্রিভুবনে।
ক্ষণমাত্রে সংহারিতে পারে কুরুগণে॥
সকল ত্যজিল রাজা তোমার কারণ।
কি মতে এ সব দুঃখ দেখহ রাজন॥
এই যে অর্জ্জুন কার্ত্তবীর্য্যের সমান।
যাহার প্রতাপে সুরাসুর কম্পবান॥
দুঃখ চিন্তা করে সদা মলিনবদনে।
ইহা দেখি রাজা তাপ নাহি তব মনে॥
সুকুমার মাদ্রীসুত দুঃখী অধোমুখ।
ইহা দেখি রাজা তব নাহি জন্মে দুঃখ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন-স্বসা আমি দ্রুপদ-নন্দিনী।
তুমি হেন মহারাজ আমি হই রাণী॥
মম দুঃখ দেখি রাজা তাপ না জন্মায়।
ক্রোধ নাহি তব মনে জানিনু নিশ্চয়॥
ক্ষত্র হ'য়ে ক্রোধ নাহি করে হেনজন।
তোমাতে নাহিক রাজা ক্ষত্রিয়-লক্ষণ॥
সময়েতে যেই বীর তেজ নাহি করে।
হীনজন ব'লে রাজা তাহারে প্রহারে॥
এই অর্থে পূর্ব্বে রাজা আছয়ে সম্বাদ।
বলি দৈত্যপতি প্রতি বলিছে প্রহ্লাদ॥
করযোড়ে বলি জিজ্ঞাসিল পিতামহে।
ক্ষমা তেজ উভয়ের ভাল কারে কহে॥
সর্ব্বধর্ম্ম-অভিজ্ঞ প্রহ্লাদ মহামতি।
কহিতে লাগিল শাস্ত্রমত পৌত্র প্রতি॥
সদা ক্ষমা না হইবে সদা তেজোবন্ত॥
সদা ক্ষমা করে তার দুঃখ নাহি অন্ত॥
শত্রুর আছয়ে কার্য্য মিত্র নাহি মানে।
অবজ্ঞা করিয়া নারী বাক্য নাহি শুনে॥
কার্য্যে অবহেলা করে নাহি কিছু ভয়।
যথা স্থানে যাহা করে ক্রমে হয় লয়॥
বলে অন্যে হরি লয় তার ভার্য্যাগণ।
অতি ক্ষমাশীল দেখি করয়ে হেলন॥
অতি ক্ষমাশীল দেখি ভার্য্যা নাহি মানে।
সে কারণে সদা ক্ষমা ত্যজে বুধগণে॥
দোষ মত দণ্ড দিবে শাস্ত্র অনুসারে।
মহাক্লেশ পায় যে সদা ক্ষমা করে॥
ক্ষমার কারণ তবে শুন নরপতি।
একেবার করে ক্ষমা মূর্খজন প্রতি॥
নির্ব্বুদ্ধি অজ্ঞানে ক্ষমা করি একবার।
দুইবার দোষ কৈলে দণ্ড দিবে তার॥
সে কারণে ক্ষমা রাজা না কর তাহারে।
তেজকালে কর তেজ, ক্ষমা ফেল দূরে॥
দ্রৌপদীর বাক্য শুনি ধর্ম্ম নরপতি।
করেন উত্তর তার ধর্ম্মশাস্ত্র-নীতি॥
ক্রোধ সম পাপ দেবি নাহিক সংসারে।
প্রত্যক্ষ শুনহ ক্রোধ যত পাপ ধরে॥
গুরু লঘু জ্ঞান নাহি থাকে ক্রোধকালে।
অবক্তব্য কথা লোক ক্রোধ হৈলে বলে॥
আছুক অন্যের কার্য্য আত্মা হয় বৈরী।
বিষ খায় ডুবে মরে অস্ত্র অঙ্গে মারি॥
এ কারণে বুধগণ সদা ক্রোধ ত্যজে।
অক্রোধী যে লোক তারে সর্ব্বলোকে পূজে॥
ক্রোধে তাপ ক্রোধে পাপ ক্রোধে কুলক্ষয়।
ক্রোধে সর্ব্বনাশ হয় ক্রোধে অপচয়॥
জপ তপ সন্ন্যাস ক্রোধীর অকারণ।
রজোগুণে ক্রোধী বিধি করিল সৃজন॥
হেন ক্রোধ যেই জন জিনিবারে পারে।
ইহলোক পরলোক অবহেলে তরে॥
ক্ষমা সম ধর্ম্ম দেবি অন্য ধর্ম্ম নয়।
পূর্ব্বেতে কশ্যপ মুনি করিল নির্ণয়॥
অষ্টাঙ্গ বেদাঙ্গ যজ্ঞ মহাদান ধ্যান।
ক্ষমাময় জনের সর্ব্বদা দীপ্যমান॥

পৃথিবীকে ধরিয়াছে ক্ষমাবন্ত জনে ।
আমা সম জন, ক্ষমা ত্যজিবে কেমনে ॥
সে কারণে দ্রৌপদী ত্যজহ ক্রোধমন ।
শত অশ্বমেধ ফল অক্রোধী যে জন ॥
দুর্য্যোধন না ক্ষমিল, আমি না ক্ষমিব ।
এইক্ষণে কুরুবংশ সকল মজাব ॥
কুরুবংশে দেখ দেবি মম পুণ্যভার ।
মহাক্রোধ হৈলে বংশ হইবে সংহার ॥
ভীষ্ম দ্রোণ বিদুরাদি বুঝাইবে সবে ।
সবাকার দুর্য্যোধন নহিবেক যবে ॥
আপনার দোষে তারা হইবে সংহার ।
পূর্ব্বে করিয়াছি আমি এমন বিচার ॥
কৃষ্ণা বলে সেই বিধাতারে নমস্কার ।
যেই জন হেন রূপ করিল সংসার ॥
যেই জন যাহা করে সেই মত হয় ।
মনুষ্যের শক্তিতে কিছুই সাধ্য নয় ॥
যজ্ঞ দান তপ ব্রত বহু আচরিল ।
দ্বিজসেবা দেবপূজা কতই করিল ॥
ধিক্ ধিক্ বিধি তার কৈল হেন গতি ।
ধর্ম্ম হেতু পঞ্চভাই পাইল দুর্গতি ॥
ধর্ম্ম হেতু সব ত্যজি আইলে বনেতে ।
চারি ভাই আমাকেও পারহ ত্যজিতে ॥
তথাপিও ধর্ম্ম নাহি ত্যজিবে রাজন্ ।
কায়ার সহিত যেন ছায়ার গমন ॥
যেই জন ধর্ম্ম রাখে তারে ধর্ম্ম রাখে ।
নাহিক সন্দেহ শুনিয়াছি ব্যাসমুখে ॥
তোমারে না রাখে ধর্ম্ম কিসের কারণে ।
এইত বিস্ময় খেদ লয় মম মনে ॥
তোমার যতেক ধর্ম্ম বিখ্যাত সংসার ।
সর্ব্ব-ক্ষিতীশ্বর হ'য়ে নাহি অহঙ্কার ॥
লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণ কণক পাত্রে ভুঞ্জে ।
আমি করি পরিচর্য্যা সেবা হেতু দ্বিজে ॥
দ্বিজেরে স্বর্ণ পাত্র দিতাম আজ্ঞামাত্রে ।
এখন বনের ফল ভুঞ্জ বনপত্রে ॥
রাজসূয় অশ্বমেধ সুবর্ণ গো সব ।
আর সব বহু যজ্ঞ দান মহোৎসব ॥
সে সব করিতে বুদ্ধি হইল তোমায় ।
সর্ব্বস্ব হারিলে তুমি কপট পাশায় ॥
যে বনের মধ্যে রাজা চোর নাহি থাকে ।
তথায় নিযুক্ত বিধি করিল তোমাকে ॥
এখন সে ধর্ম্ম তুমি করিবে কেমনে ।
রাজ্যহীন ধনহীন বসতি কাননে ॥
ধিক্ বিধাতারে এই করে হেন কর্ম্ম ।
দুষ্টাচার দুর্য্যোধন করিল আজন্ম ॥
তাহারে নিযুক্ত কেন পৃথিবীর ভোগ ।
তোমারে করিল বিধি এমন সংযোগ ॥
যুধিষ্ঠির কহে কৃষ্ণা উত্তম কহিলে ।
কেবল করিলে দোষ ধর্ম্মেরে নিন্দিলে ॥
কর্ম্ম করি যেইজন ফলাকাঙ্ক্ষী হয় ।
বণিকের মত সেই বাণিজ্য করয় ॥
ফললোভে ধর্ম্ম করে লুব্ধ বলি তারে ।
লোভে পুনঃ পুনঃ পড়ে নরক ভিতরে ॥
এইত সংসার সিন্ধু ঊর্ম্মি কত তায় ।
হেলে তরে সাধুজন ধর্ম্মের নৌকায় ॥
ধর্ম্ম কর্ম্ম ফলাকাঙ্ক্ষা নাহি যেই করে ।
ঈশ্বরেতে সমর্পিলে অবহেলে তরে ॥
ধর্ম্মফল বাঞ্ছা করি ধর্ম্মগর্ব্ব করে ।
ধর্ম্মেরে করিয়া নিন্দা অধর্ম্ম আচরে ॥
এই সব জনেরে পশুর মধ্যে গণি ।
বৃথা জন্ম যায় তার পায় পশুযোনি ॥
ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ নিন্দা করে যেইজন ।
তির্য্যগের মধ্যে তারে করয়ে গণন ॥
পুনঃ পুনঃ তির্য্যগ-যোনিতে জন্ম হয়
নরক হইতে তার কভু পার নয় ॥
শিশু হ'য়ে ধর্ম্ম আচরয়ে যেইজন ।
বৃদ্ধের ভিতর তারে করয়ে গণন ॥
প্রত্যক্ষ দেখহ কৃষ্ণা ধর্ম্ম যাহা কৈল ।
সপ্ত বৎসরের আয়ু মার্কণ্ডের ছিল ॥
ধর্ম্মবলে সপ্তকল্প জীয়ে মুনিরাজ ।
আর যত দেখ মুনি ঋষির সমাজ ॥
মুখে যাহা কহে তাহা হয় সেইক্ষণে ।
ধর্ম্মবলে ভ্রমিবারে পারে ত্রিভুবনে ॥

ইন্দ্র চন্দ্র নক্ষত্র যতেক স্বর্গবাসী।
ধর্ম্ম আচরিয়ে সবে স্বর্গ মধ্যে বসি॥
জপ তপ যজ্ঞ দান ব্রত শিষ্টাচার।
বাঞ্ছা না করিলে নাহি ফল পায় তার॥
পূর্ব্বে সাধুগণ সব গেল যেই পথে।
মম চিত্ত বিচলিত না হয় তাহাতে॥
তুমি বল বনে ধর্ম্ম করিবে কেমনে।
যথাশক্তি তত আমি করিব কাননে॥
অন্য পাপ কৈলে প্রায়শ্চিত্ত আছে তার।
ধর্ম্মনিন্দা কৈলে প্রায়শ্চিত্ত নাহি আর॥
হর্ত্তা কর্ত্তা যেইজন সবার ঈশ্বর।
যাঁহার সৃজন এই যত চরাচর॥
আমি কোন্ কীট তারে অমান্য করিতে।
ভ্রম নাহি আমার ইহাতে কোন মতে॥

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীমের বাক্য।

যুধিষ্ঠির বাক্য শুনি ভীম ক্রুদ্ধতর।
করেন ধর্ম্মের প্রতি কর্কশ উত্তর॥
শুন মহারাজ আমি করি নিবেদন।
বীর পুরুষের ধর্ম্ম ত্যজ কি কারণ॥
ক্ষত্রিয় প্রধান ধর্ম্মতেজ দেখাইবে।
ভুজবলে রিপু জিনি পৃথিবী ভুঞ্জিবে।
কহ রাজা এই কর্ম্ম সম্মত কাহার।
গোবিন্দের মত কিবা দ্রুপদ রাজার॥
ক্ষত্রধর্ম্ম নহে এই দ্বিজ-আচরণ।
ক্ষত্রধর্ম্মে যুদ্ধে অরি করিবে নিধন॥
দুষ্টকর্ম্মা দুষ্টবুদ্ধি রাজা দুর্য্যোধন।
তাহারে মারিলে পাপ নাহিক রাজন॥
আজ্ঞা কর নরপতি প্রসন্ন হইয়া।
এক্ষণে পৃথিবী দিব শত্রুকে মারিয়া॥

ভীমের প্রতি যুধিষ্ঠিরের প্রবোধ-বাক্য।

রাজা বলে ভীম যাহা করিলে বিচার।
কপট এ ধর্ম্মচিত্তে না লয় আমার॥
মেরুসম ধর্ম্ম আমি লঙ্ঘিব কেমনে।
কভু নহে বৈরীজয় পাপ আচরণে॥
ধর্ম্মসখা বিনা নহে সহজে বিজয়।
বেদের লিখন যথা ধর্ম্ম তথা জয়॥
হেন ধর্ম্ম ত্যজিয়া অধর্ম্ম আচরিলে।
কহ ভীম শত্রুজয় হইবে কি ভালে॥
যুধিষ্ঠির ভীম সহ কথার সময়।
আইলেন তথা সত্যবতীর তনয়॥

অর্জ্জুনের শিবারাধনার্থ হিমালয় পর্ব্বতে গমন।

ব্যাসেরে করেন পূজা পাণ্ডুপুত্রগণে।
আশীর্ব্বাদ করি মুনি বসেন আসনে॥
যুধিষ্ঠিরে চাহি বলিলেন মুনিবর।
শত্রুগণে ভয় তব হয়েছে অন্তর॥
তোমার হৃদয় ভাব জানিলাম আমি।
সে কারণে হেথা আইলাম শীঘ্রগামী॥
অশুভ সময় গেল হইল সুকাল।
এক বিদ্যা দিব আমি লহ মহীপাল॥
এই বিদ্যা হৈতে হবে শিব দরশন।
তোমারে সদয় হইবেন ত্রিলোচন॥
নরঋষি মূর্ত্তি তব ভাই ধনঞ্জয়।
এই মন্ত্রবলে ক্ষিতি করিবে বিজয়॥
এই বন ত্যজি রাজা যাও অন্য বন।
এক স্থানে বহু বধ হয় মৃগগণ॥
বনে এক ঠাঁই বসি কোন কর্ম্ম নাই।
তীর্থ দরশন করি ভ্রম ঠাঁই ঠাঁই॥
এত বলি একান্তে লইয়া মহামতি।
যুধিষ্ঠিরে দেন বিদ্যা নাম প্রতিস্মৃতি॥
মন্ত্র দিয়া মুনিরাজ গেলেন স্বস্থান।
মন্ত্র পেয়ে যুধিষ্ঠিরে হরিষ বিধান॥
ব্যাস অনুমতি পেয়ে কুন্তীর নন্দন।
দ্বৈতবন ত্যজিয়া গেলেন সেইক্ষণ॥
উত্তর মুখেতে সরস্বতী তীরে তীরে।
গিয়া উত্তরিলেন কাম্যক বনান্তরে॥
কতদিনে মুনিবাক্য করিয়া স্মরণ।
নিকটে ডাকিয়া পার্থে বলেন বচন॥
ভীষ্ম দ্রোণ ভূরিশ্রবা কৃপ কর্ণ দ্রৌণি।
সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ জানহ আপনি॥

আমার কেবল ভাই তোমার ভরসা।
দুঃখ তুমি উদ্ধারিবে করিয়াছি আশা॥
সে সবারে জিনিতে হইল উপদেশ।
উগ্র তপ কর গিয়া সেবহ মহেশ॥
যেই বিদ্যা আমারে দিলেন পিতামহ।
ইহা জপি ত্বরিতে মিলহ শিব সহ॥
ইন্দ্র আদি দেবগণ দিবেন দর্শন।
ত সবারে সেবিয়া পাইবে অস্ত্রগণ॥
পূর্ব্বে বৃত্রাসুর হেতু যত দেবগণ।
নিজ নিজ অস্ত্র ইন্দ্রে দিল সর্ব্বজন॥
সর্ব্ব অস্ত্র পাবে ইন্দ্র তুষ্ট করাইলে।
সর্ব্বত্র হইবে জয় শিবেরে ভজিলে॥
হিমালয় গিরি আজি করহ গমন।
সেকাটে তথায় দেখা দিবে ত্রিলোচন॥
এত বলি দিব্য বিদ্যা দিয়া সেইক্ষণ।
আশীষ করিয়া শিরে করেন চুম্বন॥
আজ্ঞা পেয়ে বাহির হলেন ধনঞ্জয়।
সংহার নিলেন তূণ যুগল অক্ষয়॥
চলিলেন ধনঞ্জয় উত্তর মুখেতে।
চারিদিনে উত্তরেন হিমাদ্রিপর্ব্বতে॥
হিমাদ্রির পার গন্ধমাদন ভূধর।
ইন্দ্রকীল গিরি হয় তাহার উত্তর॥
বহু দুঃখে তথায় গেলেন ধনঞ্জয়।
শূন্যবাণী হৈল হেথা করহ আশ্রয়॥
অগ্রে পথ নাহি আছে মনুষ্য যাইতে।
শুনি পার্থ মহাবীর রহিল তথাতে॥
হেনকালে দেখিলেন জটিল তপস্বী।
অর্জ্জুনেরে বলিলেন নিকটেতে আসি॥
কে তুমি কবচ খড়্গ ধনু অস্ত্র ধরি।
কি হেতু আইলে তুমি পর্ব্বত উপরি॥
শস্ত্র অস্ত্র ফেলহ, ফেলহ সব তূণ।
দিব্যগতি পেলে অস্ত্র কোন্ প্রয়োজন॥
বড় তেজোবন্ত তুমি এলে সে কারণ।
শুনিয়া নিঃশব্দ হৈয়া রহেন অর্জ্জুন॥
উত্তর না পাইয়া বলয়ে জটাধর।
বর মাগ ধনঞ্জয় আমি পুরন্দর॥
করযোড়ে অর্জ্জুন মাগেন বর দান।
কৃপা যদি কর তবে দেহ ধনুর্ব্বাণ॥
ইন্দ্র বলে হেথা আসি কি কাজ অস্ত্রেতে।
দেবত্ব লইয়া ভোগ করহ স্বর্গেতে॥
পার্থ বলিলেন যদি ইন্দ্রপদ পাই।
তথাপি ত্যজিতে আমি নারি চারিভাই॥
অস্ত্র দেহ পুরন্দর কৃপা করি মনে।
ইন্দ্র বলে আগে সিদ্ধ কর ত্রিলোচনে॥

কিরাতরূপে হরপার্ব্বতীর আগমন

হিমালয় গিরিপরে ইন্দ্রের নন্দন।
করেন তপস্যা আরাধিতে ত্রিলোচন॥
গলিত বৃক্ষের পত্র ভক্ষ্য পক্ষান্তর।
কতদিনে মাসেকেতে খান একবার॥
কতদিন দুই চারি মাস একদিনে।
কতদিন অর্জ্জুন থাকেন বায়ুপানে॥
এক পদাঙ্গুলিতে রহেন দাণ্ডাইয়া।
ঊর্দ্ধ দুই বাহু করি নিরালম্ব হৈয়া॥
তাঁর তপে তাপিত হইল গিরিবাসী।
গন্ধর্ব্ব চারণ সিদ্ধ যত মহাঋষি॥
হরের চরণে নিবেদিল গিয়া সব।
হিমালয়ে কেমনে থাকিব বল ভব॥
পর্ব্বত তাপিত দেব অর্জ্জুনের তপে।
আজ্ঞা কর আমরা রহিব কোনরূপে॥
গিরিশ বলেন সবে যাও নিজাশ্রয়ে।
আমি বর দিয়া শান্ত করি ধনঞ্জয়ে॥
এত বলি মেলানি দিলেন সর্ব্বজন।
মায়ায় কিরাতরূপ ধরেন তখন॥
কিরাত-গৃহিণীরূপা নগেন্দ্রনন্দিনী।
সেরূপ হইল সব তাঁহার সঙ্গিনী॥
জয়ন্তী নামেতে ধনু পৃষ্ঠে শরাসন।
অর্জ্জুনের সম্মুখে গেলেন ত্রিলোচন॥
হেনকালে এক মহা বরাহ আইল।
গর্জ্জিয়া অর্জ্জুন পানে ত্বরিত ধাইল॥
বরাহ দেখিয়া পার্থ গাণ্ডীব লইয়া।
সন্ধান পূরেন ধনুর্গুণ টঙ্কারিয়া॥

বলিলেন ডাকিয়া কিরাত ভগবান্।
বরাহে তপস্বী তুমি না মারহ বাণ ॥
আনিলাম দূর হৈতে ডাকিয়া বরাহ।
তুমি কেন বরাহেরে মারিবারে চাহ ॥
না শুনিয়া পার্থ তাহা করি অনাদর।
বরাহের উপর মারিল তীক্ষ্ণশর ॥
কিরাত যে দিব্য অস্ত্র মারিল শূকরে।
দুই অস্ত্রে যেন বজ্র পর্ব্বত বিদরে ॥
গিরিশৃঙ্গ মূর্ত্তি যেন দেখি ভয়ঙ্কর।
মায়া ত্যজি হইল দারুণ কলেবর ॥
পার্থ বলে কে তুমি যুবতীবৃন্দ সঙ্গ।
আমারে তিলেক তোর নাহিক ভ্রূভঙ্গ ॥
বরাহেরে অস্ত্র আমি মারি আগুয়ান।
তুমি কি কারণে তারে প্রহারিলে বাণ ॥
এই দোষে আমি তবে লইব পরাণ।
হাসিয়া উত্তর করিলেন ভগবান ॥
কোথা হৈতে কে তুমি আইলে তপাচারী
এ ভূমিতে মৃগয়ার আমি অধিকারী ॥
মারিলাম আমি বাণ পড়িল শূকর।
তুমি অস্ত্র কেন মার শূকর উপর ॥
অনুচিত কৈলে আর চাহ মারিবারে।
যত শক্তি আছে তব মার দেখি মোরে ॥
ক্রোধে ধনঞ্জয় অস্ত্র করেন প্রহার।
ডাকিয়া কিরাত বলে আমি আছি মার ॥
পুনঃ পুনঃ ধনঞ্জয় প্রহারয়ে শর।
জলদ বরিষে যেন পর্ব্বত উপর ॥
আশ্চর্য্য ভাবেন মনে এই সে অর্জ্জুন।
ইহার বৃত্তান্ত কিছু না জানি কারণ।
কিবা যম পুরন্দর কিবা ভূতনাথ।
অন্যতে সহিতে পারে এই অস্ত্রাঘাত।
যে হৌক সে হৌক আমি করিব সংহার।
ক্রোধেতে নিলেন বীর বাণ তীক্ষ্ণধার ॥
শিবের মস্তকে বাজি হৈল দুই খণ্ড।
পাষাণে বাজিয়া যেন পড়ে ইক্ষুদণ্ড ॥
অস্ত্র ব্যর্থ গেল হাতে অস্ত্র নাহি আর।
গাণ্ডীব ধনুক ল'য়ে করেন প্রহার ॥
হাসিয়া নিলেন ধনু কাড়ি ত্রিলোচন।
ক্রোধে পার্থ শিলাবৃষ্টি করে বরিষণ ॥
পর্ব্বত উপরে যেন শিলা চূর্ণ হয়।
ক্রোধে প্রহারেণ মুষ্টি বীর ধনঞ্জয় ॥
করিলেন ক্রোধে মুষ্টি প্রহার ধূর্জ্জটি।
মুষ্ট্যাঘাতে শব্দ যেন হইল চটপটি ॥
ভুজে ভুজে উরুতে ও চরণে চরণে।
মল্লযুদ্ধ ক্ষণেক হইল দুইজনে ॥
দুই অঙ্গ ঘর্ষণেতে অগ্নি বাহিরায়।
অতি ক্রোধে ধূর্জ্জটি প্রহারিল তায় ॥
মৃতবৎ হ'য়ে পার্থ পড়েন ভূতলে।
ক্ষণেক চেতন পেয়ে থাক থাক বলে ॥
যাবৎ না পূজি মম ইষ্ট ত্রিলোচন।
এত বলি শিবলিঙ্গ করিয়া রচন ॥
পূজিয়া মৃত্তিকা লিঙ্গ দেন পুষ্পমালা।
সেই মালা বিভূষিত কিরাতের গলা ॥
বিনয়ে করেন পার্থ করি প্রণিপাত।
করিলাম দুষ্কৃতি যে ক্ষম ভূতনাথ ॥
শিব বলে যে কর্ম্ম করিলে ধনঞ্জয়।
দেবাসুরে মানুষে 'কাহার' শক্তি নয় ॥
আমার সহিত সম করিলে সমর।
তুমি আমি সম শক্তি নাহিক অন্তর ॥
দিব্যচক্ষু দিব লহ দৃষ্ট হবে সব।
এত বলি দিব্যচক্ষু দেন দেবদেব ॥
দিব্যচক্ষু পাইয়া দেখেন ধনঞ্জয়।
উমার সহিত উমাকান্ত দয়াময় ॥
অর্জ্জুন করেন স্তুতি যুড়ি দুই কর।
জয় প্রভু জয় শিব জয় মহেশ্বর ॥
ত্রিনেত্র ত্রিগুণময় ত্রিলোকের নাথ।
ত্রিবিক্রমপ্রিয় হর ত্রিপুরনিপাত ॥
হেলায় করিলা প্রভু দক্ষযজ্ঞ নাশ
ইঙ্গিতে বিজয় কৈল মৃত্যু কালপাশ ॥
নমো বিষ্ণুরূপ তুমি বিধাতার ধাতা।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গদাতা ॥
অজ্ঞানে করিনু প্রভু অবিহিত কাজ।
চরণে শরণ লই ক্ষম দেবরাজ ॥

হাসিয়া অর্জ্জুনে দেব দিলা আলিঙ্গন ।
ক্ষমিলেন অজ্ঞানের প্রহার পীড়ন ॥
শিব কন আপনারে নাহি জান তুমি ।
পূর্ব্বকথা কহি শুন যাহা জানি আমি ॥
নারায়ণ সহ তুমি নরঋষিরূপে ।
সংসার বরিলা অতিশয় উগ্রতপে ॥
এই যে গাণ্ডীব ধনু আছয়ে তোমার ।
তোমা বিনা ধরিবারে শক্তি আছে কার ॥
কাড়িয়া লয়েছি আমি যোগমায়া-বলে ।
মায়ায় হরিনু আমি এ তূণযুগলে ॥
পুনরপি সেই অস্ত্রে পূর্ণ হবে তূণ ।
নিজ ধনু তূণ তুমি ধরহ অর্জ্জুন ॥
প্রীত হইলাম আমি মাগি লও বর ।
শুনিয়া বলেন পার্থ যুড়ি দুই কর ॥
যদি কৃপা আমায় করিলা গঙ্গাব্রত ।
আজ্ঞা কর পাই আমি অস্ত্র পাশুপত ॥
শঙ্কর বলেন তাহা লও ধনঞ্জয় ।
অন্যজন নহে শক্ত পাশুপত লয় ॥
এ অস্ত্র যুড়িলে লক্ষ লক্ষ অস্ত্র হয় ।
কৌশলে কোটি কোটি গদা বরিষয় ॥
প্রীতিতে তোমার বশ হইলাম আমি ।
ধরিবারে যোগ্য হও অস্ত্র লহ তুমি ॥
বিধাতার বাক্যে ধর নরলোকে জন্ম ।
এই অস্ত্রে বীরবর সাধ দেবকর্ম্ম ॥
এত বলি মন্ত্র সহ দেন ত্রিলোচন ।
আনন্দ হয়ে অস্ত্র আইল তখন ॥
অস্ত্র দিয়া মহেশ বলেন পুনর্ব্বার ।
এই অস্ত্রে কারে পাছে করহ সংহার ॥
এই অস্ত্রে রক্ষা নাহি পায় ত্রিভুবন ।
অযোগ্য পাইলে অস্ত্র করিবে ক্ষেপণ ॥
অর্জ্জুন বলেন দেব করি নিবেদন ।
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধেতে করিবা আগমন ॥
শিব কন সখা তব বৈকুণ্ঠের পতি ।
হরিহর এক আত্মা জান মহামতি ॥
কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ হইবে যখন ।
তাহাতে সাহায্য আমি করিব তখন ॥

এত বলি হরি হর হইলেন অন্তর্দ্ধান ।
অস্ত্র পেয়ে ধনঞ্জয় আনন্দ-বিধান ॥
আপনারে প্রশংসা করেন ধনঞ্জয় ।
এত কৃপা হৈলা হর শত্রুকে কি ভয় ॥

অর্জ্জুনের ইন্দ্রালয়ে গমন

হেনকালে আসিয়া যতেক দেবগণ ।
অর্জ্জুন উপরে করে পুষ্প বরিষণ ॥
দক্ষিণে থাকিয়া ডাকি বলে প্রেতপতি ।
মম বাক্য ধনঞ্জয় কর অবগতি ॥
বর দিতে তোমারে আইনু দেবগণ ।
লইয়াছ জন্ম তুমি শত্রু-নিবারণ ॥
দেব দৈত্য অসুর যতেক পৃথিবীতে ।
সবে পরাভব হবে তোমার অস্ত্রেতে ॥
তব শত্রু আছে সেই কর্ণ ধনুর্দ্ধর ।
তব হস্তে হত হবে সেই বীরবর ॥
হের লও এই অস্ত্র অব্যর্থ সংসারে ।
আমার প্রধান অস্ত্র দণ্ডনাম ধরে ॥
এত বলি মন্ত্র সহ দিলা মহামতি ।
পশ্চিমে থাকিয়া ডাকি বলে জলপতি ॥
আমার বরুণ পাশ অব্যর্থ সংসারে ।
এই যে দেখহ যম নিবারিতে নারে ॥
প্রীতিতে তোমারে দিনু ধরহ অর্জ্জুন ।
ইহা হৈতে কর সদা বিপক্ষ-দলন ॥
উত্তরে থাকিয়া ডাকি কুবের বলিল ।
তোমারে অর্জ্জুন দুইজনে অস্ত্র দিল ॥
অন্তর্দ্ধান অস্ত্র এই লও বীরবর ।
এই অস্ত্রে ত্রিপুর বধিল মহেশ্বর ॥
মৃত্যুপতি জলপতি দিল যক্ষপতি ।
ডাকি বলে সুরপতি অর্জ্জুনের প্রতি ॥
কুন্তীগর্ভে জাত তুমি আমার নন্দন ।
অসুর বধিতে আমি দিব অস্ত্রগণ ॥
এখনি পাঠাব রথ তোমারে লইতে ।
স্বর্গেতে আসিবে তুমি মাতলি সহিতে ॥
এথা এলে পূর্ণ হবে তব প্রয়োজন ।
এত বলি চলি গেল সর্ব্ব দেবগণ ॥

কতক্ষণে রথ ল'য়ে আইল মাতলি।
ঘোর মেঘ মধ্যে যেন স্থগিত বিজলী॥
বায়ুবেগে অদ্ভুত তুরঙ্গ রথ বয়।
নিশাকালে হৈল যেন রবির উদয়॥
ডাকিয়া মাতলি বলে অর্জ্জুনের প্রতি।
ইন্দ্রের আজ্ঞায় রথে চড় শীঘ্রগতি॥
তোমা দরশন বাঞ্ছা করে দেবরাজ।
আর যত উপস্থিত দেবের সমাজ॥
আনন্দে করেন পার্থ রথ আরোহণ।
মাতলি চালায় রথ পবন গমন॥
পথেতে দেখিল পার্থ দেবঋষিগণ।
বিমানেতে আরোহণ যত পুণ্যজন॥
বিস্ময় মানিয়া জিজ্ঞাসিলেন অর্জ্জুন।
কহ শুনি মাতলি এ সব কোন্ জন॥
রাজসূয় অশ্বমেধ আদি যত কৈল।
সম্মুখ সংগ্রাম করি শরীর ছাড়িল॥
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় বহু দান দিল।
দেবপূজা উগ্রতপ তীর্থস্নান কৈল॥
সেই সব জন এই বিমানে বিহরে।
বিনা পুণ্যে নাহি শক্তি আসিতে স্বর্গেরে॥
তারা বলি ত্রৈলোক্যেতে ঘোষয়ে মানুষে।
পুণ্যক্ষয় হ'য়ে গেল হের দেখ খসে॥
সুরা পীয়ে মাংস খায় গুরুদারা হরে।
কদাচিৎ সে জন না আসে স্বর্গপুরে॥
আনন্দে অর্জ্জুন সব করেন দর্শন।
কোটি কোটি বিমানে বিহরে পুণ্যজন॥
সিদ্ধ সাধ্য সেবে দেব মরুত অনল।
সপ্তবসু রুদ্রগণ আদিত্য সকল॥
দিলীপ নহুষ আদি যত মহামতি।
দেবঋষি রাজঋষি বহু সিদ্ধ যতি॥
অর্জ্জুনে দেখিয়া জিজ্ঞাসিল সর্ব্বজন।
কহ ত মাতলি এই কাহার নন্দন॥
পরিচয় দিয়া তবে মাতলি চলিল।
বায়ুবেগে ইন্দ্রালয়ে উপনীত হৈল॥
ইন্দ্রের বিচিত্র সভা বর্ণনে না যায়।
শত চন্দ্র শত সূর্য্য যেমন উদয়॥
রথ হৈতে নামিয়া চলেন নরবর।
দুই হাত ধরিয়া তুলিল পুরন্দর॥
আলিঙ্গন চুম্ব দিল মস্তক উপর।
আসনেতে বসাইল সভার ভিতর॥
ইন্দ্র বিনা বসিবারে নারে অন্যজন।
দেবঋষি মান্য যেই ইন্দ্রের আসন॥
এমত আসনে ইন্দ্র বসাইল কোলে।
মুহুর্মুহু সহস্রেক নয়নে নেহালে॥
আসনে বসিয়া পার্থ পাইলেন শোভা।
সৌদামিনী কোলে যেন দ্বিতীয় মঘবা॥
পুণ্যকথা ভারতের আনন্দ-লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম ক্ষয় পরলোক তরি॥

ইন্দ্রসভায় উর্ব্বশী ইত্যাদির
নৃত্য-গীত।

হেনকালে শতক্রতু, অর্জ্জুনের প্রীতি হেতু
আজ্ঞা কৈল নৃত্যের কারণ।
বিশ্বাবসু হাহা হুহু, ইত্যাদি গন্ধর্ব্ব
চিত্রসেন তুম্বুরু গায়ন॥
নানা ছন্দে বাদ্য বায়, মধুর সুন্দর
নৃত্য করে যতেক অপ্সর।
উর্ব্বশী ঘৃতাচী গৌরী, মিশ্রকেশী বিভা
সহজন্যা মধুর সুস্বর॥
গীত বাদ্যে সবে, মোহিত যতেক
আনন্দিত হইল সুরগণ।
অর্জ্জুনের ম্লানমুখ, ভাবিয়া পূর্ব্বের
ভ্রাতৃমাতৃ করিয়া স্মরণ॥
ক্ষণেক নয়নকোনে, চাহিলা উর্ব্বশী
জানিলেন সহস্রলোচন।
নৃত্য গীত নিবারিল, সবারে বিদায়
নিজধামে গেল দেবগণ॥

অর্জ্জুনের প্রতি উর্ব্বশীর অভিশাপ

চিত্রসেন ডাকিয়া বলিল পুরন্দর।
পার্থেরে রহিতে স্থল দেহ মনোহর॥

উর্ব্বশীরে পাঠাইবে অর্জ্জুনের স্থানে ।
রতি ক্রীড়া আদি যত করাও অর্জ্জুনে ॥
আজ্ঞা পেয়ে চিত্রসেন পার্থে ল'য়ে গেল ।
দিব্য মনোহর স্থল রহিবারে দিল ॥
বিচিত্র উত্তম শয্যা রত্নের আসন ।
পরিচর্য্যা হেতু নিয়োজিল বহুজন ॥
তবে চিত্রসেন গেল উর্ব্বশীর স্থান ।
অর্জ্জুনের গুণ কহে করিয়া বাখান ॥
রূপে গুণে বুদ্ধিবলে কর্ম্মে জপ তপে ।
অর্জ্জুনের তুল্য নাহি বিশ্বে কোনরূপে ॥
তাঁর তৃপ্তি হেতু আজ্ঞা কৈল পুরন্দর ।
আজি নিশি উর্ব্বশী তাহার সেবা কর ॥
উর্ব্বশী বলেন আমি ভালমতে জানি ।
কামেতে কাতর অঙ্গ তাঁর কথা শুনি ॥
আপনার গৃহে তুমি যাও মহাশয় ।
এই আমি চলিলাম যথা ধনঞ্জয় ॥
স্নান করি উর্ব্বশী পরিল দিব্যবাস ।
পারিজাত মাল্যেতে বান্ধিল কেশপাশ ॥
চন্দন কস্তুরী অঙ্গে করিল লেপন ।
নানা অলঙ্কার অঙ্গে করিল ভূষণ ॥
সহজ রূপেতে মুনিজন-মন মোহে ।
নানা রঙ্গে হরে প্রাণ যার পানে চাহে ॥
হেন বেশে সুকেশা প্রায় কাল অর্দ্ধনিশি ।
অর্জ্জুনের আলয়েতে চলিল উর্ব্বশী ॥
দ্বারপাল জানাইল অর্জ্জুন গোচরে ।
উর্ব্বশী অপ্সরা আসি রহিয়াছে দ্বারে ॥
চিন্তিত হইলেন শুনি কুন্তীর নন্দন ।
এতকালে উর্ব্বশী আইল কি কারণ ॥
উঠিয়া গেলেন তবে ইন্দ্রের কুমার ।
উর্ব্বশীরে বিনয়ে করেন নমস্কার ॥
বিস্ময় মানিয়া মনে উর্ব্বশী চাহিল ।
কামনা পূরিল নাহি হৃদয় জ্বলিল ॥
চিত্রসেন যে বলিল ইন্দ্র-অনুমতি ।
একে একে সব কথা কহে পার্থ প্রতি ॥
ইন্দ্রের আজ্ঞায় আমি আইনু হেথায় ।
আজি নিশি ক্রীড়া কর লইয়া আমায় ॥

শুনিয়া অর্জ্জুন বীর কর্ণে হাত দিয়া ।
অধোমুখে মলিন কহেন শিহরিয়া ॥
শুনিবার যোগ্য নহে তোমার এ বাণী ।
কেন হেন দুষ্ট কথা কহ ঠাকুরাণী ॥
বারাঙ্গনা হও তুমি না হও প্রমাণ ।
উর্ব্বশী আমার পক্ষে জননী সমান ॥
কহিলে যে তুমি মোরে চাহিলা সভায় ।
যেই হেতু চাহি আমি কহিব তোমায় ॥
পূর্ব্বে মুনিগণ মুখে ইহা শ্রুত ছিল ।
তোমার উদরে পুরুবংশ বৃদ্ধি হৈল ॥
এই হেতু বড়ই বিস্ময় মানি মনে ।
পুনঃ পুনঃ চাহিলাম তাহার কারণে ॥
পূর্ব্ব পিতামহী তুমি মম গুরুজন ।
হেন অসম্ভব কথা কহ কি কারণ ॥
উর্ব্বশী বলিল আমি নহি যে কাহার ।
স্ব-ইচ্ছায় যথা তথা করি যে বিহার ॥
অকারণে গুরু বলি পাতিলে সম্বন্ধ ।
রমহ আমার সঙ্গে দূর কর দ্বন্দ্ব ॥
যত সব মহারাজা হৈল পুরুবংশে ।
তপ পুণ্যফলে সবে স্বর্গেতে আইসে ॥
ক্রীড়ারস করে সবে সহিত আমার ।
এ সব বচন কেহ না করে বিচার ॥
তুমি কেন হেন কথা কহ ধনঞ্জয় ।
করহ আমার প্রীতি খণ্ডাও বিস্ময় ॥
অর্জ্জুন কহেন মম তুমি ঠাকুরাণী ।
গুরুবৎ পরমগুরু কুলের জননী ॥
যথা কুন্তী যথা মাদ্রী যথা শচীন্দ্রাণী ।
ইহা সবা হৈতে তোমা গরিষ্ঠেতে গণি ॥
নিজ গৃহে যাও মাতা করি যে প্রণাম ।
পুত্রবৎ জ্ঞান আমা কর অবিশ্রাম ॥
শুনিয়া উর্ব্বশী-মনে উপজিল তাপ ।
ক্রোধমুখে অর্জ্জুনেরে দিল অভিশাপ ॥
তব পিতৃ আজ্ঞায় আসিয়া তব গৃহে ।
নিস্ফলা ফিরিয়া যাই প্রাণে নাহি সহে ॥
না করিলা কাম পূর্ণ পুরুষের কাজ ।
এই দোষে নপুংসক হও স্ত্রীর মাঝ ॥

নর্ত্তকরূপেতে র'বে মোর এই শাপ।
এত বলি নিজালয়ে গেল করি তাপ ॥
শাপ শুনি ধনঞ্জয় চিন্তিত অন্তর।
শোকে দুঃখে রজনী বঞ্চিলা উজ্জাগর ॥
প্রাতঃকালে চিত্রসেন লইয়া সংহতি।
করযোড়ে প্রণাম করেন সুরপতি ॥
নিশার বৃত্তান্ত যত কহেন অর্জ্জুন।
শুনিয়া বিস্ময় হয় সহস্রলোচন ॥
ধন্য কুন্তী তোমা পুত্র গর্ভেতে ধরিল।
তোমা হৈতে কুরুবংশ পবিত্র হইল ॥
শাপ হেতু চিত্তে দুঃখ না ভাব অর্জ্জুন।
শাপ নহে তোমার এ হৈল মহাগুণ ॥
অবশ্য অজ্ঞাত এক বৎসর রহিবে।
সেইকালে নপুংসক নর্ত্তক হইবে ॥
হইলে বৎসর পূর্ণ শাপ হবে ক্ষয়।
শুনিয়া অর্জ্জুন অতি আনন্দ-হৃদয় ॥

ইন্দ্রালয়ে লোমশ ঋষির আগমন।

নানা অস্ত্র শিক্ষা করে পার্থ ইন্দ্রপুরে।
নৃত্য গীত বাদ্য শিখে চিত্রসেন ঘরে ॥
একদিন সুরপুরে লোমশ আসিল।
ইন্দ্র দরশন হেতু সভায় চলিল ॥
দেখি ঋষি প্রণমিল দেব পুরন্দর।
ইন্দ্র দত্ত দিব্যাসনে বসে মুনিবর ॥
ইন্দ্র সিংহাসনে পার্থে দেখি মুনিবর।
বিস্ময় মানিল মুনি চিন্তিত অন্তর ॥
যে আসনে বসিতে না পান দেবমুনি।
কোন্ কর্ম্মে ক্ষত্র হ'য়ে বসিল ফাল্গুনি ॥
ঋষির মনের কথা বুঝি পুরন্দর।
বলিলেন কেন ঋষি আকুল অন্তর ॥
মনুষ্য হেরিয়া পার্থে ভ্রম হৈল মনে।
তুমি কিনা জান মুনি আছ বিস্মরণে ॥
ধরণীর পরে হের নর নারায়ণ।
ভার নাশিবারে জন্ম নিলেন দুজন ॥
বাসুদেব নারায়ণ অজিত যে বিষ্ণু।
নর-ঋষি পাণ্ডবের মধ্যে হৈল জিষ্ণু ॥
কুন্তীগর্ভে জন্ম হৈল আমার অংশেতে।
কেবল মনুষ্য নাম দেবতার হিতে ॥
এখানে আসিল অস্ত্র শিক্ষার কারণ।
দেবের অনেক কার্য্য করিবে সাধন ॥
নিবাত কবচ দৈত্য নিবসে পাতালে।
তার সম যোদ্ধা নাই পৃথিবী মণ্ডলে ॥
সুরাসুর তিনলোক জিতিল যে বলে।
মহাসুখে আছে সেই পশি রসাতলে ॥
তাহারে বধিতে শক্তি ধরে ধনঞ্জয়।
পার্থ বিনা কার শক্তি তার অগ্রে রয়।
এ হেতু এখানে পার্থ থাকি কত দিনে।
গমন করিবে পুনঃ মনুষ্য ভবনে ॥
মম নিবেদন এক শুন তপোধন।
কাম্যক বনেতে তুমি করহ গমন ॥
আমার সকল কথা কবে যুধিষ্ঠিরে।
অর্জ্জুনের তরে যেন নাহি চিন্তা করে ॥
বিষম সঙ্কটে স্থানে আছে তীর্থগণ।
আপনি লইয়া সঙ্গে করাও ভ্রমণ ॥
ভীষ্ম দ্রোণ দুয়ে যদি জিনিবারে মন।
তীর্থস্নান করি ধর্ম্ম কর উপার্জ্জন ॥
স্বীকার করিল মুনি ইন্দ্রের বচন।
ডাকিয়া মুনিরে তবে বলেন অর্জ্জুন ॥
চলিলা কাম্যকবনে শুন তপোধন।
ভায়েদের বলিবেন মোর বিবরণ ॥
আপনি থাকিয়া সঙ্গে সব তীর্থে যাবে।
শাস্ত্রমত স্নান দান করাইয়া লবে ॥
রাক্ষস-দানবগণ থাকে তীর্থস্থানে।
সঙ্কটে করিবে রক্ষা সতত আপনে ॥
মহাভারতের কথা অমৃতের ধার।
কাশী কহে ইহা বিনা সুখ নাহি আর ॥

সঞ্জয়-মুখে পাণ্ডবের বিক্রম শুনিয়া ধৃতরাষ্ট্রের খেদ।

জিজ্ঞাসেন জন্মেজয় মুনিরে তখন।
ধৃতরাষ্ট্র শুনিল কি সব বিবরণ ॥

মুনি বলে মহারাজ কর অবধান।
অর্জ্জুনের চরিত্র শুনিল বহুস্থান॥
আশ্চর্য্য শুনিয়া রাজা সঞ্জয়ে ডাকিল।
ব্যাসের কথানুসারে জিজ্ঞাসা করিল॥
শুনিলাম আশ্চর্য্য যে অর্জ্জুন কথন।
তুমি কি সঞ্জয় জান কহ বিবরণ॥
সঞ্জয় বলিল রাজা আমি সব জানি।
অর্জ্জুনের কথা রাজা অদ্ভুত কাহিনী॥
হেমন্ত পর্ব্বতে শিব সহ যুদ্ধ কৈল।
পাশুপত অস্ত্র শিবে তুষ্ট করি নিল॥
কুবের বরুণ যম যাচি দিল বর।
দিব্য রথ দিয়া স্বর্গে নিল পুরন্দর॥
ইন্দ্র অর্দ্ধাসনেতে বসিল সুরমাঝে।
আদর করিয়া ইন্দ্র বসাইল কাছে॥
মনুষ্য কি ছার যারে দেবগণ পূজে।
দানবগণ তাপিত যাহার তপ তেজে॥
দিব্য অস্ত্র মন্ত্র যত মঘবা শিখায়।
কতদিনে দৈত্য মারি আসিবে হেথায়॥
এত শুনি চমকিত অন্ধ নৃমপণি।
আশ্চর্য্য মানিল রাজা পার্থকথা শুনি॥
দুষ্ট দুর্য্যোধন কাল হইল আমার।
পাপসিন্ধু মাঝেতে পড়িনু পাকে তার॥
অর্জ্জুনের অগ্রে জয়ী হবে কোন্ জন।
দ্রৌণি কর্ণ কৃপাচার্য্য বৃদ্ধ গুরু দ্রোণ।
দৈবসৃষ্টি দিব্যমন্ত্রে নির্দ্দয় অর্জ্জুন।
মহেশ দেবের বর পূর্ণ শতগুণ॥
দ্রৌপদীর কষ্টানলে অনুক্ষণ দহে।
অবশ্য হইবে দগ্ধ নিবারণ নহে॥
সঞ্জয় বলিল রাজা কি বলিলে তুমি।
শুন কহি যেই বার্ত্তা পাইলাম আমি॥
যুধিষ্ঠির বনে গেল শুনি নারায়ণ।
সেইক্ষণে যদুবলে করিল গমন॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন ধৃষ্টকেতু কেকয় নৃপতি।
শুনমাত্রে অরণ্যে গেল শীঘ্রগতি॥
যুধিষ্ঠির বিভূষণ দেখি জটাচীর।
শ্রীকৃষ্ণ বলেন ক্রোধে কম্পিত শরীর॥

যেইজন হেন গতি করিল তোমার।
রাজ্য ধন লইল অঙ্গের অলঙ্কার॥
সেই সব দ্রব্য তার সহিত জীবন।
আনি দিব যবে আজ্ঞা করহ রাজন॥
দ্রৌপদীর কেশে ধরে শুনিনু শ্রবণে।
সভামধ্যে উপহাস কৈল দুষ্টগণে॥
শৃগাল কুক্কুর মাংস আহারী সকল।
কুরুকুল মাংস ভক্ষে হবে কুতূহল॥
যে যে উপহাস কৈল কৃষ্ণা-কষ্ট দেখি।
তীক্ষ্ণ অস্ত্রে তাহার খুলিব দুই আঁখি॥
কৃষ্ণ ভীমার্জ্জুন ধৃষ্টদ্যুম্ন আদি যত।
একে একে সবাই কহিল এইমত॥
যুধিষ্ঠির ধর্ম্মরাজা কহনে না যায়।
কতদিন রক্ষা পায় তাহার কৃপায়॥
যুধিষ্ঠির কহিলেন সকলি প্রমাণ।
ত্রয়োদশ বৎসর হইলে সমাধান॥
কুরু সভামধ্যে আমি করিনু নির্ণয়।
আমার কি শক্তি তাহা খণ্ডন না যায়॥
এত শুনি নির্ণয় করিয়া সর্ব্বজন।
প্রতিজ্ঞা করিল কুরু করিতে নিধন॥
নিয়ম করিয়া পূর্ণ রাজ্যে গেলে সবে।
কেমনে নৃপতি শান্ত করিবে পাণ্ডবে॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে সত্য কহিলা সঞ্জয়।
কদাচিত পাণ্ডুপুত্র শান্ত আর নয়॥
যখন ধরিল দুষ্ট দ্রৌপদীর কেশ।
তখন জানিনু বংশ হইল বিনাশ॥
বিধি মম কৈল অন্ধ যুগল নয়ন।
সে কারণে আমারে না মানে দুর্য্যোধন॥
দুর্য্যোধন দুঃশাসন দোঁহে দুরাচার।
আর দুই দুষ্ট দেয় আজ্ঞা অবিচার॥
অমর আমি দৈবগতি পুত্রবশ হৈনু।
সাধুজন বচন শুনিয়া না শুনিনু॥
পশ্চাতে এ সব কথা করিব স্মরণ।
এইরূপে অনুশোচে অম্বিকানন্দন॥
মহাভারতের কথা হইল প্রকাশ।
পাঁচালী প্রবন্ধে গায় কাশীরাম দাস॥

অর্জ্জুনের নিমিত্ত পাণ্ডবদিগের আক্ষেপ।

হেথায় কাম্যকবনে ধর্ম্মের নন্দন।
মৃগয়া করিয়া নিত্য তোষেন ব্রাহ্মণ॥
পূর্ব্বে রাজা যুধিষ্ঠির যাম্যে বৃকোদর।
উত্তর পশ্চিমে দুই মাদ্রীর কুমার॥
মৃগয়া করিয়া আনি দেন কৃষ্ণাস্থানে।
দ্রৌপদী জননীপ্রায় ভুঞ্জায় ব্রাহ্মণে॥
সহস্র সহস্র দ্বিজ সবে ভুঞ্জি যায়।
স্বামীগণে ভুঞ্জাইয়া পাছে কৃষ্ণা খায়॥
হেনমতে সেই বনে অর্জ্জুন বিহনে।
কৃষ্ণা সহ পঞ্চবর্ষ ভাই চারি জনে॥
একদিন একান্তে বসিয়া সর্ব্বজনে।
শোকেতে আকুল-চিত্ত স্মরিয়া অর্জ্জুনে॥
চারি ভাই কৃষ্ণা সহ কান্দেন সঘনে।
জলধারা বহে সদা যুগল নয়নে॥
রোদন সম্বরি ভীম রাজা প্রতি কয়।
পার্থের বিচ্ছেদ তাপ না সহে হৃদয়॥
পার্থের যতেক গুণ প্রশংসে সংসারে।
বহুমত গুণ ভাই ধনঞ্জয় ধরে॥
তোমার আজ্ঞাতে সেই পার্থবীরবর।
না জানি যে কোন বনে গেল সে সত্বর।
শোক-দুঃখে গেল সে অগম্য স্বর্গস্থল।
বহুদিন তাহার না জানি যে কুশল॥
বনমধ্যে তাহার বিপদ যদি হয়।
শ্রুতমাত্র প্রাণ আমি ছাড়িব নিশ্চয়॥
কৃষ্ণ প্রাণ ছাড়িবেন আর যদুগণ।
পাঞ্চাল দেশেতে যত পাঞ্চাল-নন্দন।
সবে প্রাণ দিবে রাজা অর্জ্জুন বিহনে।
পার্থ বিনা শরীর ধরিব কি কারণে॥
যত কর্ম্ম কৈল ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণ।
অন্য জন হৈলে প্রাণ ত্যজি ততক্ষণ॥
ক্ষণেকে মারিতে পারি, ঘৃণাতে না মারি।
যে ভায়ের তেজে রাজা হেন মনে করি॥
ইন্দ্র আদি নাহি গণি যে ভ্রাতার তেজে।
ভৃত্যপ্রায় খাটাইল যত মহারাজে॥
তব পাশাক্রীড়া হেতু শুন মহারাজ।
ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হৈনু বনমাঝ॥
এখনো সদয় হৈয়া ক্ষমিছ কৌরবে।
ত্রয়োদশ বৎসরান্তে অবশ্য মরিবে॥
তবে কেন দুষ্টেরে এক্ষণে ক্ষমা করি।
বনে কত দুঃখ পাই তাহারে না মারি॥
যদি কদাচিত পাপ জ্ঞাতিবধে হয়।
যজ্ঞদান করিয়া খণ্ডিব মহাশয়॥
নতুবা এ বনবাস করিব তখন।
অগ্রে সব শত্রুগণে করিব নিধন॥
কপটে কপটী মারি পাপ নাহি তায়।
আজ্ঞা কর দূত গিয়া আনে যদুরায়॥
জগন্নাথ সাথে করি মারি কুরুকুল।
যথা কৃষ্ণ তথা জয় কিসে অপ্রতুল॥
এত শুনি ভীমসেনে করিল চুম্বন।
শান্ত করি কহে রাজা মধুর বচন॥
যে কহিলে বৃকোদর সকল প্রমাণ।
কিসের আপদ যার সখা ভগবান॥
কিন্তু হেন বেদবাণী মুনিগণে কয়।
যথা কৃষ্ণ তথা ধর্ম্ম তথায় বিজয়॥
অধর্ম্মী লোকের কৃষ্ণ সহায় না হয়।
ভাই বন্ধু সুত দারা কেহ কিছু নয়॥
হেন ধর্ম্ম না আচরি অধর্ম্ম করিলে।
নহিবে গোবিন্দ সখা আমি জানি ভালে॥
যে নিয়ম করিলাম খণ্ডাইতে নারি।
নিয়ম করিয়া পূর্ণ মার সব অরি॥
হেনমতে ভ্রাতৃসহ কথোপকথন।
হেনকালে আইল বৃহদশ্ব তপোধন॥
যথোচিত পূজিলেন পাণ্ডুর নন্দন।
বসিবারে দেন আনি কুশের আসন॥
শান্ত হ'য়ে মুনিরাজ বসিল তখন।
যুধিষ্ঠির কহেন আপন বিবরণ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্॥

———

নলরাজার উপাখ্যান।

যুধিষ্ঠির বলে মুনি কর অবধান।
আমার দুঃখের কথা নাহি পরিমাণ॥
কপটে সকল মম নিল রাজ্যধন।
জটাচীর পরাইয়া পাঠাইল বন॥
যত ক্লেশ দুঃখে আমি বঞ্চি যে হেথায়।
রাজপুত্র হ'য়ে এত দুঃখ নাহি পায়॥
রাজার বচন শুনি হাসে মুনিবর।
কতক্ষণে বৃহদশ্ব করিল উত্তর॥
কি দুঃখ তোমার হেথা অরণ্য ভিতর।
ইন্দ্র চন্দ্র সম তোমা সঙ্গে সহোদর॥
ব্রহ্মার সদৃশ দ্বিজ সঙ্গে শত শত।
দাস দাসী আর যত তব অনুগত॥
এই হেতু দুঃখ রাজা না দেখি তোমার।
তোমা হৈতে নল দুঃখ পাইল অপার॥
এত শুনি জিজ্ঞাসেন ধর্ম্মের নন্দন।
কহ শুনি মহারাজ নল-বিবরণ॥
রাজপুত্র হয়ে আমা সমান দুঃখিত।
অবশ্য শুনিতে হয় তাহার চরিত॥
কহ শুনি মুনিরাজ তাঁহার কথন।
কোন্ দেশে ঘর তাঁর কাহার নন্দন॥
বৃহদশ্ব বলে শুন ধর্ম্মের নন্দন।
তোমা হৈতে বড় দুঃখী নিষধ রাজন॥
নল নামে নরপতি বীরসেন-সুত।
ইন্দ্রের সদৃশ রাজা মহাগুণযুত॥
রূপেতে কন্দর্প তুল্য অতি জিতেন্দ্রিয়।
যশস্বী তেজস্বী ধীর অক্ষে বড় প্রিয়॥
নিষধ রাজ্যেতে নল মহাগুণবান্।
বিদর্ভেতে ভীম রাজা তাঁহার সমান॥
বংশের কারণ রাজা বড় চিন্তা মন।
কতদিনে আইল তথা মহর্ষি দমন॥
পুত্র হেতু ভার্য্যা সহ তাঁহারে পূজিল।
হৃষ্ট হ'য়ে মুনি তাঁরে এই বর দিল॥
রূপেতে সংসারে নারী করিবে দমন।
দময়ন্তী কন্যা পাবে বড় সুলক্ষণ॥
দমনের বরে কন্যা হৈল দময়ন্তী।
যক্ষ রক্ষ দেব নরে নাহি দেখি কান্তি॥
সমান বয়স্কা সঙ্গে যত সখীগণ।
দময়ন্তী নিকটে থাকয়ে অনুক্ষণ॥
দময়ন্তী সাক্ষাতে যতেক সখীগণ।
নিরবধি বাখানে নলের রূপ গুণ॥
নলের চরিত্র শুনি ভীমের নন্দিনী।
কাম-দাবানলে দগ্ধ যেমন হরিণী॥
দময়ন্তী-গুণ নল শুনি লোক-মুখে।
সদাই অস্থির অঙ্গ শর বাজে বুকে॥
দময়ন্তী চিন্তাতে নলের মগ্ন মন।
কতদিনে দেখ তার দৈবের ঘটন॥
অন্তঃপুর উদ্যানে বিহরে দুঃখমতি।
জলতটে হংস এক দেখে নরপতি॥
নিকটে পাইয়া হংস ধরিল তখন।
রাজা প্রতি বলে হংস বিনয় বচন॥
ছাড়হ আমারে রাজা না কর নিধন।
করিব তোমার হিত চিন্ত যে কারণ॥
তব অনুরূপরূপা ভীমের নন্দিনী।
তার সহ মিলন করাব নৃপমণি॥
এতেক শুনিয়া রাজা হংসেরে ছাড়িল।
অন্তরীক্ষে গতি পক্ষী বিদর্ভেতে গেল॥
অন্তঃপুর মধ্যে যথা সরোবর ছিল।
সেইখানে গিয়া হংস খেলিতে লাগিল॥
সেইক্ষণে দময়ন্তী সহচরী সনে।
পুষ্প তুলিবার ছলে আইল সেখানে।
সরোবর মধ্যে হংস দেখি রূপবতী।
ধরিবার মানসে চলিল শীঘ্রগতি॥
চতুর্দ্দিকে বেড়ি হংসে ধরিল স্ত্রীগণে।
বৈদর্ভীরে কহে হংস মনুষ্য-বচনে॥
নিষধ রাজ্যেতে রাজা নল মহামতি।
অশ্বিনীকুমার রূপে নিন্দে রতিপতি॥
নরলোকে না দেখি তাহার রূপে গুণে।
করাইব মিলন তোমার তার সনে॥
সার্থক হইবে রূপ শুনহ বচন।
নল নৃপতিরে যদি করহ বরণ॥

শুনিয়া ভৈমীর মন অনঙ্গে পীড়িল।
বিধাতা আমার হেতু নলেরে সৃজিল ॥
নল নৃপতিরে আমি করিব বরণ।
এত বলি হংসকে পাঠান সেইক্ষণ ॥
কহিল সকল কথা নলের গোচর।
শুনিয়া উদ্বিগ্ন সে হইল নরবর ॥
যে হইতে হংসভাষা বৈদর্ভী শুনিল।
নলের ভাবনা করি সকল ত্যজিল ॥
বিষণ্ণ বদন ভৈমী সঘনে নিশ্বাস।
ত্যজিয়া আহার নিদ্রা সদাই হুতাশ ॥
দময়ন্তী-দুঃখ দেখি সব সখিগণ।
ভীম নৃপে যতেক করিল নিবেদন ॥
শুনিয়া নৃপতি বড় হইল চিন্তিত।
কান্ হেতু দময়ন্তী হইল দুঃখিত ॥
মহাদেবী বলে কিবা চিন্ত নরবর।
যুবতী হইল কন্যা কর সয়ম্বর ॥
শুনিয়া বিদর্ভপতি উদ্‌যোগী হৈল।
রাজ্যে রাজ্যে দূত গিয়া নিমন্ত্রণ কৈল ॥
দেশে দেশে বার্ত্তা পেয়ে যত রাজগণ।
বিদর্ভনগরে সবে করিল গমন ॥
হয় হস্তী পদাতিক পূরিল মেদিনী।
বার্ত্তা পেয়ে আইলু যতেক নৃপমণি ॥
বিদর্ভে আইল যত রাজ্যের ঈশ্বর।
যথাযোগ্য স্থানেতে বসিল নৃপবর ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্ ॥

দময়ন্তী স্বয়ম্বর।

দময়ন্তী-স্বয়ম্বর শুনিয়া সময়।
পুরাতন ঋষি আসে অমর-আলয় ॥
যথোচিত বিধানে পূজিল সুরেশ্বর।
জিজ্ঞাসা কোথায় আছিলা মুনিবর ॥
ঋষি বলে গিয়াছিনু পৃথিবী মণ্ডল।
আশ্চর্য্য দেখিনু তথা শুন আখণ্ডল ॥
বিদর্ভ রাজার কন্যা দময়ন্তী নামা।
দেব যক্ষ নাগ নরে দিতে নারে সীমা ॥
হইয়াছে রূপেতে শোভিত ভুমণ্ডল।
চন্দ্র মগ্ন হৈল দেখি বদন-কমল ॥
ভীম রাজা করিল কন্যার স্বয়ম্বর।
নিমন্ত্রিয়া আনিল যতেক নৃপবর ॥
দময়ন্তী-রূপ-গুণ শুনিয়া শ্রবণে।
নিমন্ত্রণে গেল কেহ, বিনা নিমন্ত্রণে ॥
নারদের বচন শুনিয়া দেবগণ।
দময়ন্তীরূপে মগ্ন হৈল সর্ব্বজন ॥
পৃথিবীতে বৈসে যত রাজ-রাজ্যেশ্বর।
অহর্নিশি আসিতেছে বিদর্ভ নগর।
সসৈন্যে চলিল সবে পেয়ে নিমন্ত্রণ।
পথে নল সহ ভেট হৈল দেবগণ ॥
দেখিয়া নলের রূপ বিস্ময় অন্তর।
দময়ন্তী-বাঞ্ছা ত্যাগ করিল অমর ॥
ইহা দেখি অন্যে না বরিবে কদাচন।
এত চিন্তি নল প্রতি বলে দেবগণ ॥
সাধু সর্ব্বগুণাশ্রয় তুমি মহারাজ।
সহায় হইয়া তুমি কর এক কাজ ॥
কৃতাঞ্জলি করি বলে নিষধ-নন্দন।
কে তোমরা, আমা হতে কিবা প্রয়োজন ॥
ইন্দ্র বলে আমি ইন্দ্র, ইনি বৈশ্বান
শমন বরুণ এই জলের ঈশ্বর ॥
সবে আসিয়াছি দময়ন্তী লভিবারে।
সবাকার দূত হ'য়ে যাও তথাকারে ॥
কি বলে বৈদর্ভী জানি আইস সত্বরে।
নলেরে এতেক বাক্য কহিল অমরে ॥
রাজা বলিলেন তবে যাইতেছি আমি।
কেমনে ভেটিব কন্যা অগম্য সে ভূমি ॥
রক্ষকেরা পুররক্ষা করয়ে যতনে।
এ-বেশে পুরুষ আমি যাইব কেমনে ॥
দেবগণ বলে আমা সবার প্রভাবে।
না হবে বারণ তুমি অলক্ষ্যেতে যাবে ॥
দেবগণ-বাক্য নল করিয়া স্বীকার।
চলিয়া গেলেন দময়ন্তীর আগার ॥
সখীগণ মধ্যে দময়ন্তীকে দেখিল।
দেখিয়া তাঁহার রূপ অজ্ঞান হইল ॥

পূর্ব্বে হংসমুখে রাজা যতেক শুনিল।
সত্য সত্য বলি রাজা সকল মানিল॥
নল দেখি দময়ন্তী হৈল চমকিত।
কেবা এ পুরুষবর হেথা উপনীত॥
ইন্দ্র কিবা কামদেব অশ্বিনীকুমার।
ধন্য ধাতা হেন রূপ সৃজিল ইহার॥
বসিতে আসন দিতে হৃদয়ে বিচারে।
সাহস করিয়া কিছু কহিতে না পারে॥
কতক্ষণে মন্দ হাসি কহে মৃদুভাষে।
কে তুমি পোড়াও মোরে কন্দর্প হুতাশে॥
কেমনে আইলে হেথা কেহ না দেখিল।
লক্ষ লক্ষ রক্ষকেতে যে পুরী রাখিল॥
পবনাদি দেবে মম পিতা দণ্ড করে।
এ দুর্গমে কিরূপে আইলে হেথাকারে॥
রাজা বলিলেন আমি নল বরাননে।
হেথা আইলাম আমি দেব-দূতপণে॥
ইন্দ্রাগ্নি বরুণ যম পাঠান আমারে।
সবাকার ইচ্ছা বড় তোমা লভিবারে॥
এই হেতু তব পুরে করি আগমন।
দেবের প্রভাবেতে না দেখে কোনজন॥
কন্যা বলে দেবগণ বন্দিত সবার।
সে কারণে তাঁ সবারে করি নমস্কার॥
নিষ্ফল হেথায় আসিছেন দেবগণ।
পূর্ব্বে নল ভূপতিরে করেছি বরণ।
হংসমুখে পূর্ব্বে আমি বরেছি তোমায়।
কেমনে আমায় ত্যাগ কর নৃপরায়॥
কায়মনোবাক্যে রাজা তুমি মম পতি।
তোমা ভিন্ন বিষ অগ্নি জলে মম গতি॥
নল বলে যেই দেবে পূজে সর্ব্বজন।
তপস্যা করিয়া বাঞ্ছে যার দরশন॥
মুহূর্ত্তেকে ভূমণ্ডল বিনাশিতে পারে।
হেনজন বাঞ্ছে তোমা ত্যজ কেন তাঁরে॥
ইন্দ্র দেবরাজ দৈত্য দানবমর্দ্দন।
ত্রৈলোক্যের উপরে যাহার প্রভুপণ॥
শচীর সমান হবে যাঁহারে বরিলে।
হেন দেব ত্যজি কেন মনুষ্য ইচ্ছিলে॥
দিকপাল বৈশ্বানর সবাকার গতি।
যাঁর ক্রোধে মুহূর্ত্তেকে ভস্ম হয় ক্ষিতি॥
জলেশ্বর বরুণ ও নর-অন্তকারী।
কেমনে বরিবা অন্যে তাঁরে পরিহরি॥
কন্যা বলে অন্যে মোর নাহি প্রয়োজন।
তুমি ভর্ত্তা তুমি কর্ত্তা করিনু বরণ॥
শুভকার্য্যে বিলম্ব না কর মহামতি।
গলে মাল্য দিতে রাজা দেহ অনুমতি॥
নল বলে ইহা সম নাহিক অধর্ম্ম।
দূত হ'য়ে কেমনে করিব হেন কর্ম্ম॥
এত শুনি বৈদর্ভীর বিষণ্ণ-বদন।
দুই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ করেন রোদন॥
পুনঃ বলে দময়ন্তী চিন্তিয়া উপায়।
বরিব তোমারে দোষ নহিবে তাহায়॥
দেবগণ সহ তুমি এলে স্বয়ম্বরে।
তাঁ সবার মধ্যে আমি বরিব তোমারে॥
এত শুনি নল রাজা করিল গমন।
দেবগণে সকল করিল নিবেদন॥
কেহ মানা না করিল তব অনুগ্রহে।
দেখিলাম সে কন্যারে অন্তঃপুর-গৃহে॥
কহিলাম সবাকার যে সব সন্দেশ।
প্রবন্ধেতে রূপ গুণ বিভব বিশেষ॥
কারে না চাহিয়া কন্যা আদরে ইচ্ছিল।
আসিবার কালে পুনঃ এমত বলিল॥
দেবগণ সঙ্গে এস স্বয়ম্বর স্থানে।
তোমায় বরিব তা সবার বিদ্যমানে॥
বৈদর্ভীর চিত্ত বুঝি সর্ব্ব দেবগণ।
নলের সমান বেশ হৈল সর্ব্বজন॥
এইরূপে দেবগণ নলের সংহতি।
স্বয়ম্বর স্থানে চলি গেল শীঘ্রগতি॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

দময়ন্তীর বিবাহ।

স্বয়ম্বরে আইল যতেক দেবগণ।
যথাযোগ্য স্থানেতে বসিল সর্ব্বজন॥

কুলে শীলে রূপে গুণে একই প্রকার।
বিবিধ রতন অঙ্গে শোভে সবাকার॥
তবে বিদর্ভির রাজা হেরি শুভক্ষণে।
দময়ন্তী আনাইল সভা বিদ্যমানে॥
দেখিয়া মোহিত হইল সব রাজগণ।
দৃষ্টিমাত্র হরিলেক সবাকার মন॥
যত যত মহারাজ আছিল সভায়।
বিচিত্র পুত্তলিপ্রায় একদৃষ্টে চায়॥
নল বিনা দময়ন্তী অন্যে নাহি মন।
কোথায় আছয়ে নল করে নিরীক্ষণ॥
এক স্থানে দেখি ভৈমী সবার ভিতর।
নলের আকার পঞ্চ পুরুষ সুন্দর॥
বর্ণেতে নলের সম নাহি কিছু ভেদ।
দেখি দময়ন্তী চিত্তে করে বড় খেদ॥
পঞ্চনল দেখিতেছি বরিব কাহারে।
হৃদয়ে করিল চিন্তা বঞ্চিল আমারে॥
দেবলিঙ্গে নরলিঙ্গে বিভেদ আছয়।
দেবমায়া বলে কিছু সেও ব্যক্ত নয়॥
উপায় না দেখি ভৈমী বিচারিল মনে।
করযোড়ে স্তবন করিল দেবগণে॥
তোমরা যে অন্তর্য্যামি জানহ সকল।
পূর্ব্বে হংসমুখে আমি বরিয়াছি নল॥
প্রসন্ন হইয়া মোরে সবে দেহ বর।
জ্ঞাত হ'য়ে পাই আমি আপন ঈশ্বর॥
বৈদর্ভীর নির্ণয় জানিয়া দেবগণ।
আপন আপন চিহ্ন করান দর্শন॥
অনিমিষ নয়ন সে স্পন্দনহীন কায়া।
অম্লান কুসুম অঙ্গে নাহি অঙ্গছায়া॥
বৈদর্ভি জানিল তবে এ চারি অমর।
নল নরপতি দেখে ভূমির উপর॥
হৃষ্টা হয়ে শীঘ্রগতি মালা দিল গলে।
সাধু সাধু দেবতা গন্ধর্ব্বলোকে বলে॥
তবে নল নরপতি প্রসন্ন হইয়া।
দময়ন্তী প্রতি বলে আশ্বাস করিয়া॥
যাবৎ শরীরে মম থাকিবেক প্রাণ।
তাবৎ ধরিব তোমা প্রাণের সমান॥

নলেরে বৈদর্ভি যবে করিল বরণ।
দেখিয়া সন্তুষ্ট হৈল যত দেবগণ॥
তুষ্ট হ'য়ে ইষ্ট বর দিল চারিজন।
অলক্ষিত বিদ্যা দিল সহস্রলোচন॥
অমৃত দিলেন তবে জলের ঈশ্বর।
যথায় চাহিবে জল পাবে সরোবর॥
অগ্নি বলে যাহা ইচ্ছা করিবে রন্ধন।
বিনা অগ্নি রন্ধন হইবে সেইক্ষণ॥
প্রাণিবধ বিদ্যা দিল সূর্য্যের নন্দন।
অস্ত্র তূণ ধনু দিয়া করিল গমন॥
নিবর্ত্তিয়া স্বয়ম্বর গেল সবে ঘরে।
দময়ন্তী ল'য়ে গেল নল নরবরে॥
দময়ন্তী বিনা রাজা অন্যে নাহি মতি।
কুতূহলে ক্রীড়া করে যেন কাম রতি॥
বহু যজ্ঞ করিলা, করিলা বহুদান।
পুণ্যবলে নাহি কেহ নলের সমান॥
মহাভারতের কথা পরম পবিত্র।
আরণ্যকে অনুপম নলের চরিত্র॥

নলের শরীরে কলির প্রবেশ।

স্বয়ম্বর নিবর্ত্তিয়া যান দেবগণ।
পথেতে দ্বাপর কলি ভেটে দুইজন॥
জিজ্ঞাসিল দুইজনে যাও কোথাকারে।
কলি কহে যাই বৈদর্ভীর স্বয়ম্বরে॥
সে কন্যার রূপ গুণ শুনিয়া শ্রবণে।
প্রাপ্তি ইচ্ছা করি তথা যাই দুইজনে॥
হাসি ইন্দ্র বলিলা নিবৃত্ত স্বয়ম্বর।
নলেরে বরিলা ভৈমী সভার ভিতর॥
এত শুনি ক্রোধে করি বলে আরবার।
দেবস্বামী ত্যজিয়া বরিল নর ছার॥
এই হেতু দণ্ড আমি করিব তাহারে।
প্রতিজ্ঞা করিনু আমি তোমার গোচরে॥
দেবেরা বলেন তার দোষ নাহি তিল।
আমা সবাকার বাক্যে বরিলেক নল॥
নলের চরিত্র কিছু কহনে না যায়।
সংসারের যত গুণ বৈসে নলাশ্রয়॥

সমুদ্র গভীর ছিল স্থির ছিল মেরু ।
পৃথিবীতে ক্ষমা ছিল চন্দ্রে ছিল চারু ॥
সবারে ছাড়িয়া নলে বরিল আশ্রয় ।
যজ্ঞ সভা তৃপ্ত দেব যাহার আলয় ॥
সত্যব্রতী দৃঢ়প্রীতি তপঃ শৌচ দান ।
ধর্ম্ম সবাকার মাঝে নলের বাখান ॥
হেন নলে দুঃখদাতা হবে যেই জন ।
বিপুল দুঃখেতে মাজিবেক সেইজন ॥
এত বলি দেবগণ করিল গমন ।
কলি আর দ্বাপর চিন্তয়ে মনে মন ॥
এত গুণ নলের বলিল সুরপতি ।
হেন জনে দিবে দণ্ড কাহার শকতি ॥
কলি বলে তুমি মম হইবে সহায় ।
যেমনে দণ্ডিব মনে করিব উপায় ॥
অক্ষপাটি হবে তুমি সহায় আমার ।
কলি বোলে দ্বাপর করিল অঙ্গীকার ॥
এতেক বিচারি দোঁহে করিল গমন ।
নলের সহিত কলি থাকে অনুক্ষণ ॥
নৃপতির পাপ ছিদ্র খুঁজি নিরন্তর ।
হেনমতে গেল দিন দ্বাদশ বৎসর ॥
একদিন নরপতি সন্ধ্যার কারণে ।
অর্দ্ধ শৌচ কৈল পদে ভ্রম হৈল মনে ॥
ছিদ্র পেয়ে প্রবেশ করিল কলি দেহে ।
নিজ বুদ্ধিহীন হৈল রাজা রাজগৃহে ॥
পুষ্কর নামেতে ছিল রাজার সোদর ।
তাহার সদনে কলি চলিল সত্বর ॥
কলি বলে অবধান করহ পুষ্কর ।
বৈভব বাঞ্ছহ যদি মম বাক্য ধর ॥
নলের সহিত পাশা খেল গিয়া তুমি ।
সহায় হইয়া তব জিনাইব আমি ॥
কলির অশ্বাস পেয়ে পুষ্কর চলিল ।
খেলিব দেবন বলি নলে বার্ত্তা দিল ॥
এতেক শুনিয়া নল পুষ্করের দম্ভ ।
অহঙ্কারে ক্ষণেক না করি বিলম্ব ॥
পণ করি খেলিতে লাগিল দুইজন ।
হিরণ্য বিবিধ ধন রজক কাঞ্চন ॥
পুষ্করের বশ অক্ষ দ্বাপর প্রভাবে ।
না হয় অন্যথা যেই যাহা মাগে যবে ॥
পুনঃ ক্রোধে পণ করিলেন রাজা নল ।
মতিচ্ছন্ন হইল না বুঝে মায়াজাল ॥
সুহৃদ বান্ধব মন্ত্রী যত পুরজন ।
কার শক্তি নাহিক করিতে নিবারণ ॥
তবে যত বসুগণ একত্র হইয়া ।
দময়ন্তী স্থানে সবে জানাইল গিয়া ॥
মহাদুঃখ উৎপাত আনেন নরপতি ।
কর গিয়া আপনি নিবৃত্ত তুমি সতী ॥
এত শুনি দময়ন্তী বিষণ্ণবদন ।
অতি শীঘ্র নৃপস্থানে করিল গমন ॥
রাজারে বলিল ভৈমী বিনয় বচন ।
মন্ত্রীসহ দ্বারে আছে অমাত্যের গণ ॥
কলিতে আচ্ছন্ন রাজা নাহি শুনে বাণী ।
মাথা তুলি ভৈমীরে না চাহিল আপনি ॥
পুনঃ পুনঃ বলে ভৈমী বারিতে নারিল ।
জ্ঞানহত হৈল রাজা নিশ্চয় জানিল ॥
নিজ নিজ গৃহে সবে গেল পুরজন ।
অন্তঃপুরে গেল ভৈমী করিয়া রোদন ॥
হেনমতে নল রাজা খেলি বহুদিন ।
ক্রমে ক্রমে সকল বৈভব হৈল হীন ॥
অক্ষ বিনা নলের নাহিক অন্য মন ।
সকল ত্যজিয়া রাজা খেলে অনুক্ষণ ॥
দেখিয়া বৈদর্ভী মনে আতঙ্ক পাইল ।
বৃহৎসেনা নামে ধাত্রী ডাকিয়া আনিল ॥
শীঘ্র আন বাষ্ণের্য় সারথিরে ডাকিয়া ।
আজ্ঞামাত্র গেল ধাত্রী আরতি বুঝিয়া ॥
সেইক্ষণে আইল সারথি বিচক্ষণ ।
সারথি দেখিয়া ভৈমী বলয়ে বচন ॥
সর্ব্বনাশ হেতু পণ করিল রাজন ।
এই মহাতাপে তুমি করহ তারণ ॥
ইন্দ্রসেন পুত্র আর কন্যা ইন্দ্রসেনা ।
মম জ্ঞাতিগৃহে রাখি আইস দুজনা ॥
বিলম্ব না কর তুমি আন শীঘ্রগতি ।
আজ্ঞামাত্র রথ সাজি আনিল সারথি ॥

রথে চড়াইল দুই কুমার কুমারী।
মুহূর্ত্তেকে উত্তরিল কুণ্ডিন নগরী॥
রথ অশ্ব সহিতে রাখিয়া রাজপুরে।
পুনঃ গেল বার্ষ্ণেয় সে নিষধ নগরে॥
পুণ্যকথা ভারতের শুনে পুণ্যবান্।
কাশীদাস বিরচিল নলের আখ্যান॥

নলের বনে গমন ও দময়ন্তী ত্যাগ।

পুষ্করের সহ পাশা খেলি রাজা নল।
ক্রমে ক্রমে রাজ্যধন হারিল সকল॥
বসন ভূষণ আর রত্ন অলঙ্কার।
সকলি হারিল রাজা কিছু নাহি আর॥
হাসিয়া পুষ্কর তবে বলিল বচন।
খেলিব কি আছে আর শীঘ্র কর পণ॥
অবশেষে তব কিছু নাহি দেখি আর।
রাণী দময়ন্তী পণ কর এই বার॥
এতেক শুনিয়া ক্রোধে লোহিত লোচন।
নাহিক কহিতে শক্তি বিষণ্ণবদন॥
তবে রাজা বস্ত্র রত্ন যা ছিল শরীরে।
বাহির করিয়া সব দিলেন পুষ্করে॥
অঙ্গের ভূষণ যত ফেলিল খুলিয়া।
চলিলেন মহারাজ একবস্ত্র হৈয়া॥
আজ্ঞা দিল পুষ্কর আপন অনুচরে।
এই কথা জ্ঞাত কর নগরে নগরে॥
নল রাজা যাইবেন সন্নিকটে যার।
নলেরে রাখিলে তার সবংশে সংহার॥
আজ্ঞামাত্র রাজ্যে রাজ্যে জানাইল চর।
রাজ-আজ্ঞা শুনিয়া লোকের হৈল ডর॥
তিন দিন ছিল নল নগর ভিতর।
রাজার ভয়েতে কেহ না যায় নগর॥
কে করে জিজ্ঞাসা তারে না যায় নিকটে।
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় নল গেল নদীতটে॥
তিন রাত্রি দিনান্তরে করি জলপান।
তারপর বনমধ্যে করিল পয়াণ॥
পাছু পাছু দময়ন্তী করিল গমন।
অরণ্যের মধ্যে প্রবেশিল দুইজন॥
বহু দিন ক্ষুধা তৃষ্ণা শরীর পীড়িত।
বনমধ্যে স্বর্ণপক্ষী দেখে আচম্বিত॥
পক্ষী দেখি আনন্দিত ভাবিল রাজন।
মাংস ভক্ষি পক্ষী বেচি পাব বহুধন॥
ধরিবারে উপায় চিন্তিল মনে মন।
পক্ষীর উপরে ফেলে পিন্ধন বসন॥
বস্ত্র ল'য়ে উড়িল মায়াবী বিহঙ্গম।
আকাশে উড়িয়া বলে আরে মতিভ্রম॥
সর্ব্বনাশ কৈনু অক্ষে ভ্রষ্ট করি জ্ঞান।
আমি কলি দ্বাপর বলিয়া এবে জান॥
আমা সবা এড়ি ভৈমী বরিল তোমারে
তাহার উচিত ফল দিলাম উহারে॥
এত শুনি ভৈমী বলিলেক নলে।
যতেক কহিলে পক্ষী শ্রবণে শুনিলে॥
অক্ষে যেই হারাইল সেই বস্ত্র নিল।
বিস্ময়ে আমারে প্রিয়ে জ্ঞানহত হৈল॥
এখন যে বলি শুন তাহার কারণে।
এই যে দেখহ পথ যাইতে দক্ষিণে॥
অবন্তীনগরে লোক যায় এই পথে।
এই যে দেখহ পথ কোশল যাইতে॥
এই পথে যাও প্রিয়ে বিদর্ভ নগরে।
শুনিয়া হইল ভৈমী কম্পিত অন্তরে॥
রোদন করিয়া ভৈমী কহে রাজা প্রতি।
তব বাক্য শুনি মম স্থির নহে মতি॥
রাজ্যনাশ বনবাস বিবস্ত্র হইয়া।
ক্ষুধা তৃষ্ণা মহাদুঃখ-সাগরে ডুবিয়া॥
সব পাসরিবা আমি থাকিলে সংহতি।
আমারে ত্যজিতে কেন চাহ নরপতি॥
ভার্য্যার বিহনে রাজা নাহি সুখ লেশ।
আমারে ত্যজিলে বনে পাবে বড় ক্লেশ॥
নল বলিলেন সত্য যতেক কহিলে।
ভার্য্যা সম মিত্র আর নাহি ক্ষিতিতলে॥
ত্যজিবারে পারি আমি আপন জীবন।
তোমা ত্যাগ না করিব জানি কদাচন॥
ভৈমী বলে মোরে যদি ত্যাগ না করিবে।
বিদর্ভের পথ কেন দেখাইয়া দিবে॥

এই হেতু শঙ্কা মম হতেছে রাজন।
তোমা ছাড়ি গেলে মম নিশ্চয় মরণ॥
এক বাক্য বলি রাজা যদি লয় মনে।
বিদর্ভনগরে চল যাই দুইজনে॥
তোমারে দেখিলে পিতা হবে হরষিত।
কতকুল তোমারে পূজিবে নিত্য নিত্য॥
নল বলে নহে দেবি যাবার সময়।
এ বেশে কুটুম্ব-গৃহে উচিত না হয়॥
আপনি জানহ তুমি স্বয়ম্বর কালে।
তব পিতৃগৃহে গেনু চতুরঙ্গ দলে॥
সদা বন্ধুর গৃহে যায় যদি দান।
শক্র সম হইলেও হয় মানহীন॥
অনাহারে থাকি, তপ করিব কাননে।
দীন হৈয়া বন্ধুগৃহে না যাব কখনে॥
এরে পুনঃ পুনঃ ভৈমী অনেক কহিল।
তাহা না শুনিল রাজা, নিশ্চয় জানিল॥
এক বস্ত্র ছিল ভৈমী করিয়া পিন্ধন।
সেই বস্ত্র সারিয়া পরিল দুইজন॥
ছাড়িয়া যাবেন স্বামী ভয় করি মনে।
একবস্ত্র উভয়ে পরিল সে কারণে॥
একত্রে চলিতে নারে যান ধীরে ধীরে।
ক্ষুধা তৃষ্ণায় ভ্রমে দুর্ব্বল শরীরে॥
হেন এক স্থান রাজা দেখিল কাননে।
বিশ্রান্ত হইয়া শুইল দুইজনে॥
কোল করিয়া ভৈমী ধরিয়া রাজারে।
পাছে স্বামী ছাড়ি যায় সভয় অন্তরে॥
সে সুকুমারী বহু দিন নিরাহারা।
শ্রমমাত্র দমযন্তী হৈল জ্ঞানহারা॥
হেথা সন্তাপিত নল নিদ্রা নাহি পায়।
কি বিচারিল যে বৈদর্ভী নিদ্রা যায়॥
ঘোর অরণ্যে ভৈমী সঙ্গে যদি থাকে।
এ দুঃখে নিত্য নিত্য মজিবেক শোকে॥
ইহারে না দেখি কোন পথিক সংহতি।
ক্রমে ক্রমে যাইবেক পিতার বসতি॥
দুঃখ-সমুদ্র হৈতে হইবে মোচন।
আমিও একাকী হৈলে যাব যথা মন॥
তপস্বিনী পতিব্রতা ভকতি আমাতে।
এরে কে করিবে বল, নাহি ত্রিজগতে॥
কলিতে আচ্ছন্ন রাজা হত নিজ জ্ঞান।
দময়ন্তী ত্যজিব করি অনুমান॥
একবস্ত্র আচ্ছাদন দোঁহাকার কায়।
মনে চিন্তে কি করিব ইহার উপায়॥
পাছে জাগে দময়ন্তী চিন্তিত রাজন।
ভাবিত হইল বড় কি করি এখন॥
কেমনে ত্যজিব আমি একবস্ত্র পরা।
শরীরে আছিল কলি দুষ্ট খরতরা॥
জানিয়া রাজার মন ধরে খড়্গরূপ।
সম্মুখে হেরিয়া খড়্গ হরষিত ভূপ॥
অস্ত্র ল'য়ে পরাবস্ত্র ছেদন করিল।
মায়াতে মোহিত রাজা আকুল হইল॥
ধীরে ধীরে তথা হৈতে গমন করিল।
কতদূর হৈতে তবে বাহুড়ি আইল॥
দেখিল বৈদর্ভি নিদ্রা যায় অচেতন।
ব্যাকুল হইয়া রাজা করয়ে ক্রন্দন॥
সিংহ ব্যাঘ্র লক্ষ লক্ষ এ ঘোর কাননে।
কি গতি হইবে প্রিয়ে আমার বিহনে॥
হে সূর্য্য পবন চন্দ্র বনের দেবতা।
তোমা সব রক্ষা কর আমার বনিতা॥
এত বলি নরপতি করিল গমন।
পুনঃ কতদূর হৈতে ফিরিল রাজন॥
কলিতে আচ্ছন্ন রাজা দুই দিকে মন।
ভার্য্যাস্নেহ ছাড়িতে না পারে কদাচন॥
দময়ন্তী দুঃখে দুঃখী কহিছে অন্তরে।
অনাথা করিয়া প্রিয়ে যাই যে তোমারে॥
পুনরপি বিধি যদি করয়ে ঘটন।
দেখিব তোমায়, নহে এই দরশন॥
এত চিন্তি নরপতি আকুল হৃদয়।
পাছে দময়ন্তী জাগে পুনঃ হৈল ভয়॥
অতি বেগে চলিয়া যাইতে সেইক্ষণ।
প্রবেশ করিল গিয়া নির্জ্জন কানন॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

দময়ন্তীর কোপে ব্যাধ ভস্ম।

কতক্ষণে দময়ন্তী নিদ্রা অবশেষে।
নিদ্রাভঙ্গে দেখিলেন স্বামী নাহি পাশে ॥
মূর্চ্ছিতা হইয়া ভৈমী ভূমিতলে পড়ি।
ধূলায় ধূসর হইয়া যায় গড়াগড়ি ॥
উঠিয়া সঘনে চতুর্দ্দিকে ধায় রড়ে।
নাথ নাথ বলি উচ্চৈঃস্বরে ডাক পাড়ে ॥
অনাথা ডাকিছে, কেন না দেহ উত্তর।
কোন দিকে গেলে প্রভু নিষধ ঈশ্বর ॥
কোন দোষে দোষী আমি নহি তব পায়।
তবে কেন আমারে ত্যজিলা মহাশয় ॥
ধার্ম্মিক বলিয়া তোমা কহে সর্ব্বলোকে।
তবে কেন নিদ্রিত ছাড়িয়া গেলে মোকে ॥
লোকপাল মধ্যে পূর্ব্বে সত্য কৈলে প্রভু।
শরীর থাকিতে তোমা না ছাড়িব কভু ॥
সত্যবাদী হ'য়ে সত্য ছাড় কি কারণ।
লুকাইয়া আছ কোথা দেহ দরশন ॥
দুঃখ-সিন্ধু মধ্যে প্রভু কেন দেহ দুঃখ।
অতি শীঘ্র এস নাথ দেখি তব মুখ ॥
ক্ষুধার্ত্ত ফলের হেতু গিয়াছ কি বনে।
তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া কিবা গেলে জলপানে ॥
এত বলি বনে বনে ভৈমী পর্য্যটিয়া।
ক্ষণে উঠে ক্ষণে বৈসে ক্ষণে যায় ধাইয়া ॥
ব্যাঘ্র সিংহ মহিষ শূকর যত ছিল।
লক্ষ লক্ষ চতুর্দ্দিকে তাহারা বেড়িল ॥
স্বামী অন্বেষিয়া ভৈমী বনে বনে ভ্রমে।
অকস্মাৎ সম্মুখেতে দেখে ভুজঙ্গমে ॥
বিকট দশন তার বিকট গর্জ্জন।
ভৈমীরে দেখিয়া অহি বিস্তারে বদন ॥
বিপরীত মূর্ত্তি অহি দেখিয়া নিকটে।
হা নাথ বলিয়া ডাকে পড়িয়া সঙ্কটে ॥
আর না দেখিব প্রভু তোমার বদন।
নিশ্চয় হইনু কালসর্পের ভক্ষণ ॥
উচ্চৈঃস্বরে কান্দে দেবী করি আর্ত্তনাদ।
দূরেতে থাকিয়া তাহা শুনে এক ব্যাধ ॥
শীঘ্রগতি আসে ব্যাধ দেখি অজগর।
দুইখান করিল মারিয়া তীক্ষ্ণশর ॥
সর্প মারি মৃগজীবী বৈদর্ভীরে পুছে।
কে তুমি একাকী ভ্রম এ কানন মাঝে ॥
সম্পূর্ণ চন্দ্রমা-মুখ পীন-পয়োধর।
বচন অমৃতে ব্যাধে বিন্ধে খরশর ॥
কামাতুর হৈয়া যায় ভৈমী ধরিবারে।
ব্যাধেরে দেখিয়া ভৈমী কহিল অন্তরে ॥
সত্যশীল নল রাজা যদি মোর পতি।
নল বিনা অন্যে যদি নাহি থাকে মতি ॥
এ পাপিষ্ঠ পরশিতে না পারে আমায়।
এখনি হউক ভস্মরাশি দুরাশয় ॥
এতেক বলিতে ব্যাধ ভস্ম হৈয়া গেল।
স্বামীর উদ্দেশে সতী বৈদর্ভী চলিল ॥

দময়ন্তীর পতি অন্বেষণ ও সুবাহু নগরে সৈরিন্ধ্রীবেশে স্থিতি।

মহাঘোর বনে গিয়া করিল প্রবেশ।
নানাজাতি পশু তথা দেখয়ে বিশেষ ॥
সিংহ কোল ব্যাঘ্র দ্বিপ খড়্গী কৃষ্ণসার।
মৃগ মৃগী দেখে আর মহিষ মার্জ্জার ॥
শল্লকী নকুল গোধা মূষিক বানর।
নানাজাতি গগনে পরশে তরুবর ॥
শালতাল পিয়াল যে অর্জ্জুন চন্দন।
শিমূল খর্জ্জুর জাম কদম্ব কাঞ্চন ॥
খদির পাণ্ডবী পিচুমন্দ কোবিদার।
শাকট কপিত্থ যে অশ্বত্থ বট আর ॥
নোয়াড়ী বদরী বিঞ্চি বহেড়া পর্কটি।
অশোক চম্পক কেন্দু তিড়িম্বীক ঝাটি
বাপী সর তড়াগ সিন্ধুর সম নদী।
নানা ঋতু রম্যস্থান বহু রত্ননিধি ॥
যত যত দেখে ভৈমী অন্যে নাহি মন।
স্বামী অন্বেষণে ভ্রমে গহন কানন ॥
যারে দৃষ্টি করে ভৈমী জিজ্ঞাসে তাহারে।
দেখিয়াছ মম প্রভু গেল কোথাকারে ॥

ন্বিব প্রভু মম বিশাল লোচন।
তর ব্যাঘ্র ভুজ অর্দ্ধাঙ্গ বসন ॥
সিংহ মহাতেজা বনের ঈশ্বর।
র বৃত্তান্ত যত তোমার গোচর ॥
কহ প্রাণনাথ গেল কোন্ দিকে।
তোমার স্থানে এই ভিক্ষা মাগে ॥
দূর কে মহা সরিৎ দেখিল।
ম করিয়া তারে ভৈমী জিজ্ঞাসিল ॥
ঙ্গিনী কহিয়া স্বামীর সমাচার।
ল করহ তুমি হৃদয় আমার ॥
য কিশেষ শ্রমে আকুল শরীর।
পানে আসিয়াছিলেন তব তীর ॥
হৈতে গেল ভৈমী না পেয়ে উত্তর।
উচ্চতর এক দেখে গিরিবর ॥
রে জিজ্ঞাসে ভৈমী করিয়া ক্রন্দন।
উচ্চতর শৃঙ্গ পরশে গগন ॥
র তব দৃষ্টি যায় শৈলবর।
রে কোথায় আছেন প্রাণেশ্বর ॥
সেন সুত প্রভু নিষধ-ঈশ্বর।
কি প্রাণনাথে কহ গিরিবর ॥
হৈতে চলিলেন উত্তর মুখেতে।
র আশ্রমে যান তৃতীয় দিনেতে ॥
হারী বাতাহারী দীর্ঘ গোঁপ দাড়ি।
সর্পবৎ নখ যেন বেড়ি ॥
দময়ন্তী তাঁরে ভূমিষ্ঠ হইয়া।
করিয়া রহে অগ্রে দাঁড়াইয়া ॥
সে ভৈমীরে মুনি মধুর বচনে।
কি হেতু কর ভ্রমণ কাননে ॥
বলে আমি পতি-বিরহিণী।
হারালাম মম পতিমণি ॥
মুনিরাজ আশ্বাস করিল।
রোদন তব দুঃখ শেষ হৈল ॥
বেক স্বামী পুনঃ পাবে রাজ্যভার।
কন্যা সহ সুখে বঞ্চিবে অপার ॥
বলি ঋষিবর অন্তর্দ্ধান হৈল।
মানিয়া তবে বৈদর্ভী চলিল ॥

যাইতে যাইতে দেখে এক নদীকূলে।
বহু দ্রব্য সঙ্গে ল'য়ে বহু লোক চলে ॥
ভৈমীকে দেখিয়া লোক বিস্ময় মানিল।
বিপরীত দেখি কেহ ভয়ে পলাইল ॥
জিজ্ঞাসে দয়ার্দ্র হ'য়ে তবে কোন্ জন।
কে তুমি একাকী ভ্রম নির্জ্জন কানন ॥
বৈদর্ভী বলিল নহি পিশাচী রাক্ষসী।
স্বামী অন্বেষিয়া ভ্রমি আমি ত মানুষী ॥
অরণ্যের মধ্যে স্বামী ছাড়ি গেল মোরে।
সত্য কহ তোমরা কি দেখিয়াছ তাঁরে ॥
এতেক শুনিয়া বলে বণিকের গণ।
তোমা ভিন্ন এ বনে না দেখি অন্যজন ॥
চেদীরাজ্যে যাব মোরা বাণিজ্য কারণ।
আইস মোদের সঙ্গে যদি লয় মন ॥
আশ্বাস পাইয়া ভৈমী চলিল সংহতি।
সেই পথে অন্বেষিয়া যায় নিজ পতি ॥
হেনমতে কত পথে এক রম্যস্থলে।
এক গুটি সরোবর শোভিত কমলে ॥
শ্রমযুক্ত উত্তরিল বাণিজ্য কারণ।
সেই নিশি তথায় বঞ্চিল সর্ব্বজন ॥
নিশাকালে হস্তীগণ জলপানে এল।
নিদ্রিত আছিল পথে চরণে চাপিল ॥
দশনে চিরিল কারে শুণ্ডে জড়াইল।
বণিকগণের মধ্যে মহাগোল হৈল ॥
প্রাণভয়ে কোনদিকে যায় কোন জন।
দময়ন্তী করিলেন বৃক্ষে আরোহণ ॥
রজনী প্রভাত হৈলে যে যেখানে ছিল।
চারিদিক হৈতে আসি একত্র মিলিল ॥
ভয় পেয়ে তথা হৈতে যায় শীঘ্রগতি।
কতদিনে চেদিরাজ্যে উত্তরিল সতী ॥
বিবর্ণবদনা কৃশা অঙ্গে অর্দ্ধবাস।
ধূলিতে ধূসর কায় ঘন বহে শ্বাস ॥
বন হৈতে নগরেতে করিল প্রবেশ।
চতুর্দ্দিকে ধায় লোক দেখি তার বেশ।
যুবা বৃদ্ধা নগরেতে যত নারীগণ।
চতুর্দ্দিকে বেড়িয়া চলয়ে সর্ব্বজন ॥

কেহ বা কর্দ্দম দেয় কেহ দেয় ধূলা।
বৈদর্ভীরে বেড়িয়া হইল লোক মেলা॥
সুবাহু রাজার মাতা প্রাসাদে আছিল।
দময়ন্তী দেখিয়া ধাত্রীরে আজ্ঞা দিল॥
হের দেখ এক নারী নগরে আইসে।
মলিনা বিবর্ণরূপা বেষ্টিত মানুষে॥
শীঘ্র গিয়া তাহারে আনহ মোর স্থানে।
আজ্ঞামাত্র ভৈমীকে আনিল সেই স্থানে॥
ভৈমীকে দেখিয়া জিজ্ঞাসিল রাজমাতা।
কহ নিজ পরিচয় কাহার বনিতা॥
দময়ন্তী বলে শুন কহি গো রাজমাই।
জাতিতে মানুষী আমি সৈরিন্ধ্রী বলাই॥
দ্যুতে হারি স্বামী মম পশিল কাননে।
অপ্রমিত গুণ তাঁর না যায় কথনে॥
সঙ্গেতে ছিলাম আমি ছাড়িলেন মোরে।
তাঁরে অন্বেষিয়া আমি আইনু নগরে॥
এত বলি দময়ন্তী করয়ে রোদন।
আশ্বাসিয়া রাজমাতা বলয়ে বচন॥
না কান্দহ কন্যা তুমি মন কর স্থির।
তব দুঃখ দেখি মম বিদরে শরীর॥
পাইবে স্বামীর দেখা থাক মোর বাসে।
লোক পাঠাইব তব পতির উদ্দেশে॥
ভৈমী বলে এত যদি করুণা আমারে।
তবে সে থাকিতে পারি তোমার মন্দিরে॥
পুরুষ সহিত মম নহিবে কথন।
পুরুষের স্থানে না পাঠাবে কদাচন॥
না ছুঁইব উচ্ছিষ্ট না দিব পদে হাত।
পূর্ব্বাপর ব্রত মম কহি রাজমাতঃ॥
বৃদ্ধ দ্বিজ পাঠাইবে স্বামী অন্বেষণে।
এতেক করিলে রহি তোমার সদনে॥
সেইরূপ হইবে বলিল রাজমাতা।
ডাকিল সুনন্দা নামে আপন দুহিতা॥
রাজমাতা বলে তবে তনয়ার প্রতি।
সখ্য কর তুমি এই সুন্দরী সংহতি॥
কাশীরাম বিরচিল করি গীত ছন্দ।
সজ্জন রসিক জন প্রিয় মকরন্দ॥

কর্কট নাগের দংশনে নলের বিকৃতি আকার

হেথা ভৈমী ছাড়ি, পরি অর্দ্ধ সাড়ি
চলিল নৃপতি নল।
বায়ুবেগে ধায়, পাছু নাহি চায়
অঙ্গে বহে শ্রমজল॥
হেনকালে শুনি, দাবানল ধ্বনি
রাখ রাখ নলরাজ।
ওহে পুণ্যশ্লোকে, রক্ষা কর মোরে
পুড়ি মরি অগ্নিমাঝ॥
শুনি দয়াময়, ডাকেন অভয়
স্মরণ কে করে মোরে।
শুনি ফণিপতি, কহে নল প্রতি
নিবেদি দুঃখ তোমারে॥
আমি নাগরাজ, অনন্ত অনুজ,
কর্কট নামে ভুজঙ্গ।
নারদের শাপে, সদা পুড়ি তাপে,
অচল হইল অঙ্গ॥
শেষ হৈল দুঃখ, দেখি তব মুখ,
শাপান্ত করিল মুনি।
বিলম্ব না কর, সত্বর উদ্ধার,
দহে দারুণ আগুনি॥
পর্ব্বত আকার, শরীর আমার,
দেখি পাছে কর ভয়।
তুমি পরশিতে, সম্বরিব হাতে,
না হইবে শ্রম তায়॥
শুনি নরপতি, দয়াময় অতি,
আনিল অনল হ'তে।
পাইয়া অভয়, নাগরাজ কয়,
সখ্য হইল তব সাথে॥
তব শ্রম কাজ, শুন মহারাজ,
কোলে করি মোরে লহ।
বিপুল শবদে, গণি পদে পদে,
কতদূর ল'য়ে যাহ॥
তার বাক্য শুনি, পদে পদে গণি,
দশ চরণ চলিল।

শ ডাক শুনি, দংশিলেক ফণী,
ছাড়িয়া অন্তর হৈল ॥
ল বলে ভাল, সখাধর্ম্ম হৈল,
সখারে দংশন কর।
হি দোষ তব, জাতীয় স্বভাব,
উপকারী লোকে মার ॥
বলে নাগপতি, না ভাব দুর্গতি,
করিয়াছি উপকার।
কুৎসিত মূরতি, হৈল নরপতি,
অঙ্গ দেখ আপনার ॥
দুঃখের সময়, কভু ভাল নয়,
ভূপতি-লক্ষণ রূপ।
কেহ না লক্ষিবে, যথায় যাইবে,
যে হেতু হৈল বিরূপ ॥
যবে ইচ্ছা মনে, আমার স্মরণে,
আপন রূপ পাইবে।
রাজা ঋতুপর্ণ, পালে চতুর্ব্বর্ণ,
তাহার সারথি হবে ॥
বৈদর্ভী রূপসী, তোমার প্রেয়সী,
আরো তনয় তনয়া।
কুশলে ভেটিবে, পুনঃ রাজা হবে,
নিষধ রাজ্যেতে গিয়া ॥
এতেক কহিয়া, বস্ত্র এক দিয়া,
অন্তর্দ্ধান হ'য়ে গেল।
নাগের বচন, শুনিয়া রাজন,
অযোধ্যাপুরী চলিল ॥
ভারত কমল, শ্রবণ মঙ্গল,
সাধুজন করে আশ।
কৃষ্ণদাসানুজ, কৃষ্ণপদাম্বুজ,
বন্দি কহে কাশীদাস ॥

—

অযোধ্যানগরে বাহুক নামে নল রাজার অবস্থিতি।

তবে নল নরপতি দশম দিবসে।
অযোধ্যায় প্রবেশ করিল কত ক্লেশে ॥
রাজার দুয়ারে গিয়া বলে নরপতি।
মম তুল্য নাহি কেহ অশ্বশিক্ষাকৃতী ॥
বাহুক আমার নাম শুন মহামতি।
নিষধ রাজার আমি ছিলাম সারথি ॥
আর এক মহাবিদ্যা জানিহে রাজন।
বিনা অনলেতে পারি করিতে রন্ধন ॥
এত শুনি নরপতি করিল আশ্বাস।
যথোচিত চাহ দিব রহ মম পাশ ॥
যত অশ্বপালের উপরে হ'বে পতি।
যে বাঞ্ছিবে তাহা দিব থাকিবে সংহতি।
এত শুনি নল রাজা রহিল তথায়।
দিবস রজনী রাজা নিদ্রা নাহি যায় ॥
অন্ন জল নাহি রুচে পত্নীরে ভাবিয়া।
সদা ভাবে কোথা গেল দময়ন্তী প্রিয়া ॥
না জানি সে কি করিল আমার বিহনে।
নিরাহারে নিরাশনে আছে কোন স্থানে ॥
কতেক কান্দিল প্রিয়া মোরে না দেখিয়া।
কোন কর্ম্ম করিলাম নিষ্ঠুর হইয়া ॥
ভয়ঙ্কর সিংহ ব্যাঘ্র নির্জ্জন কাননে।
একাকিনী বনে রাণী বঞ্চিবে কেমনে ॥
পতিব্রতা অনুরক্তা আমাতে সতত।
হেন স্ত্রী ছাড়িয়া আমি বাঁচি মৃতবত ॥

—

দময়ন্তীর পিত্রালয়ে গমন ও নলের উদ্দেশ।

ভার্য্যা সহ গেল নল অরণ্য ভিতর।
দূতমুখে বার্ত্তা পান ভীম নরবর ॥
শুনিয়া শোকার্ত্ত বড় ভীম নরপতি।
সহস্র সহস্র দ্বিজ আনি দ্রুতগতি ॥
দ্বিজগণ প্রতি রাজা বলিল বচন।
নল দময়ন্তীর করহ অন্বেষণ ॥
অন্বেষণ করিয়া কহিবা বার্ত্তা আসি।
সহস্র সহস্র গাভী দিব রত্ন ভূমি ॥
গ্রাম দেশ ভূমি দিব নানা রত্ন ধন।
দুইজন মধ্যে যে দেখিবে একজন ॥
সুদেব নামেতে দ্বিজ ভ্রমি নানা দেশ।
সুবাহু রাজার গৃহে করিল প্রবেশ ॥
বহুদিন থাকি তথা পাইল উদ্দেশ।
রাজগৃহে আছে নারী সৈরিন্ধ্রীর বেশ ॥

রাজগৃহে গিয়া তবে দ্বিজ বিচক্ষণ।
নিকটে সৈরিন্ধ্রী ডাকি করে নিরীক্ষণ॥
চন্দ্রাননী বিশালাক্ষী দীর্ঘ মুক্তকেশা।
চারু পীনপয়োধরা সুনাশা-সুবেশা॥
পদ্ম যেন বিচলিত হস্তী দন্তাঘাতে।
চন্দ্র যেন বিদলিত-সিংহিকেয় দাঁতে॥
ক্ষিতি মধ্যে না দেখি ইহার রূপ সমা।
এই যে সৈরিন্ধ্রী হবে বিদর্ভ চন্দ্রিমা॥
স্বামীর বিচ্ছেদে কৃশা বিবর্ণবদনী।
ক্ষণেক চিন্তিয়া তবে বলে দ্বিজমণি॥
মম দিকে বরাননে কর অবধান।
সুদেব ব্রাহ্মণ আমি ভ্রাতৃসখা জান॥
তোমারে চাহিয়া ভ্রমি দেশ-দেশান্তর।
চারিদিকে গিয়াছে ব্রাহ্মণ বহুতর॥
কন্যা পুত্র দুই তব আছে শুভতরে।
তব শোকে পিতা মাতা প্রাণমাত্র ধরে॥
এত শুনি দময়ন্তী করয়ে রোদন।
শুনিয়া আইল যত পুরনারীগণ॥
ব্রাহ্মণের বাক্য শুনি সৈরিন্ধ্রী কান্দিল॥
বার্ত্তা পেয়ে রাজমাতা বিপ্রে জিজ্ঞাসিল॥
কাহার তনয়া এই কাহার গৃহিণী।
কি কারণে স্থানভ্রষ্টা হৈল প্রভাবিনী॥
যদি তুমি জানহ বলহ দ্বিজবর।
শুনিয়া সুদেব তাঁরে করিল উত্তর॥
বিদর্ভ ঈশ্বর ভীম তাঁহার দুহিতা।
পুণ্যকশ্লোক নলরাজা তাঁহার বনিতা॥
নিজ ভর্ত্তা রাজ্য দেশ পাশায় হারিল।
অরণ্যে পশিল গিয়া কেহ না দেখিল॥
মম ভাগ্যে তব গৃহে পাই দেখিবারে।
ভ্রূ-মধ্যেতে তিল দেখি চিনিনু ইহারে॥
এত শুনি রাজমাতা আপনা পাশরে।
দময়ন্তী কোলে করি অশ্রুজল ঝরে॥
এতকাল অজ্ঞাত আছহ মম ঘরে।
কি কারণে পরিচয় না দিলা আমারে॥
তোমার জননী গো আমার সহোদরা।
সুদাম রাজার কন্যা ভগিনী আমরা॥
বীরবাহু মম পতি ভীম তব পিতা।
এ কারণে তুমি মম ভগিনী দুহিতা॥
শুনি দময়ন্তী তবে প্রণাম করিল।
বিনয় পূর্ব্বক তাঁরে কহিতে লাগিল॥
পিতৃ-মাতৃবিহীন যুগল শিশু আছে।
জনক জননী মম দুঃখ পাইতেছে॥
আজ্ঞা কর আমারে গো করিতে গমন
শুনি রাজমাতা আজ্ঞা দিলা সেইক্ষণ॥
দিব্য বস্ত্র অলঙ্কারে করিয়া সুবেশ।
দিব্যরথ দিয়া পাঠাইল নিজ দেশ॥
সুদেব ব্রাহ্মণ সঙ্গে চলিল তখন।
নানা দেশ ভ্রমি গেল পিতার ভবন॥
শুনিল ভীমের পত্নী আইল তনয়া।
উর্দ্ধমুখে ধায় রাণী মুক্ত কেশ হৈয়া॥
পিতা মাতা পুত্র কন্যা কৈল সম্ভাষণ।
একে একে মিলিল যতেক বন্ধুজন॥
ভোজন করিয়া ভৈমী করিল শয়ন।
একান্তে কহেন মায়ে করিয়া ক্রন্দন॥
জীয়ন্ত আছি হে আমি না করিহ মনে।
কেবল আছয়ে তনু নলের কারণে॥
নিশ্চয় নলের যদি না পাই উদ্দেশ।
অনলের মধ্যে আমি করিব প্রবেশ॥
এত শুনি মহাদেবী রাজস্থানে গিয়া।
কন্যার যতেক কথা কহিল কান্দিয়া॥
নলের বিচ্ছেদে কন্যা প্রাণ না রাখিবে।
কন্যার বিচ্ছেদে মম প্রাণ কিসে রবে॥
এত শুনি নরপতি আনি দ্বিজগণে।
চতুর্দ্দিকে পাঠাইল নল অন্বেষণে॥
সব দ্বিজগণে তবে বৈদর্ভী ডাকিল।
সবাকারে এইরূপে বচন বলিল॥
একাকী নির্জ্জনে লৈয়া চিরি অর্দ্ধ সাড়ী
কোন্ দোষে ছাড়ি গেলা অনুরক্তা নারী॥
যেই দেশে যেই গ্রামে করিল পয়ান
সেই কথা জিজ্ঞাসহ সবে সেই স্থান॥
ইহার উত্তর যদি দেয় কোনজন।
দ্রুত আসি আমারে কহিবা সেইক্ষণ॥

ইহার সংবাদ মোরে যেই আসি দিবে ।
নিশ্চয় জানিও সেই ভৈমীকে কিনিবে ॥

দময়ন্তীর পুনঃ স্বয়ম্বর শ্রবণে ঋতুপর্ণ রাজার বিদর্ভদেশে গমন এবং নলের দেহ হইতে কলি ত্যাগ।

তবে বহুদিনেতে পর্ণাদ নামধর ।
দময়ন্তী নিকটে কহিল দ্বিজবর ॥
ভ্রমিলাম বহুরাজ্য কত লব নাম ।
ঋতুপর্ণ নামে রাজা অযোধ্যায় ধাম ॥
যেমত বলিলা তুমি শুনাইনু তায় ।
না করিল প্রত্যুত্তর ঋতুপর্ণ রায় ॥
সভায় বসিয়া রাজা করিল শ্রবণ ।
শুনিয়া না কৈল কিছু রাজমন্ত্রিগণ ॥
বাহুক নামেতে এক রাজার সারথি ।
বিনা অগ্নি করে পাক বিকৃতি আকৃতি ॥
শুনিয়া সে মুহুর্মুহু করিল ক্রন্দন ।
কুশল তোমার জিজ্ঞাসিল পুনঃ পুনঃ ॥
পশ্চাতে আমারে সেই করিল উত্তর ।
"কুলস্ত্রীর ধর্ম্ম এই শুন দ্বিজবর ॥
সতী সাধ্বী পতিব্রতা নারী বলি তারে ।
কদাচ পতির দোষ প্রকাশ না করে ॥
মূর্খ কিবা ধনহীন হয় যদি পতি ।
অধর্ম্ম অসৎকর্ম্ম করে নিতি নিতি ॥
সতী নারী পতিদোষ কখন না ধরে ।
সে দোষ ঢাকিয়া পুনঃ গুণ ব্যক্ত করে ॥"
শুনি তার বাক্য আইলাম শীঘ্রগতি ।
করহ উপায় যেই মনে লয় মতি ॥
এত শুনি দময়ন্তী অশ্রুপূর্ণমুখী ।
কহিল সকল কথা জননীরে ডাকি ॥
শুন গো জননি মম হিত যদি চাও ।
সুদেবেরে একবার অযোধ্যা পাঠাও ॥
পর্ণাদেরে কহে দিয়া বহু রত্ন গ্রাম ।
নিজ গৃহে দ্বিজ গিয়া করহ বিশ্রাম ॥
যে করিলে তুমি তাহা কেহ নাহি করে ।
নল এলে যাহা বাঞ্ছা দিব তা তোমারে ॥
প্রণাম করিয়া দ্বিজে বিদায় করিল ।
সুদেব ব্রাহ্মণে ডাকি বৈদর্ভী বলিল ॥
যাও বিপ্র অযোধ্যা নগরে একবার ।
অসময়ে আমার করহ উপকার ॥
এই পত্র দাও গিয়া ঋতুপর্ণ প্রতি ।
বিশেষিয়া রাজারে করাও অবগতি ॥
দময়ন্তী ইচ্ছিল দ্বিতীয় স্বয়ম্বর ।
যতেক নৃপতি গেল বিদর্ভ-নগর ॥
বহুদিন হইল স্বয়ম্বরের আরম্ভ ।
যাহ যাহ দ্রুত যাহ না কর বিলম্ব ॥
যদি রাজা বলে তার স্বামী নল ছিল ।
ইহা তবে কহিবা না জানি কোথা গেল ॥
জীয়ে বা না জীয়ে নল না পাইল বার্ত্তা ।
সে কারণে বৈদর্ভী ইচ্ছিল অন্য ভর্ত্তা ॥
এত শুনি চলিল সুদেব দ্বিজবর ।
কতদিনে উপনীত অযোধ্যানগর ॥
কহিয়া ভৈমীর কথা পত্রখানি দিল ।
পত্র পেয়ে ঋতুপর্ণ বাহুকে ডাকিল ॥
অশ্বতত্ত্ব জান তুমি সর্ব্বলোকে জানে ।
বিদর্ভ যাইতে কি পারিবা রাত্রিদিনে ॥
আজি নিশা প্রভাতে উদয় তিমিরান্তে ।
ভীমপুত্রী ভৈমী বরিবেক অন্য কান্তে ॥
এত শুনি নল রাজা হইল বিস্মিত ।
দময়ন্তী করে হেন কর্ম্ম কদাচিত ॥
মুহূর্ত্তেক নিজ চিত্তে করিয়া ভাবনা ।
নিশ্চয় জানিলা এই মিথ্যা প্রবঞ্চনা ॥
কোন স্ত্রী এমন নাহি করে কোন দেশে ।
তনয় তনয়া দুই আছয়ে বিশেষে ॥
সতী সাধ্বী দময়ন্তী ভক্তি যে আমায় ।
আমার কারণ হেন করিছে উপায় ॥
অসৎকর্ম্ম দ্যূতে আমি পাশিলাম বনে ।
তেঁই আমি মন্দভাষ শুনিনু শ্রবণে ॥
মিথ্যা কথা ঋতুপর্ণ সত্য করি জানে ।
সত্য কিম্বা মিথ্যা গিয়া জানিব সেখানে ॥
এত চিন্তি নরপতি করিল উত্তর ।
নিশাকালে লব রথ বিদর্ভ নগর ॥

এত শুনি কহে রাজা হইয়া উল্লাস।
প্রসাদ যে চাহ তুমি লও মম পাশ ॥
নল বলে কার্য্যসিদ্ধ করিয়া তোমার।
তবে রাজা মাগিব প্রসাদ আপনার ॥
এত বলি অশ্বশালে প্রবেশ করিল।
একে একে সকল তুরঙ্গ নিরখিল ॥
দেখিতে শরীর কৃশ সিন্ধুদেশী ঘোড়া।
বাছিয়া বাহির কৈল নল দুই ঘোড়া ॥
ঘোড়া দেখি ঋতুপর্ণ আরক্ত লোচন।
বাহুকের প্রতি বলে কঠিন বচন ॥
সহস্র সহস্র মম আছে অশ্বগণ।
পার্ব্বতীয় ঘোড়া সব পবন গমন ॥
তাহা ছাড়ি হীনশক্তি দুর্ব্বল আনিলে।
কেমনে বাহিবে পথ কিমতে বুঝিলে ॥
বাহুক বলিল যদি যাইবে রাজন।
আমার বচনে কর রথ আরোহণ ॥
ইহা ভিন্ন অন্য ঘোড়া না পারে যাইতে।
এত বলি চারি ঘোড়া যুড়িলেক রথে ॥
চালাইয়া দিল রথ বাহুক সারথি।
শূন্যেতে উঠিল ঘোড়া বায়ু সম গতি ॥
কোথায় রহিল রথ কোথা সৈন্যগণ।
বিস্ময় মানিয়া রাজা ভাবে মনে মন ॥
এই কি মাতলি যে সারথি পুরুহুত।
অশ্বিনীকুমার কিম্বা আপনি মরুত ॥
হেন শক্তি নাহি কার পৃথিবীমণ্ডলে।
মানুষের মধ্যে শক্তি ধরে রাজা নলে ॥
নল রাজা বিনা আর নহিবেক আন।
বায্য ধৈর্য্য ভাষা গুণ নলের সমান ॥
কেবল দেখিতে পাই কুৎসিত আকার।
ছদ্মবেশে হইয়াছে সারথি আমার ॥
হেনকালে নৃপতির পড়িল উত্তরী।
বাহুকে বলিল রথ রাখ অশ্ব ধরি ॥
উত্তরি লইতে রাজা পাছু পানে চায়।
বাহুক বলিল হেথা উত্তরী কোথায় ॥
পঞ্চ যোজনের পথ উত্তরী রহিল।
শুনি ঋতুপর্ণ রাজা বিস্ময় মানিল ॥
রাজা বলে বাহুক শুনহ মম বাণী।
আমি এক দ্রব্যসংখ্যা বিদ্যা ভাল জানি।
গণিতে সর্ব্বজ্ঞ নাহি আমার সমান।
এই বৃক্ষে পত্র ফল বুঝ পরিমাণ ॥
পঞ্চকোটি পত্র আছে দুই কোটি ফল।
এত শুনি বলিল নিষধ রাজা নল ॥
হেন বিদ্যা নাহি যাহা আমি নাহি জানি।
পরীক্ষিব তব বিদ্যা ফল পত্র গণি।
রাজা বলে চল শীঘ্র বিলম্ব না সয়।
নিকট হইল স্বয়ম্বরের সময় ॥
স্বয়ম্বর হইতে আসিব নিবর্ত্তিয়া।
তবে মম বিদ্যা তুমি বুঝিবে গণিয়া ॥
বাহুক বলিল যে কুণ্ডিন অল্প পথ।
না পোহাবে রজনী লইব আমি রথ ॥
মুহূর্ত্তেক রথ অশ্ব ধর নরবর।
ফল পত্র গণি আমি আসিব সত্বর ॥
এতেক বলিয়া গেল অশ্বত্থের তল।
গণিয়া বুঝিল যে হইল পত্র ফল ॥
বিস্ময় মানিয়া বলে নল নরপতি।
এই বিদ্যা আমারে বিতর নরপতি।
অশ্ব বিদ্যা মন্ত্র যদি শিখাও আমারে।
আমি এ গণনা বিদ্যা শিখাই তোমারে ॥
স্বীকার করিল নল করাইব শিক্ষা।
তবে ঋতুপর্ণ কাছে কৈল মন্ত্র দীক্ষা ॥
মহামন্ত্র দীক্ষা যদি করিলেক নল।
শরীরে আছিল কলি হইল বিকল ॥
একে কর্কটের বিষ জরজর দহে।
অধিক রাজার মন্ত্র কলি স্থির নহে ॥
সেইক্ষণে অঙ্গ হৈতে হইয়া বাহির।
মুখেতে গরল বহে কম্পিত শরীর ॥
কলি দেখি নরপতি ক্রোধে কম্পকায়।
হাতে খড়্গ করিলেন কাটিবারে তায় ॥
কৃতাঞ্জলি করি কলি বলে সবিনয়।
মোরে না করিবা নাশ শুন মহাশয় ॥
দময়ন্তী শাপে মম সদা পুড়ে অঙ্গ।
বিশেষ দংশিল মোরে কর্কট ভুজঙ্গ ॥

আমারে না মার তব হইবেক কাজ।
এক কীর্ত্তি দিব বহু পৃথিবীর মাঝ॥
সেইজন তব কীর্ত্তি করিবে ঘোষণ।
তাহারে আমার বাধা নাহি কদাচন॥
কর্কোটক ঋতুপর্ণ দময়ন্তী নল।
নাম নিলে নাহি আমি যাব সেই স্থল॥

ঋতুপর্ণ রাজার সহিত নলের বিদর্ভদেশে আগমন।

রথ চালাইয়া দিল নিষধ ঈশ্বর।
দিনশেষে পাইল সে বিদর্ভ নগর॥
আকাশে আইসে রথ মেঘের গর্জ্জনে।
মেঘ অনুমানে নৃত্য করে শিখিগণে॥
বিদর্ভের লোক সব একদৃষ্টে চায়।
রথশব্দ শুনি ভৈমী উল্লাস হৃদয়॥
অতি শীঘ্র দময়ন্তী প্রসাদে চড়িয়া।
গবাক্ষ দ্বারেতে রথ চাহে নিরখিয়া॥
রথ হৈতে নামে তবে ইক্ষ্বাকুনন্দন।
সম্মুখে ভীম নরপতি করিলা গমন॥
না দেখিয়া স্বয়ম্বর বিস্ময় হইয়া।
কি কর্ম্ম করিনু আমি হেথায় আসিয়া॥
ঋতুপর্ণ রাজা দেখি ভীম নরপতি।
বসিতে আসন তাঁরে দিল মহামতি॥
ভীম রাজা বলে শুন অযোধ্যার নাথ।
হেথা আগমন কেন হৈল অকস্মাৎ॥
শুনিয়া ভূপতি মনে মানিল বিস্ময়।
মিথ্যা স্বয়ম্বর হেন জানিল নিশ্চয়॥
ভীম রাজা বলিলেন কি ভাগ্য আমার।
সে কারণে তোমার হেথায় অগ্রসার॥
শ্রমযুক্ত আছ আজি থাক মম বাস।
এত বলি দিল এক অপূর্ব্ব আবাস॥
আবাস ভিতরে উত্তরিল নরপতি।
অশ্বশালে উত্তরিল বাহুক সারথি॥
অশ্বগণে পরিচর্য্যা করিয়া বান্ধিল।
প্রাসাদ উপরে থাকি বৈদর্ভী দেখিল॥
ঋতুপর্ণ রাজা আর সারথি তাঁহার।
নলরাজা না দেখি যে কেমন বিচার॥

এত ভাবি পাঠাইল কেশিনী দূতীরে।
যাও শীঘ্র কেশিনী জিজ্ঞাস সারথিরে॥
দেখিয়া উহার মুখ হৃষ্ট মম মন।
শীঘ্র আসি কহ ইহা বুঝিয়া কারণ॥
এত শুনি কেশিনী চলিল শীঘ্রগতি।
মধুর বচনে কহে সারথির প্রতি॥
রাজকন্যা দময়ন্তী পাঠাইল হেথা।
কে তুমি আইলে হেথা জিজ্ঞাসিতে কথা॥
বাহুক বলিল মম অযোধ্যায় স্থিতি।
ঋতুপর্ণ নৃপতির রথের সারথি॥
হেথা হৈতে গিয়াছিল এক দ্বিজবর।
শুনিলেন ভৈমীর দ্বিতীয় স্বয়ম্বর॥
এত শুনি কেশিনী বাহুক প্রতি কয়।
তুমি যদি সারথি ভূপতি কোথা রয়॥
অর্দ্ধবাসা একাকিনী রাখি ঘোর বনে।
অনুরক্তা নারী ছাড়ি গেলেন কেমনে॥
সেই বস্ত্র পরিয়া আছেন অদ্যাপি।
নাহি রুচে অন্নজল পুণ্যশ্লোকে জপি॥
এত শুনি ব্যথিত হইল রাজা নল।
বারিধারা নয়নেতে বহে অশ্রুজল॥
রাজা বলিলেন সেই কুলবতী নারী।
স্বামীর বিশ্বাস কথা রাখে গুপ্ত করি॥
আপন মরণ বাঞ্ছে স্বামীর কারণ।
তথাপি স্বামীর নিন্দা না করে কখন॥
বিবস্ত্রা হইয়া সেই পশিল কানন।
অল্পভাগ্য নহে তার পাইল জীবন॥
হেনজনে ক্রোধ করিবার যোগ্য নয়।
রাজ্যভ্রষ্ট জ্ঞানভ্রষ্ট প্রাণমাত্র রয়॥
এত বলি শোকাকুল কান্দে নরপতি।
কেশিনী সকল জানাইল ভৈমী প্রতি॥
ভৈমী বলিলেন এই নহে অন্যজন।
পুনরপি যাও তুমি বুঝহ লক্ষণ॥
কি আচার কি বিচার কোন্ কর্ম্ম করে।
বুঝিয়া আমারে আসি কহিবে সত্বরে॥
আজ্ঞা পেয়ে দাসী তবে করিল গমন।
দেখিয়া সকল কর্ম্ম আইল তখন॥

কেশিনী বলিল শুন রাজার নন্দিনী।
বাহুকের যত কর্ম্ম দেবমধ্যে গণি ॥
রন্ধন সামগ্রী যত ঋতুপর্ণ নৃপে।
মাংস আদি পাঠাইয়া দিল তব বাপে ॥
শূন্য কুম্ভে কিঞ্চিত করিল দৃষ্টিপাত।
পূর্ণকুম্ভ তখনি হইল অকস্মাৎ ॥
সেই জলে সব দ্রব্যজাত প্রক্ষালিল।
তৃণ কাষ্ঠ ছিল কিন্তু অনল না ছিল ॥
তৃণমুষ্টি হস্তে করি কাষ্ঠ মধ্যে দিল।
দৃষ্টিমাত্র তৃণকাষ্ঠ আপনি জ্বলিল ॥
ক্ষণমাত্রে সর্ব্বদ্রব্য করিল রন্ধন।
ভৈমী বলে আর কেন বুঝেছি কারণ ॥
কেশিনী এখনি তুমি যাও আরবার।
ব্যঞ্জন আনহ কিছু রন্ধন তাহার ॥
কেশিনী মাগিল গিয়া বাহুকে ব্যঞ্জন।
দময়ন্তী স্থানে গিয়া দিল সেইক্ষণ ॥
খাইয়া ব্যঞ্জন ভৈমী হরষিত মন।
নিশ্চয় জানিল এই নলের রন্ধন ॥
তবে পুত্র কন্যা দিল কেশিনী সংহতি।
কি বলে বুঝিয়া তুমি আইস শীঘ্রগতি ॥
কেশিনীর সঙ্গে দেখি নন্দন-নন্দিনী।
শীঘ্রগতি উঠি কোলে করে নৃপমণি ॥
দোঁহা মুখ দেখি রাজা কান্দে উচ্চৈঃস্বরে।
পুনঃ পুনঃ চুম্ব দিয়া আলিঙ্গন করে ॥
কতক্ষণে কেশিনীরে বলিল বচন।
দুই শিশু দেখি মম স্থির নহে মন ॥
এইমত কন্যা পুত্র আছে যে আমার।
বহুদিন দেখা নাহি সঙ্গে দোঁহাকার ॥
সেই অনুতাপ চিত্তে হইল রোদন।
অপত্য-বিচ্ছেদ-তাপ নহে সম্বরণ ॥
পাছে কেহ দেখিয়া কহিবে কোন কথা।
ল'য়ে যাও দুই শিশু কার্য্য নাহি হেথা ॥
এতেক শুনিয়া তবে কেশিনী চলিল।
যতেক প্রস্তাব গিয়া ভৈমীরে কহিল ॥
শুনিয়া বৈদর্ভী ব্যগ্র হইল দর্শনে।
দ্রুত গিয়া জানাইল জননীর স্থানে ॥
আজ্ঞা যদি কর যাই নলে দেখিবারে।
শুনিয়া বৃত্তান্ত রাণী আজ্ঞা দিল তারে ॥
তনয় তনয়া সঙ্গে করিয়া কামিনী।
পতি দরশনে যায় মরালগামিনী ॥

নলের সহিত দময়ন্তীর মিলন।

অশ্বশালে গিয়া ভৈমী,নিকটে দেখিয়া স্বা[মী]
জটিল মলিন জীর্ণবাস।
দুঃখানলে অঙ্গ দহে, চক্ষে অশ্রুজল ব[হে]
সকরুণে কহে মৃদুভাষ ॥
হেদে রে বাহুকনাম, এবা দেখি কোন ঠা[ম]
ধার্ম্মিক পুরুষ একজন।
ক্ষুধাতৃষ্ণাপরিশ্রমে,স্ত্রী কোলে আছিল ঘু[মে]
একা ছাড়ি পলাইল বন ॥
বিনা নল পুণ্যশ্লোক, পৃথিবীর অন্য লো[ক]
কে করিল কহ নাম ধরি।
সদাকাল অনুব্রতা, বিশেষ পুত্রের মাত[া],
কোন দোষে নহে দোষকারী ॥
যমাগ্নি বরুণ ইন্দ্র, ত্যজিয়া অমরবৃন্দ,
করিল বরণ যেই জনে।
সদা বাঞ্ছা অনুবর্ত্তী, কি হেতু এমন বৃ[ত্তি],
ত্যাগ করি নির্জ্জন কাননে ॥
সভায় করিলে সত্য, রাখিব তোমায় নিত্য,
করিয়া প্রাণের পরাৎপর।
নল হেন সত্যবাদী, এমন করিল যদি,
আর কি করিবে অন্য নর ॥
দময়ন্তী-বাক্য শুনি, লাজে কহে নৃপমণি,
পাইলে কে ছাড়ে হেন রামা।
রাজ্যভ্রষ্ট লক্ষ্মীভ্রষ্ট, করিলেক যেই দুষ্ট,
বিচ্ছেদ করায় তোমা আমা ॥
তোমারে ছাড়িয়া বনে, হের দেখ বরাননে,
অস্থিচর্ম্ম প্রাণমাত্র জাগে।
ইহা না ভাবিয়া চিতে,দেখিলা আমারে জীতে
না বুঝিয়া মম অনুযোগে ॥
কলিছাড়ি গেলআমা, তেঁই দেখিলাম তোমা,
ক্রোধ সম্বরহ শশীমুখী।

যেই নারী পতিব্রতা, না ধরে স্বামীর কথা,
স্বামীদোষ নয়নে না দেখি ॥
আর শুনিলাম বার্ত্তা, করিবে কি অন্য ভর্ত্তা,
কহিলা তোমারে দ্বিজবর ।
রাজ্যেরাজ্যে দূতগেল, সর্ব্বলোকে বার্ত্তাদিল
ভৈমীর দ্বিতীয় স্বয়ম্বর ॥
কোশলে শুনিয়া কথা, তেঁই আইলাম হেথা,
কারে বর দেখিব নয়নে ।
এমন কুৎসিত কর্ম্ম, রাজকুলে ল'য়ে জন্ম,
কহ করিয়াছে কোন্ জনে ॥
শুনিয়া স্বামীর বাণী, করিয়া যুগল পাণি,
নিতম্বিনী কহে সবিনয় ।
তব হেতু মহারাজ, ত্যজিলাম কুললাজ,
ত্যজিলাম গুরুজন-ভয় ॥
পূর্ব্বে তব অন্বেষণে, পাঠাইনু দ্বিজগণে,
পর্ণাদ কহিল সমাচার ।
তেঁই এ উপায় করি, পাঠাই অযোধ্যাপুরী,
কোন স্থানে নাহি যাই আর ॥
কর্ত্তব্য বচন মনে, তোমা বিনা অন্যজনে,
নাহি চাহি নয়নের কোণে ।
যদি কর পাপজ্ঞান, তোমার সাক্ষাতে প্রাণ,
বাহির হউক এইক্ষণে ॥
চন্দ্রসূর্য্য বায়ু সাক্ষী, এখনি বলিবে ডাকি,
যদি আমি হই পতিব্রতা ।
ভৈমী বলে উচ্চৈঃস্বরে, পুষ্পবৃষ্টি দেবেকরে,
ডাকি বলে পবন দেবতা ॥
ত্যজ রাজা মনস্তাপ, বৈদভির নাহি পাপ,
স্বধর্ম্মেতে হৈয়াছে রক্ষিতা ।
যাবৎ গিয়াছ তুমি, রক্ষা করিয়াছি আমি,
তোমা হেতু কেবল চিন্তিতা ॥
অকস্মাৎ এই বাণী, শুনিয়া দুন্দুভিধ্বনি,
গগনে হইল আচম্বিত ।
দেখি মনে হৈল শান্তি, খণ্ডিল নলের ভ্রান্তি,
ভৈমীর বুঝিয়া ধর্ম্মমত ॥
ধরিয়া যুগল করে, বসাইল উরুপরে,
আশ্বাস করিয়া মৃদুভাষে ।
কমলাকান্তের সুত, সুজনের মনঃপূত,
বিরচিল কাশীরাম দাসে ॥

ঋতুপর্ণ রাজার স্বদেশগমন ও নলের পুনর্ব্বার রাজ্যপ্রাপ্তি ।

পরে কর্কট-দত্ত বসন পরিয়া ।
নিজ পূর্ব্বরূপ নাগে লভিল স্মরিয়া ॥
দেখা চারি বৎসরে হইল দোঁহাকার ।
পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন পুনঃ শিষ্টাচার ॥
দোঁহে দোঁহাকার দুঃখ কহিল সকল ।
প্রভাতে উভয়ে ভীম নৃপেরে ভেটিল ॥
জামাতা দেখিয়া রাজা আনন্দ অপার ।
অলিঙ্গিয়া বলিলেন সকলি তোমার ॥
ঋতুপর্ণ শুনিল এ সব সমাচার ।
জানিল যে নল রাজা বাহুক আমার ॥
দময়ন্তী প্রত্যাশা ছাড়িল নরবর ।
দ্রুতগতি গেল যথা নিষধ ঈশ্বর ॥
ঋতুপর্ণ বলে ভাগ্য আছিল আমার ।
তেঁই সে হইল এ মিলন দোঁহাকার ॥
অজ্ঞাতের দোষ যত ক্ষমিবা আমারে ।
শুনিয়া নিষধ রাজা বলিল তাহারে ॥
কখনও দোষী তুমি নহ মম স্থানে ।
কখনও আমার ক্রোধ নহি হয় মনে ॥
ত্রাসিত কলির ত্রাসে বড় দুঃখ পেয়ে ।
ছিলাম তোমার পাশে আনন্দিত হ'য়ে ॥
তোমার আশ্রমে থাকি বিপদ সময় ।
সুখেতে ছিলাম যেন আপন আলয় ॥
বিপদ সময় রাজা যারে যেই রাখে ।
ধর্ম্মেতে বাড়য়ে সেই ধন্য বাখে তাকে ॥
অতএব শুন রায় করি নিবেদন ।
এমন বিপদে স্থান দেয় কোন্ জন ॥
হইলে পরম সখা অধিক কি বলিব ।
গাহিব তোমার গুণ যত কাল জীব ॥
যাও সখা নিজ রাজ্যে করহ গমন ।
এত বলি উভয়ে করিল আলিঙ্গন ॥

সারথি করিয়া আর কোশলের রায়।
আপনার রাজ্যে গেল লইয়া বিদায়॥
তবে নল নরপতি শ্বশুরে কহিয়া।
নিষধ রাজ্যেতে গেল কত সৈন্য লৈয়া॥
নিজ রাজ্যে আইলেন নল নরপতি।
পুষ্কর নিকটে যান অতি শীঘ্রগতি॥
পুষ্করে বলিল তোরে রাজ্য দিয়া।
অরণ্যে গেলাম আমি দেবনে হারিয়া॥
পুনঃ তব সহিত খেলিব একবার।
আপনার আত্মা পণ করিব এবার॥
জিনিলে তোমার আত্মা হইবে আমার।
হারিলে আমার আত্মা হইবে তোমার।
দূত্যক্রীড়া করহ আনহ পাশাসারি।
নহিলে উঠহ শীঘ্র ধনুঃশর ধরি॥
নলের বচন শুনি পুষ্কর হাসিয়া।
বলে বড় ভাগ্য মানি তোমারে দেখিয়া॥
দময়ন্তী সহ তুমি প্রবেশিলে বনে।
এই তাপ অনুক্ষণ জাগে মম মনে॥
দময়ন্তী দেবনে না কৈলা রাজা পণ।
আমার বাঞ্ছিত বিধি করিল ঘটন॥
এত বলি পুষ্কর আনিল পাশাসারি।
দুই জনে বসিল আপন পণ করি॥
জিনিলা নৃপতি নল হারিলা পুষ্কর।
পুষ্কর ভাবিল মনে জীবন দুষ্কর॥
হারিয়া নলের হাতে উড়িল জীবন।
পুষ্কর কম্পিত তনু সজল নয়ন॥
ধার্ম্মিক অধর্ম্ম ভীরু দয়ার সাগর।
অনুজে চাহিয়া তবে বলে নৃপবর॥
না ভাবিও পুষ্কর নাহিক তব দোষ।
যতেক করিলা তাহে নাহি করি রোষ॥
কলিতে করিল সব দৈব নিবন্ধন।
পূর্ব্বমত নির্ভয়ে থাকহ হৃষ্টমন॥
এত শুনি করপুটে বলিছে পুষ্কর।
তব কীর্ত্তি ঘুষিবেক দেব-দৈত্য নর॥
বহু দোষে দোষী আমি ক্ষমিলা আমারে।
তোমার সদৃশ ক্ষমী নাহি চরাচরে॥
এত বলি প্রণমিয়া পড়িল ধরণী।
আশ্বাস করিল তারে নল নৃপমণি॥
পাত্র মিত্রগণ আর নগরের প্রজা।
সর্ব্বলোকে আনন্দিত নল হৈল রাজা॥
দ্বিজগণে পাঠাইয়া বৈদর্ভী আনিল।
দীর্ঘকাল মহাসুখে রাজত্ব করিল॥
কত দিনে নরপতি চিন্তি মনে মন।
ইন্দ্রসেনে রাজ্যভার করিল অর্পণ॥
নিজ পুত্রে করি রাজা নল নরপতি।
স্বর্গলোকে গেল রাজা মহিষী সংহতি॥
বৃহদশ্ব বলে রাজা শুনিলা সকল।
তোমার অধিক দুঃখ পেয়েছিল নল॥
সম্পদ কাহার কভু নাহি রহে চির।
ক্ষণমাত্র রহে যেন জোয়ারের নীর॥
পরমার্থ চিন্তা রাজা কর অনুক্ষণ।
দুঃখ সুখ হয় সব কর্ম্ম নিবন্ধন॥
নলের চরিত্র আর কলির শাসন।
এক মন হইয়া শুনিবে যেইজন॥
খণ্ডয়ে বিপদ ভয় স্ববাঞ্ছিত পায়।
বংশবৃদ্ধি হয় তার সুখে কাল যায়॥
কদাচ কলির বাধা নাহি হয় তারে।
যতেক সঙ্কট ভয় তাহা হৈতে তরে॥
তব দুঃখ নৃপতি খণ্ডিবে অল্প দিনে।
এত বলি অক্ষবিদ্যা দিলেন রাজনে॥
সভা সম্ভাষিয়া মুনি করিল গমন।
প্রণাম করেন তাঁরে ধর্ম্মের নন্দন॥
কাম্যবনে ধর্ম্মপুত্র চারি সহোদর।
অর্জ্জুন বিচ্ছেদে সদা কাতর অন্তর॥
পুণ্যকথা ভারতের শুনে পুণ্যবান।
পৃথিবীতে সুখ নাহি ইহার সমান॥
হরির ভাবনা বিনা অন্য নাহি মন।
সদাকাল হয় তার গোলোকে গমন॥

অর্জ্জুনের বিরহে পাণ্ডবগণের শোক।

জনমেজয় বলেন কহ মুনিরাজ।
পার্থ বিনা কেমনেতে রহে পাণ্ডুরাজ॥

মুনি বলে পাণ্ডুপুত্র অর্জ্জুন বিহনে।
বৎস হারা গাভীমত কাঁদে নিশিদিনে॥
বিনা বিষ্ণু নাহি শোভে যথা সুরগণ।
কুবেরে বিহনে যথা চিত্ররথ বন॥
কাম্যবনে ধর্ম্মপুত্র চারি সহোদর।
অর্জ্জুন বিচ্ছেদে রহে কাতর অন্তর॥
দ্রৌপদী কান্দিয়া বলে ধর্ম্মের গোচর।
পার্থে না দেখিয়া স্থির না হয় অন্তর॥
কাতর অন্তরে তবে বলে বৃকোদর।
শোকানলে মম প্রাণ জ্বলে নিরন্তর॥
সর্ব্ব শূন্য দেখি আমি অর্জ্জুন বিহনে।
দশদিক অন্ধকার দেখি রাত্রি দিনে॥
অনন্তর নকুল বলেন সকরুণ।
দেবাসুরে নাহি তুল্য অর্জ্জুনের গুণ॥
অর্জ্জুন বিহনে সুখ না দেখি কোথায়।
আহার বিহার আদি লাগে কটু প্রায়॥
কহে সহদেব কাঁদি নৃপের গোচরে।
ধৈর্য্য ধরিতে নারি না হেরি পার্থেরে॥
হেনমতে রোদন করয়ে ভ্রাতৃগণ।
শোকাকুল অধোমুখ ধর্ম্মের নন্দন॥

নারদের স্থানে যুধিষ্ঠিরের তীর্থফলের [illegible] শ্রবণ

কাম্যবনে নারদ করেন আগমন।
আশীর্ব্বাদ করি বৈসে মহা তপোধন॥
নারদেরে যুধিষ্ঠির করেন বিনয়।
কহ মুনিবর মম খণ্ডুক বিস্ময়॥
তীর্থস্নান করি ক্ষিতি প্রদক্ষিণ করে।
কোন্ ফল লভে নর তাহা কহ মোরে॥
নারদ কহেন পূর্ব্বে ভীষ্ম সত্যব্রত।
পৌলস্ত্যের স্থানে জিজ্ঞাসিল এইমত॥
পৌলস্ত্য কহিল যাহা তব পিতামহে।
সে সকল কহি শুন অন্যমত নহে॥
যার হস্ত পদ মন সদা পরিষ্কৃত।
বিদ্যা কীর্ত্তি তপস্যাতে যেই হয় রত॥
প্রতিগ্রহ নাহি করে সর্ব্বদা সানন্দ।
অহঙ্কার নাহি যার নহে ক্রোধে অন্ধ॥
অল্পাহারী জিতেন্দ্রিয় সত্য ব্রতাচার।
আত্মতুল্য সর্ব্বপ্রাণী দৃষ্টিতে যাহার॥
ঈদৃশ হইলে সেই তীর্থফল পায়।
পদে পদে যজ্ঞফল ত্যজি তীর্থে যায়॥
দরিদ্রের শক্য নাহি হয় যজ্ঞকর্ম্ম।
যজ্ঞের বিশেষ তীর্থস্নানে পায় ধর্ম্ম॥
দৃঢ়ভক্তি করি রাত্রে তীর্থে যদি থাকে।
সর্ব্বযজ্ঞফল পায় যায় ইন্দ্রলোকে॥
পুষ্কর নামেতে তীর্থে যদি করে স্নান।
সর্ব্বপাপে মুক্ত সেই দেবতা সমান॥
একগুণ দানে কোটিগুণ ফল লভে।
অমর কিন্নর দৈত্য সেই তীর্থে সেবে॥
দশকোটি তীর্থ আছে পৃথিবী ভিতর।
নৈমিষ কানন পর চম্পানদীবর॥
তদন্তরে দ্বারাবতী যায় সেইজন।
দশকোটি যজ্ঞফল পায় সেইজন॥
তদন্তরে যায় সিন্ধু সাগর সঙ্গম।
তাহে স্নানে কোনকালে নাহি দণ্ডে যম॥
সঙ্কর্ষণ ঈশ্বর করিয়া দরশন।
দশ অশ্বমেধ ফল পায় সেইজন॥
কামাখ্যা নামেতে তীর্থে যদি করে স্নান।
সিদ্ধপদ পায় আর লভে দিব্যজ্ঞান॥
তদন্তরে কুরুক্ষেত্রে যায় সেই জন।
যাহার নামেতে সর্ব্বপাপ বিমোচন॥
স্নানে ব্রহ্মলোকে যায় নাহিক সংশয়।
সরস্বতী স্নানেতে নিষ্পাপ অঙ্গ হয়॥
গোকর্ণে করিয়া স্নান দেখে নারায়ণ।
সদাকাল নিবসয়ে বৈকুণ্ঠ ভুবন॥
বারাহ নামে তীর্থ যথা ছিলেন বরাহ।
স্নান কৈলে নর হয় পাপশূন্য দেহ॥
রামঋষি নামে মহা তীর্থ গুণধর।
যাহাতে করিলে স্নান হয় পুণ্যবর॥
পূর্ব্বেতে পরশুরাম মারি ক্ষত্রগণ।
ক্ষত্রিয়-রক্তেতে সেই করিল তর্পণ॥
তুষ্ট হ'য়ে পিতৃগণ নাচে নিরন্তর।
পুণ্যতীর্থ হউক বলিল ভৃগুবর॥

ইথে যে করিবে পিতৃলোকের তর্পণ।
ব্রহ্মলোকে বসিবে তাহার পিতৃগণ॥
কপিল নামেতে তীর্থ তাহার অন্তর।
সরযুর স্নানে সূর্য্যলোকে যায় নর॥
স্বর্গদ্বার আদি করি যত তীর্থ সার।
সপ্তঋষ্যাশ্রম মহা সরযু কেদার॥
গোদাবরী বৈতরণী নর্ম্মদা কাবেরী।
জাহ্নবী যমুনা জয়া সর্ব্বদাতা বারি॥
সর্ব্বযজ্ঞফল লভে তীর্থগণ স্নানে।
সর্ব্বপাপ ধৌত হয় বৈসে দেবাসনে॥
এত বলি চলিল নারদ তপোধন।
তীর্থযাত্রা ইচ্ছিলেন ধর্ম্মের নন্দন॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
কাহার শকতি ইহা বর্ণিবারে পারি॥
কহে কাশীদাস প্রভু নীলশৈলারূঢ়।
দক্ষিণে অনুজাগ্রজ সম্মুখে গরুড়॥

ক্ষেত্রতীর্থের মাহাত্ম্য

বামে সিন্ধুতনয়া নিকটে সুদর্শন
জলদ অঙ্গেতে শোভে তড়িত বসন॥
বদন নয়ন শোভা জগ মন ফাঁদ।
নির্ম্মল গগনে যেন শোভে পূর্ণচাঁদ॥
যে মুখ দেখিবামাত্র আঁখির নিমিষে।
সেইক্ষণে মুক্ত হয় জন্ম কর্ম্মপাশে॥
জন্মে জন্মে তপ ব্রত ক্লেশ করে কায়।
ক্ষিতি প্রদক্ষিণ করি সর্ব্বতীর্থে যায়॥
যাহাতে না পায় যজ্ঞ দানে সেবি দেবে।
নিমিষেক শ্রীমুখ দেখিয়া তাহা লভে॥
ব্রহ্মা শিব শচীপতি আদি দেবগণ।
নিত্য নিত্য আসে মুখ দর্শন কারণ॥
তাহা যে দেখয়ে লোক পশ্চাতে থাকিয়া।
বেত্রের প্রহারে লোক জর্জ্জর হইয়া॥
যাঁর অংশে অবতার হন পৃথিবীতে।
যুগে যুগে দুষ্ট নাশে শিষ্টেরে পালিতে॥
অজ ভব অগোচর যাঁহার মহিমা।
দেবগণ পুরাণে না পান যাঁর সীমা॥

ব্রহ্মাণ্ড ডুবায় ব্রহ্ম প্রলয়ের কালে।
সপ্তকল্পজীবী মুনি ভাসে সিন্ধুজলে।
বিশ্রাম পাইলে মুনি প্রভুর নিকটে।
সেই হৈতে রহিল আপনি বৃক্ষবটে॥
কে বর্ণিতে পারে মার্কণ্ডেয় হ্রদগুণ।
যার জলে স্নানে ভূমে জন্ম নহে পুনঃ॥
দক্ষিণেতে শ্বেতগঙ্গা মাধব সমীপে।
যাহে স্নানে স্বর্গে নর বৈসে দেবরূপে॥
রোহিণী কুণ্ডের গুণ কি বর্ণিতে পারি।
তৃষ্ণায় পীড়িত হ'য়ে পীয়ে যার বারি॥
গরুড় অরুণ কাক বৈকুণ্ঠেতে গেল।
সেই হৈতে জন্মক্ষেত্রে পথ ত্যাগ কৈল॥
কোটি কোটি তীর্থ লৈয়া যথা মহানদী।
নানা শব্দ বাদ্যে প্রভু সেবে নিরবধি॥
যার বায়ে সকল গায়ের পাপ খণ্ডে।
যার নাম শুনিলে এড়ায় যমদণ্ডে॥
সর্ব্বপাপ যায় ফল হয় দরশনে।
সদাকাল বৈসে স্বর্গে সহ দেবগণে॥
সমুদ্রে করিয়া স্নান যদি পূজা দেখে।
চতুর্ভুজ হ'য়ে বৈসে ইন্দ্রের সম্মুখে॥
ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে যদি করে স্নান।
পুনর্জন্ম নহে তার দেবতা সমান॥
অশ্বমেধ দান যত করিল ভূপতি।
কোটি কোটি ধেনুক্ষুরে ক্ষুণ্ণা বসুমতী॥
গোমূত্র ফেণায় ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোজন্ম।
যাহে স্নানে খণ্ডে কোটি জন্মের অধর্ম্ম॥
এই পঞ্চ তীর্থ নীলশৈল মধ্যে বৈসে।
পাপ লেশ নাহি থাকে তাহার পরশে॥
ভাগ্যবন্ত লোক যেই সদা করে স্নান।
কাশীদাস তার পদে করয়ে প্রণাম॥

ইন্দ্রাদেশে লোমশ মুনির কাম্যক বনে আগমন।

মুনি বলে শুন পরীক্ষিত বংশধর।
কাম্যবনে নিবসয়ে চারি সহোদর॥
হেনকালে আইল লোমশ মুনিবর।
দীপ্তিমান তেজ যেন দীপ্ত বৈশ্বানর॥

মুনি দেখি যুধিষ্ঠির সহ ভ্রাতৃগণ।
দিলেন প্রণাম করি বসিতে আসন ॥
জিজ্ঞাসেন কি হেতু আইলা মুনিবর।
আশীষ করিয়া মুনি করিল উত্তর ॥
ছন্দ অনুসারে আমি করি পর্য্যটন।
একদিন সুরপুরে করিনু গমন ॥
দেখিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিলাম মনে।
ইন্দ্রসহ অর্জ্জুন বসেছে একাসনে ॥
আমারে কহিল তবে সহস্রলোচন।
যুধিষ্ঠির স্থানে তুমি করহ গমন ॥
কহিবা সংবাদ এই তাহার গোচরে।
কুশলে নিবসে পার্থ অমরনগরে ॥
দেবকার্য্য সাধি অস্ত্রপারগ হইলে।
আসিবেন ধনঞ্জয় কতদিন গেলে ॥
ভ্রাতৃগণ সহ তুমি তীর্থে কর স্নান।
তপ আচরণ কর দ্বিজে দেহ দান ॥
কিন্তু আমি কর্ণেরে যে ভালমতে জানি।
অর্জ্জুনের ষোল অংশে তারে নাহি গণি ॥
তার ভয় অন্তরে যে আছে ধর্ম্মরায়।
তাহা ত্যজ ধর্ম্ম তার করিবে উপায় ॥
তব ভ্রাতা পার্থ যে কহিল সমাচার।
নিবেদন করি শুন কুন্তীর কুমার ॥
হিমালয়ে হৈমবতী করিয়া সেবন।
সুরাসুর অগোচর পাইয়াছে ধন ॥
সমুদ্র মথনে যেই অস্ত্র উপজিল।
মন্ত্রসহ পাশুপত পশুপতি দিল ॥
যে অস্ত্র থাকিলে হস্তে ত্রৈলোক্য অজিত।
হেন অস্ত্র দিল যম হ'য়ে হরষিত ॥
কুবের বরুণ যম দিল অস্ত্রগণ।
সম্প্রতি আছয়ে সুখে ইন্দ্রের ভবন ॥
নৃত্য গীত বিশ্ববসুতনয়া শিখায়।
তার হেতু তাপ না ভাবিও সর্ব্বদায় ॥
আমারে বলিল পুনঃ বিনয় বচন।
আপনি থাকিয়া তীর্থ করাবে ভ্রমণ ॥
তীর্থে নিবসয়ে দৈত্য দানব দুর্জ্জন।
তুমি রক্ষা করিবা আমার ভ্রাতৃগণ ॥
রাখিল দধীচি যেন দেব পুরন্দরে।
অঙ্গিরা রাখিল যেন দেব দিবাকরে ॥
ইন্দ্রের বচনে তব অনুজ সম্মতি।
তীর্থস্থানে নরপতি চল শীঘ্রগতি ॥
দুইবার দেখিয়াছি তীর্থ আছে যথা।
তব সহ যাইব তৃতীয়বার তথা ॥
বিষম সঙ্কট স্থানে আছে তীর্থগণ।
বিনা সব্যসাচী যেতে নারে অন্যজন ॥
তুমিও যাইতে পার রাজধর্ম্মবলে।
পরাক্রম বিশেষ অনুজগণ মিলে ॥
হইবে বিপুল ধর্ম্ম অধর্ম্মের ক্ষয়।
নিজ রাজ্য পাইবে হইবে শত্রুজয়।
লোমশের বচন শুনিয়া যুধিষ্ঠির।
আনন্দেতে পুলকিত হইল শরীর ॥
চারি ভাই কৃষ্ণা সহ করিল স্বীকার।
মুনিগণ চরণে করেন নমস্কার ॥
অভেদ্য কবচ সবে অঙ্গেতে পরিল।
দ্রৌপদী সহিত রাজা রথে আরোহিল ॥
মার্গশীর্ষ মাস শেষ পূর্ব্বমুখে গতি।
তীর্থযাত্রা করিলেন পাণ্ডব সুকৃতী ॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পরলোকে তরি ॥

যুধিষ্ঠিরের তীর্থযাত্রা ও অগস্ত্যোপাখ্যান।

চলিলেন ধর্ম্মরাজ সহ মুনিগণে।
কতদিনে উপনীত নৈমিষ কাননে ॥
গোমতীতে স্নান করি, করি বহুদান।
তথা হৈতে পরতীর্থে করেন পয়ান ॥
যেস্থানে প্রয়াগতীর্থে যমুনা সঙ্গম।
কতদিনে উপনীত অগস্ত্য আশ্রম ॥
লোমশ কহিল তবে পূর্ব্ব বিবরণ।
দৈত্য মারি আশ্রম করিল তপোধন ॥
স্বচ্ছন্দে সকল পৃথিবী করিল ভ্রমণ।
একদিন শুন রাজা তার বিবরণ ॥
একদিন এক গর্ত্তে দেখে মুনিরাজ।
পিতৃগণ অধোমুখে আছে তার মাঝ ॥

দেখিয়া হইল শঙ্কা জিজ্ঞাসে সবারে।
কি হেতু পড়িলে সবে গর্ত্তের ভিতরে॥
সবে বলে না করিনু বংশের উৎপত্তি।
তেঁই আমা সবার হইল হেন গতি॥
যদি শ্রেয় চাহ তুমি আমা সবাকার।
বংশ জন্মাইয়া তুমি করহ উদ্ধার॥
পিতৃগণ বচন শুনিয়া মুনিরাজ।
বংশ হেতু চিন্তিত হইল হৃদিমাঝ।
বিদর্ভ রাজার কন্যা অতি অনুপাম।
রূপে গুণে মনোহর লোপামুদ্রা নাম॥
যৌবন সময় তার দেখিয়া রাজন।
কারে দিব লোপামুদ্রা চিন্তে মনে মন॥
হেনকালে আইল অগস্ত্য তপোধন।
যথোচিত পূজা করি জিজ্ঞাসে রাজন॥
কি হেতু আইলে আজ্ঞা কর মুনিবর।
শুনি মুনিরাজ তবে করিল উত্তর॥
পিতৃগণ আদেশেতে জন্মাব সন্ততি।
তব কন্যা লোপামুদ্রা দেহ নরপতি॥
এত শুনি নরপতি হৈল অচেতন।
প্রত্যুত্তর দিতে মুখে না সরে বচন॥
উঠিয়া গেলেন রাজা মহাদেবী স্থান।
রাণীকে কহেন রাজা করুণ বচন॥
মাগে লোপামুদ্রাকে অগস্ত্য মহাঋষি।
নাহি দিলে কোপেতে করিবে ভস্মরাশি॥
এত বিচারিয়া তবে সন্তাপিত শোকে।
শুনি লোপামুদ্রা কহে জননী জনকে॥
মম হেতু তাপ কেন ভাবহ হৃদয়।
আমারে অগস্ত্যে দিয়া ঘুচাও এ ভয়॥
বুঝিয়া কন্যার চিত্ত নৃপতি সত্বর।
বিধিমতে মুনিরে দিলেন নৃপবর॥
লোপামুদ্রা চাহিয়া বলেন তপোধন।
মম ভার্য্যা হ'লে কর মম আচরণ॥
দিব্য বস্ত্র ত্যজ রত্ন ভূষণ সকল।
শিরেতে ধরহ জটা পিন্ধহ বাকল॥
মুনিবাক্যে সেইক্ষণে সকল ত্যজিলা।
জটাচীর লোপামুদ্রা ভূষণ করিলা॥

তবেত অগস্ত্য মুনি ভার্য্যারে লইয়া।
গঙ্গাতীরে মহামুনি রহিলেন গিয়া॥
নিরন্তর করে কন্যা মুনির সেবন।
স্তব শৌচ আচমন মুনি আচরণ॥
হেনমতে তথায় অনেক দিন গেল।
একদিন মুনিরাজ ভার্য্যারে কহিল॥
পুত্র হেতু করিয়াছি তোমারে গ্রহণ।
বংশ না হইল তোমা কিসের কারণ॥
এত শুনি লোপামুদ্রা যুড়ি দুই কর।
সবিনয়ে কহিলেন মুনির গোচর॥
কামদেব কৈল ধাতা সৃষ্টির কারণ।
বিনা কামে নাহি হয় বংশের সৃজন॥
জটাচীর ফলাহার ধূলাতে ধূসর।
ইথে কাম কিমতে জন্মিবে মুনিবর॥
আপনি না জান এই মুনিবংশ কাজ।
বংশ হেতু বাঞ্ছা যদি কর মুনিরাজ॥
পূর্ব্বে যেন ছিল মম বস্ত্র অলঙ্কার।
দিব্য গৃহ দাসগণ ভক্ষ্য উপহার॥
সে সকল বস্তু যদি পাই পুনর্ব্বার।
তবে ত জন্মিবে পুত্র উদরে আমার॥
শ্রুতর্ব্বা নামেতে রাজা ইক্ষ্বাকু নন্দন।
ভার্য্যা সহ তথাকারে গেল তপোধন॥
দেখিয়া শ্রুতর্ব্বা রাজা পূজি বহুতর।
জিজ্ঞাসিল কি হেতু আইলে মুনিবর॥
মুনি বলে বৃত্তি হেতু আইলাম আমি।
বৃত্তি অর্থ কিছু রাজা দেহ মোরে তুমি॥
যে কিছু মাগিলা মুনি সব দিল রাজা।
পাত্রমিত্র সহিত করিল বহু পূজা॥
দিব্য গৃহ আসন ভূষণ দাসগণ।
বাঞ্ছামত পাইয়া রহিল তপোধন॥
তবে যত প্রজাগণ রাজার সংহতি।
অগস্ত্যেরে কহে তারা করিয়া মিনতি॥
ইল্বল নামেতে দৈত্য মায়ার সাগর।
বাতাপি নামেতে আছে তার সহোদর॥
মায়াবলে ধরে দুষ্ট গাড়ুর মুরতি।
কাটিয়া ব্যঞ্জন করি ভুঞ্জায় অতিথি॥

কতক্ষণে ইল্বল বাতাপি বলি ডাকে ।
পেট চিরি বাহিরায় ভুঞ্জিয়া যে থাকে ॥
এইমত মারিল অনেক দ্বিজগণ ।
অদ্যাবধি হিংসা করে পাপীষ্ঠ দুর্জ্জন ॥
ইল্বল দৈত্যের ভয়ে তাপিত নগর ।
শুনিয়া অগস্ত্য মুনি চিন্তিত অন্তর ॥
আশ্বাসিয়া সবাকারে করিল নির্ভয় ।
একাকী চলিল মুনি ইল্বল আলয় ॥
মুনি দেখি ইল্বল পূজিল বহুতর ।
জিজ্ঞাসিল সবিনয়ে করিয়া আদর ॥
কি হেতু আইলে আজ্ঞা কর তপোধন ।
শুনিয়া উত্তর দিল কুম্ভক নন্দন ॥
বহু পরিশ্রমে আইলাম তব পুর ।
বহুদিন উপবাস ভুঞ্জাও প্রচুর ॥
সম্পূর্ণ করিয়া মোরে করাও ভোজন ।
হাসিয়া ইল্বল কহে বৈস তপোধন ॥
কাটিয়া মায়াবী মেষ করিয়া রন্ধন ।
অগস্ত্য মুনিরে দিল করিতে ভোজন ॥
শির কাটি চারি পদ আনি দেহ মেষ ।
তাবৎ খাইব আমি না রাখিব শেষ ॥
মুনিবাক্য শুনিয়া ইল্বল আনি দিল ।
অস্থিসহ মুনিবর সকলি খাইল ॥
কতক্ষণে ইল্বল ডাকিল সহোদরে ।
বাহিরাও বাতাপি বলিল বারে বারে ॥
হাসিয়া বলেন মুনি কেন ডাক পাপী ।
অন্তরের ঠাঁই কোথা পাইবে বাতাপি ॥
বাতাপি পাইবে আর নাহি কর আশ ।
এত দিনে তাহার হইল প্রাণনাশ ॥
এত শুনি ইল্বল যুড়িল দুই কর ।
স্তুতি করি কহে তবে মুনির গোচর ॥
কি করিব প্রিয় তব কহ মুনিবর ।
মুনি বলে প্রাণিহিংসা করিলে বিস্তর ॥
যত রত্ন ধন তুমি পাইয়াছ তায় ।
সকল আমায় দিয়া রাখ আপনায় ॥
সেইক্ষণে ইল্বল আনিয়া সব দিল ।
দ্রব্য ল'য়ে মুনিরাজ আশ্রমে চলিল ॥
বসন ভূষণ দিব্য রত্ন অলঙ্কার ।
দেখি লোপামুদ্রা হৈল আনন্দ অপার ॥
সন্তুষ্ট হইয়া কন্যা ভাবে মনে মন ।
বংশ হেতু মুনিরে করিয়া নিবেদন ॥
মুনি বলে পুত্রবাঞ্ছা কতেক তোমার ।
লোপামুদ্রা বলে হ'ক একই কুমার ॥
তবে প্রীত হ'য়ে কাম বাড়িল দোঁহার ।
মুনির ঔরসে তাঁর জন্মিল কুমার ॥
তাঁহা হৈতে তাঁর পুত্র হইল পণ্ডিত ।
শুনিলে পূর্ব্বের কথা অগস্ত্য-চরিত ॥

অগস্ত্য যাত্রার বিবরণ এবং বিন্ধ্য পর্ব্বতের দর্পচূর্ণ ।

লোমশ বলেন শুন ধর্ম্মের কুমার ।
যেমতে খণ্ডিল রাজা ঘোর অন্ধকার ॥
গিরিমধ্যে নগেন্দ্র সুমেরু গিরিবর ।
প্রদক্ষিণ করিয়া ভ্রমেণ দিনকর ॥
তাহা দেখি বিন্ধ্যগিরি সক্রোধ হইয়া ।
দিনমণি প্রতি তবে বলিল ডাকিয়া ॥
যেমত আবর্ত্ত কর সুমেরু শিখরে ।
সেইমত প্রদক্ষিণ করহ আমারে ॥
সূর্য্য বলে রথে বসি আবর্ত্তন করি ।
সৃষ্টি সৃজিলেন যেই সৃষ্টি অধিকারী ॥
তাঁর নিয়োজিত পথে করিব ভ্রমণ ।
শক্তি নাহি অন্য পথে করিতে গমন ।
এত শুনি বিন্ধ্য বলে সক্রোধ বচনে ।
দেখি মেরু প্রদক্ষিণ করিবে কেমনে ॥
বিষম বাড়িল বিন্ধ্য করিয়া আক্রোশ ।
না হয় রবির গতি না হয় দিবস ॥
ক্রোধ করি কামরূপী বাড়াইল অঙ্গ ।
ব্যাপিল আকাশপথ না চলে বিহঙ্গ ॥
ঢাকিল সূর্য্যের তেজ হৈল অন্ধকার ।
প্রলয় হইল যেন মানিল সংসার ॥
দেবগণ মিলিয়া করিল নিবেদন ।
না শুনিল বিন্ধ্যগিরি কাহার বচন ॥

তবে যত দেবগণ একত্র হইয়া ।
অগস্ত্য মুনির পদে নিবেদিল গিয়া ॥
চন্দ্র সূর্য্য পথ রুদ্ধ বিন্ধ্যগিরি করে ।
তোমা বিনা নাহি দেখি তাহাকে নিবারে ॥
রক্ষা কর মুনিরাজ সৃষ্টি হৈল নাশ ।
শুনিয়া অগস্ত্য মুনি করিল আশ্বাস ॥
বিন্ধ্যগিরি সমীপে চলিল তপোধন ।
মুনি দেখি প্রণাম করিল সর্ব্বজন ॥
মুনি দেখি বিন্ধ্যগিরি প্রণাম করিল ।
ঈষৎ হাসিয়া মুনি আশীর্ব্বাদ দিল ॥
যাবৎ না আসি আমি দক্ষিণ হইতে ।
তাবৎ পর্ব্বত তুমি থাক এইমতে ॥
এত বলি মুনিরাজ করিল গমন ।
পুনঃ না উত্তরে সে আসিল কদাচন ॥
তাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘিয়া পর্ব্বত নাহি উঠে ।
সৃষ্টি রক্ষা করিলেন অগস্ত্য কপটে ॥
পুনঃ জিজ্ঞাসেন তবে রাজা যুধিষ্ঠির ।
কিরূপে শুষিল মুনি সাগর গভীর ॥
লোমশ বলেন পূর্ব্বে দৈত্য বেত্রাসুর ।
পরাক্রমে জিনিয়া বেড়ায় তিনপুর ॥
কালকেয় আদি যত দ্বিতীয় দানব ।
বেত্রাসুর সহিত থাকয়ে দুষ্ট সব ॥
দৈত্যভয়ে দেবগণ রহিতে নারিল ।
ইন্দ্রে অগ্রে করিয়া ব্রহ্মারে নিবেদিল ॥
ব্রহ্মা বলে যেই হেতু এলে দেবগণ ।
পূর্ব্বে চিন্তিয়াছি আমি তাহার কারণ ॥
লোহ দারু মেরু যত আছে অস্ত্রসার ।
কোনমতে নহে বেত্রাসুরের সংহার ॥
দধীচি মুনির স্থানে করহ গমন ।
সবে মিলি বর মাগ শুন দেবগণ ॥
প্রসন্ন হইলে যে মাগিবে এই দান ।
নিজ অস্থি দিয়া লোকে কর পরিত্রাণ ॥
শরীর ত্যজিবে মুনি লোকের কারণ ।
তাঁয় অস্থি ল'য়ে কর অস্ত্রের সৃজন ॥
বজ্র অস্ত্রে ইন্দ্র তারে করিবে প্রহার ।
বজ্রাঘাতে বেত্রাসুর হইবে সংহার ॥
এত শুনি দেবগণ করিল গমন ।
সরস্বতী নদীতীরে আইল তখন ॥
মহাতেজোময় মূর্ত্তি দেখি দধীচির ।
চন্দ্র সূর্য্য অগ্নি জিনি জ্বলন্ত শরীর ॥
মুনিরে বেড়িয়া ইন্দ্র আদি দেবগণ ।
দণ্ডবৎ প্রণাম করিল অগণন ॥
দেবতা সমূহ সর্ব্ব দিকপালগণে ।
দেখিয়া দধীচি মুনি ভাবিলেন মনে ॥
জানিয়া সকল তত্ত্ব কহে মুনিবর ।
কি হেতু আইলা আজি সকল অমর ॥
সবাকার হেতু আমি ত্যজিব শরীর ।
অস্থি মাংস বিষ্ঠা তনু সহজে অচির ॥
হয় হোক ইহাতে লোকের উপকার ।
উপকার হীন ব্যর্থ রহে তনু ছার ॥
পূর্ব্বভাগ্যে লোককার্য্যে লাগিল শরীর ।
এত বলি তনু ত্যাগ হৈল দধীচির ॥
হেন উপকার কোথা নাহি করে কেহ ।
পরোপকারের জন্য ত্যজে নিজ দেহ ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন কহ অতঃপর ।
অস্থি নিয়া কি কর্ম্ম করিল পুরন্দর ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান ।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবাণ ॥

বেত্রাসুরের সহিত দেবগণের যুদ্ধ ।

লোমশ বলেন রাজা কর অবধান ।
দেবশিল্পী স্থানে দিলা করিতে গঠন ॥
অস্থি ল'য়ে দেবগণ করিল গমন ।
বেত্রাসুরে যেইমতে মারে মরুত্বান ॥
সে উগ্র প্রকারে বজ্র করিয়া নির্ম্মাণ ।
শীঘ্রগতি আনি দিল ইন্দ্র বিদ্যমান ॥
বজ্র নিয়া জাগিয়া রহিল পুরন্দর ।
হেনকালে আসে বেত্রাসুর দৈত্যেশ্বর ॥
প্রলয় দানব দৈত্য সংহতি করিয়া ।
সুমেরু শিখর যেন পর্ব্বত বেড়িয়া ॥
মার মার শব্দেতে করিয়া কলরব ।
প্রলয় সময়ে যেন উথলে অর্ণব ॥

পর্ব্বত আয়ুধ কেহ ধরে দৈত্যগণ।
না অস্ত্র চতুর্দ্দিকে করে বরিষণ॥
জেন্দ্রে চড়িয়া ইন্দ্র বজ্র লৈয়া হাতে।
বগণ সহ যান বৃত্রকে মারিতে॥
দ্র দেখি ঘোরনাদে গর্জ্জে দৈত্যেশ্বর।
হুঙ্কার নাদেতে কম্পিত চরাচর॥
কাশ পাতাল যুড়ি মুখ মেলি ধায়।
খিয়া অমরপতি ভয়েতে পলায়॥
বগণ সহ ইন্দ্র যান রড়ারড়ি।
ছু পাছু দৈত্যগণ যায় তাড়াতাড়ি॥
কাথায় পাইব রক্ষা করি অনুমান।
ষ্ণুর সদনে গিয়া রাখিলেন প্রাণ॥
যার্ত্ত দেখিয়া আশ্বাসিয়া নারায়ণ।
উপায় চিন্তেন দৈত্যনিধন কারণ॥
লেন আপন তেজ হরি পুরন্দরে।
বিষ্ণুতেজ পেয়ে পুনঃ চলিল সমরে॥
মন্য দেবগণে তেজ দিল ঋষিগণ।
পুনঃ বেত্রাসুরেতে হইল মহারণ॥
হইল অনেক যুদ্ধ লিখন না যায়।
প্রহারিল বেত্রাসুরে বজ্র দেবরায়॥
বজ্রের ভীষণ শব্দ দৈত্যের গর্জ্জন।
ত্রৈলোক্যের লোক যত হৈল অচেতন॥
বজ্রাঘাতে অসুরের মুণ্ড হৈল চূর্ণ।
আর যত ছিল সব পলাইল তূর্ণ॥
যতেক দানব দৈত্য কালকেয়গণ।
প্রবেশিল সমুদ্র ভিতরে সর্ব্বজন॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
শ্রবণে পরম সুখ জন্মে দিব্যজ্ঞান॥

অগস্ত্য মুনির সমুদ্রপান এবং দেবগণের যুদ্ধে অসুরদিগের নিধন।

লোমশ বলেন শুন ধর্ম্মের নন্দন।
সমুদ্রে আশ্রয় নিল কালকেয়গণ॥
সমস্ত দিবস থাকে জলের ভিতর।
রাত্রিতে উঠিয়া খায় যত মুনিবর॥
বশিষ্ঠাশ্রমে খাইল সপ্তশত ঋষি।
তিন শত খাইল চব্যনাশ্রমে বসি॥
ভরদ্বাজ আশ্রমে অনেক মুনি ছিল।
রজনীর মধ্যে গিয়া সকলি খাইল॥
উপায় না দেখি আর ব্যাকুল হইয়া।
নারায়ণ স্থানে সবে জানাইল গিয়া॥
সৃষ্টিকর্ত্তা হর্ত্তা তুমি, তুমি শ্রীনিবাস।
তুমি উদ্ধারিবে সবে করিয়াছি আশ॥
বেত্রাসুর মৈল কিন্তু কালকেয়গণ।
লক্ষিতে না পারি তারা আইসে কখন॥
এত শুনি রোষভরে কন পীতাম্বর।
ইহার উপায় আর নাহি পুরন্দর॥
বরুণ আশ্রিত হ'য়ে আছে দুষ্টগণ।
সিন্ধু শুকাইতে সবে করহ যতন॥
পাইয়া বিষ্ণুর আজ্ঞা তবে দেবগণ।
ব্রহ্মার সহিত গেল অগস্ত্য সদন॥
দেবগণ তারে স্তুতি করে যোড়করে।
সঙ্কটেতে তুমি রক্ষা কর বারে বারে॥
নহুষের ভয়ে পূর্ব্বে করিলা নিস্তার।
বিন্ধ্যভয়ে ক্ষিতির খণ্ডিলা অন্ধকার॥
রাক্ষস বধিয়া বিনাশিলা লোকভয়।
এবারে করহ রক্ষা হইয়া সদয়॥
এত শুনি চলিল অগস্ত্য মুনিবর।
সঙ্গেতে চলিল সর্ব্ব অমর কিন্নর॥
অগস্ত্য সমুদ্র পিবে অদ্ভুত কথন।
দেখিতে চলিল যত ত্রৈলোক্যের জন॥
বলিলেন সমুদ্রে নিকটে তপোধন।
তোমায় শুষিব আমি লোকের কারণ॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব নাগ দেখিবে কৌতুক।
নিমিষে সমুদ্র পান করিব চুম্বুক॥
তবেত অগস্ত্য এক গণ্ডূষে তখন।
ক্ষণমাত্রে সিন্ধুজল করিল শোষণ॥
হইল কুসুমবৃষ্টি মুনির উপরে।
সাধু সাধু বলি শব্দ হৈল দিগন্তরে॥
জলহীন সিন্ধু দেখি যত দেবগণ।
যে যাহার অস্ত্র ল'য়ে ধাইল তখন॥

যতেক অসুরগণে বেড়িয়া মারিল।
কত দৈত্য ক্ষিতি বিদারিয়া প্রবেশিল॥
হত দৈত্য দেখিয়া নিবৃত্ত দেবগণ।
পুনরপি অগস্ত্যেরে করিল স্তবন॥
তোমার প্রসাদে রক্ষা পাইল সংসার।
লোকের কণ্টক দৈত্য হইল সংহার॥
সমুদ্রের জল যে শুষিলা মুনিবর।
পুনরপি সেইজলে পূর রত্নাকর॥
মুনি বলে তোমরা উপায় কর সবে।
জলপান করিলাম আর কোথা পাবে॥
এত শুনি দেবগণ বিষণ্ণবদন।
শীঘ্রগতি গেলা সবে ব্রহ্মার সদন॥
দৈত্যনাশ হেতু সিন্ধু শুষিলা বারুণী।
কিমতে পূরিবে সিন্ধু কহ পদ্মযোনি॥
ব্রহ্মা বলিলেন দেব যাও সর্ব্বজন।
উপায় নাহিক সিন্ধু পূরিতে এখন॥
শুষ্কসিন্ধু রহিবেক দীর্ঘকাল যবে।
জ্ঞাতি হেতু ভগীরথ গঙ্গাকে আনিবে॥
ভগীরথ হইতে পূরিবে জলনিধি।
শুষ্ক রহিবেক সিন্ধু তাবৎ অবধি॥
শিরেতে বন্দিয়া ব্রাহ্মণের পদরজ।
কহে কাশীদাস গদাধরের অগ্রজ॥

সগরবংশোপাখ্যান ও কপিলের শাপে
সগর সন্তান ভস্ম।

এত শুনি জিজ্ঞাসিল ধর্ম্মের নন্দন।
কহ শুনি মুনি সিন্ধু পূরণ কথন॥
কেবা জ্ঞাতি হেতু ভগীরথের উপায়।
বিস্তারিয়া মুনিরাজ জানাও আমায়॥
লোমশ বলেন শুন ধার্ম্মিক রাজন।
সগর নামেতে রাজা বাহুর নন্দন॥
তালজঙ্ঘ হৈহয়াদি রাজা বশ করি।
পৃথিবী পালন করে দুষ্টজনে মারি॥
পুত্রবাঞ্ছা করি রাজা হইল চিন্তিত।
তপস্যা করিতে গেল ভার্য্যার সহিত॥
শৈব্যা আর বৈদর্ভী যুগল ভার্য্যা তাঁর।
কৈলাস পর্ব্বতে তপ করে বহুবার॥
তপোবলে সাক্ষাৎ হইয়া মহেশ্বর।
বলিলেন সগরে মাগিয়া লহ বর॥
সেই হেতু এই বর মাগিলা রাজন।
দেহ ষাটি সহস্র তনয় ত্রিলোচন॥
হর বলিলেন বর মাগিলে রাজন।
হইবে তোমার ষাটিসহস্রনন্দন॥
সময়ে সবাই এককালে হবে ক্ষয়।
বংশরক্ষা করিবেক একই তনয়॥
শৈব্যার উদরে যেই এক পুত্র হবে।
তাহাতে ইক্ষ্বাকুবংশ উন্নতি পাইবে॥
এত বলি অন্তর্দ্ধান হইলেন হর।
সগর চলিয়া গেল আপনার ঘর॥
দুই ভার্য্যা সহ বাস করে মতিমান।
কতদিনে দোঁহার হইল গর্ভাধান॥
সময়েতে প্রসব হইল দুইজন।
শৈব্যা প্রসবিল এক সুন্দর নন্দন॥
বৈদর্ভীর গর্ভে এক অলাবু জন্মিল।
দেখিয়া নৃপতি ফেলাইতে আজ্ঞা দিল॥
হেনকালে ঘোর রবে হৈল শূন্যবাণী।
কি কারণে বংশত্যাগ কর নৃপমণি॥
যত বীচি আছে এই লাউর ভিতর।
ঘৃতপূর্ণ হাঁড়িতে রাখহ নৃপবর॥
ইহাতে পাইবে ষাটি সহস্র নন্দন।
এত শুনি নরপতি রাখে সেইক্ষণ॥
ঘৃতহাঁড়ি প্রতি এক ধাত্রী নিয়োজিল।
ষাটি সহস্র পুত্র তাহাতে জন্মিল॥
অশ্বমেধ আরম্ভিল বাহুর নন্দন।
ঘোড়া রাখিবারে নিয়োজিল পুত্রগণ॥
সসৈন্যে তাহারা ষাটি সহস্র নন্দন।
ঘোড়া রাখিবারে গেল পর্ব্বত কানন॥
জলহীন সিন্ধু মধ্যে করয়ে ভ্রমণ।
ঘোড়ার রক্ষণে সবে থাকে সর্ব্বক্ষণ॥
ইন্দ্র বলে আর কেন রাজ্য পাছে যায়।
শত যজ্ঞ সাঙ্গ হৈল কি হবে উপায়॥

চুরি করি নিয়ে ঘোড়া রাখে পাতালেতে।
যথানে কপিল মুনি ছিলেন যোগেতে ॥
কোথা না দেখিয়া অশ্ব চিন্তিত হইয়া।
সগরের স্থানে সবে জানাইল গিয়া ॥
শুনি রাজা দৈববশে করিল উত্তর।
ঘোড়া না আনিয়া কেন আইলি রে ঘর ॥
পিতৃ আজ্ঞা পাইয়া চলিল সর্ব্বজন।
কোদালি ধরিয়া পৃথ্বী করিল খনন ॥
এইমতে বারিনিধি খনিতে খনিতে।
অশ্ব অন্বেষণে গেল পৃথ্বী পূর্ব্বভিতে ॥
খুঁড়ে খনিয়া পৃথ্বী বিদার করিল।
পাতালপুরেতে গিয়া সবে প্রবেশিল ॥
তথা গিয়া দেখিল কপিল মহামুনি।
দীপ্যমান তেজ যেন জলন্ত আগুনি ॥
তাঁহার আশ্রমেতে দেখিয়া হয়বর।
হৃষ্ট হ'য়ে ঘোড়া গিয়া ধরিল সত্বর ॥
অহঙ্কারে মুনিরে করিল অনাদর।
দেখিয়া কপিল মুনি কুপিত অন্তর ॥
বাহিরয় দুই চক্ষু হইতে অনল।
ভস্মরাশি করিলেন কুমার সকল ॥
নারদের মুখে বার্ত্তা পাইল সগর।
শোকাকুল হয় রাজা বিরস অন্তর ॥
ত্রস্ত হ'য়ে শোকাকুল চিন্তে নরপতি।
দৈববাক্য চিন্তিয়া করিল স্থিরমতি ॥
অংশুমান পৌত্র অসমঞ্জের নন্দন।
তাহারে ডাকিয়া রাজা বলিল বচন ॥
কপিলের শাপে ভস্ম হৈল পুত্রগণ।
যজ্ঞ নষ্ট হইবেক অশ্বের কারণ ॥
পূর্ব্বে ত্যাগ করিয়াছি তোমার পিতায়।
তোমা বিনা নাহি দেখি যজ্ঞের উপায় ॥
যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসিল কহ মুনিবর।
কি হেতু অত্যজ্য পুত্রে ত্যজিল সগর ॥
মুনি বলিলেন পুত্র শৈব্যাগর্ভে হয়।
যৌবন সময়ে বড় কুকর্ম্ম করয় ॥
দুগ্ধমুখ শিশুগণ ধরি হস্তে গলে।
উপরে তুলিয়া ভূমে আছাড়িয়া ফেলে ॥
একত্র হইয়া তবে যত প্রজাগণ।
সগর রাজার প্রতি কৈল নিবেদন ॥
তাতরূপে আমা সবা করহ পালন।
দুষ্ট দৈত্য পরচক্রে করহ তারণ ॥
ক্রুদ্ধ হয়ে আজ্ঞা দিল যত প্রজাগণে।
গ্রাম হৈতে বাহির করহ এইক্ষণে ॥
এইমত নিজ পুত্রে ত্যজিল সগর।
পৌত্রে যে কহিল রাজা শুন নরবর ॥
তোমা বিনা কুলাঙ্কুর কেহ নাহি আর।
যজ্ঞবিঘ্ন নরক হইতে কর পার ॥
পিতামহ বচন শুনিয়া অংশুমান।
যথায় কপিল মুনি গেল সেই স্থান ॥
প্রণাম করিয়া বহু করিল স্তবন।
তুষ্ট হ'য়ে বলিলেন কি চাহ রাজন ॥
এত শুনি অংশুমান কহে যোড়করে।
কৃপা যদি কর প্রভু দেহ অশ্ববরে ॥
দ্বিতীয়ে মাগিল পিতৃগণের সদ্গতি।
বাঞ্ছা পূর্ণ হউক বলিল মহামতি ॥
সত্যশীল ক্ষমাশীল ধর্ম্মে তব জ্ঞান।
তব পিতা হৈতে সগর পুত্রবান ॥
মম ক্রোধে দগ্ধ যত সগর কুমার।
তব পৌত্র করিবেক সবার উদ্ধার ॥
শিবে তুষ্ট করিয়া আনিবে সুরধনী।
যজ্ঞ সাঙ্গ কর অশ্ব লইয়া এখনি ॥
মুনিরে প্রণাম করি ল'য়ে অশ্ববর।
অংশুমান দিল পিতামহের গোচর ॥
আলিঙ্গন দিয়া বহু করিল সম্মান।
অশ্বমেধ যজ্ঞ রাজা কৈল সমাধান ॥
পৌত্রে রাজ্য দিয়া শেষে গেল তপোবন।
অংশুমান পালিলেক সকল ভুবন ॥
হইল দিলীপ নামে তাঁহার নন্দন।
দেখি আনন্দিত বড় হইল রাজন ॥
দিলীপ পাইল নিজ পিতৃ-সিংহাসন।
শুনিল কপিল-ক্রোধে দগ্ধ পিতৃগণ ॥
গঙ্গা হেতু তপস্যা করিল বহুকাল।
তথাপি আনিতে গঙ্গা নারিল ভূপাল ॥

তাঁহার নন্দন মহারথ ভগীরথ।
যার যশ-কর্পূরে পূরিল ত্রিজগৎ ॥
কপিলের কোপানলে দগ্ধ পিতৃগণ।
লোকমুখে শুনিয়া চিন্তিত রাজন ॥
মন্ত্রীরে করিয়া রাজা রাজ্য সমর্পণ।
গঙ্গার উদ্দেশে গেল দিলীপ-নন্দন ॥

গঙ্গাবতরণ ও সগর-সন্তানগণের উদ্ধার।

হিমালয়ে গিয়া মহাতপ আরম্ভিল।
কঠোর তপেতে সব তপস্বী তাপিল ॥
ফলাহার পত্রাহার কৈল বাতাহার।
অনাহারে তপ কৈল অস্থিচর্ম্মসার ॥
দেবমানে তপ কৈল সহস্র বৎসর।
তপে তুষ্ট গঙ্গা আইলেন দিতে বর ॥
গঙ্গা বলিলেন রাজা কেন তপ কর।
প্রীত হইলাম আমি মাগি লহ বর ॥
জাহ্নবীর বাক্য শুনি হৈল হৃষ্টমন।
করযোড়ে কহিলেন দিলীপ-নন্দন ॥
কপিলের কোপানলে দগ্ধ পিতৃগণ।
তাঁ সবার মুক্তি হেতু করি আরাধন ॥
যাবৎ তোমার জল না হয় সেচন।
তাবৎ সদগতি না পাইবে পিতৃগণ ॥
তোমার চরণে এই করি নিবেদন।
উদ্ধার করহ মাতা মম পিতৃগণ ॥
যদি কৃপা করিলা গো মাগি তব পায়।
আপনি তথায় গিয়া উদ্ধার সবায় ॥
গঙ্গা বলে তব প্রীতে যাইব তথায়।
মম বেগ সহে হেন করহ উপায় ॥
গগন হইতে চ্যুত হইব যখন।
মম বেগ সহে হেন নাহি অন্যজন ॥
এত শুনি ভগীরথ করিল গমন।
কৈলাস শিখরে শিবে করিল স্তবন ॥
তপস্যাতে হইলেন তুষ্ট দিগম্বর।
গঙ্গা ধরিবারে ভগীরথ মাগে বর ॥
নিজ ইষ্ট জানি তুষ্ট হ'য়ে মহেশ্বর।
প্রীতিতে বলেন চল যাব নৃপবর ॥
হিমালয় পর্ব্বতে কহেন উমাপতি।
আনহ কোথায় আছে তব হৈমবতি ॥
ভববাক্যে ভগীরথ গঙ্গা চিন্তা করে।
জানিলেন ব্রহ্মলোকে গঙ্গা তা অন্তরে ॥
আকাশ হইতে গঙ্গা দেখি শূলপাণি।
পড়িবেন হরশিরে করি ঘোর ধ্বনি ॥
মকর কুম্ভীর মীন পূর্ণ মহাজলে।
মুক্তামালা শোভে যেন চন্দ্রচূড় গলে ॥
শিবশির হৈতে গঙ্গা হৈলেন ত্রিধারা।
একধারা আসিয়া পড়িল বসুন্ধরা ॥
স্বর্গেতে যে ধারা তার মন্দাকিনী খ্যাতি।
মর্ত্ত্যে অলকানন্দা পাতালে ভোগবতী ॥
ভগীরথ প্রতি বলিলেন ভাগীরথী।
তোমার কারণ আমি আইলাম ক্ষিতি ॥
পিতৃগণ তোমার আছয়ে কোন্ দিকে।
কোন্ পথে যাইব চলহ মম আগে ॥
আজ্ঞামাত্র আগে যান দিলীপনন্দন।
কলকল শব্দে গঙ্গা চলিল তখন ॥
হিমালয় পর্ব্বতে হইল উপনীত।
পথ না পাইয়া গঙ্গা হইল ভাবিত ॥
অতঃপর ঐরাবতে কর রাজা ধ্যান।
নতুবা কেমনে বল হইবে পয়াণ ॥
গঙ্গাবাক্যে ঐরাবতে করিলেন স্তুতি।
স্তবে তুষ্ট হইয়া আইল গজপতি ॥
রাজা বলে মহাশয় নিস্তার এ দায়।
গিরি বিদারিয়া পথ দেহ গঙ্গা মায় ॥
শুনি করী দুষ্টমতি বলিল রাজারে।
পথ করি দিতে পারি যদি ভজে মোরে
কর্ণে হাত দিয়া রাজা আইল সত্বর।
ছলেতে জানায় সব পশুর উত্তর ॥
যাও বাছা ভগীরথ কহিবে করীরে।
বেগে দাণ্ডাইলে আমি ভজিব অচিরে ॥
মাতঙ্গ নিকটে গিয়া বলে ভগীরথ।
শুনি করী শীঘ্রগতি করি দিল পথ ॥
গিরিখণ্ড করি দন্তে টানিয়া ফেলিল।
মহাবেগে মহাধাম্না গমন করিল ॥

সম্মুখে পড়িয়া হস্তী ভাসিয়া চলিল।
আছাড়ে বিছাড়ে তার প্রাণমাত্র ছিল॥
স্তব করে গজবর ত্রাহি ত্রাহি ডাকে।
বলে মাগো পশু আমি কি কব তোমাকে॥
ভাগীরথী দয়া করি রাখিল জীবন।
প্রাণভয়ে ঐরাবত পলায় তখন॥
বেগেতে চলিল গঙ্গা আনন্দিত মনে।
উপনীতা হৈলা জহ্নুমুনির সদনে॥
দেখিয়া গঙ্গারে মুনি করিলেন পান।
গঙ্গা না দেখিয়া রাজা হৈল হতজ্ঞান॥
মুনিবরে স্তব করে কাতর অন্তরে।
তুষ্ট হ'য়ে মুনিবর গঙ্গা দিল পরে॥
চিরিয়া আপন হাঁটু বাহির করিল।
জাহ্নবী হইল নাম, সর্ব্বত্র ঘোষিল॥
কলকল শব্দে হয় গঙ্গার পয়াণ।
কত শত লোক তরে নাহি পরিমাণ॥
তাহা দেখি হরষিত দিলীপ-নন্দন।
বেগেতে আইল গঙ্গা কপিল সদন॥
যথায় আছিল ভস্ম সগর-সন্তান।
পরশে পরম জল বৈকুণ্ঠে প্রস্থান॥
পিতৃগণ মুক্তি দেখি আনন্দ অপার।
প্রণাম করিয়া নাচে দিলীপ-কুমার॥
ভগীরথ হৈতে সমুদ্রেতে হৈল জল।
যাহা জিজ্ঞাসিলে রাজা কহিনু সকল॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীদাস বিরচিল সগর-আখ্যান॥

—

পরশুরামের দর্পচূর্ণ।

লোমশ বলেন এই মহাতীর্থ স্থান।
পরশনে হয় তার বৈকুণ্ঠে প্রস্থান॥
পূর্ণ গঙ্গা এই স্থানে বিন্দুসর নাম।
যেই স্থানে হতবীর্য্য হইলেন রাম॥
যুধিষ্ঠির কহিলেন কহ তপোধন।
হইলেন হতবীর্য্য রাম কি কারণ॥
লোমশ বলিল পূর্ব্বে নাম দাশরথি।
বিষ্ণু-অংশে চারি ভাই রঘুকুলপতি॥
লক্ষ্মী অংশে জন্মিলেন জনক-নন্দিনী॥
তাঁহার বিবাহে পণ কৈল নৃপমণি॥
ধূর্জ্জটির ধনুর্ভঙ্গ যে জন করিবে।
তাহারে আমার কন্যা জানকী বরিবে॥
দেশে দেশে বার্ত্তা দিল জনক রাজন।
বিশ্বামিত্র স্থানে রাম করেন শ্রবণ॥
যজ্ঞরক্ষা করিলেন রাক্ষস মারিয়া।
সীতা লভিলেন রাম ধনুক ভাঙ্গিয়া॥
সীতা ল'য়ে যান রাম অযোধ্যানগর।
পথেতে ভেটিল কুলান্তক ভৃগুবর॥
দুর্জ্জয় ধনুক বামে দক্ষিণে কুঠার।
পৃষ্ঠে শর তূণ তার শিরে জটাভার॥
দুই চক্ষু রক্তবর্ণ প্রকাণ্ড শরীর।
কর্কশ বচনে কহে চাহি রঘুবীর॥
জীর্ণ ধনু ভাঙ্গি তোর এত অহঙ্কার।
সীতারে লইয়া যাস অগ্রেতে আমার॥
না জানিস ভৃগুরাম ক্ষত্রিয় কোঙর।
ক্ষণেক তিষ্ঠহ বুঝি পরাক্রম তোর॥
তিন সপ্তবার ক্ষত্র করেছি নিধন।
নিক্ষত্র করিয়া ধরা, করেছি তর্পণ॥
এত বলি দুর্জ্জয় ধনুক দিল ফেলি।
দিলেন ধনুকে গুণ রাম মহাবলী॥
রাম বলিলেন জমদগ্নির নন্দন।
ধনুকেতে গুণ দিনু কি করি এখন॥
ইহা শুনি ভৃগুপতি দিল দিব্য শর।
শর সহ বিষ্ণুতেজ দিল রঘুবর॥
আকর্ণ পূরিয়া ধনু কহে দাশরথী।
কোথায় মারিব অস্ত্র কহ ভৃগুপতি॥
ব্রাহ্মণ বর্ণের গুরু মম বধ্য নহ।
অব্যর্থ আমার অস্ত্র কোথা মারি কহ॥
স্তুতি করি বলিলেন ভৃগুর কুমার।
অস্ত্র মারি স্বর্গপথ রুদ্ধহ আমার॥
একবাণে স্বর্গরোধ করেন তাঁহার।
পরশুরামের গেল যত অহঙ্কার॥
মুনি বলে কহিলাম রামের আখ্যান।
কাশীদাস বিরচিল শুনে পুণ্যবান॥

শ্যেন কপোত উপাখ্যান।

লোমশ বলেন ডাকি ধর্ম্মের নন্দনে।
শ্যেন-কপোতের কথা করহ শ্রবণে ॥
এই বিতস্তা নদী শিবিরাজ্য দেশে।
সারস সারসী ক্রীড়া করিছে উল্লাসে ॥
উশনীর নামে নৃপ আছিল তথায়।
যজ্ঞ অনুষ্ঠানে ইন্দ্র পরাভব পায় ॥
অগ্নি সনে যুক্তি করি অতি সঙ্গোপনে।
শ্যেন ও কপোত রূপে ছলিতে রাজনে ॥
ধরিল কপোতরূপ দেব হুতাশন।
দেবরাজ শ্যেন রূপ করিল ধারণ ॥
সভাতলে যজ্ঞে ব্রতী আছিল রাজন্।
শ্যেন ভয়ে কপোতক লইল শরণ ॥
ছদ্মবেশী কপোতক কহিল রাজায়।
লইনু শরণ প্রভু রাখ মোর দায় ॥
কপোতে ব্যাকুল হেরি কহে উশীনর।
তোমারে রক্ষিতে প্রাণ দিব কলেবর ॥
শ্যেন আসি কহে নৃপ একি আচরণ।
মোর ভক্ষে রক্ষ তুমি কিসের কারণ ॥
রাজা বলে পক্ষীরাজ কি করিব আমি।
অনর্থক না বুঝিয়া নিন্দ মোরে তুমি ॥
কপোত প্রাণের ভয়ে ল'য়েছে শরণ।
কেমনে কালের করে করিব অর্পণ ॥
শ্যেন বলে মহারাজ করহ শ্রবণ।
ক্ষুধায় আকুল আমি না স্বরে বচন ॥
ক্ষণেক বিলম্ব হইলে যাবে মম প্রাণ।
এত শুনি সকাতরে কহিল রাজন ॥
অন্য খাদ্য খাও তুমি রহিবে জীবন।
বৃষ মৃগ ছাগ মেষ যাহা আকিঞ্চন ॥
শ্যেন বলে অন্য মাংস নাহি মোরা খাই।
কপোত মোদের খাদ্য দেহ মোরে তাই ॥
কপোত যদ্যপি তব স্নেহের ভাজন।
নিজ মাংস দাও মোরে কপোত সমান ॥
তব মাংস কপোতের তুল্য যদি হয়।
সেই মাংসে তৃপ্ত হব শুন মহাশয় ॥

উশনারের মাংস দান ও স্বর্গে গমন।

উশীনর নৃপমণি, আশ্রিতে রক্ষিনু জানি,
তুলাযন্ত্র আনিয়া সত্বরে।
উরুদেশ খণ্ড করি, মাংস দেয় তুল্য করি,
কপোতের তুল্য করিবারে ॥
দেয় মাংস রাশি রাশি, তবু হয় ভার বেশি,
হুতাশন কপোতের ভারে।
ক্ষণকাল চিন্তা করি, উশনীর হরি স্মরি,
তুলে বৈসে নিজে ত্বরা করে ॥
হেরি হেন নৃপ মতি, শ্যেনরূপী সুরপতি,
কহিলেন শুনহে রাজন।
সুরপতি মম নাম, রাজ্য করি সুরধাম,
কপোত বেশেতে হুতাশন ॥
ধার্ম্মিকতা দেখিবারে,মোরা দোঁহে ছল ক'রে,
আসিয়াছি তোমার সদন।
হেরি তব ধর্ম্ম নিষ্ঠ, হইলাম বড় তুষ্ট,
কহি শুন মোদের বচন ॥
নর জ্বালা হৈল নাশ, স্বশরীরে স্বর্গবাস,
হৈল তব শুন নরপতি।
ত্যজিয়া সংসার মায়া, ধরিয়া দেবের কায়,
চল চল মোদের সংহতি ॥
শূন্য হ'তে রথ আসে, চলিল অমর বাসে,
যজ্ঞের প্রভাবে উশীনর।
অপ্সরী যোগিনী কত, দেবাদি কিন্নরা যত
পুষ্প বৃষ্টি করেন অমর ॥

ভীমের পদ্মান্বেষণে গমন ও হনুমানের
সহিত সাক্ষাৎ

জন্মেজয় জিজ্ঞাসিল কহ মুনিবর।
চারি ভাই কি কর্ম্ম করিল অতঃপর ॥
স্বর্গেতে রহিয়া কি করিল ধনঞ্জয়।
কত দিনে একত্র সবার মিল হয় ॥
বলেন বৈশম্পায়ন শুন কুরুবর।
কৃষ্ণাসহ কাম্যবনে চারি সহোদর ॥

সঙ্গে দ্বিজবর ধৌম্য লোমশ সংহতি ।
ছয় রাত্রি হেথায় রহিল ধর্ম্মপতি ॥
একদিন দেখ তথা দৈবের ঘটন ।
বহিল উত্তরদিকে মন্দ সমীরণ ॥
সুগন্ধি সুন্দর বায়ু অতি সুশীতল ।
পদ্মগন্ধে পূরিল সকল বনস্থল ॥
আমোদে করিল মুগ্ধ সবাকার মন ।
পুনঃ পুনঃ প্রশংসা করিল সর্ব্বজন ॥
উত্তরমুখেতে সবে করে অনুমান ।
যোগের সাধনে যেন যোগীর ধেয়ান ॥
কোনমতে কেহ না জানিল নিরূপণ ।
লোমশেরে জিজ্ঞাসেন ধর্ম্মের নন্দন ॥
শুনহ বৃত্তান্ত যদি কহ মুনিবর ।
কোথা হৈতে আসিতেছে গন্ধ মনোহর ॥
কোন্ মত পুষ্প সে কোথায় উপবন ।
চেষ্টায় পাইব কিংবা অসাধ্য সাধন ॥
মুনি বলে আছে গন্ধমাদন পর্ব্বত ।
সরোবরে আছে তাহে পুষ্প শত শত ॥
কুবেরের পুষ্প সেই অতি মনোহর ।
রক্ষক আছয়ে লক্ষ লক্ষ অনুচর ॥
স্বর্গের পুষ্প সেই গন্ধের অবধি ।
চেষ্টায় হইবে প্রাপ্তি বাঞ্ছা কর যদি ॥
এতেক বৃত্তান্ত যদি কহিলেন মুনি ।
ব্যগ্র হৈয়া ভীমেরে কহিল যাজ্ঞসেনী ॥
আমা প্রতি শ্রদ্ধা যদি তোমার আছয় ।
অষ্টোত্তর শত পুষ্প দেহ মহাশয় ॥
ঈশ্বরে পূজিব আমি করি এ বাসনা ।
তোমার কৃপায় যদি পূরে সে কামনা ॥
তোমার অসাধ্য নাহি এ তিন ভুবনে ।
মনোযোগ করহ আমার নিবেদনে ॥
দ্রৌপদীকে ব্যাকুলা দেখিয়া বৃকোদর ।
অনুমতি লইলেন ধর্ম্মের গোচর ॥
বন্দনা করিয়া যত ব্রাহ্মণমণ্ডলী ।
ধর্ম্মেরে প্রণাম করে, করি কৃতাঞ্জলি ॥
যুধিষ্ঠির বলেন সে দেবের আলয় ।
কাহার সহিত যেন বিরোধ না হয় ॥

যাও শীঘ্র ত্বরা করি এস ভ্রাতৃবর ।
শুনিয়া উত্তরে যান বীর বৃকোদর ॥
দেখিল সুন্দর বন ছায়া সুশীতল ।
দিব্য সরোবর তথা সুবাসিত জল ॥
কতদূরে দেখি বীর কদলীর বন ।
চলিছে উত্তর পথে পবন নন্দন ॥
প্রবেশিয়ে দেখে বনে সুপক্ক কদলী ।
করিল উদরপূর্ণ ভীম মহাবলী ॥
মারিল যতেক পশু নাহি তার অন্ত ।
সেই বনে আছিল দুরন্ত হনুমন্ত ॥
ভাঙ্গিল কদলীবন করি অনুমান ।
ক্রোধভরে শীঘ্রগতি করিল পয়ান ॥
দেখিয়া জানিল এই মম ভ্রাতৃবর ।
নতুবা এমন দর্প করে কোন্ নর ॥
জানি ছদ্ম করিল পবন অঙ্গজনু ।
হইল সত্বর জীর্ণ অতি ক্ষীণ তনু ॥
ব্যাধিতে পীড়িত অঙ্গ অস্থিচর্ম্ম সার ।
পড়িল পথেতে গিয়া ভীম আগুসার ॥
চুদিকে কণ্টক বন নাহি পরিমাণ ।
মধ্যপথ যুড়িয়া রহিল হনুমান ॥
হেনকালে উপনীত ভীম মহাবল ।
দেখিলেন পথে পড়ে বানর দুর্ব্বল ॥
ভীম বলিলেন পথ ছাড় রে বানর ।
আবশ্যক কার্য্য আছে যাইব সত্বর ॥
শুনিয়া ভীমের [illegible] ।
মায়া করি [illegible] ॥
ধীরে ধীরে কহিলেন [illegible] ।
জিজ্ঞাসা [illegible] ॥
কে তুমি [illegible] ।
জরাযুক্ত [illegible] ॥
নড়িতে নাহিক শক্তি [illegible] ।
লঙ্ঘিয়া গমন [illegible] মহাবীর ॥
এতেক শুনিয়া ভীম চিন্তে মনে মন ।
সকল শরীরে আত্মারূপী নারায়ণ ॥
ইহারে লঙ্ঘিয়া আমি যাইব কেমনে ।
এতেক বিচারি তবে কহে হনুমানে ॥

ধার্ম্মিক বানর তুমি বৃদ্ধ পুরাতন।
অনীতি করিতে যুক্তি দাও কি কারণ ॥
শুনিয়াছি শাস্ত্রে হেন আছে বিবরণ।
যত্র জীব তত্র শিব জপে নারায়ণ ॥
দেখিয়া শুনিয়া কেন করিব দুর্নীতি।
লঙ্ঘিয়া যাইতে বল নাহি ধর্ম্মে মতি ॥
হনুমান বলিলেন আমি যে বানর।
ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান কোথা পশুর গোচর ॥
তবে ভীম অবজ্ঞা করিয়া বাম হাতে।
ধরিয়া তুলিতে যান নারিলা তুলিতে ॥
বিস্ময় মানিয়া তবে বীর বৃকোদর।
শক্ত করি ধরিলেন দিয়া দুই কর ॥
যতেক আপন শক্তি কৈল প্রাণপণ।
মহাশ্রমে নাড়িতে নারিল কদাচন ॥
বহিল অঙ্গেতে ঘাম হইল ফাঁপর।
বিনয় পূর্ব্বক কয় যুড়ি দুই কর ॥
কে তুমি দেবতা যক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নর।
রাক্ষস মনুষ্য কিংবা হবে নাগেশ্বর ॥
জানিলাম মম দর্প নাশিতে বিশেষে।
ছলিতে আইলে বৃদ্ধ বানরের বেশে ॥
চন্দ্রবংশে জন্ম রাজা পাণ্ডু মহামতি।
তাঁর ক্ষেত্রে জন্ম মম পবন-সন্ততি ॥
ভীমসেন নাম মম জান মহাশয়।
মম জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের তনয় ॥
রাজ্য ধন নিয়া শত্রু পাঠাইল বনে।
তপস্বীর বেশে ভ্রমি ভাই পঞ্চজনে ॥
কহিলাম নিজ কথা তোমার অগ্রেতে।
সম্প্রতি যাইব গন্ধমাদন পর্ব্বতে ॥
আনিব সুবর্ণ পদ্ম ঈশ্বরের হেতু।
পাঠাইয়া দিল মোরে ভাই ধর্ম্মসেতু ॥
এতেক কহিল যদি ভীম মহামতি।
প্রসন্ন হইয়া তবে কহিল মারুতি ॥
জিজ্ঞাসিলে শুনহ আমার বিবরণ।
কেশরীর ক্ষেত্রে জন্ম পবন-নন্দন ॥
রামকার্য্য হেতু মোরে সৃজিল বিধাতা।
হনুমান নাম মোর রাখিলেন পিতা ॥
এতেক শুনিয়া তবে ভীম মহাবল।
দণ্ডবৎ হইয়া পড়িল ভূমিতল ॥
বলিলেন অপরাধ ক্ষমহ গোঁসাই।
যুধিষ্ঠির তুল্য তুমি মম জ্যেষ্ঠ ভাই ॥
নিজ মূর্ত্তি মহাশয় করিয়া প্রকাশ।
পূরাও আমার যে মনের অভিলাষ ॥
শুনিয়া হাসিয়া তবে হনুমান বীর।
দেখিতে দেখিতে হৈল পূর্ব্বের শরীর ॥
মনের আবেশে বাড়ে বীর হনুমন্ত।
কি দিব উপমা যেন পর্ব্বত জ্বলন্ত ॥
মূর্চ্ছাগত হৈয়া ভীম পড়ে ভূমিতলে।
তথাপিও মহাবীর বাড়ে কুতূহলে ॥
ঊর্দ্ধে লক্ষ যোজন হইল পদ নখ।
ব্রহ্মাণ্ড উপরে গিয়া ঠেকিল মস্তক ॥
বিশেষে দেখিয়া দুঃখ বীর বৃকোদর।
পূর্ব্বমত ক্ষুদ্র দেহ হৈল মায়াধর ॥
আশ্বাসিয়া ভীমেরে করিল সচেতন।
মৃতদেহে সঞ্চারিল যেমন জীবন ॥
বৃকোদর কহে দাণ্ডাইয়া যোড়করে।
বিস্তর বিনয় করি বানর-ঈশ্বরে ॥
তোমার চরণে মম এই নিবেদন।
আমার পরম শত্রু আছে দুর্য্যোধন ॥
বনবাস উপশমে যদি যুদ্ধ হয়।
সেইকালে সাহায্য করিবা মহাশয় ॥

—

ভীমের সহিত যক্ষগণের যুদ্ধ ও পুষ্প আহরণ।

অতঃপর ভীম, পরাক্রমে যম,
চলিল উত্তর পথে।
দুই ভিতে যত, আছয়ে পর্ব্বত,
নানাবর্ণ বৃক্ষ তাতে ॥
পরম কৌতুকে, আপনার সুখে,
স্বচ্ছন্দে গমনে যায়।
মহাবলবান, কি করে সন্ধান,
কে বুঝিবে অভিপ্রায় ॥
কত দিনান্তর, গন্ধ গিরিবর,
বন উপবন শোভা।

উচ্চ সব শাখা, বিস্তারে অলেখা,
নব জলধর আভা ॥
সপ্ত শৃঙ্গ তথা, শোভা করে যথা,
তাহে নানা তরুগণ ।
পবন-নন্দন, আনন্দিত মন,
সুখে কৈল আরোহণ ॥
প্রতি শৃঙ্গে পক্ষ, মৃগ লক্ষ লক্ষ,
পশুগণ অগণিত ।
নানা পুষ্প বনে, মধুকরগণে,
মধুপানে আনন্দিত ॥
কোকিল কাকুলি, গুঞ্জরিছে অলি,
বিবিধ বিহঙ্গ রব ।
দেখে নানা স্থানে, সকল সোপানে,
দেবের আশ্রম সব ॥
তাহার উত্তর, রম্য সরোবর,
সুবর্ণ পঙ্কজ বন ।
দক্ষিণ পবন, বহে অনুক্ষণ,
আমোদে মোহিত মন ॥
গন্ধ অনুসারে, চলিল উত্তরে,
পুষ্প হেতু মহাবুদ্ধি ।
দেখি সরোবর, বীর বৃকোদর,
জানিল যে কার্য্যসিদ্ধি ॥
সুবাসিত জলে, কনক কমলে,
মধুপান করে ভৃঙ্গ ।
তথা লাখে লাখ হংস চক্রবাক,
বিহরে রমণী সঙ্গ ॥
কারণ্ডব বৃন্দ, পরম আনন্দ,
সবাই সানন্দ হ'য়ে ।
মজি মনোভবে, কেলি করে সবে,
নিজ পরিবার ল'য়ে ॥
তথা লক্ষ লক্ষ, যক্ষরাজ পক্ষ,
আছয়ে রক্ষক লক্ষ ।
মানিয়া বিস্ময়, ভীমসেন কয়,
কখন এ নহে লক্ষ্য ॥
নির্ভয় শরীর, বৃকোদর বীর,
দেখিয়া নির্ম্মল জল ।
স্নান করি হৃষ্ট, পূজা কৈল ইষ্ট,
কৌতুকে তুলে কমল ॥
দেখি পরস্পর, কহে অনুচর,
কুবের কিঙ্কর যত ।
দেবের উদ্যানে, ভয় নাহি মনে,
দেখি যে অজ্ঞানবত ॥
কেহ বলে উঠ, না করিহ হঠ
কমল কনক ফুল ।
অল্পতর প্রাণ, মানুষ অজ্ঞান,
কি জানে ইহার মূল ॥
কেহ সাধুজন, মধুর বচন,
কহে ভীমসেন প্রতি ।
কহ মহামতি, কাহার সন্ততি,
কি হেতু হেথা আগতি ॥
এই সরোবর, যক্ষের ঈশ্বর
ঈশ্বর ইহার হয় ।
দেখি সাধু হেন, ভাল মন্দ জান,
কারে নাহি কর ভয় ॥
ভীম বলে মোর, নাম বৃকোদর,
পাণ্ডুর নন্দন আমি ।
ভয় নাহি মনে, এ তিন ভুবনে,
স্বচ্ছন্দে সর্ব্বত্র ভ্রমি ॥
ক্ষিতিপাল শ্রেষ্ঠ, মম ভাই জ্যেষ্ঠ,
যুধিষ্ঠির মহারাজা ।
পুষ্প অনুসারে, পাঠান আমারে,
করিবেন দেবপূজা ॥
পুষ্প লৈয়া আমি, যাব শীঘ্রগামী,
করিতে ঈশ্বর-সেবা ।
অন্য কর্ম্ম নয়, কি কারণে ভয়,
এমত দুর্ব্বল কেবা ॥
অনুচর কয়, যাও মহাশয়,
যক্ষরাজে গিয়া বল ।
নহিলে কলহ, করিবে কলহ,
তবে কি হইবে ভাল ॥
হাসি বৃকোদর, কহে ওহে চর,
কি হেতু যাইবে তথা ।

আসিয়া পাণ্ডব, পুষ্প নিল সব,
কহ গিয়া এই কথা ॥
ভীম মহাবল, তোলয়ে কমল,
না মানিল যদি মানা।
কুবের কিঙ্কর, হাতে ধনুঃশর,
রুষিল সকল সেনা ॥
ভীমের উপর, সবে এড়ে শর,
বৃষ্টি হেন পড়ে কায়।
ক্রোধে বৃকোদর, উঠিয়া সত্বর,
মারিল বৃক্ষের ঘায় ॥
মারিল যতেক, কহিব কতেক,
যে কিছু আছিল শেষ।
কান্দি উচ্চৈস্বরে, কহিল কুবেরে,
নিশ্চয় মজিল দেশ ॥
র একজন, বিকৃতি লক্ষণ,
মারিয়া রক্ষক কুল।
রিলেক হত, সরোবরে যত,
আছিল কমল ফুল ॥
হে নাম মোর, বীর বৃকোদর,
পাণ্ডু নৃপতির সুত।
ুন মহাশয়, কহিনু নিশ্চয়,
যক্ষকুল হৈল হত ॥
হে যক্ষরাজ, দ্বন্দ্বে নাহি কাজ,
তনয় অধিক হয়।
আমার উত্তর, কহিয়া সত্বর,
পুষ্প দেহ যত চায় ॥
আসি চরগণে, মধুর বচনে,
সান্ত্বাইল ভীমসেনে।
হথা ধর্ম্মসুত, ত্রিবিধ উৎপাত,
দেখয়ে শর্ব্বরী দিনে ॥
উচাটন মতি মুনিগণ প্রতি,
করিলেন নিবেদন।
কহ মুনিবর, ভাই, বৃকোদর,
না আইল কি কারণ ॥
মুনিগণ কয়, না করিহ ভয়,
ভীমে কে হিংসিতে পারে।
কহে যুধিষ্ঠির, প্রাণ নহে স্থির,
যাবৎ না দেখি তারে ॥

ভীমান্বেষণের যুধিষ্ঠিরের যাত্রা।

যুধিষ্ঠির বলে মুনি কর অবধান।
ভীমের বিলম্বে মম ব্যাকুলিত প্রাণ ॥
অস্ত্রশিক্ষা হেতু পার্থ স্বর্গেতে রহিল।
মিথ্যা কার্য্যে পুষ্প হেতু ভীমসেন গেল ॥
ব্যস্ত প্রাণ, না দেখিয়া দোঁহাকার মুখ।
বিধি দেয় দুঃখের উপর আরো দুঃখ ॥
এত বলি ঘটোৎকচে করেন্ স্মরণ।
স্মরণ করিবামাত্র ভীমের নন্দন ॥
আসিয়া সবার পদে করিল প্রণতি।
আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিল নরপতি ॥
ভাগ্যে আজি দেখিলাম বদন তোমার।
মন দিয়া শুন বাপু কহি সমাচার ॥
পুষ্প হেতু গেল ভীম জনক তোমার।
চারিদিন না পাই তাহার সমাচার ॥
এই হেতু চিন্তা সদা হতেছে আমার।
ঘটোৎকচ এ সঙ্কটে করহ উদ্ধার ॥
প্রাণের অধিক মম বৃকোদর ভাই।
শীঘ্রগতি চল তথা যাইব সবাই ॥
আমারে লইবে আর ভাই দুইজন।
সকল বর্ণের গুরু লইবে ব্রাহ্মণ ॥
দ্রুপদ-নন্দিনী কৃষ্ণা জননী তোমার।
সে কারণে লইতে আমার অঙ্গীকার ॥
ঘটোৎকচ বলে দেব তোমার আজ্ঞায়।
পৃথিবী বহিতে পারি কত বড় দায় ॥
মম পৃষ্ঠে আরোহণ কর সর্ব্বজনে।
তোমার প্রসাদে তথা যাইব এক্ষণে ॥
এত শুনি তুষ্ট হ'য়ে ধর্ম্মের নন্দন।
প্রশংসা করিয়া বহু দেন আলিঙ্গন ॥
আরোহণ কৈল অগ্রে ব্রাহ্মণমণ্ডলী।
কৃষ্ণা সহ তিন ভাই বসে কুতূহলী ॥
চলিল ভীমের পুত্র ভীমপরাক্রম।
অনায়াসে গমনে তিলেক নাহি শ্রম ॥

এইমত অল্পদিনে রাজা যুধিষ্ঠির ।
উপনীত যথা আছে বৃকোদর বীর ॥
দেখিল অনেক সৈন্য কুবের-কিঙ্কর ।
যুদ্ধেতে লইল প্রাণ বীর বৃকোদর ॥
ক্রীড়ায় কৌতুকী মন ভীম মহামতি ।
হেনকালে দেখিল আগত ধর্ম্মপতি ॥
লোমশ ধৌম্যের কৈল চরণ বন্দন ।
মাদ্রীপুত্র দুইজনে কৈল আলিঙ্গন ॥
মধুর সম্ভাষে তুষ্ট কৈল যাজ্ঞসেনী ।
ভীমে সম্বোধিয়া কহে ধর্ম্ম নৃপমণি ॥
শুন ভাই তব যোগ্য নহে এই কর্ম্ম ।
দেব দ্বিজ হিংসা নহে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম ॥
হেন কর্ম্ম কভু নাহি করিবে সর্ব্বথা ।
কিছু না কহিয়া ভীম রহে হেঁটমাথা ॥
দিন কত তথায় রহিল সর্ব্বজন ।
এক দিন শুন তথা দৈবের ঘটন ॥
মৃগয়া করিতে ভীম গেল দূর বনে ।
ধৌম্য পুরোহিত গেল সরোবর স্নানে ॥
লোমশ পুষ্পের হেতু প্রবেশিল বন ।
অসহায় আশ্রমে আছেন চারিজন ॥
হেনকালে জটাসুর বকের বান্ধব ।
ভীমের পরম শত্রু জানিয়া পাণ্ডব ॥
হিংসা হেতু আশ্রয় করিল সেই বন ।
ছিদ্র চাহি সাবধানে থাকে অনুক্ষণ ॥
না পারে লঙ্ঘিতে দুষ্ট ভীমে করি ভয় ।
বিশেষ রক্ষক-মন্ত্র ব্রাহ্মণ পড়য় ॥
দৈবযোগে সেই দিন দেখি শূন্যালয় ।
শীঘ্রগতি আসিয়া রাক্ষস দুরাশয় ॥
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখি গভীর গর্জ্জনে ।
কহিতে লাগিল দুষ্ট ধর্ম্মের নন্দনে ॥
আরে পাপমতি দুষ্ট পাপিষ্ঠ পাণ্ডব ।
হিড়িম্বক আদি মম বন্ধু ছিল সব ॥
সবারে মারিল দুষ্ট ভীম তোর ভাই ।
সেই অনুতাপে আমি নিদ্রা নাহি যাই ॥
স্ববাঞ্ছিত ফল আজি বিধাতা ঘটাল ।
এ কারণে চারিজন একত্রে মিলিল ॥
নিশ্চয় নিধন আজি করিব সবাকে ।
ভীমার্জ্জুন মরিবেক তোমাদের শোকে ॥
নিপাত হইল শত্রু কাল হৈল পূর্ণ ।
এতেক কহিয়া দুষ্ট ধরিলেক তূর্ণ ॥
পৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া শীঘ্রগতি ।
ভীমে ভয় করিয়া পলায় দুষ্টমতি ॥

জটাসুর বধ এবং পাণ্ডবদিগের বদরিকাশ্রম যাত্রা ।

যুধিষ্ঠির বলিলেন রাক্ষস অধম ।
বুঝিলাম স্মরণ করিল তোরে যম ॥
অহিংসক জনে হিংসা করে যেইজন ।
অল্পকালে দণ্ড তারে করয়ে শমন ॥
না বুঝিয়া কি কারণে করিস্ কুকর্ম্ম ।
পাপেতে পড়িলি দুষ্ট মজাইলি ধর্ম্ম ॥
ধর্ম্ম নষ্ট করি যার সুখে অভিলাষ ।
সর্ব্ব ধর্ম্ম নষ্ট হয় নরকেতে বাস ॥
ফলিবেক এখনি তোমার দুষ্টাচার ।
হইবি ভীমের হাতে সবংশে সংহার ॥
দ্রুপদ-নন্দিনী কৃষ্ণা এত সব দেখি ।
পরিত্রাহি ডাকে দেবী মুদি দুই আঁখি ॥
হা কৃষ্ণ করুণাসিন্ধু কৃপার নিদান ।
করহ কমলাকান্ত কষ্টে পরিত্রাণ ॥
তোমার পাণ্ডব-বন্ধু সর্ব্বলোকে কয় ।
সেই কথা পালন করিতে যোগ্য হয় ॥
কোথা গেলে ভীমসেন করহ উদ্ধার ।
তোমা বিনা দুস্তারে তারিতে নাহি আর ॥
কোথায় রহিলে [illegible] বীর ধনঞ্জয় ।
রক্ষা কর পাণ্ডুবংশ মজিল নিশ্চয় ॥
ব্যাকুল হইয়া কৃষ্ণা কান্দে উচ্চরায় ।
দূরে থাকি ভীমসেন শুনিবারে পায় ॥
বুঝিল অমনি বীর কান্দে যাজ্ঞসেনী ।
ব্যগ্র হৈয়া [illegible] ধাইল অমনি ॥
দেখিয়া পলায় [illegible] চারিজনে ।
ডাকিয়া কহিল বীর আশ্বাস বচনে ॥
তিলার্দ্ধ মনেতে ভয় না কর রাক্ষসে ।
এখনি মারিব দুষ্টে চক্ষুর নিমিষে ॥

চ বলি উপাড়িয়া দীর্ঘ তরুবর।
কি বলে রহ রে পাপিষ্ঠ নিশাচর॥
াইয়া ভীমের শব্দ বেগে ধায় জটা।
গনমণ্ডলে যেন নবঘন ছটা॥
সুরের কর্ম্ম দেখি বেগে ভীম ধায়।
ায়ে বৃক্ষের বাড়ী মারিল মাথায়॥
ক্ষাঘাতে ব্যথিত হইয়া ক্রোধমনে।
ীমেরে ধরিল দুষ্ট ছাড়ি চারি জনে॥
াইয়া ভীমের হাতে দিল এক টান।
লিতে নারিল ভীম পেয়ে অপমান॥
ক্রোধে কম্পমান তনু বৃক্ষ ল'য়ে হাতে।
াহার করিল দুষ্ট মারুতির মাথে॥
রশি ভীমের মাথে বৃক্ষ হৈল চুর।
ক্ষেতে চাপড় ক্রোধে মারিল অসুর॥
রাঘাতে কম্পমান বৃকোদর বীর।
ঙ্গে বহে শ্রমজল হইল অস্থির॥
রিল জটার বুকে দৃঢ় মুষ্ট্যাঘাত।
র্ব্বত উপরে যেন হৈল বজ্রাঘাত॥
মের ভৈরব নাদ অসুরের শব্দ।
ননিবাসী যত শুনি হৈল স্তব্ধ॥
কাঘাত করাঘাত পদাঘাত ঘাতে।
তীয় প্রহর যুদ্ধ হৈল হেনমতে॥
ল্লযুদ্ধে বিশারদ দোঁহে মহাবল।
িংহনাদে পূরিল সকল বনস্থল॥
াধরি করি দোঁহে ক্ষিতিমধ্যে পড়ি।
াল হস্তীর প্রায় যায় গড়াগড়ি॥
ণেক উপরে ভীম ক্ষণেক রাক্ষস।
মান শকতি দোঁহে সমান সাহস॥
বে বীর বৃকোদর পেয়ে অবসর।
কিতে উঠিল জটাসুরের উপর॥
কের উপরে বসি পদে চাপি কর।
মহাতে গলা চাপি ধরিল সত্বর॥
লিয়া দক্ষিণ কর মুষ্ট্যাঘাত মারি।
াঙ্গিয়া ফেলিল তার দন্ত দুই সারি॥
দাঘাত করিয়া মস্তক কৈল চুর।
জিল পরাণ পাপ দুরন্ত অসুর॥

দেখিয়া আনন্দচিত্ত ধর্ম্মের নন্দন।
শিরেতে আঘ্রাণ ল'য়ে দেন আলিঙ্গন॥
পরদিন প্রাতে বদরিকা পুণ্যস্থানে।
চলিলেন সহ মুনি অতি প্রীতমনে॥
তবে কত দিন পরে লঙ্ঘি শত শত।
উপস্থিত হন গন্ধমাদন পর্ব্বত॥

ইন্দ্রালয়ে অর্জ্জুনের সপ্তস্বর্গ দর্শনার্থে যাত্রা।

হেথায় ইন্দ্রের পুরে বীর ধনঞ্জয়।
ইন্দ্রের আদরে পান সর্ব্বত্র বিজয়॥
নানা বিদ্যা পাইলেন নাহি পরিমাণ।
রূপে গুণে পরাক্রমে ইন্দ্রের সমান॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ রক্ষ বিদ্যাধর।
আছিল ছত্রিশ কোটি যত পরাৎপর॥
শিখাইল অস্ত্র সহ সবে নিজ মায়া।
ইন্দ্রের নন্দন জানি সবে করে দয়া॥
নৃত্য গীতে বিশারদ ক্ষমা নম্র ধীর।
শান্তি শক্তি সদা সর্ব্ব গুণেতে গভীর॥
হেনমতে সুখেতে আছয়ে কুন্তীসুত।
দেখিয়া আনন্দযুত দেব পুরুহুত॥
তবে ইন্দ্র জানিলেন অর্জ্জুন পরাক্রম।
সুরাসুর নাগ নরে কেহ নহে সম॥
নিবাতকবচ দৈত্য কালকেয় আদি।
অসাধ্য সাধন যত দেবের বিবাদী॥
বিনা পার্থ নাশিতে না পারে অন্যজন।
আনিলাম অর্জ্জুনেরে এই সে কারণ॥
প্রাণের অধিক প্রিয় পুত্র ধনঞ্জয়।
হেন সঙ্কটেতে পাঠাইতে যোগ্য নয়॥
নহিলে না হয় কিন্তু বৈরী নিপাতন।
সাক্ষাতে কহিতে সজ্জা করে বিবেচন॥
এমত উদ্বেগচিত্ত অমরের পতি।
ডাকিয়া আনিল শীঘ্র মাতলি সারথি॥
একে একে কহিল যতেক সমাচার।
পার্থ বিনা নাহি ইথে করিতে উদ্ধার॥
না কহিয়া অর্জ্জুনে এ সব বিবরণ।
ছলে পাঠাইব স্বর্গ করিতে ভ্রমণ॥

সহিত যাইবে তুমি জানাবে সকল ।
প্রথমে যাইবে যত দেবতার স্থল ॥
সপ্তস্বর্গে নিবাস করয়ে যত জন ।
দেবতা গুহ্যক সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব চারণ ॥
আমার পরম শত্রু কহিবে অসুর ।
গতায়াতে পথভ্রমে যাইবে সে পুর ॥
জানিয়া বিরোধ পার্থ অবশ্য করিবে ।
অর্জ্জুনের বাণে দুষ্ট সংহার হইবে ॥
এমত হইলে তবে ঘুচিবে অনর্থ ।
সংক্ষেপে সাধ কার্য্য না জানিবে পার্থ ॥
শুনিয়া মাতলি বলে যে আজ্ঞা তোমার ।
এরূপ হইলে হবে অসুর সংহার ॥
মাতলিরে বিদায় করিল সুরমণি ।
কোনমতে গেল দিন প্রভাত রজনী ॥
উঠিয়া আনন্দমতি সহস্রলোচন ।
নিত্য নিয়মিত কর্ম্ম করি সমাপন ॥
বসিয় সভার মাঝে সহস্রলোচন ।
মাতলি আসিয়া অগ্রে করে নিবেদন ॥
হেনকালে উপনীত পার্থ ধনুর্দ্ধর ।
নিজ পাশে বসাইল শচীর ঈশ্বর ॥
প্রশংসা করিয়া অঙ্গে বুলাইয়া হাত ।
কহিলা পার্থের প্রতি ত্রিদেবের নাথ ॥
শুন পুত্র স্বকার্য্য সাধিলা নিজগুণে ।
এত দিন বিলম্ব হইল সে কারণে ॥
না দেখি তোমার মুখ ধর্ম্মের তনয় ।
চিন্তাযুক্ত রহিয়াছে মম মনে লয় ॥
অতঃপর বিলম্বিতে নাহি কিছু কাজ ।
শীঘ্রগতি ভেটিতে উচিত ধর্ম্মরাজ ॥
রথ আরোহণ করি মাতলি সংহতি ।
স্বর্গের বিভব দেখি এস শীঘ্রগতি ॥
আজ্ঞা পেয়ে আনে রথ মাতলি সত্বর ।
ইন্দ্রেরে প্রণাম করি পার্থ ধনুর্দ্ধর ॥
সুসজ্জা হইয়া ধনুর্ব্বাণ লৈয়া হাতে ।
গোবিন্দ বলিয়া বীর চড়িলেন রথে ॥
মাতলি চালায় রথ অতি বিচক্ষণ ।
পবন অধিক বেগে রথের গমন ॥
ক্রমে ক্রমে দেখে যত অমর-আলয় ।
নন্দনকাননে যান বীর ধনঞ্জয় ॥
দেখিয়া বনের শোভা পরম কৌতুকে ।
দিন কত তথায় বঞ্চিল হেন সুখে ॥
তথা হৈতে গেল পার্থ গন্ধর্ব্বের পুরী ।
দেখিল নিবসে যত কৌতুক বিহারী ॥
নৃত্য গীতে আনন্দিত সবাকার মন ।
সমান বয়স বেশ বৈসে যত জন ॥
হেনকালে কিন্নর অপ্সর আদি যত ।
ভ্রমণ করেন পার্থ চালাইয়া রথ ॥
যথাক্রমে সপ্তস্বর্গ দেখিয়া সকল ।
আনন্দে বিহ্বলচিত্ত পার্থ মহাবল ॥
আপনারে সাধুবাদ করিলেন মনে ।
ধন্য আমি এত সব দেখিনু নয়নে ॥
তবে ত মাতলি গেল যমের ভবন ।
নানা কার্য্য দেখিলেন কুন্তীর নন্দন ॥
দেখেন ধর্ম্মের সভা কর্ম্মের বিচার ।
পুণ্যবন্ত সুখে আছে দুঃখে পাপাচার ॥
পুণ্যবন্ত লোক যত দিব্য সিংহাসনে ।
করিছে বিবিধ ভোগ আনন্দ বিধানে ॥
পাপীর কষ্টের কথা কহনে না যায় ।
প্রহার করিয়া তারে নরকে ডুবায় ॥
মহাপাপী যত জন পড়িয়া নরকে ।
কৃমির কামড়ে পাপী পরিত্রাহি ডাকে ॥
দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন পাণ্ডুর নন্দন ।
মাতলি জানিয়া তবে করিল গমন ॥
চোরের নিবাসে যথা নাহি প্রয়োজন ।
ইন্দ্রকার্য্যে জাগে তেম মাতলির মন ॥
সপ্তস্বর্গে ছিল যত কৌতুক অশেষ ।
অর্জ্জুনে দেখায় যত দৈত্যগণ-দেশ ॥

নিবাতকবচ দৈত্যের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ এবং
দৈত্যের সবংশে নিধন ।

ইন্দ্রবাক্য মনে করি মাতলি সারথি ।
দৈত্যের দেশেতে তবে যায় দ্রুতগতি ॥

যাইতে দৈত্যের পুরী দেখি বামভাগে।
শীঘ্রগতি রথ তবে চালাইল বেগে ॥
কালকেয় নিবাতকবচ যেই দেশে।
মাতলি চালায় রথ চক্ষের নিমিষে ॥
জিনিয়া অমরাবতী পুরীর নির্ম্মাণ।
বিস্ময় মানিয়া পার্থ করে অনুমান ॥
দেবের বসতি নহে মম অগোচর।
ভুবন তিনের সার কাহার নগর ॥
মাতলিরে জিজ্ঞাসেন বীর ধনঞ্জয়।
কহ সত্য জান যদি কাহার আলয় ॥
সর্ব্বলোক সুখী আছে নানা পরিচ্ছদ।
ইন্দ্রের অধিক দেখি প্রজার সম্পদ ॥
মাতলি কহেন পার্থ কর অবধান।
নিবাতকবচ নামে দৈত্যের প্রধান ॥
দেবের অবধ্য হয় তপস্যার বলে।
নাহিক সমান স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতলে ॥
ইন্দ্রের সমান তেজ সৈন্য পরাক্রম।
ইন্দ্রের বিপক্ষ বড় এই দৈত্যগণ ॥
মহাবলবন্ত যত নিবাতের দেশে।
ইন্দ্রত্ব লইতে পারে চক্ষুর নিমিষে ॥
এই দুষ্ট ইন্দ্রের পরম শত্রু হয়।
নিদ্রা নাহি শচীনাথে এই দৈত্যভয় ॥
তোমার এ বধ্য বটে জানিয়া বিশেষ।
আনিলাম অর্জ্জুন তোমারে এই দেশ ॥
মাতলি কহিল যদি এতেক ভারতী।
কহিতে আরম্ভ করে পার্থ মহামতি ॥
পিতার পরম শত্রু এই দুরাচার।
কি হেতু বিলম্ব কর করিতে সংহার ॥
নিশ্চয় পূরাব আজি পিতৃ-মনোরথ।
নির্ভয় হইয়া চালাইয়া দেহ রথ ॥
মাতলি কহিল রথ চালাইতে নারি।
রথী মাত্র একা তুমি এ কারণে ডরি ॥
লক্ষ লক্ষ সেনাপতি আছয়ে তাহার।
একা তুমি কি প্রকারে করিবে সংহার ॥
চল শীঘ্র জানাইব অমরের নাথে।
অনুমতি দিলে কত সৈন্য ল'য়ে সাথে ॥
পশ্চাৎ করিব যুদ্ধ আসিয়া নিশ্চয়।
যে আজ্ঞা তোমার হয় মনে যেই লয় ॥
এতেক কহিল যদি সারথি মাতলি।
ক্রোধভরে গর্জ্জিয়া উঠিল মহাবলী ॥
একা মোরে দেখিয়া অবজ্ঞা কর মনে।
কোন্ জন বিরোধ করিবে মম সনে ॥
সুরাসুর একত্রে আইসে যদি বাদে।
চক্ষুর নিমিষে নিবারিব অপ্রমাদে ॥
এখনি মারিব যত অমরের অরি।
না মারিলে বৃথা আমি পার্থ নাম ধরি ॥
হুঙ্কারিয়া দেবশঙ্খ বাজায় সঘন।
পুনঃ পুনঃ গাণ্ডীবেতে পার্থ দেন গুণ ॥
মহাক্রোধে সিংহনাদ করে মহাবল।
দেখি কম্পমান হৈল ত্রৈলোক্যমণ্ডল ॥
শত বজ্রাঘাতে জিনি বিপরীত শব্দ।
শুনিয়া দৈত্যের পতি হৈল মহাস্তব্ধ ॥
কালকেয় নিবাতকবচ বীর আদি।
ক্রোধভরে যায় যত অমরবিবাদী ॥
বিবিধ বাদ্যের শব্দ সৈন্য কোলাহল।
ভেটিল আসিয়া সবে পার্থ মহাবল ॥
মাতলি সারথি রথে ইন্দ্রতুল্য রূপ।
দেখিয়া জানিল সবে অমরের ভূপ ॥
চতুর্দ্দিকে বেড়ি সবে করে অস্ত্রবৃষ্টি।
প্রলয়কালেতে যেন মজাইতে সৃষ্টি ॥
না হয় মানস পূর্ণ ছাড়িতে নিশ্বাস।
শরজাল করিয়া পূরিল দিশপাশ ॥
দিবা দ্বিপ্রহরে হৈল ঘোর অন্ধকার।
অন্যের থাকুক নাহি পবন সঞ্চার ॥
অগ্নি অস্ত্র এড়িলেন পার্থ মহাবল।
মুহূর্ত্তেকে শরজালে পূরিল সকল ॥
মেঘ হৈতে মুক্ত যেন হইল মিহির।
প্রকাশ পাইল তথা পার্থ মহাবীর ॥
মেঘ অস্ত্র করিলেন পার্থ বরিষণ।
বায়ু অস্ত্রে দৈত্যেরা করিল নিবারণ ॥
এড়িল পর্ব্বত অস্ত্র দৈত্যের ঈশ্বর।
অর্দ্ধচন্দ্র বাণে কাটে পার্থ ধনুর্দ্ধর ॥

তবে দৈত্য অর্জ্জুনে মারিল দশ বাণ ।
বাজিল পার্থের বুকে বজ্রের সমান ॥
ব্যথায় ব্যথিত পার্থ হ'য়ে মূর্চ্ছাগত ।
মুহূর্ত্তেকে উঠিলেন গর্জ্জি সিংহমত ॥
ধনুকে টঙ্কার দিয়া ক্রোধের আবেশে ।
সহস্র তোমর এড়ে দৈত্যের উদ্দেশে ॥
গর্জ্জিয়া উঠিল বাণ গগনমণ্ডলে ।
প্রাণভয়ে দৈত্যগণ পলায় সকলে ॥
সৈন্যভঙ্গ দেখি ক্রুদ্ধ দৈত্যের ঈশ্বর ।
ঐষিক বাণেতে কাটে সহস্র তোমর ॥
বাণ ব্যর্থ দেখি পার্থ দুঃখিত অন্তরে ।
দিব্য অস্ত্র প্রহার করিল দৈত্যেশ্বরে ॥
বাণাঘাতে মূর্চ্ছিত হইল দৈত্যপতি ।
রথ চালাইয়া বেগে পলায় সারথি ॥
দৈত্যপতি চেতন পাইল কতক্ষণে ।
কালকেয় আদি আসি ভেটিল অর্জ্জুনে ॥
মহাবল মহাশিক্ষা যত বীরবর ।
প্রাণপণে করে যুদ্ধ পার্থ একেশ্বর ॥
মানবী রাক্ষসী দেবী গন্ধর্ব্ব পিশাচী ।
দানস্থানে যত অস্ত্র পায় সব্যসাচী ॥
প্রহরেক পর্য্যন্ত যুঝিয়া মহাবল ।
রুধির সহিত অঙ্গে বহে ঘর্ম্মজল ॥
লখিয়া আনন্দমতি দৈত্যের ঈশ্বর ।
উপায় না দেখি পার্থ হৈলেন ফাঁপর ॥
ভাবিলেন পরম সঙ্কট আজি হৈল ।
মাতলি এতেক দেখি কহিতে লাগিল ॥
পাশুপত অস্ত্র দেন পশুপতি দান ।
ত্রিভুবন ভুবন যার পতঙ্গ সমান ॥
সে হেন আছয়ে তব মহারত্ন নিধি ।
এমন সংযোগে তারে নিয়োজিল বিধি ॥
এই সে আশ্চর্য্য বড় লাগে মম মনে ।
এ সময়ে সেই অস্ত্র নাহি ছাড় কেনে ॥
শুনি পাশুপত বীর নিলেন তৎক্ষণে ।
মন্ত্র পড়ি যুড়িলেন ধনুকের গুণে ॥
কোটি সূর্য্য জিনি অস্ত্র হৈল তেজোময় ।
থাকুক অন্যের কার্য্য অর্জ্জুন সভয় ॥

অস্ত্র অবতার কালে ত্রিবিধ উৎপাত ।
নির্ঘাত উলকা সদা বহে তপ্তবাত ॥
প্রলয় জানিয়া সবে স্বর্গের নিবাসী ।
রহিল অস্ত্রের মুখে দৃষ্টি অভিলাষী ॥
অস্ত্রমুখে যেই হৈল হুতাশন বৃষ্টি ।
দহন করিল তাতে অসুরের গুষ্টি ॥
জ্বলন্ত অনলে যেন সিমুলের তুলা ।
তাদৃশ হইল ভস্ম দুষ্ট দৈত্যগুলা ॥
হেনকালে শূন্যবাণী শুনি এই রব ।
সম্বর সম্বর পার্থ মজিল যে সব ॥
ভাল হৈল দুষ্ট দৈত্য হইল সংহার ।
মনুষ্যেরে অস্ত্র না করিহ অবতার ॥
সংহার কারণ সৃষ্টি বিধির সৃজন ।
বিনাশ করিতে ইহা ধরে ত্রিলোচন ॥
যাবৎ না দহে ক্ষিতি অস্ত্রের আগুনে ।
মন্ত্রবলে সম্বরিয়া রাখ নিজ তূণে ॥
পুনঃ পুনঃ এইমত হৈল শূন্যবাণী ।
আনন্দে বিহ্বল পার্থ ইষ্টসিদ্ধি জানি ॥
মন্ত্রবলে অস্ত্র সম্বরেণ বীরবর ।
আশীর্ব্বাদ করি সবে গেল নিজ ঘর ॥

অস্ত্রশিক্ষা করিয়া অর্জ্জুনের পুনঃ স্বর্গলোকে আগমন ।

কার্য্যসিদ্ধি জানি তবে সারথি মাতলি ।
বায়ুবেগে রথ চালাইল মহাবলী ॥
নানা কাব্য কথায় হরিষ দুইজন ।
মুহূর্ত্তেকে গেল তবে ইন্দ্রের ভুবন ।
অর্জ্জুনের আগমনে ইন্দ্রের আনন্দ ।
সঙ্গেতে করিয়া লয়ে দেবতার বৃন্দ ॥
অগ্রসরি আপনি গেলেন কত পথ ।
হেনকালে উত্তরিল অর্জ্জুনের রথ ॥
নিকটে দেখিয়া পার্থ শচীর ঈশ্বর ।
রথ হৈতে ভূমিতলে নামিল সত্বর ॥
প্রণাম করিয়া পার্থ ইন্দ্রের চরণে ।
সন্তোষ করেন সুখে সব দেবগণে ॥
দেব পুরন্দর আদি হরিষে বিহ্বল ।
প্রেমাবেশে কহে অর্জ্জুনেরে দিয়া কোল ॥

ধন্য ধন্য পুত্র তুমি ধন্য তব শিক্ষা।
ধন্য তারে যে জন তোমারে দিল দীক্ষা ॥
তোমা হৈতে দূর হৈল আমার অরিষ্ট।
এতদিনে পরিপূর্ণ হইল অভীষ্ট ॥
এত বলি কুতূহলী দেব পুরন্দর।
তূণ যুগ্ম দিলেন বিচিত্র দিব্য শর ॥
মস্তকে কিরীট দিল কর্ণেতে কুণ্ডল।
দশ নাম নিরূপণ করে আখণ্ডল ॥
আছিল অর্জ্জুন নাম দ্বিতীয় ফাল্গুনী।
নক্ষত্রানুসারে নাম রাখিল জননী ॥
খাণ্ডব দহিল যবে আমা সবা জিনি।
সেইকালে বিষ্ণু নাম দিয়াছি আপনি ॥
আমা হৈতে কিরীট পাইলে সুশোভন।
এই হেতু কিরীটী বলিবে সর্ব্বজন ॥
করিছে রথের শোভা শ্বেত চারি হয়।
লোকে শ্বেতবাহন বলিয়া তোমা কয় ॥
দিলেন বীভৎসু নাম গোবিন্দ আপনি।
যথা তথা যাও তুমি এস যুদ্ধ জিনি ॥
এই হেতু নাম তব হইল বিজয়।
বর্ণভেদে সবে যেন কৃষ্ণ নাম কয় ॥
উভয় হস্তেতে তব সমান সন্ধান।
সব্যসাচী নাম তেঁই করি অনুমান ॥
ধনঞ্জয় নাম পেলে ধনপতি জিনি।
যোগের সাধন এই সর্ব্বলোকে জানি ॥
কাম্য করি দশ নাম নরে যদি জপে।
অশুভ বিনাশ হয় তরে সর্ব্বপাপে ॥
হেনমতে আনন্দে রহিল সর্ব্বজন।
প্রভাতে উঠিয়া তবে সহস্রলোচন ॥
মাতলিরে ডাকি আজ্ঞা দিল মহামতি।
সুসজ্জা করিয়া রথ আন শীঘ্রগতি ॥
আজ্ঞামাত্র আনিল সারথি বিচক্ষণ।
বিচিত্র সাজান গতি নর্ত্তক খঞ্জন ॥
অমর ঈশ্বর তবে অর্জ্জুনে ডাকিল।
মধুর সম্ভাষ করি কহিতে লাগিল ॥
শুন পুত্র বিলম্ব নাহিক প্রয়োজন।
দ্রুতগতি ভেট গিয়া ধর্ম্মের নন্দন ॥

নানা জাতি ভূষণে করিয়া পুরস্কার।
কোলে করি চুম্বন করিলা বারে বার ॥
অর্জ্জুন পড়িল তবে ইন্দ্রের চরণে।
প্রণাম করিয়া দাণ্ডাইল বিদ্যমানে ॥
করযোড়ে কহে পার্থ সকরুণ ভাষে।
তোমার আজ্ঞায় যাই ধর্ম্মরাজ পাশে ॥
তোমার চরণে মম এই নিবেদন।
আপনি জানহ যত কৈল দুষ্টগণ ॥
তা সবারে দিব আমি সমুচিত ফল।
কৃপা করি আপনি থাকিবা অনুবল ॥
ইন্দ্র বলে যে কথা কহিলে ধনঞ্জয়।
যথা তুমি তথা আমি জানিও নিশ্চয় ॥
মনের মানস পূর্ণ হইবে তোমার।
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম অবতার ॥
বসুমতীপতি-যোগ্য সেই সে ভাজন।
কালের উচিত ফল পাবে দুর্য্যোধন ॥
এতেক শুনিয়া পার্থ হরষিত মনে।
অমরাবতীতে বাস করে যত জনে ॥
একে একে বিদায় লইয়া সর্ব্বজনে।
রথে চড়ি গমন করেন হৃষ্টমনে ॥
এইমত যাইতে মাতলি ধনঞ্জয়।
কতদূরে হেরিল পর্ব্বত হিমালয় ॥
অনন্তর যথা ধর্ম্ম ধবল পর্ব্বত।
মুহূর্ত্তেকে উত্তরিল অর্জ্জুনের রথ ॥
চিন্তায় আকুল চিত্ত রাজা যুধিষ্ঠির।
অর্জ্জুনে দেখিয়া হৈল প্রফুল্ল শরীর ॥
ভূমে নামিলেন পার্থ ত্যজি ইন্দ্ররথ।
যুধিষ্ঠির চরণে হৈলেন দণ্ডবৎ ॥
অর্জ্জুনে লইয়া কোলে ধর্ম্মের নন্দন।
চিরদিন সমাগমে করি আলিঙ্গন ॥
পূর্ণচন্দ্র শোভা দেখি হর্ষ জলনিধি।
দরিদ্র পাইল যেন মহা রত্ননিধি ॥
ধর্ম্মের আনন্দজলে পার্থ করি স্নান।
ভীমের চরণে নতি করেন বিধান ॥
আলিঙ্গন করি দুই মাদ্রীর নন্দনে।
দ্রৌপদীরে তুষিলেন মধুর বচনে ॥

নিয়া লোমশ মুনি ধৌম্য পুরোহিত।
গতি তথায় হইল উপনীত ॥
ম উঠিয়া পার্থ পড়েন চরণে।
সিয়া আশীর্ব্বাদ কৈল দুইজনে ॥
তে আনন্দে বসিল সর্ব্বজন।
তুক বিধানে যত কথোপকথন ॥

ষ্ঠিরের ভ্রাতৃগণ সহ কাম্যকবনে যাত্রা।

গেল সুরপতি, হইয়া আনন্দমতি,
যুধিষ্ঠির পঞ্চ সহোদর।
পনার ভাগ্য জানি, সফল করিয়া মানি,
আনন্দ বিধানে পরস্পর ॥
ধর্ম্ম নরপতি, লোমশ ধৌম্যের প্রতি,
কহিলেন করি যোড়কর।
জ্ঞা কর মহাশয়, যে কর্ম্ম করিতে হয়,
তাহা কহ করি অতঃপর ॥
ত কোথায় করি,কর আজ্ঞা শিরে ধরি,
সেই স্থানে করিব গমন।
হল লোমশ তবে, কাম্যবনে চল সবে,
সার যুক্তি লয় মম মন ॥
মা বলে কহ যত, সকলি মনের মত,
যুধিষ্ঠির মানেন সকল।
নিঃ ধর্ম্মের সেতু, গমন স্বচ্ছন্দ হেতু,
ঘটোৎকচে স্মরণ করিল ॥
নল ধর্ম্মমণি, হিড়িম্বানন্দন জানি,
শীঘ্রগতি হৈল উপনীত।
রে প্রণাম ক'রে, দাণ্ডাইল যোড়করে,
দেখি রাজা আনন্দে পূরিত ॥
ঘটোৎকচ কয়, আজ্ঞা কর মহাশয়,
কি কারণে করিলা স্মরণ।
কহিলেন কথা, কাম্যক কানন যথা,
ল'য়ে চল করিব গমন ॥
নি ভীম অগ্রজনু, বাড়াইল নিজ তনু,
করিলেন বিস্তার যোজন।
ব ধর্ম্ম নরপতি, সবান্ধবে শীঘ্রগতি,
করিলেন তাহে আরোহণ ॥

ভীমের নন্দন বীর, পরাক্রমে মহাবীর,
অনায়াসে করিল গমন।
নাহি মনে কিছু ভ্রম, তিলেক না হয় শ্রম,
উত্তরিল কাম্যক-কানন ॥
মৃগ পশু বিহঙ্গম, বনস্থলে পূর্ণতম,
বৃক্ষগণ শোভে ফল-ফুলে।
কৌতুক বিধানে তবে, আশ্রম করেন সবে,
পুণ্যতীর্থ প্রভাসের কূলে ॥
সবার আনন্দ মন, বনে গিয়া ভীমার্জ্জুন,
মৃগয়া করিয়া নিত্য আনি।
কেবল সূর্য্যের বরে, ভুঞ্জায় সবার তরে,
রন্ধন করিয়া যাজ্ঞসেনী ॥
এমন আনন্দ মনে, বসতি করেন বনে,
কৃষ্ণা সহ পঞ্চ সহোদর।
একদিন নিশি শেষে, আসিয়া ধর্ম্মের পাশে,
কহিছে লোমশ মুনিবর ॥
শুন ধর্ম্ম নরপতি, যাইব অমরাবতী,
তুষ্ট হ'য়ে করহ বিদায়।
শুনি ভাই পঞ্চজনে, আসিয়া বিরস মনে,
পড়িল প্রণাম করি পায় ॥
ধর্ম্ম আগমন শুনি, আইল যতেক মুনি,
ক্রমে ক্রমে যত বন্ধুজন।
ধর্ম্মেতে ধর্ম্মের সভা, উপমা তাহার কিবা,
হস্তিনা হইল কাম্যবন ॥
বলরাম জগন্নাথ, যতেক যাদব সাথ,
গেলেন ধর্ম্মের অন্বেষণে।
যত পরিবার সঙ্গে, আনন্দ প্রসঙ্গ রঙ্গে,
উপনীত রম্য কাননে ॥
কৃষ্ণ আগমন শুনি, যুধিষ্ঠির নৃপমণি,
আনন্দে পুলকিত কলেবর।
আনন্দ মন্দির পুর, অগ্রসরি কতদূর,
সবারে পঞ্চ সহোদর।
চিরদিন অদর্শনে, সবাব আলিঙ্গনে,
আশীর্ব্বাদ সুমঙ্গল বাণী।
বৈসেন কৌতুক মতি, রামকৃষ্ণ ধর্ম্মপতি,
সবান্ধবে আর যত মুনি ॥

বলরাম নারায়ণ, সম্বোধিয়া পঞ্চজন,
জিজ্ঞাসেন কুশল বারতা।
শুনিয়া কহেন ধর্ম্ম, হইল যতেক কর্ম্ম,
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত সব কথা ॥
শুনি রাম যদুপতি, আনন্দ প্রসন্ন মতি,
প্রশংসা করেন পার্থ বীরে।
তবে তার কতক্ষণে, চলিলেন সর্ব্বজনে,
স্নান হেতু প্রভাসের তীরে ॥
জলক্রীড়া করি সবে, আসিয়া আশ্রমে তবে,
ভোজন করেন পরিতোষে।
যথা সুখে আচমন, করি শেষে সর্ব্বজন,
বসিলেন হরিষ মানসে ॥
হেনকালে যদুবীর, সম্বোধিয়া যুধিষ্ঠির,
কহিলেন সুমধুর বাণী।
তোমার ভাগ্যের কথা, এমনি করিল ধাতা,
বনেতে হস্তিনা তুল্য মানি ॥
যতেক দেখহ কর্ম্ম, সকলের সার ধর্ম্ম,
ধর্ম্মবলে ধর্ম্মী বলবন্ত।
অধর্ম্মী যেজন হয়, চিরদিন নাহি রয়,
অল্পদিনে অধর্ম্মীর অন্ত ॥
সত্য জেন মহাশয়, তোমার এ দুঃখ নয়,
বহু দুঃখে দুঃখী দুর্য্যোধন।
বিপুল বৈভব যত, নিশার স্বপন মত,
অল্পদিনে হইবে নিধন ॥
কৃষ্ণের বচন শুনি, সত্য সত্য যত মুনি,
কহিল ধর্ম্মের সন্নিধান।
নিশ্চয় জানিবে তুমি, ভবিষ্য কহিনু আমি,
অল্পদিনে ক্ষয় দুর্য্যোধন ॥
আশীর্ব্বাদ করি তবে, যথাস্থানে গেল সবে,
বন্ধুগণ হইয়া বিদায়।
আশ্বাসিয়া সর্ব্বজনে, গেল সবে নিজ স্থানে,
দুঃখিত অন্তর ধর্ম্মরায় ॥
তবে রাম নারায়ণ, সম্বোধিয়া পঞ্চজন,
চাহিলেন বিদায় বিনয়ে।
আজ্ঞা কর ধর্ম্মপতি, যাব তবে দ্বারাবতী,
কহ যদি প্রসন্ন হৃদয়ে ॥

ধর্ম্ম কন মৃদুভাষে, অবশ্য যাইবে দে[শে],
রাখিবে আমার প্রতি মন।
কি আর কহিব আমি, সকলি জানহ তু[মি],
তুই চক্ষু রাম নারায়ণ ॥
হেন করি সম্বিধান, বিদায় হইয়া [...]
রেবতীর সত্যভামাপতি।
রথে চড়ি সবান্ধবে, নানা বাদ্যমহোৎ[সবে],
উপনীত যথা দ্বারাবতী ॥
সবে গেল নিজ ঘর, হেথা পঞ্চ সহো[দর],
কাম্যবনে করিয়া আশ্রয়।
জপ যজ্ঞ নানা ব্রত, নানা ধর্ম্ম অবি[রত],
করে নিত্য আনন্দ-হৃদয় ॥
বনেতে বিচিত্র কথা, ব্যাসের রচিত গা[থা],
বর্ণিবারে কাহার শকতি।
গীতছন্দে অভিলাষ, ভণে দ্বৈপায়ন দা[স],
কৃষ্ণপদে মাগিল ভকতি ॥

দুর্য্যোধনের সপরিবারে প্রভাস-তীর্থ যাত্রা

জন্মেজয় বলে মুনি কর অবধান।
শুনিতে বাসনা বড় ইহার বিধান ॥
সর্ব্বজন গেল যদি হইয়া বিদায়।
কি কর্ম্ম করিল সবে রহিলা কোথায় ॥
মুনি বলে অবধান কর কুরুবর।
কৃষ্ণা সহ কাম্যবনে পঞ্চ সহোদর ॥
প্রভাস তীর্থের তীরে বিচিত্র কানন।
ফল পুষ্প অপ্রমিত মৃগ পশুগণ ॥
মৃগয়া করেন নিত্য বীর ধনঞ্জয়।
রন্ধনে দ্রুপদসুতা আনন্দ হৃদয় ॥
তীর্থ করি আইলেন ধর্ম্মের নন্দন।
শ্রুতমাত্রে মিলিলেন পূর্ব্বের ব্রাহ্মণ ॥
পূর্ব্বমত ভোজন করয়ে বৃন্দ বৃন্দ।
লক্ষ্মীরূপা যাজ্ঞসেনী রন্ধনে আনন্দ ॥
এইমত পঞ্চভাই কাননে নিবসে।
হেথা দুর্য্যোধন রাজা আনন্দেতে ভাসে।
বিপুল বিভব ভোগ করে ইন্দ্রপ্রায়।
অর্থ রাজ্য সৈন্য যত ক্রন্দনে যায় ॥

ঢ রাজ্য ধর্ম্মরাজ্য একত্র মিলিত ।
শষ যে রাজ্য পূর্ব্বে অর্জ্জুন-শাসিত ॥
সকল রাজ্য হৈল তাহে অনুগত ।
দিয়া সবাই থাকয়ে শত শত ॥
গজ পত্তি যত কে করে গণনা ।
দ্র সমান সব অপ্রমিত সেনা ॥
দেবরাজ যথা অমর সমাজে ।
্যাধন মহারাজ পৃথিবীর মাঝে ॥
দিন সভায় বসিয়া কুরুপতি ।
নি বলিছে তারে শুন পৃথ্বী-পতি ॥
জ্বল ভারত-বংশ হৈল তোমা হৈতে ।
় মহারাজ হৈলা ভুবন মাঝেতে ॥
হস্তী রথ পত্তি চতুরঙ্গ দল ।
যর জিনিয়া রত্ন ভাণ্ডার সকল ॥
াল বৈভব তব ইন্দ্রের সমান ।
় মনে করি আমি এক মন্দজ্ঞান ॥
পুষ্পে না হইল ঈশ্বর পর্য্যাপ্ত ।
নে নাহিক হয় ব্রহ্মাণ্ড সুতৃপ্ত ॥
ম্পদ ভুঞ্জিয়া বান্ধব নহে তুষ্ট ।
ম্পদ শত্রুগণ না করিল দৃষ্ট ॥
কল ব্যর্থ করি পূর্ব্বাপর কয় ।
অনুতাপ মম জাগিছে হৃদয় ॥
তৃপ্ত আছে তব গুণে যত বন্ধু ।
ক পূরিয়া তোমা শুদ্ধ যশ-ইন্দু ॥
কল অতুল ঐশ্বর্য্য যে হইল ।
মাত্র এ সম্পদ শত্রু না দেখিল ॥
ি ভাল মন্ত্রণা না করিলাম সব ।
ছাড়ি বনে পাঠাইলাম পাণ্ডব ॥
রর অন্তে যদি অর্পিতাম স্থল ।
নিত্য দেখাতাম বিভূতি সকল ॥
মনে দগ্ধ সদা হৈত পঞ্চজন ।
প বজ্রের সম বাজিত সঘন ॥
ায় রহিল গিয়া নির্জ্জন কাননে ।
ার ঐশ্বর্য্য এত জানিবে কেমনে ॥
বলে যা কহিলে গন্ধারাধিকারী ।
অনুশোচি আমি দিবস শর্ব্বরী ॥

নারীর যৌবন যথা স্বামীর বিহনে ।
মুল তথা ব্যর্থ না দেখিলে শত্রুগণে ॥
বৈভব বিনষ্ট হয় বৈরীরে রাখিলে ।
বিধির নিয়ম ইহা জানি আমি ভালে ॥
যতদিন ইহা সব না দেখে পাণ্ডব ।
লাগয়ে আমার মনে বিফল এ সব ॥
কিন্তু এক করিয়াছি বিচার নির্ণয় ।
বুঝিয়া করহ কার্য্য উচিৎ যে হয় ॥
প্রভাস তীর্থের তীরে তপস্বীর বেশে ।
বাস করে শত্রুগণ তথা নানা ক্লেশে ॥
চল সবে যাব তথা স্নান করিবারে ।
হইবে অনন্ত পুণ্য স্নানে তীর্থনীরে ॥
হয় হস্তী রথ পত্তি চতুরঙ্গ দল ।
সবাকার পরিবার ভৃত্যাদি সকল ॥
ইন্দ্রের অধিক তব বিপুল বৈভব ।
দেখিয়া দ্বিগুণ দগ্ধ পাইবে পাণ্ডব ॥
ঘোষযাত্রা করি সর্ব্ব লোকেতে কহিবে ।
কিন্তু ভীষ্ম দ্রোণ দ্রোণী কেহ না জানিবে ॥
ইহার বিধান এই মম মনে আসে ।
এক যাত্রা দুই কার্য্য হইবে বিশেষে ॥
কর্ণের এতেক বাণী শুনি সেই ক্ষণ ।
সাধু সাধু প্রশংসা করিল দুর্য্যোধন ॥
দুঃশাসন জয়দ্রথ ত্রিগর্ত্ত প্রভৃতি ।
সাধু সাধু বলি উঠে যতেক দুর্ম্মতি ॥
কর্ণবলে বিলম্ব না কর কুরুপতি ।
সুসজ্জ সকল সৈন্য কর শীঘ্রগতি ॥
যত বন্ধু বান্ধব সহিত পরিবার ।
নারীগণ শুনি হৈল আনন্দ অপার ॥
দ্রৌপদীর সহিত দেখা দ্বিতীয় উৎসব ।
তীর্থস্নান তৃতীয় চিন্তিয়া এই সব ॥
বিশেষ সন্তুষ্ট নারী যাত্রা মহোৎসবে ।
সর্ব্বকাল বন্দীরূপে থাকে বদ্ধভাবে ॥
নৃযান গোযান আর অশ্বযান সাজে ।
রথ রথী চলিল পদাতি পদব্রজে ॥
বাহিনী সাজিছে বহু বাজিছে বাজনা ।
সমুদ্র সদৃশ সেনা কে করে গণনা ॥

সাজাইয়া সর্ব্ব সৈন্য দুঃশাসন বেগে।
করযোড়ে দাণ্ডাইল নৃপতির আগে ॥
শুনিয়া কৌরবপতি উঠিল সম্ভ্রমে।
বাহির হইয়া নিরীক্ষয়ে ক্রমে ক্রমে ॥
সমুদ্র লহরী যেন রথের পতাকা।
মেঘের সদৃশ হস্তী নাহি যায় লেখা ॥
মনোহর মনোজ্ঞ উত্তম তুরঙ্গম।
পৃথিবী আচ্ছাদি বীর বিশাল বিক্রম ॥
সশস্ত্র সকল সৈন্য দেখিতে সুন্দর।
শমন সভয় হয় কিবা ছার নর ॥
কর্ণ বলে বিলম্বে নাহিক প্রয়োজন।
ভীষ্মদেব শুনিলে করিবে নিবারণ ॥
এই হেতু তিলেক বিলম্ব না যুয়ায়।
দ্রুতগতি চল সখা এই অভিপ্রায় ॥
সথা রাজা সৈন্যমাঝে যায় শীঘ্রগতি।
কহিল মধুর ভাষে দুর্য্যোধন প্রীতি ॥
শুনি তাত যাইবে প্রভাসতীর্থস্নানে।
পুণ্যকার্য্যে বাধা নাহি দিই সে কারণে ॥
কুরুবংশে শ্রেষ্ঠ তুমি রাজচক্রবর্ত্তী।
পূরিল ভুবন তিন তোমার সুকীর্ত্তি ॥
এ সময়ে যত কর ধৈর্য্য আচরণ।
ভূষিত বৈভব হবে দ্বিগুণ শোভন ॥
সবাকার মন মুগ্ধ প্রভাস গমনে।
নিষেধ নাহিক করি আমি সে কারণে ॥
বিচিত্র সুচিত্র বন সুন্দর যে স্থল।
দেবতা গন্ধর্ব্ব তথা নিবসে সকল ॥
বহু সিদ্ধ ঋষিগণ উপনীত তথা।
কার সনে দ্বন্দ্ব নাহি করিবা সর্ব্বথা ॥
দুর্য্যোধন বলে তাত যে আজ্ঞা তোমার।
যদি দ্বন্দ্ব করে তাতে কি ক্ষতি আমার ॥
মম সৈন্য দেখ তাত তোমার প্রসাদে।
ইন্দ্র যম আসে যদি জিনিব বিবাদে ॥
তথাচ বিরোধে মম কোন্ প্রয়োজন।
শীঘ্র তুমি নিজ গৃহে করহ গমন ॥
বিদুরে মেলানি করি কৌরবের পতি।
না করি বিলম্ব আর চলে শীঘ্রগতি ॥
বিনা ভীষ্ম দ্রোণ দ্রৌণী কৃপাচার্য্য বীর।
সর্ব্ব সৈন্যে দুর্য্যোধন হইল বাহির ॥
চলিতে চরণভরে কম্পিত ধরণী।
ধূলা উড়ি আচ্ছাদিল দিনে দিনমণি ॥
সৈন্য-কোলাহল জিনি সাগর গর্জ্জন।
প্রমাদ গণিল সবে না বুঝি কারণ ॥
মেঘের সদৃশ ধূলি গগনমণ্ডলে।
বহুক্ষেত্র ভাঙ্গিয়া চলিল বহুস্থলে ॥
ভারতপঙ্কজ রবি মহামুনি ব্যাস।
পাঁচালী প্রবন্ধে বিরচিল কাশীদাস ॥

দুর্য্যোধনের সৈন্যের সহিত চিত্রসেন গন্ধর্ব্বের যুদ্ধ

এইমতে রহে সৈন্য যুড়ি বহুস্থল।
গতায়াতে লণ্ডভণ্ড উদ্যান-সকল ॥
হেনকালে দেখ তথা দৈবের ঘটন।
গন্ধর্ব্ব উদ্যান এক ছিল সেই বনে ॥
চিত্রসেন নাম তার গন্ধর্ব্বপ্রধান।
যার নামে সুরাসুর সদা কম্পমান ॥
তাহার কিঙ্কর ছিল বনের রক্ষক।
দেখিল উদ্যান ভাঙ্গে রাজার কটক ॥
বহু সৈন্য দেখি একা না করি বিরোধ
দুর্য্যোধন অগ্রে আসি কহিছে সক্রোধ ॥
শুন রাজা মম বাক্যে কর অবগতি।
প্রভু মম চিত্রসেন গন্ধর্ব্বের পতি ॥
কুসুম উদ্যান তাঁর এই বনে ছিল।
প্রবেশি তোমার সৈন্য সকল ভাঙ্গিল ॥
বনের রক্ষক আমি কিঙ্কর তাঁহার।
না করিলে ভাল কর্ম্ম কি কহিব আর ॥
এই কথা মম মুখে পাইলে সম্বাদ।
আসিয়া ইঙ্গিতে রাজা করিবে প্রমাদ ॥
এত শুনি মহাক্রোধে কহে বীর কর্ণ।
বিকচ কমল প্রায় চক্ষু রক্তবর্ণ ॥
ওরে দুষ্ট করিস্ কাহার অহঙ্কার।
কোন্ ছার গন্ধর্ব্ব এতেক গর্ব্ব তার ॥
যে কথা কহিলি তুই আসি মম কাছে
এতক্ষণ জীয়ে রহে হেন কেবা আছে ॥

বলাবল বুঝিব সাক্ষাৎ যুদ্ধকালে ।
কর্ণের বিক্রম সেই জানে ভালে ভালে ॥
এত বলি ঢেকা মারি বাহির করিল ।
মহাতুঃখমনে রক্ষী কান্দিয়া চলিল ॥
বাস আছে চিত্রসেন আপন আবাসে ।
হেনকালে অনুচর কহে মৃদুভাষে ॥
রক্ষা হেতু তুমি মোরে রাখিল উদ্যানে ।
দুর্য্যোধন রাজা আসি প্রভাসের স্নানে ॥
তার সৈন্য উদ্যান করিল লণ্ডভণ্ড ।
রাজারে কহিনু গিয়া তার এই দণ্ড ॥
কতেক কুৎসিত ভাষা কহিল তোমারে ।
দুর্য্যোধন সেনাপতি কর্ণ নাম ধরে ॥
মনুষ্য হইয়া করে এত অহঙ্কার ।
দোষ মত দণ্ড যদি না দিবে তাহার ॥
এইমত দুষ্টাচার করিবেক সবে ।
লঘু গুরু মনুষ্য দেবেতে কিবা তবে ॥
এত শুনি মহাক্রোধে উঠিল গন্ধর্ব্ব ।
কোন্ ছার মনুষ্য করিব চূর্ণ গর্ব্ব ॥
মরণকালেতে পিপীড়ার পাখা উঠে ।
যাহতে করিল বাঞ্ছা শমন নিকটে ॥
ক্রোধভরে রথোপরি চলে দ্রুতগতি ।
ধনুক টঙ্কার শুনি কম্পমান ক্ষিতি ॥
দিব্য সুশাণিত শরে পূরি যুগ্ম তূণ ।
ক্রোধভরে আসিতেছে জ্বলন্ত আগুন ॥
কত দূর গিয়া দেখে রথের পতাকা ।
শূন্যপথে আসে যেন জ্বলন্ত উলকা ॥
কুরুসৈন্য নিকটে আইল সেইক্ষণ ।
কহিতে লাগিল অতি গভীর গর্জ্জন ॥
আরে দুষ্ট ত্যজ আজি জীবনের সাধ ।
মনুষ্য হইয়া কর গন্ধর্ব্বে বিবাদ ॥
এতেক বলিয়া দিল ধনুকে টঙ্কার ।
মুহূর্ত্তেকে শরজালে কৈল অন্ধকার ॥
শুনিয়া গন্ধর্ব্ব গর্ব্ব হৈল মহাক্রোধ ।
টঙ্কারিয়া ধনুগুণ যায় মহাযোধ ॥
সূর্য্য অস্ত্র যুড়িলেন সূর্য্যের-নন্দন ।
কাটিয়া সকল অস্ত্র কৈল নিবারণ ॥
তবেত গন্ধর্ব্ব এড়ে তীক্ষ্ণ পঞ্চবাণ ।
অর্দ্ধপথে কর্ণ বাণে হৈল দশখান ॥
গন্ধর্ব্ব দেখিল অস্ত্র কাটিলেন কর্ণ ।
ক্রোধে কম্পমান তনু চক্ষু রক্তবর্ণ ॥
সিংহমুখ দিব্য অস্ত্র যুড়িল ধনুকে ।
অস্ত্রে অগ্নি বাহিরায় ঝলকে ঝলকে ॥
মহাবীর কর্ণ তবে অপূর্ব্ব সন্ধানে ।
কাটিল গন্ধর্ব্ব অস্ত্র অর্দ্ধচন্দ্র বাণে ॥
সর্পবাণ গন্ধর্ব্ব যুড়িল সেইক্ষণ ।
যুড়িল গরুড় বাণ সূর্য্যের নন্দন ॥
আরে দুষ্ট অহঙ্কারে না দেখ নয়নে ।
গর্ব্ব চূর্ণ হবে আজি পড়ি মম বাণে ॥
আকর্ণ পূরিয়া কর্ণ কৈল বিসর্জ্জন ।
উঠিয়া আকাশপথে করিল গমন ॥
অস্ত্র দেখি ব্যস্ত হৈল গন্ধর্ব্ব ঈশ্বর ।
শীঘ্র হস্তে এড়ে বীর চোকা চোকা শর ॥
দুই অস্ত্রে মহাযুদ্ধ হইল অম্বরে ।
কাটিল দোঁহার অস্ত্র দোঁহাকার শরে ॥
অস্ত্র ব্যর্থ দেখি কর্ণ সক্রোধ অন্তর ।
চিত্রসেনে প্রহারিল শতেক তোমর ॥
বাণাঘাতে ব্যগ্র হয়ে গন্ধর্ব্বের পতি ।
ডাকিয়া বলিল তবে কর্ণ বীর প্রতি ॥
ধন্য তোর বীরপণা ধন্য তোর শিক্ষা ।
এখন বুঝহ তুমি আমার পরীক্ষা ॥
এতেক বলিয়া প্রহারিল দশ বাণ ।
ব্যথায় ব্যথিত কর্ণ হইল অজ্ঞান ॥
কতক্ষণে চেতন পাইয়া মহাবল ।
বেড়িল গন্ধর্ব্বে আসি কৌরব সকল ॥
শতপুর করিয়া বেড়িল সর্ব্ব সেনা ।
ধনুক টঙ্কার যেন সঘনে ঝন্‌ঝনা ॥
দশদিক যুড়িয়া করিল অন্ধকার ।
গন্ধর্ব্ব সবার অস্ত্র করিল সংহার ॥
প্রাণপণে সবে যুদ্ধ করিল অপার ।
সবে নিবারণ করে গন্ধর্ব্ব ঈশ্বর ॥
পরশুরামের শিষ্য কর্ণ মহাবীর ।
অচল পর্ব্বতপ্রায় যুদ্ধে রহে স্থির ॥

রাখিয়া আপন সেনা অপার বিক্রমে।
প্রহরেক পর্য্যন্ত যুঝিল বহু শ্রমে ॥
তবেত গন্ধর্ব্ব মনে করিল বিচার।
জানিল কৌরব সেনা রণে অনিবার ॥
মায়া বিনা এ সকল নারিল জিনিতে।
মায়ার পুত্তলি এই বিচারিল চিত্তে ॥
রথ লুকাইল তবে নাহি দেখি আর।
অন্তর্দ্ধান হইয়া করিল অন্ধকার ॥
অন্তরীক্ষে পড়ে বাণ দেখি সর্ব্বজনে।
অছিদ্রে বরিষে যেন ধারার শ্রাবণে ॥
কোথায় গন্ধর্ব্ব আছে কেহ নাহি দেখে।
বৃষ্টি হেন অস্ত্র সব পড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে ॥
মুখে মাত্র মার মার শুনি সবাকার।
সৈন্যেতে অক্ষত জন না রহিল আর ॥
পড়িল অনেক সৈন্য রক্তে বহে নদী।
হয় হস্তী রথ রথী কে করে অবধি ॥
কতক্ষণ রণ সহি ছিল কর্ণবীর।
তাহার সহিত কিছু সৈন্য ছিল স্থির ॥
শূন্য তূণ ছিন্ন গুণ অঙ্গে জলশ্রম।
বিষণ্ণবদন সবে হয় মনোভ্রম ॥
সহিতে না পারি ভঙ্গ দিল কর্ণবীর।
পলায় কৌরব সেনা ভয়েতে অস্থির ॥
অম্বর নাহিক কার নাহি বান্ধে কেশ।
পলায় সকল সৈন্য পাগলের বেশ ॥
কতক্ষণ সহে যুদ্ধ প্রাণ ব্যগ্র তায়।
হেনকালে চিত্রসেন আইল তথায় ॥
দুর্য্যোধনে ডাকি বলে পরিহাস বাণী।
গগনে গরজে যেন ঘোর কাদম্বিনী ॥
আরে মন্দমতি দুষ্ট রাজা দুর্য্যোধন।
মনুষ্য হইয়া কর গন্ধর্ব্ব হেলন ॥
কোথা তোর সে বন্ধু সহায় সমুদিত।
একেলা ছাড়িল কেন স্ত্রীগণ সহিত ॥
এই অহঙ্কারে নাহি দেখহ নয়নে।
আজিকার রণে যাবি শমন-সদনে ॥

চিত্রসেনের যুদ্ধে জয় ও নারীগণের সহিত দুর্য্যোধনের বন্ধন।

কর্ণ ভঙ্গ দিল রণে, আকুল গন্ধর্ব্ব বাণে
পলায় সকল সেনাপতি।
পলায় ত্রিগর্ত্তনাথ, সৌবল শকুনি সাথ
কর্ণ দুঃশাসন বিবিংশতি ॥
যত যত মহাবীর, রণেতে নাহিক স্থির
প্রমাদ গণিয়া সর্ব্বজন।
কে করে কাহার লেখা,কেবলরাখিয়া একা
নারীবৃন্দ সহ দুর্য্যোধন ॥
মহা ত্রাস্ত হ'য়ে যায়, নারীপানে নাহি চায়
রথ চালাইয়া দ্রুতগতি।
অশ্ব গজ ধায় রড়ে, পদেতে পদাতি পড়ে
উঠে হেন নাহি শকতি ॥
তবে দুর্য্যোধনে কয়, দুষ্টমতি পাপাশয়
না জানিস্ গন্ধর্ব্ব কেমন।
আরে মন্দ মতিমান, ভালমন্দ নাহি জ্ঞান
অহঙ্কারে করিস্ হেলন ॥
না জানিস্ নিজ বল, এখন উচিত ফল
মম হস্তে অবশ্য পাইবে।
লইব তোমার প্রাণ, ইহাতে নাহিক আন
মনের বাসনা পূর্ণ হবে ॥
এত বলি নিজ অস্ত্র, যুড়িলেক লঘু হস্ত,
গন্ধর্ব্ব ঈশ্বর ক্রোধমনে।
অব্যর্থ জানয়ে সন্ধি, এবে সে হইল বন্দী,
ধরিলেক রাজা দুর্য্যোধনে ॥
বন্দী হৈল কুরুশ্রেষ্ঠ, সপক্ষ দিলেন পৃষ্ঠ,
দোসর নাহিক আর সাথে।
স্ত্রীবৃন্দ সহিত রাজা, রথে তুলি মহাতেজা,
দ্রুতগতি যায় স্বর্গপথে ॥
ঘোর আর্ত্তনাদ করি, কান্দয়ে সকল নারী,
হায় হায় ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।
কপালে কঙ্কণাঘাত, ঘন ডাকে জগন্নাথ,
পার কর বিপদ-সাগরে ॥
আমি সর্ব্ব ধর্ম্মহীন, পাপকর্ম্ম প্রতিদিন,
তব ভক্তি লেশ নাহি মনে।

[illegible] আমি হীনতপা, কেবল করহ কৃপা,
দীনবন্ধু নামের কারণে ॥
ইত্যাদি অনেক করি, স্তুতি করে কুলনারী,
কেহ নিন্দা করে নিজপতি।
[illegible] স্বামীগণ, ধর্ম্মহিংসা অনুক্ষণ,
সেকারণে হৈল অধোগতি ॥
[illegible]শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মপতি, ধর্ম্মেতে যাঁহার মতি,
অনুগত ভাই চারিজন।
[illegible] ধর্ম্মের সেতু, প্রাণ ত্যজে ধর্ম্মহেতু,
তারে দুঃখ দিল দুর্য্যোধন ॥
[illegible] পতিব্রতা, দেব দ্বিজ অনুগতা,
সতত ধর্ম্মেতে যার মতি।
[illegible] যাজ্ঞসেনী, সভামধ্যে তারে,
[illegible], চুলে ধরি করিল দুর্গতি ॥
[illegible] আজি, বিপদ-সাগরে মজি,
সবাই হারানু জাতিকুল।
[illegible] ধর্ম্মরাজ, জানিয়া কুলের লাজ,
কেবল রক্ষার মাত্র মূল ॥
[illegible] নারী, এই যুক্তি মনে করি,
অনুচরে কহে শীঘ্রগতি।
[illegible], যথা পাণ্ডবের নাথ,
কহ গিয়া সকল দুর্গতি ॥
[illegible] করি, মো সবার নাম ধরি,
নিশ্চয় মজিল কুরুবংশ।
[illegible] কর্ম্মফলে, এ কুৎসা কলঙ্ক কুলে,
চিত্রসেন হাতে জাতি ধ্বংস ॥
[illegible] কহে বাণী, সত্য কহ ঠাকুরাণী,
পাসরিলা পূর্ব্ব কথা সব।
[illegible] করিয়া তারে, পাঠাইলা বনান্তরে,
তাহা বিনা কে আছে বান্ধব ॥
[illegible] তোমার মাতা, এখনি যাইব তথা,
কহিব সকল সমাচার।
[illegible]রাজ মহাশয়, বীর বটে ধনঞ্জয়,
ভীমহস্তে নাহিক নিস্তার ॥
[illegible] বলে ধর্ম্মরাজ, জানি না কুলের লাজ,
মো-সবার আপদ ভঞ্জনে।

না করিবে ভেদমতি, পরদুঃখে দুঃখী অতি,
উদ্ধারিবে পাঠায়ে অর্জ্জুনে ॥
স্বামী মম অপরাধী, ইহাতে অবজ্ঞা যদি,
করিয়া উদ্ধার না করিবে।
মিলিয়া সকল নারী, বিষ অগ্নি ভর করি,
কিবা জলে প্রবেশি মরিবে ॥
এত শুনি শীঘ্র দূত, গেল যথা ধর্ম্মসুত,
মাদ্রীর তনয় ভীমার্জ্জুন।
বেষ্টিত ব্রাহ্মণ ভাগে, করযোড় করি আগে,
কহিতে লাগিল সকরুণ ॥
অবধান মহারাজ, দৈবের দুর্গতি কাজ,
রাজা এল প্রভাসের স্থানে।
বিধির নির্ব্বন্ধ কর্ম্ম, খণ্ডন না হয় ধর্ম্ম,
বন্দী হৈল চিত্রসেন বাণে ॥
গন্ধর্ব্বের মায়াবলে, পোড়াইল অস্ত্রানলে,
প্রাণেতে কাতর যত সেনা।
কর্ণ শাল্ব দুঃশাসন যত মহা যোদ্ধাগণ,
প্রাণ ল'য়ে যায় সর্ব্বজনা ॥
একা ছিল দুর্য্যোধন, রক্ষা হেতু নারীগণ,
প্রাণপণে যুঝিল রাজন।
যতেক নারীর সহ, করাইয়া রথারোহ'
ল'য়ে যায় করিয়া বন্ধন ॥
প্রতিকারে নহে শক্য, পৃষ্ঠভঙ্গ দিল পক্ষ,
শেষে যায় জাতিকুল প্রাণ।
আকুল হইয়া মনে, তবভ্রাতৃবধূগণে,
পাঠাইয়া দিল তব স্থান ॥
আর বা কি কব আমি, আজন্ম আমার স্বামী
অপরাধী তোমার চরণে।
কুলের কলঙ্কোদয়, ভ্রাতৃজনের ভয়,
দূর কর আপনার গুণে ॥
তোমার কুলের নারী, গন্ধর্ব্বে লইবে হরি,
যাবৎ না যায় অতিদূর।
দেখিয়া উচিত কর্ম্ম, করহ কুলের ধর্ম্ম,
রক্ষা কর কুলের ঠাকুর ॥
শুনিয়া চরের কথা, মর্ম্মে পাইলেন ব্যথা,
ধর্ম্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির।

কুলের কলঙ্ক আর, ভয়ান্বিতা অবলার,
রক্ষা হেতু হইয়া গম্ভির ॥
বিষম নিগ্রহ জানি, বিচারিয়া ধর্ম্মমণি,
অর্জ্জুনেরে কহেন বিশেষ।
শাস্ত্র আন দুর্য্যোধনে, কহি চিত্রসেন স্থানে,
যবৎ না যায় নিজ দেশ ॥
বিনয় পূর্ব্বক তথা, কহিবে মধুর কথা,
বহুবিধ আমার বিনয়।
যদি তাহে সাধ্য নহে, দ্বৈপায়ন দাস কহে,
দণ্ড দিবে উচিত যা হয় ॥

ধর্ম্মাজ্ঞায় ভীমার্জ্জুনের যুদ্ধে যাত্রা ও নারীগণের
সহিত দুর্য্যোধনের মুক্তি।

যুধিষ্ঠির বলিলেন যাও শীঘ্রগতি।
গন্ধর্ব্ব না যায় যেন আপন বসতি ॥
ছাড়াইয়া আন গিয়া প্রধান কৌরবে।
প্রণয় পূর্ব্বক হৈলে দ্বন্দ্ব না করিবে ॥
এত যদি কহিলেন ধর্ম্ম নরপতি।
গর্জ্জিয়া উঠিল ভীম অর্জ্জুন সুমতি ॥
ধন্য মহাশয় তুমি ধর্ম্ম অবতার।
এখনো ঈদৃশ বুদ্ধি অদৃষ্ট আমার ॥
আমা সবাকারে দুষ্ট যতেক করিল।
কাল পেয়ে সেই বৃক্ষ এখন ফলিল ॥
অহর্নিশি জাগে সেই মনের অনিষ্ট।
গন্ধর্ব্ব করিল তাহা ঘুচিল অরিষ্ট ॥
অধর্ম্মে বাড়ায় রাজা অধর্ম্মীর সুখ।
তাহা দেখি নিত্য পাই পরম কৌতুক ॥
ক্রমে ক্রমে সকল সংসার করে জয়।
কাল পেয়ে মুলের সহিত নষ্ট হয় ॥
যত দ্বন্দ্ব করিল কৌরব দুরাশয়।
নিঃশত্রু হইল রাজা চল নিজালয় ॥
এতেক কহেন যদি ভাই দুইজন।
মনেতে চিন্তেন তবে ধর্ম্মের নন্দন ॥
বিনা ক্রোধে কার্য্যসিদ্ধি না হয় নিশ্চয়।
তবে ধর্ম্ম কহে সম্বোধিয়া ধনঞ্জয় ॥
কহিলা যতেক পার্থ অন্যথা না করি।
সে মম পরম শত্রু আমি তার বৈরী ॥
আত্মপক্ষে ঘরে দ্বন্দ্ব করিব যখন।
তারা শত সহোদর আমরা পঞ্চজন ॥
সেই দ্বন্দ্ব হয় যদি পরপক্ষগত।
তখন আমরা ভাই পঞ্চোত্তর শত ॥
আর এক কথা শুন বিচারিয়া মনে।
যদি না আনিবে তুমি রাজা দুর্য্যোধনে ॥
দুষ্টবুদ্ধি অতিশয় রাজা চিত্রসেনে।
পশ্চাৎ হইবে তার অহঙ্কার মনে ॥
লইবেক দুর্য্যোধনে সহ নারীবৃন্দ।
অমরমণ্ডলী যথা আছেন সুরেন্দ্র ॥
সবাকার অগ্রে করিবেক সমাচার।
জিনিনু কৌরব-সেনা রণে অনিবার ॥
যুধিষ্ঠির পঞ্চজন তথায় আছিল।
যত মোর পরাক্রম সকলে দেখিল ॥
তাহার কুলের বধূ সহ দুর্য্যোধনে।
বান্ধিয়া আনিনু দেখিলেন সর্ব্বজনে ॥
বারণ করিতে শক্তি নহিল কাহার।
কহিবে ইন্দ্রের অগ্রে এই সমাচার ॥
শুনিয়া হাসিবে যত অমর-সমাজ।
অবজ্ঞা করিবে তোমা ইন্দ্র দেবরাজ ॥
তুমি যে অবজ্ঞা কর ভাবিয়া বিপক্ষ।
দেবতা জানিবে তুমি বলেতে অশক্য ॥
আনিতে বলিনু আমি ইহা মনে করি।
নহে দুর্য্যোধন মম কোন্ উপকারী ॥
শুনিয়া উঠিল কোপে বীর ধনঞ্জয়।
এমত কহিবে দুষ্টবুদ্ধি পাপাশয় ॥
এই দেখ মহাশয় তোমার প্রসাদে।
না জীবে গন্ধর্ব্ব আজি পড়িল প্রমাদে ॥
এত বলি মহাক্রোধে উঠিয়া অর্জ্জুন।
গাণ্ডীব নিলেন হস্তে বান্ধি যুগ্ম তূণ ॥
যুধিষ্ঠিরে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলি।
রথে চড়ি চলিলেন শ্রীগোবিন্দ বলি ॥
পবনগমন জিনি চলে স্বর্গপথ।
ক্ষণে উত্তরিল যথা চিত্রসেন রথ ॥

পাছে যায় ধনঞ্জয় ফিরিয়া নেহালি।
দ্রুতগতি রথ চালাইল মহাবলী ॥
তবে পার্থ মনে মনে করেন বিচার।
ভয়যুক্ত পলায় গন্ধর্ব্ব কুলাঙ্গার ॥
অতি বেগে ধায় রথ যাবে স্বর্গমাঝে।
বিদিত হইবে তবে দেবতা-সমাজে ॥
ইহা জানি শরজালে রোধিলেন পথ।
উপায় গন্ধর্ব্বপতি না চালিল রথ ॥
সেইক্ষণে উপনীত বীর ধনঞ্জয়।
দেখিয়া গন্ধর্ব্বপতি কহে সবিনয় ॥
কহ পার্থ কোন্ হেতু আইলে হেথায়।
দুর্য্যোধন উপকারে আসিয়াছ প্রায় ॥
এই সে আশ্চর্য্য বড় হইতেছে মনে।
যে জন্ম করিল হিংসা তোমা পঞ্চজনে ॥
কহিতে না পারি পূর্ব্বে আর যত ক্লেশ।
সম্প্রতি দেখি যে বনে তপস্বার বেশ ॥
তাহার উচিত ফল পায় দৈববশে।
পথ ছাড় শীঘ্রগতি যাই নিজ বাসে ॥
পার্থ বলিলেন জ্ঞান নাহিক তোমায়।
কহিলে যতেক কথা পাগলের প্রায় ॥
আপনা আপনি লোক যত দ্বন্দ্ব করে।
আত্মপক্ষ কভু নহে প্রতিপক্ষ পরে ॥
ইহাতে এতেক ছিদ্র কহিস্ অজ্ঞান।
আমা সবা ভিন্ন ভাব করেছিস্ জ্ঞান ॥
যুধিষ্ঠির তুল্য মম ভাই দুর্য্যোধন।
তাহারে লইয়া যাবি করিয়া বন্ধন ॥
এই কুলবধূগণে তুমি ল'য়ে যাবে।
লোকেতে হইবে কুৎসা কলঙ্ক রটিবে ॥
কাহার কুৎসায় সুখী কুলাঙ্গার জন।
কিসেতে সহিবে তাহা আমার এ মন ॥
এই দেখ শীঘ্রগতি আইনু হেথায়।
ছাড় দুর্য্যোধনে নহে যাবে যমালয় ॥
কহ সকলে মুক্ত নহে ফল দিব।
মুহূর্ত্তেকে শমন সদনে পাঠাইব।
চিত্রসেন বলে তোর জানিলাম মতি।
বুঝিয়া করিল বিধি এতেক দুর্গতি ॥

মরিতে বাসনা তব হইল নিশ্চয়।
দুই ভাই একত্রে যাইবি যমালয় ॥
এত বলি দিল শীঘ্র ধনুকে টঙ্কার।
দশদিক বাণেতে হইল অন্ধকার ॥
দেখি পার্থ হইলেন জ্বলন্ত অনল।
নিমিষের মধ্যে কাটিলেন সে সকল ॥
দোঁহার বিচিত্র শিক্ষা দোঁহে লঘুহস্ত।
বৃষ্টিবৎ শত শত পড়ে কত অস্ত্র ॥
কাটিল দোঁহার অস্ত্র দোঁহাকার শরে।
জ্বলন্ত উলকা প্রায় উঠয়ে অম্বরে ॥
হইল দোঁহার অঙ্গ শরেতে জর্জ্জর।
রণভঙ্গ তিলেক নাহি দোঁহে ধনুর্দ্ধর ॥
গন্ধর্ব্ব আপন মায়া করিল প্রকাশ।
সন্ধান পূরিয়া অস্ত্র এড়িলেন পাশ ॥
দিব্য অস্ত্র এড়ি পার্থ করে নিবারণ।
দশ অস্ত্র অঙ্গে তার করেন পাতন ॥
যে বাণেতে গন্ধর্ব্ব বান্ধিল দুর্য্যোধনে।
সেই বাণ অর্জ্জুন যুড়িল ধনুর্গুণে ॥
বান্ধিয়া গন্ধর্ব্ব গলা ভুজের সহিত।
নিজ রথে চড়াইয়া চলেন ত্বরিত ॥
দুর্য্যোধন নারী সহ গন্ধর্ব্বের পতি।
মুহূর্ত্তেকে উপনীত ধর্ম্মের বসতি ॥
সমর্পিয়া সকল করেন নিবেদন।
যেরূপে গন্ধর্ব্বপতি করিলেন রণ ॥
যুধিষ্ঠির খুলিলেন দোঁহার বন্ধন।
পার্থে অনুযোগ করিলেন অগণন ॥
এই চিত্রসেন জান গন্ধর্ব্বের পতি।
ইহাকে উচিত নহে এতেক দুর্গতি।
চিত্রসেন বলিলেন তুমি মতিমন্ত।
চালন করহ কেন ক্ষত্রিয় দুরন্ত ॥
বালক অর্জ্জুন করিলেন অপরাধ।
চাহিয়া আমার মুখ করহ প্রসাদ ॥
না কহিবা ইন্দ্রকে এ সব অপমান।
যাহ দ্রুত নিজালয়ে করহ প্রয়াণ ॥
শুনিয়া গন্ধর্ব্বপতি আনন্দিত মনে।
আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিল সেইক্ষণে ॥

হস্তিনায় সশিষ্য দুর্ব্বাসার আগমন।

জন্মেজয় বলে মুনি কহ বিবরণ।
সহজে অশুদ্ধবুদ্ধি রাজা দুর্য্যোধন ॥
আজন্ম হিংসিল দুষ্ট নানা দুষ্টাচারে।
ক্ষমাবন্ত ধর্ম্মশীল.ধর্ম্ম অবতারে ॥
তথাপিও করি স্নেহ তারেণ সঙ্কটে।
হেনজনে দুঃখ কষ্ট দিলেন কপটে ॥
মৃত্যু হৈতে উদ্ধার করিল যেই জন।
পুনরপি বাঞ্ছা করে তাহার মরণ ॥
শুনিলাম মিষ্টকথা তোমার বদনে।
তৎপর কি করিল দুষ্টবুদ্ধিগণে ॥
শুনিবারে ইচ্ছা বড় ইহার বিধান।
পিতামহগণ তবে গেল কোন্ স্থান ॥
শুনিতে আনন্দ বড় জন্ময়ে অন্তরে।
বিবর বিশেষ করিয়া কহ মোরে ॥
বৈশম্পায়ন বলে তবে শুন নরবর।
চাম্যক-কাননে আছে পঞ্চ সহোদর ॥
যজ্ঞ জপ ব্রত তপ ধর্ম্ম আচরণ।
পূর্ব্বমত শত শত ব্রাহ্মণ-ভোজন ॥
হথায় আসিয়া তবে কৌরব-প্রধান।
গন্ধর্ব্বপতির হাতে পেয়ে অপমান ॥
আহারে অরুচি হৈল অভিমান মনে।
একান্তে বসিয়া কহে যত দুষ্টগণে ॥
হে কর্ণ প্রাণের সখা মাতুল ঠাকুর।
কিমত প্রকারে মম দুঃখ হবে দূর ॥
করিলে সুযুক্তি সবে যতেক মন্ত্রণা।
বিশেষ হইল সেই আপন যন্ত্রণা ॥
সুন্দর দেখিতে যেন পরিল অঞ্জন।
বিধির বিপাকে অন্ধ হইল নয়ন ॥
চিত্রসেন করিল যতেক অপমান।
ততোধিক শত্রুতে করিল পরিত্রাণ ॥
ইহা হৈতে মৃত্যুশ্রেষ্ঠ গণি শতগুণে।
এতেক দুর্গতি হবে ইহা কেবা জানে ॥
আর দেখ পাণ্ডবের পুণ্যের প্রকাশ।
স্বর্গের অধিক সুখ অরণ্যেতে বাস ॥
ইন্দ্রের সমান সঙ্গী চারি সহোদর।
সূর্য্যতুল্য সহস্র সহস্র দ্বিজবর ॥
মনের মানসে সবে করে নানা ভোগ।
দ্রুপদনন্দিনী একা করয়ে সংযোগ ॥
জানিনু নিশ্চয় তারা দৈবে বলবান।
মম সুখ নহে তার শতাংশে সমান ॥
সূর্য্যের সমান পঞ্চ শত্রু বলবন্ত।
ত্রয়োদশ বৎসরান্তে করিবেক অন্ত ॥
তুমি আমি মাতুল ত্রিগর্ত্ত দুঃশাসন।
মহাশ্রম করিলে না পারি কদাচন ॥
বনের নিবাস শেষ যে কিছু আছয়।
ইতিমধ্যে এমন উপায় যদি হয় ॥
প্রকারে পরম শত্রু যদি হয় নাশ।
আমার মনের হয় পূর্ণ অভিলাষ ॥
এতেক কহিল যদি রাজা দুর্য্যোধন।
কহিতে লাগিল তবে দুষ্ট মন্ত্রিগণ ॥
কি কারণে তুমি কর পাণ্ডবের ভয়।
নিজ পরাক্রম নাহি জান মহাশয় ॥
বুদ্ধিবলে করিব উপায় যত আছে।
তাহাতে নিস্তার পেয়ে যদি তারা বাঁচে।
অস্ত্রের অনলে দগ্ধ করিব পাণ্ডবে।
কোন্ ক্ষুদ্র কর্ম্মেতে চিন্তহ এত সবে ॥
দুষ্ট মন্ত্রিগণ যত কহিলেক ভাষা।
তার কত দিনান্তরে আইল দুর্ব্বাসা ॥
সঙ্গেতে সহস্র দশ শিষ্য মহাঋষি।
মধ্যাহ্ন সূর্য্যের প্রায় উত্তরিল আসি ॥
দুর্য্যোধন শুনিল মুনির আগমন।
অগ্রসরি কতদূরে গেল সর্ব্বজন ॥
যতেক অমাত্য আর সহোদর শত।
মুনির চরণে সবে হৈল দণ্ডবত ॥
শিষ্যগণে প্রণাম করিল সর্ব্বজনে।
বসাইল মুনিরাজে রত্নসিংহাসনে ॥
সুশীতল আনি জল রাজা দুর্য্যোধন।
আপনি করিল ধৌত মুনির চরণ ॥
করযোড় করি তবে রাজা দুর্য্যোধন।
কহিতে লাগিল কিছু বিনয় বচন ॥

নিবেদন করিতে মনেতে বাসি ভয়।
আমার ভাগ্যের কথা কহনে না যায় ॥
আজি মোরে প্রসন্ন হইল দেবগণ।
সে কারণে পাইলাম তোমার চরণ ॥
মুনি বলে শুনিয়া তোমার ভাগ্যকথা।
সে হেতু আসিতে বাঞ্ছা বহুদিন হেথা ॥
তোমার বৈভব যত শুনি লোকমুখে।
দেখিতে আসিনু হেথা মনের কৌতুকে ॥
রাজা বলে উগ্র তপ কৈল পিতৃগণ।
জানিনু প্রসন্ন মোরে দেব দ্বিজগণ ॥
পাইলাম আজি পূর্ব্ব তপস্যার ফল।
নিশ্চয় জানিনু মোর জনম সফল ॥
জানিলাম আজি মোরে সুপ্রসন্ন বিধি।
নতুবা আমার গৃহে কেন তপোনিধি ॥
বহুবিধ স্তব কৈল কৌরব সমাজ।
বসিবারে আজ্ঞা করি কহে মুনিরাজ ॥
মুনি বলে ভাগ্যবন্ত তুমি ক্ষিতিতলে।
নহিলে এমন আর ক্ষত্রিয়ের কুলে ॥
মহাবংশ জাত তুমি খ্যাত চরাচর।
তব পূর্ব্ব-পিতামহ যত পূর্ব্বাপর ॥
মহাকীর্ত্তিমন্ত যত সবে মহাতেজা।
সেইমত আপনি হইলে মহারাজা ॥
কিন্তু পূর্ব্ব পিতামহ করিল যে কর্ম্ম।
প্রাণপণে পালিও আপন-কুলধর্ম্ম ॥
তপ জপ ব্রত আর ব্রাহ্মণ ভোজন।
সুনীতে করিবে নিত্য প্রজার পালন ॥
দ্রব্য কিনি মূল্য দিবে উচিত যে হবে।
বিক্রয় করিতে ঔপাধিক না লইবে ॥
পালন করিবে প্রজা পুত্রের সমান।
দোষ মত শাস্তি দিবে দুষ্টবুদ্ধি জন ॥
মান্য জনে নিত্য নিত্য বাড়াইবে মান।
যে কিছু কহিবে কথা বিনয়-প্রধান ॥
সতত যে হয় শান্তি সদা নহে রোষ।
কালের উচিত কর্ম্ম পরম পৌরুষ ॥
দুষ্টবুদ্ধিদাতা কর্ম্ম দুষ্ট দুরাচার।
সে সকল সহ না করিবে ব্যবহার ॥
অবিরত শাসনে রাখিবে সব ক্ষিতি।
অনুরক্ত থাকে যেন সকল নৃপতি ॥
পরপক্ষে কদাচিত নহিবে বিশ্বাস।
মন বুঝি রাখিবেক যত দাসী দাস ॥
বিরূপ না হও কভু আত্মপক্ষ জনে।
পালিবে এ সব কথা পরম যতনে ॥
নহুষ যযাতি আদি পূর্ব্ববংশ যত।
পৃথিবী পালিত সবে করি এইমত ॥
সে সবা হইতে তব বিপুল বৈভব।
দ্বিগুণ পাইবে শোভা হইলে এ সব ॥
এত শুনি কহিতে লাগিল কুরুপতি।
যাহা করিয়াছি আমি আপন শকতি ॥
অতঃপর যে হয় তোমার উপদেশ।
আপনি করিয়া কৃপা কহিলা বিশেষ ॥
পূর্ব্ব-পিতামহগণ ছিল উগ্রতপা।
সে কারণে কর প্রভু এতদূর কৃপা ॥
এখন হইল প্রভু সফল জীবন।
বিবিধ অনেক স্তুতি কৈল দুর্য্যোধন ॥
হেনমতে কথোপকথনে মুনিরাজ।
করিল আনন্দমতি কৌরব-সমাজ ॥
নানাকাব্য কথায় কৌতুক মনসুখে।
মুনিরে করিল বশ যত সভালোকে ॥
একদিন একান্তে বসিয়া দুর্য্যোধন।
ডাকিল শকুনি কর্ণ ভাই দুঃশাসন ॥
কর্ণে সম্বোধিয়া কহে কৌরবপ্রধান।
আমার বচনে সখা কর অবধান ॥
এ কথা বিচার করিনু আমি মনে।
পঞ্চভাই নিবাস করয়ে কাম্যবনে ॥
দ্রুপদনন্দিনী কৃষ্ণা লক্ষ্মীর সমান।
তাহার প্রসাদে সবে পায় পরিত্রাণ ॥
সূর্য্যের কৃপার ফলে কিঞ্চিৎ রন্ধনে।
পরম সন্তোষে তাহা ভুঞ্জে লক্ষ জনে ॥
যত লোক যায় তথা সবে অন্ন পায়।
যতক্ষণ যাজ্ঞসেনী কিছু নাহি খায় ॥
অক্ষয় থাকয়ে যত চতুর্ব্বিধ ভোগ।
অপূর্ব্ব দেখহ কিবা বিধির সংযোগ ॥

দ্রুপদনন্দিনী কৃষ্ণা করিলে ভোজন।
কিঞ্চিৎ মাগিলে নাহি পায় কোনজন॥
প্রতিদিন হেনমতে ভুঞ্জায় সবায়।
দশদণ্ড নিশাযোগে নিজে কিছু খায়॥
সেইকালে তথায় যাইবে মুনিরাজ।
সংহতি করিয়া যত শিষ্যের সমাজ॥
দ্রৌপদীর ভোজনান্তে যাবে সেই স্থানে।
সেবায় নহিবে ক্ষম ভাই পঞ্চজনে॥
দোষ দেখি মহামুনি দিবে ব্রহ্মশাপ।
মরিবে পাণ্ডব-বংশ ঘুচিবে সন্তাপ॥
তোমা সবাকার মনে না জানি কি লয়।
মুনিরাজে কহিব কর্ত্তব্য যদি হয়॥
এতেক কহিল যদি রাজা দুর্য্যোধন।
সাধু সাধু প্রশংসা করিল সর্ব্বজন॥
সবে বলে মহারাজ যে আজ্ঞা তোমার।
করিলে মন্ত্রণা এই সংসারের সার॥
আর দিন দিনান্তরে বসি মুনিরাজ।
নিকটে ডাকিয়া যত কৌরব-সমাজ॥
হিত উপদেশ আর মধুর উত্তর।
দুর্য্যোধনে সম্বোধিয়া কহে মুনিবর॥
শুন রাজা ভুবনে ভরিল তব যশ।
তোমার সেবায় বড় হইলাম বশ॥
ইষ্টবর মাগি লহ মম বিদ্যমান।
বিদায় করহ শীঘ্র যাই যথা স্থান॥
মুনির বচন শুনি রাজা দুর্য্যোধন।
গদগদভাবে কহে মধুর বচন॥
ধন ধর্ম্ম দান দারা পুত্র বৈভব বিপুল।
কেবল তোমার মাত্র আশীর্ব্বাদ মূল॥
পরিপূর্ণ আছে সৈন্য রাজ্য অধিকার।
কেবল রহুক মতি চরণে তোমার॥
আর এক নিবেদন শুন মহাশয়।
কহিতে সঙ্কোচ করি কৃপা যদি হয়॥
যথায় কাম্যক বনে পাণ্ডুর তনয়।
সংহতি করিয়া তথা শিষ্য সমুদয়॥
উত্তীর্ণ হইবে যবে দশদণ্ড নিশি।
হেনকালে অতিথি হইবে মহাঋষি॥
ভক্তিভাব বুঝিয়া জানিবে তার মন।
সবে বলে ধর্ম্মবন্ত পাণ্ডুর নন্দন॥
পূজা করে দেব-দ্বিজ ভক্তি অতিশয়।
সেই কথা পরীক্ষা করিতে যোগ্য হয়॥
সকালে সকল দ্রব্য হয় উপস্থিত।
রন্ধন করেন কৃষ্ণা নিত্য নিয়মিত॥
ভোজন করেন যত নিযুক্ত ব্রাহ্মণ।
তাহার মধ্যেতে যদি হয় লক্ষ জন॥
নানা দ্রব্য পরিপূর্ণ থাকে সে সময়।
অনায়াসে খায় তথা যত লোক যায়॥
অভক্তি ভক্তির ভান না হয় বিদিত।
সে কারণে কালাতীতে যাইতে উচিত॥
দশদণ্ড রজনী উত্তীর্ণ হবে যবে।
পাক সমাপন করি যাজ্ঞসেনী খাবে॥
শয়নের উদ্যোগ করিবে সর্ব্বক্ষণ।
সেইকালে যাইবে সহিত শিষ্যগণ॥
আর যদি মধ্যাহ্নকালের অনুসারে।
যে জন করয়ে ভক্তিভাব বলি তারে॥
সন্দেহ ভাঙ্গিতে ইথে তোমা ভিন্ন নাই।
অবশ্য যাইলে তথা দেখিবে গোঁসাই॥
দুর্য্যোধন নৃপতির নম্র কথা শুনি।
কৃপা করি কহিতে লাগিল মহামুনি॥
কোন্ ভার দিলে রাজা এই কোন্ কথা।
তব প্রীতি হেতু আমি যাইব সর্ব্বথা॥
জানিব সত্যের ভাব রাজা যুধিষ্ঠিরে।
দ্বিতীয় করিব স্নান পুষ্করের নীরে॥
তৃতীয় তোমার বাক্যে করিব এ কাজ।
শীঘ্রগতি বিদায় করহ মহারাজ॥
শুনিয়া আনন্দমতি রাজা দুর্য্যোধন।
সবান্ধবে প্রণাম করিল হৃষ্টমন॥
বহুবিধ বিনয় করিল সর্ব্বজনে।
সেইমত আদরে সম্ভাষি শিষ্যগণে॥
বিদায় হইয়া মুনি করিল গমন।
রহিল আনন্দমনে রাজা দুর্য্যোধন॥

কাম্যকবনে যুধিষ্ঠিরের নিকট দুর্ব্বাসা মুনির আগমন।

বিদায় হইয়া মুনি দুর্য্যোধন স্থানে।
বহু শিষ্য সহ যায় আনন্দিত মনে॥
যাইতে যাইতে মুনি বিচারিল মনে।
কহিল ডাকিয়া কাছে যত শিষ্যগণে॥
চল সবে এই পথে প্রভাসের তীর।
কাম্যবনে যাব যথা রাজা যুধিষ্ঠির॥
প্রভাসের স্নান-আর ধর্ম্মের সম্ভাষ।
দুর্য্যোধন রাজার মনের অভিলাষ॥
অনায়াসে তিন কর্ম্ম হবে এককালে।
এতেক কহিয়া মুনি পূর্ব্বদিকে চলে॥
জনপদ ছাড়ি সবে প্রবেশিল বন।
হেনকালে অস্তাচলে যান বিকর্ত্তন॥
পূর্ব্বদিক প্রসন্ন করিল কলানিধি।
কুমুদিনী বিকসিলা দেখিয়া কৌমুদী॥
মাধব মাসেতে শীতপক্ষ চতুর্দ্দশী।
সেই দিন চলিল দুর্ব্বাসা মহাঋষি॥
কৌতুকে পথেতে নানা কথার প্রবন্ধ।
বিচিত্র বনের শোভা দেখিয়া আনন্দ॥
অতিক্রান্ত হইল যখন অর্দ্ধ নিশি।
অত্যন্ত আনন্দযুক্ত গেল মহাঋষি॥
যথায় ধর্ম্মের পুত্র রাজা যুধিষ্ঠির।
উত্তরিল মহামুনি প্রভাসের তীর॥
যুধিষ্ঠির শুনিয়া মুনির আগমন।
অগ্রসরি কতদুর যান পঞ্চজন॥
দুর্ব্বাসা দেখিয়া সবে আনন্দিত মন।
সেইমত চলিল যতেক দ্বিজগণ॥
চিন্তাযুক্ত যুধিষ্ঠির করেন বিচার।
এত রাত্রে কি হেতু মুনির আগুসার॥
বিষম দুর্ব্বাসা মুনি কেহ আর নয়।
অল্প দোষে মহারোষে করিবে প্রলয়॥
যুধিষ্ঠির কহিলেন চিন্তা করি মিছা।
অবশ্য হইবে যাহা ঈশ্বরের ইচ্ছা॥
দেখিতে দেখিতে তথা এল মুনিরাজ।
সংহতি সহস্র দশ শিষ্যের সমাজ॥
সম্ভ্রমে চরণে পড়িলেন দণ্ডবৎ।
আদর করেন যত দেবের সম্মত॥
মুনিরে প্রণাম করি ভাই পঞ্চজনে।
সেইমত সম্ভাষেণ যত শিষ্যগণে॥
আছিল রাজার পাশে যতেক ব্রাহ্মণ।
মুনিরাজে সম্ভাষ করিল সর্ব্বজন॥
বয়োধিকে মান্য করি প্রণাম করিল।
জ্যেষ্ঠ জন কনিষ্ঠেরে আশীর্ব্বাদ দিল॥
সমান সমান জনে ধরি দেন কোল।
নমস্কারে আশীর্ব্বাদে হৈল মহাগোল॥
ধর্ম্ম বলিলেন মুনি করি নিবেদন।
শুনিবার ইচ্ছা আগমনের কারণ॥
কোন্ দেশ হৈতে আজি হৈল আগমন।
কোন্ দেশ করিবেন মঙ্গলভাজন॥
তীর্থ অনুসারে কিবা মম ভাগ্যোদয়।
বিশেষ করিয়া কহ কৃপা যদি হয়॥
মুনি বলে শুন যদি জিজ্ঞাসিলে তুমি।
সশিষ্য হস্তিনাপুরে গিয়াছিনু আমি॥
অনেক করিল সেবা ভাই শতজনে।
তোমারে দেখিতে বড় ইচ্ছা হৈল মনে॥
এই হেতু হেথায় করিনু আগমন।
যেমন পাণ্ডব, কুরু আমার তেমন॥
আর এক কথা শুন ধর্ম্মের নন্দন।
পথশ্রমে ক্ষুধার্ত্ত আছি যে সর্ব্বজন॥
রন্ধন করিতে কও যাহ দ্রুতগামী।
তাবৎ প্রভাসে গিয়া সন্ধ্যা করি আমি॥
শুনিয়া মুনির কথা ধর্ম্মের তনয়।
মনেতে চিন্তেন আজি না জানি কি হয়॥
অন্তরে জন্মিল ভয় [illegible] করে ক্রোধ।
অনুমতি দিলেন মুনির অনুরোধ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন মম ভাগ্যোদয়।
সে কারণে আগমন আমার আলয়॥
সন্ধ্যা হেতু গমন করহ মহাশয়।
করিব যে কিছু মম ভাগ্যে যাহা হয়॥
তবে মুনি সংহতি সকল শিষ্যগণ।
প্রভাসের কূলে গেল সন্ধ্যার কারণ॥

চিন্তাযুক্ত যুধিষ্ঠির আপন আশ্রমে।
দ্রৌপদীরে আসিয়া কহেন ক্রমে ক্রমে॥
ধর্ম্মের যতেক কথা দ্রৌপদী শুনিল।
উপায় না দেখি কিছু প্রমাদ গণিল॥
কৃষ্ণা বলে যে কথা কহিলা মহাশয়।
হেন বুঝি বিধি কৈল অকালে প্রলয়॥
সীশিষ্য অতিথি হৈল উগ্রতপা ঋষি।
আমার নাহিক শক্তি আজিকার নিশি॥
রজনী প্রভাতে কালি সূর্য্যের প্রসাদে।
দশলক্ষ হইলে ভুঞ্জাব অপ্রমাদে॥
ধর্ম্ম বলিলেন কৃষ্ণা উত্তম কহিলে।
মুনি ক্রোধানলে আজি সবে দগ্ধ হৈলে॥
কি কর্ম্ম করিবে কালি প্রভাতে কে জানে
দুর্ব্বাসার ক্রোধ সহে কাহার পরাণে॥
দ্রৌপদী কহিল এই দৈবের সংযোগ।
আমার কর্ম্মের ফল কে করিবে ভোগ॥
সুকর্ম্মের চিহ্ন যদি হৈত মহারাজ।
দিবসে আসিত তবে মুনির সমাজ॥
আমা সবা হৈতে কিছু নহে প্রতীকার।
কেবল পারেন কৃষ্ণ করিতে উদ্ধার॥
দ্রৌপদীর বচন শুনিয়া যুধিষ্ঠির।
চিন্তায় আকুল অতি শরীর অস্থির॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া ডাকেন উচ্চৈঃস্বরে।
পার কর জগন্নাথ বিপদ সাগরে॥
পার কর আমারে গোবিন্দ মহাশয়।
রাখহ পাণ্ডবকুল মজিল নিশ্চয়॥
তোমা হেন আছে যার মহারত্ন নিধি।
এমন সংযোগ তারে মিলাইল বিধি॥
তোমার পাণ্ডব-বন্ধু বলি লোক কয়।
সে কথা পালন কর ওহে দয়াময়॥
কৃষ্ণা সহ পঞ্চভাই আকুল হইয়া।
ডাকিতেছে কোথা কৃষ্ণ-উদ্ধার আসিয়া॥
হেথায় কৌতুকে কৃষ্ণ দ্বারকানগরে।
শয়ন করিয়াছেন রুক্মিণীর ঘরে॥
ব্যগ্র হ'য়ে ভক্ত ডাকে বলি জগন্নাথ।
বাজিল অন্তরে যেন কণ্টকের ঘাত॥

রহিতে নাহিক শক্তি ভক্ত-দুঃখ জানি।
ব্যস্ত হৈয়া উঠিয়া বৈসেন চক্রপাণি॥
চিন্তান্বিত অত্যন্ত করেন ছট্‌ফট।
রুক্মিণী কহেন দেখি করিয়া কপট॥
চিত্তের চাঞ্চল্য আজি দেখি কি কারণ।
হেন বুঝি কোথায় যাইতে আছে মন॥
অরণ্যে দ্রৌপদী সখী আছয়ে যথায়।
অকস্মাৎ মনে হৈল বুঝি অভিপ্রায়॥
শ্রীকৃষ্ণ কহেন শুন প্রাণপ্রিয়তমা।
অদ্যকার এই অপরাধ কর ক্ষমা॥
ভক্তাধীন আমারে যে করিল বিধাতা।
আমার কেবল ভক্ত সুখদুঃখদাতা॥
মম ভক্তজন যথা তথা থাকে সুখে।
আমিও তথায় থাকি পরম কৌতুকে॥
মম ভক্তজন দেখ যদি দুঃখ পায়।
সে দুঃখ আমার হেন জানিও নিশ্চয়॥
এ কারণে ভক্ত-দুঃখ খণ্ডাই সকল।
নহিলে কি হেতু নাম ভকত-বৎসল॥
আমার একান্ত ভক্ত রাজা যুধিষ্ঠির।
বিপদ-সাগরে পড়ি হ'য়েছে অস্থির॥
যতক্ষণ নাহি দেখি ধর্ম্মের নন্দন।
ততক্ষণ মম দুঃখ না হবে খণ্ডন॥
এই আমি চলিলাম যথা ধর্ম্মমণি।
এত শুনি কহিলা রুক্মিণী ঠাকুরাণী॥
তোমার একান্ত ভক্তি আছয়ে পাণ্ডবে।
সর্ব্বকাল এইরূপ জানি অনুভবে॥
বিশেষ করিলে বশ দ্রুপদের সুতা।
তোমার বাসনা সদাকাল থাক তথা॥
গমন রজনীকালে উচিত না হয়।
সে কারণে নিবেদন করি মহাশয়॥
যাইবে অবশ্য কালি তপন উদয়।
যে ইচ্ছা তোমার কর তুমি ইচ্ছাময়॥
শ্রীকৃষ্ণবলেন সত্য কহিলে যে তুমি।
ক্ষণেক তথায় যদি নাহি যাই আমি॥
সবংশে মজিবে রাজা ধর্ম্মের নন্দন।
আমার গমনে তবে কোন্ প্রয়োজন॥

এত বলি করিলেন গরুড়ে স্মরণ।
আইল স্মরণমাত্রে বিনতা নন্দন ॥
আইল উড়িয়া বীর যথা জগন্নাথ।
সম্মুখে দাঁড়ায় বীর করি যোড়হাত ॥

গরুড়ের স্মরণে শ্রীকৃষ্ণের কাম্যক বনে আগমন।

আসিয়া খগেন্দ্র কহে বন্দিয়া চরণ।
কি হেতু নিশাতে প্রভু করিলা স্মরণ ॥
কি হেতু হইল আজি চিত্ত উচাটন।
শীঘ্রগতি কহ হরি তার বিবরণ ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন যথা পাণ্ডুপুত্রগণ।
বসতি করেন যথা করিব গমন ॥
এত বলি খগোপরি করি আরোহণ।
নিমিষেকে উপনীত যথা কাম্যবন ॥
হেথায় ভাবিত চিত্ত ধর্ম্মের নন্দন।
হেনকালে আইলেন হরি খগাসন ॥
যুধিষ্ঠির শুনিয়া গোবিন্দ আগমন।
পাইলেক প্রাণ যেন প্রাণহীন জন ॥
ব্যগ্র হৈয়া কতদূরে গিয়া পঞ্চজনে।
নিকটেতে পাইলেন দেবকীনন্দনে ॥
আনন্দ বাড়িল তার নাহিক অবধি।
দরিদ্র পাইল যেন মহারত্ননিধি ॥
শ্রীকৃষ্ণের সমাগমে দেন আলিঙ্গন।
আনন্দ-সলিলে পূর্ণ হইল লোচন ॥
গোবিন্দ বলেন রাজা কহ সমাচার।
যুধিষ্ঠির কহে কৃষ্ণ কি কহিব আর ॥
কহিতে বদনে মম নাহিস্ফুরে ভাষা।
এত রাত্রে শিষ্য সহ আইল দুর্ব্বাসা ॥
প্রভাসের কূলে গেল সন্ধ্যার কারণ।
উপায় করিতে শক্ত নহে কোন জন ॥
সবংশে মজিনু আমি বুঝি অভিপ্রায়।
কাতর হইয়া তেঁই ডাকিনু তোমায় ॥
রাখিবারে রাখহ নহে যাহা মনে লয়।
বিলম্ব না সহে বড় সঙ্কট সময় ॥
যুধিষ্ঠির এতেক কহেন নারায়ণে।
গোবিন্দ কহেন চিন্তা না করিহ মনে ॥
শিষ্যগণ সহ মুনি আসুক হেথায়।
সবাকারে ভুঞ্জাইব সে আমার দায় ॥
এত বলি সন্তুষ্ট করিয়া ধর্ম্মমণি।
ত্বরিত গেলেন কৃষ্ণ যথা যাজ্ঞসেনী ॥
কৃষ্ণে দেখি কৃষ্ণার পূরিল অভিলাষ।
বসিতে আসন দিয়া কহে মৃদুভাষ ॥
ভকতবৎসল প্রভু তুমি অন্তর্য্যামী।
দীন বন্ধু নাম তব জানিলাম আমি ॥
কি জানি তোমার ভক্তি আমি হীনজ্ঞান।
দুঃখিত দেখিয়া প্রভু কর পরিত্রাণ ॥
সশিষ্য দুর্ব্বাসা মুনি অতিথি আপনি।
উচিত বিধান শীঘ্র কর চক্রপাণি ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন তাহা বিচারিব পাছে।
ক্ষুধায় শরীর পোড়ে দেহ যাহা আছে ॥
বিলম্ব না সহে কৃষ্ণা অন্ন দেহ আনি।
পশ্চাতে করিব যাহা কহ যাজ্ঞসেনী ॥
কৃষ্ণা বলে জানিয়া সকল সমাচার।
আপনি এমত কহ অদৃষ্ট আমার ॥
অন্ন দিতে আমি যদি হতেম ভাজন।
ঘোর অন্ধকারে না হইত আগমন ॥
ছল করি কহ কথা জানিয়া সকল।
বুঝিতে না পারিহরি মম কর্ম্মফল ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন ক্ষুধানলে তনু দয়।
পাইলে উত্তম পরিহাসের সময় ॥
কহিতে নাহিক শক্তি স্থির নহে মন।
উঠ উঠ বিলম্বে নাহিক প্রয়োজন ॥
এত শুনি কহিলেন দ্রুপদ-তনয়া।
বুঝিতে না পারি দেব কর কোন্ মায়া ॥
যখন হইল গত দশদণ্ড নিশি।
ভুঞ্জিলেন তখন যতেক দেবঋষি ॥
অবশেষে ছিল কিছু করিনু ভোজন।
শূন্যপাত্র আছে মাত্র দেখ নারায়ণ ॥
দিন নহে দ্বিতীয় প্রহর হৈল নিশি।
কি কর্ম্ম করিব শূন্য অরণ্যনিবাসী ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন যাজ্ঞসেনী শুন বলি।
অবশ্য আছয়ে কিছু দেখ পাকস্থলী ॥

রন্ধন ব্যঞ্জন অন্ন যে কিছু আছয়।
অল্পেতে হইব তৃপ্ত কহিনু নিশ্চয় ॥
আলস্য ত্যজিয়া উঠ করহ তল্লাস।
বিলম্ব না সহে আর ছাড় উপহাস ॥
কৃষ্ণের বচন শুনি কৃষ্ণা গুণবতী।
দেখাইতে পাকপাত্র আনে শীঘ্রগতি ॥
আনিয়া কহিল দেবী দেখ জগন্নাথ।
দেখিয়া কৌতুকে কৃষ্ণ পাতিলেন হাত ॥
শাকের সহিত এক অন্ন মাত্র ছিল।
ঈশ্বরে প্রদান হেতু অনন্ত হইল ॥
কৌতুকে উঠিয়া তবে দেব জগন্নাথ।
উদ্গার করিয়া দেন উদরেতে হাত ॥
দ্রৌপদীরে কহেন আমার ক্ষুধা গেল।
আজিকার ভোজনে পরম তৃপ্তি হৈল ॥
ইহা বলি পুনরায় তুলেন উদ্গার।
ত্রিভুবনে সেই মত হইল সবার ॥
সর্ব্বভূতে আত্মারূপে সেই নারায়ণ।
তাঁহার তৃপ্তিতে তৃপ্ত হইল ভুবন ॥
হেথায় দুর্ব্বাসা ঋষি সহ শিষ্যগণ।
বুঝিতে না পারিলেন ইহার কারণ ॥
মন্দানলে উদর পূর্ণিত সবাকার।
সঘনে নিশ্বাস বহে উঠিছে উদ্গার ॥
বিস্ময় মানিয়া তবে কহে মুনিরাজ।
নিকটে ডাকিয়া যত শিষ্যের সমাজ ॥
মুনি বলিলেন শুন সর্ব্ব শিষ্যগণ।
বুঝিতে না পারি কিছু ইহার কারণ ॥
অকস্মাৎ হৈল দেখ উদর আধ্মান।
পাইতেছি যত কষ্ট নাহি পরিমাণ ॥
অনুমান করি কিছু না পারি বুঝিতে।
পথশ্রান্তে এমন কি পারিবে হইতে ॥
শিষ্যগণ বলে যে কহিলা মহাশয়।
আমা সবাকার মনে হইল বিস্ময় ॥
সন্ধ্যা হেতু যাই মুনি প্রভাসের জলে।
শরীর দহিতেছিল ক্ষুধার অনলে ॥
অকস্মাৎ এইমত হৈল সবাকার।
উদর পূরণে ঘন উঠে ধুমোদ্গার ॥
অন্য অন্য বিচার করেন জনে জন।
কেহ না বলিল কিছু লজ্জার কারণ ॥
মুনি বলে আশ্চর্য্যে ডুবিল মম মন।
ব্রহ্মাণ্ড ভাবিয়া কিছু না পাই কারণ ॥
যখন সন্ধ্যার আসি প্রভাসের তীরে।
রন্ধন করিতে বলিলাম যুধিষ্ঠিরে ॥
সংযোগ করিল তারা করি প্রাণপণ।
কোন্ লাজে তারে গিয়া দেখাব বদন ॥
বুঝিয়া বিধান তবে করহ বিচার।
শিষ্যগণ বলে প্রভু কি কহিব আর ॥
আজি তথা গিয়া লজ্জা পাব কি কারণ।
উঠিতে শকতি নাহি কে করে ভোজন ॥
ঈশ্বর করিলে কালি উঠিয়া বিহানে।
অতিথি হইয়া সবে যাব তাঁর স্থানে ॥
ইহার উপায় আর নাহি মহাশয়।
মুনি বলিলেন কথা মম মনে লয় ॥
এত বলি শয়ন করিল সর্ব্বজন।
জানিলেন সব তত্ত্ব দৈবকী-নন্দন ॥
কৃষ্ণা সহ গেলেন যেখানে যুধিষ্ঠির।
সবাকার সম্মুখে কহেন যদুবীর ॥
মুনির কারণে মনে না করিবে ভয়।
আজি না আসিবে মুনি জানিও নিশ্চয় ॥
স্নানদান করি কালি প্রভাসের কূলে।
ভোজন করিবে সবে আসিয়া সকালে ॥
শুনিয়া কৃষ্ণের মুখে এতেক বচন।
ধর্ম্ম বলে বিলম্বে ভালই এতক্ষণ ॥
তোমার অসাধ্য দেব আছে কোন্ কর্ম্ম।
পাণ্ডবকুলের আজি হৈল পুনর্জন্ম ॥
বিস্তর কহিয়া আর নাহি প্রয়োজন।
সহায় সম্পদ মম তুমি নারায়ণ ॥
না জানি পূর্ব্বেতে কত করিনু কুকর্ম্ম।
সে কারণে দুঃখে দুঃখে গেল মম জন্ম ॥
প্রথম বয়সে বিধি দিল নানা শোক।
অল্পকালে জনক গেলেন পরলোক ॥
গোঁয়াইনু সেই কাল পরের আলয়ে।
দুঃখ না জানিনু অতি অজ্ঞান সময়ে ॥

দন্তরে দুষ্টবুদ্ধি দিলেক যন্ত্রণা ।
জতুগৃহে প্রাণ পাই বিদুর মন্ত্রণা ॥
বনের অশেষ দুঃখ ভ্রমণ সঙ্কটে ।
আপনি রাখিলে ধৃতরাষ্ট্রের কপটে ॥
এ সব সঙ্কট হৈতে তুমি মাত্র ত্রাতা ।
হেন সংযোগ আনি করিল বিধাতা ॥
রাজ্যনাশ বনবাস হীন সর্ব্বধর্ম্মে ।
বিধির নিযুক্ত এই পূর্ব্বমত কর্ম্মে ॥
সবে মাত্র পূর্ব্ববংশে ছিল উগ্রতপা ।
কেবল তাহার ফলে তুমি কর কৃপা ॥
এতেক কহেন যদি ধর্ম্মের নন্দন ।
অনন্তরে কহিলেন দেব নারায়ণ ॥
শুন ধর্ম্মসুত যুধিষ্ঠির নৃপমণি ।
কহিলে যতেক কথা সব আমি জানি ॥
পাইলে যতেক দুঃখ অন্যথা না হয় ।
কভু তুমি ধর্ম্ম না ত্যজহ মহাশয় ॥
আমা যে কহিলে আমি হীন সর্ব্ব ধর্ম্মে ।
পৃথিবী পবিত্র হৈল তোমার সুকর্ম্মে ॥
দানে ধর্ম্মে রাজনীতে এ তিন ভুবনে ।
নাহিক তোমার তুল্য হেন লয় মনে ॥
দুর্ব্বলের বল ধর্ম্ম আমি জানি ভালে ।
এই দুঃখ তোমার খণ্ডিবে অল্পকালে ॥
অধর্ম্ম জনার সুখ কভু সিদ্ধ নয় ।
কাঁসারের জল প্রায় ক্ষণেকেতে লয় ॥
মনেতে রাখিবে মম এই নিবেদন ।
মহাকষ্টে আমা না ছাড়িও কদাচন ॥
এত বলি বিদায় নিলেন নারায়ণ ।
গরুড়ে চড়িয়া যান দ্বারকা ভুবন ॥
কৃষ্ণেরে বিদায় করি ভাই পঞ্চজন ।
হৃষ্টমনে শয়ন করিল সর্ব্বজন ॥

সশিষ্য দুর্ব্বাসার পারণ ।

প্রভাতে উঠিয়া তবে ধর্ম্মের নন্দন ।
নিয়মিত কর্ম্ম করিলেন সমাপন ॥
দুর্ব্বাসা অতিথি হেতু সচিন্তিত মন ।
নানা কার্য্যে নানা স্থানে ধায় সর্ব্বজন ॥
ফল পুষ্প হেতু কেহ প্রবেশিল বনে ।
ভীমার্জ্জুন যান দোঁহে মৃগয়া কারণে ॥
স্নান করি আসিলেন দ্রুপদনন্দিনী ।
সত্বর তথায় আইলেম ধর্ম্মমণি ॥
কহেন মধুর বাক্য ধর্ম্মের নন্দন ।
শীঘ্রগতি গুণবতি করহ রন্ধন ॥
আজিকার দিন যদি যায় ভালমতে ।
তবে জানি কিছুকাল বাঁচিব জগতে ॥
স্নান করি এখনি আসিবে মুনিরাজ ।
সংহতি করিয়া যত শিষ্যের সমাজ ॥
স্বচ্ছন্দ বিধানে যদি পায় অন্ন পান ।
তবে সে হইবে সবাকার পরিত্রাণ ॥
এই হেতু চিন্তা বড় আছে মম মনে ।
যা করিতে পার কৃষ্ণা আপনার গুণে ॥
তোমা হৈতে সকল সঙ্কটে তবে তরি ।
তুমি করিয়াছ বন হস্তিনানগরী ॥
তোমার যতেক গুণ না যায় বর্ণনা ।
কৃষ্ণ আর কৃষ্ণা পাণ্ডবের সম্ভাবনা ॥
আসিয়া রাখিল কৃষ্ণ ছিল যত দায় ।
এখন করহ তুমি উচিত যে হয় ॥
কৃষ্ণা বলে মহারাজ করি নিবেদন ।
অল্প কার্য্যে এত চিন্তা কর কি কারণ ॥
ধর্ম্মপথ মত যদি আমি হই সতী ।
একান্ত আমার যদি ধর্ম্মে থাকে মতি ॥
সূর্য্যের বচন আর তোমার প্রসাদে ।
দশ লক্ষ হৈলে ভুঞ্জাইব অপ্রমাদে ॥
চিন্তা না করিহ কিছু ইহার কারণ ।
এই দেখ মহারাজ করি যে রন্ধন ॥
যাও শীঘ্র সশিষ্যে আনহ মুনিবরে ।
শুনি রাজা যুধিষ্ঠির কৌতুক অন্তরে ।
হেথায় দুর্ব্বাসা মুনি উঠিয়া সকালে ।
করিল আহ্নিক জপ প্রভাসের জলে ॥
সেইমত করিলেক শিষ্যের সমাজ ।
হেনকালে সবারে কহিল মুনিরাজ ॥
চল শীঘ্র ধর্ম্ম পাশে যাব সর্ব্বজন ।
করিব তাঁহার প্রতি শান্তি আচরণ ॥

এত বলি চলিল সশিষ্য মুনিরাজ।
শুনিয়া আনন্দমতি পাণ্ডব-সমাজ ॥
অগ্রসরি কতদূরে সর্ব্বজন আসি।
আদরে সশিষ্য চলিলেন মহাঋষি ॥
অনেক করিয়া ভক্তি ভাই পঞ্চজনে।
বসাইল মৃগচর্ম্মে কুশের আসনে ॥
সুশীতল জল আনি ধর্ম্মের নন্দন।
কৌতুকে করেন ধৌত মুনির চরণ ॥
আনন্দ বিধানে তবে পঞ্চ সহোদরে।
সেই পাদোদক আনি পরম সাদরে ॥
পান করি বন্দনা করেন সবে শিরে।
তবে ধর্ম্ম নৃপতি কহেন ধীরে ধীরে ॥
নিশ্চয় আমারে আজি সুপ্রসন্ন বিধি।
পাইলাম আজি যত্ন বিনা রত্ননিধি ॥
সুপ্রভাত হৈল মোর আজিকার নিশি।
কৃপা করি আপনি আইলা মহাঋষি ॥
পৃথিবীতে ভাগ্যহীন আমার সমান।
নহিল না হবে হেন করি অনুমান ॥
তপস্যা করিল পূর্ব্বে পিতামহগণ।
যে কিছু আমার আর পূর্ব্ব উপার্জ্জন ॥
কৃপা কর আমারে সে ফলে সর্ব্বজনে।
নহিলে অধম আমি তরি কোন গুণে ॥
যুধিষ্ঠির মুখে শুনি এতেক বচন।
তুষ্ট হ'য়ে কহিতে লাগিল তপোধন ॥
শুন ধর্ম্মসুত যুধিষ্ঠির নৃপমণি।
আপনারে না জানিয়া কহ কেন বাণী ॥
তুমি ধর্ম্মবন্ত সত্যবাদী মতিমান।
পৃথিবীতে নাহি কেহ তোমার সমান ॥
ধর্ম্মেতে ধার্ম্মিক তুমি ক্ষত্রিয় সুধীর।
সমুদ্রে সমান অতি গুণেতে গভীর ॥
অসার সংসার এই সারমাত্র ধর্ম্ম।
তোমার হইল রাজা সহজ এ কর্ম্ম ॥
লোভ মোহ কাম ক্রোধ ঐশ্বর্য্য মত্ততা।
তোমার নিকটবর্ত্তী নহিল সর্ব্বথা ॥
সুখ দুঃখ শরীরের অসহযোগ ধর্ম্ম।
সময়ে প্রবল হয় আপনার কর্ম্ম ॥
তাহাতে সন্তাপ নাহি করে জ্ঞানবান।
সাধুর জীবন মৃত্যু একই সমান ॥
সাধুর গণনে রাজা তুমি অগ্রগণ্য।
পৃথিবীর লোক যত করে ধন্য ধন্য ॥
কহিলাম সত্য এই লয় মম মন।
বসুমতীপতি যোগ্য তুমি সে ভাজন ॥
এ তিন ভুবনে তব পরিপূর্ণ যশ।
তোমার গুণেতে রাজা হইলাম বশ ॥
কিন্তু এক কথা কহি শুন মহারাজ।
সম্প্রতি তোর ঠাঁই পাইলাম লাজ ॥
কহিয়া তোমারে হেথা করিতে রন্ধন।
সন্ধ্যা হেতু প্রভাসে গেলাম সর্ব্বজন ॥
সায়ংসন্ধ্যা জপ আদি যে কিছু আছিল।
ক্রমে ক্রমে সর্ব্বজন সমাপ্ত করিল ॥
পথশ্রমে অশক্ত উঠিতে শক্তি নাই।
আলস্যেতে শয়ন করিনু সেই ঠাঁই ॥
আসিতে না পারে কেহ এই সে কারণ।
তবস্থানে লজ্জা বড় হইল রাজন ॥
ক্ষুধার্ত্ত আছয়ে সবে করিবে ভোজন।
স্নান করি গিয়া যদি হইল রন্ধন ॥
ধর্ম্ম বলে কালি মম দুরদৃষ্ট ছিল।
এ কারণে সবাকার আলস্য হইল ॥
হইল আমার যদি সুকর্ম্মের লেশ।
তবে মহামুনি আসে করিলা প্রবেশ ॥
দেবের দুর্ল্লভ হয় তব আগমন।
অল্প ভাগ্যে এ সব না হয় কদাচন ॥
মম শক্তি অনুরূপ অন্ন জল স্থল।
তোমার প্রসাদে মুনি প্রস্তুত সকল ॥
এত বলি আপনি উঠেন ধর্ম্মপতি।
নিকটে ডাকেন ভীমার্জ্জুন মহামতি ॥
আজ্ঞা দেন ধর্ম্মসুত করিবারে স্থান।
শ্রুতমাত্র দুই ভাই হৈল সাবধান ॥
নানা দিকে স্থান করি দিল অন্নজল।
নিযুক্ত করিল তায় রক্ষক সকল ॥
আনন্দ বিধানে তবে ভাই দুইজনে।
শীঘ্রগতি জানাইল ধর্ম্মের নন্দনে ॥

ধর্ম্ম বলে অবধান কর মুনিরাজ ।
অতঃপর বিলম্বেতে নাহি কিছু কাজ ॥
রবির রৌদ্রের তেজ হৈলে অতি বেলা ।
বিধাতা নিযুক্ত করিলেন বৃক্ষতলা ॥
বলেন দুর্ব্বাসা মুনি তুমি সাধুজন ।
অট্টালিকা হৈতে ভাল তোমার আশ্রম ॥
অরণ্য স্থানেতে যদি সাধুজন রয় ।
স্বর্গের সমান তাহা বেদে হেন কয় ॥
এত বলি কৌতুকে উঠেন মুনিবর ।
আনন্দে বথানে বৈসে সহ শিষ্যবর ॥
বসিলেন মুনিগণ যথাযোগ্য স্থান ।
যুধিষ্ঠির পঞ্চ ভাই হরিষ বিধান ॥
অন্ন পরিবেশন করেন সবে আনি ।
বহুবিধ ব্যঞ্জন অন্ন দেন যাজ্ঞসেনী ॥
সবে আর শীঘ্র হস্ত ভাই পঞ্চজন ।
যে যাহা চাহে তাহা দেন সেইক্ষণ ॥
অপরূপ দেখ তার দৈবের ঘটন ।
একেকে এক দ্রব্য করয়ে রন্ধন ॥
আপনার ইচ্ছায় যতেক করে ব্যয় ।
সূর্য্য অনুগ্রহে পুনঃ পরিপূর্ণ হয় ॥
স্থানে স্থানে বসিলেন ব্রাহ্মণমণ্ডলী ।
ভোজন করেন সবে অতি কুতুহলী ॥
নাহি জানি খায় কত দেয় কত আনি ।
খাও খাও বলে সবে এই মাত্র শুনি ॥
অবিলম্বে তাহা পায় যাহা অভিলাষী ।
ভোজন করিল দশ সহস্র তপস্বী ॥
অনন্তরে উঠিয়া করিল আচমন ।
সাধু সাধু প্রশংসা করিল সর্ব্বজন ॥
দুর্ব্বাসা বলেন রাজা তুমি ভাগ্যবান ।
ক্ষিতিতলে নহিবে আর তোমার সমান ॥
এমন প্রকার যদি পাই বনবাস ।
তবে আর কি কার্য্য স্বর্গেতে অভিলাষ ॥
সহোদর তোমার সকল গুণবান ।
দ্রুপদনন্দিনী হয় লক্ষ্মীর সমান ॥
ভোজনে যেমন তৃপ্ত হইলাম আমি ।
এইমত সর্ব্বদা হইবে তুষ্ট তুমি ॥
কদাচিত চিন্তা কিছু না করিবে মনে ।
খণ্ডিবে তোমার দুঃখ অতি অল্পদিনে ॥
বিদায় করহ শীঘ্র যাই তপোবন ।
শুনিয়া কহেন তবে ধর্ম্মের নন্দন ॥
সফল এ জন্ম কর্ম্ম মানিনু আপনি ।
যাহে এত কৃপা কর কৃপাসিন্ধু মুনি ॥
মম এই নিবেদন তোমার অগ্রেতে ।
কদাচিত বিচলিত নহি সত্যপথে ॥
এত বলি ধর্ম্মপুত্র নমস্কার কৈল ।
সন্তুষ্ট হইয়া মুনি আশীর্ব্বাদ দিল ॥
পঞ্চ ভাই প্রণাম করিয়া মুনিরাজে ।
সেইমত সম্ভাষণ করে শিষ্য মাঝে ॥
সবে আশীর্ব্বাদ করি বেদ বিধিমতে ।
তুষ্ট হৈয়া সর্ব্বজনে চলে পূর্ব্বপথে ॥
পরাণে কাতর দুষ্টবুদ্ধি দুরাশয়ে ।
অসহ্য বজ্রের প্রায় লাগিল হৃদয়ে ॥
আহারে অরুচি চিত্ত সতত চঞ্চল ।
দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে সদা শরীর দুর্ব্বল ॥
এইরূপে দুর্য্যোধন চিন্তাকুল হৈয়া ।
একান্তে বসিল যত পাত্র-মিত্র লৈয়া ॥
ত্রিগর্ত্ত শকুনি কর্ণ দুঃশাসন আদি ।
হেনকালে কহে রাজা কর্ণেরে সম্বোধি ॥
ভারত পঙ্কজ রবি মহামুনি ব্যাস ।
পাঁচালী প্রবন্ধে গায় কাশীরাম দাস ॥

দুর্য্যোধনের মন্ত্রণায় জয়দ্রথের দ্রৌপদীহরণের যাত্রা ।

দুর্য্যোধন কহিলেন কি যুক্তি করিলে ।
বিধাতা দিবেক বলি নিশ্চিন্ত রহিলে ॥
বিধিকৃত হইলে অবশ্য হবে জয় ।
তিনি না করিলে জানি সব মিথ্যা হয় ॥
সংসারে থাকিয়া লোক করিবে উদ্যোগ ।
নিত্য নিত্য ভুঞ্জিবেক নানা উপভোগ ॥
অনুক্ষণ করিবেক স্বকার্য্য সাধন ।
পূর্ব্বমত আছে হেন বিধি নির্ব্বন্ধন ॥
ফল পায় যেবা রাখে বিধাতাতে মন ।
জীবনের উপায় করিবে সর্ব্বজন ॥

বুদ্ধিতে পাণ্ডব যদি গুপ্তবাসে তরে।
অনর্থ করিবে আসি মহাক্রোধ ভরে ॥
ইন্দ্রতুল্য পরাক্রম এক একজন।
কাহার হইবে শক্তি করিতে বারণ ॥
তুমি আমি মাতুল ত্রিগর্ত্ত দুঃশাসন।
মহাশ্রম করিলে না পারি কদাচন ॥
মন্ত্রণা করিয়া যদি সংহারিতে পারি।
অনায়াসে উদ্বেগ সাগর হৈতে তরি ॥
সুযুক্তি ইহার এই লয় মম মন।
আনিব দ্রুপদ সুতা করিয়া হরণ ॥
দ্রুপদনন্দিনী হয় পাণ্ডবের প্রাণ।
অশেষ সঙ্কটে নিত্য করে পরিত্রাণ ॥
সে কারণে কহি আমি এ সব সম্মত।
গুপ্তবেশে তথায় যাউক জয়দ্রথ ॥
বুদ্ধিবলে বিশারদ তারে ভাল জানি।
প্রকার করিয়া যেন হরে যাজ্ঞসেনী ॥
লুকাইয়া রাখিবে দ্রৌপদী গুপ্তস্থানে।
খুঁজিয়া পাণ্ডব যেন না পায় সন্ধানে ॥
কৃষ্ণার বিচ্ছেদে তবে পাইবেক শোক।
এইরূপে পঞ্চ ভাই হইবে বিয়োগ ॥
নিষ্কণ্টক হবে রাজ্য ঘুচিবে জঞ্জাল।
নির্ব্বিরোধে রাজ্যভোগ করি চিরকাল ॥
তোমা সবাকার যদি হয় এ সম্মতি।
তবে সে কর্ত্তব্য এই লয় মম মতি ॥
এতেক কহিল যদি কৌরবপ্রধান।
প্রশংসা করিল তবে মন্ত্রী জ্ঞানবান ॥
ধন্য ধন্য মহাশয় মন্ত্রণা তোমার।
করিলে যে মন্ত্রণা এ সংসারের সার ॥
অবশ্য কর্ত্তব্য এই সবাকার মত।
গুপ্তবেশে তথায় যাউক জয়দ্রথ ॥
দুষ্টমতিগণ যদি এতেক কহিল।
শুনিয়া নৃপতি তবে আনন্দ হইল ॥
তবে জয়দ্রথে আজ্ঞা দিল দুর্য্যোধন।
অতি শীঘ্র কাম্যবনে করহ গমন ॥
সাবধান হইয়া রহিবে চূড়ামণি।
বুদ্ধিবলে হরিয়া আনিবে যাজ্ঞসেনী ॥
এতেক কহিল যদি কৌরব-ঈশ্বর।
কতক্ষণে জয়দ্রথ করিল উত্তর ॥
তোমার আজ্ঞাতে আমি যাই কাম্যবন।
কিন্তু পাণ্ডবেরে সবে জানহ কেমন ॥
দ্বিতীয় শমন তুল্য একৈক পাণ্ডব।
শতাংশে সমান তার নহি মোরা সব ॥
বিশেষে আপনি মনে কর অবধান।
একা পার্থ গন্ধর্ব্ব-সমরে কৈল ত্রাণ ॥
জীয়ন্ত বাঘের চক্ষু আনে কোন্ জনে।
কার শক্তি হিংসিবে সে পাণ্ডুপুত্রগণে ॥
যদি বা তোমার বাক্য নাহি করি আন।
নিমিষেকে বৃকোদর বধিবেক প্রাণ ॥
বিশেষ দ্রুপদসুতা লক্ষ্মী অবতার।
মহাবল পঞ্চভাই রক্ষক তাহার ॥
একান্ত থাকিবে যার জীবনের আশ।
সে কেন করিবে হেন দুরন্ত প্রত্যাশা ॥
জয়দ্রথ-মুখে তবে এই বাক্য শুনি।
বিনয় পূর্ব্বক তারে কহে নৃপমণি ॥
কহিলে যতেক তুমি আমি সব জানি।
পাণ্ডবের সম্মুখে কে হরে যাজ্ঞসেনী ॥
কি ছার কৌরব-সেনা কর্ণ গণি কিসে।
অন্যে কি করিবে যারে দণ্ডপাণি ত্রাসে ॥
একা পার্থ জিনিলেক এ তিন ভুবন।
সুরাসুর নাগ নরে সম কোন্ জন ॥
অলক্ষিতে যাবে তথা কেহ না দেখিবে।
বুদ্ধিবলে যাজ্ঞসেনী হরিয়া আনিবে ॥
সন্নিকটে সতত থাকিবে সর্ব্বজনে।
অতি সঙ্গোপনে যেন কেহ নাহি জানে ॥
স্নানদানে সবে যবে যাবে চারিভিত।
সেইকালে তথায় হইবে উপনীত ॥
হরিয়া দ্রুপদসুতা প্রকার বিশেষে।
যত্ন করি লুকাইবে অতি দূর দেশে ॥
খুঁজিয়া পাণ্ডব যেন উদ্দেশ না পায়।
তার শোকে পাণ্ডব মরিবে নিশ্চয় ॥
সুসিদ্ধ হইবে তবে মনের অভীষ্ট।
নিঃসঙ্কটে রাজ্যভোগ করিব যথেষ্ট ॥

তোমা বিনা অন্য জন ইথে নহে শক্য।
সহায় সম্পন্ন তুমি, তুমি সে সপক্ষ॥
চিন্তায় কিছুই আর নাহি প্রয়োজন।
অমূল্যে কিনিলে তুমি রাজা দুর্য্যোধন॥
পুনঃ পুনঃ কহে রাজা গদ্‌গদভাষ।
জয়দ্রথ কহে শুনি বচন প্রকাশ॥
কি কারণে এত কথা বল নরপতি।
অবশ্য পালিব যে তোমার অনুমতি॥
এই আমি চলিলাম কাম্যক কানন।
প্রাণপণে সাধিব তোমার প্রয়োজন॥
এত শুনি তুষ্ট হৈল প্রধান কৌরব।
সাজাইয়া দিল রথ করিয়া গৌরব॥
সবারে সম্ভাষি বীর চড়ে গিয়া রথে।
চালাইয়া দিল কাম্যকাননের পথে॥
যাইতে যাইতে রথে করিল বিচার।
রাজার সাহসে আমি কৈনু অঙ্গীকার॥
পড়িলে ভীমের হাতে না হবে নিস্তার।
ঈশ্বর করেন যদি হবে প্রতীকার॥
এইরূপে জয়দ্রথ চিন্তাকুল মনে।
উপনীত হৈল গিয়া মহাঘোর বনে॥
দুদিকে কানন শোভা মধ্য দিয়া পথ।
নানা বর্ণ সুবাসিত পুষ্প কত শত॥
বিবিধ কুসুমে দেখ শোভিয়াছে বন।
মকরন্দ পান করে সুখে অলিগণ॥
বিবিধ অনেক শোভা দেখিয়া কাননে।
কাম্যবন নিকটে আইল কতদিনে॥
নন্দন কানন হেন দেখি কাম্যবন।
অনেক আশ্রম তথা দেখে মুনিগণ॥
স্থানে স্থানে দেখিলেন দেবের আশ্রম।
বহুবিধ বিহঙ্গম করে নানা ক্রম॥
হইল কৌতুক মনে করিতে ভ্রমণ।
উত্তরিল কতক্ষণে যথা পঞ্চজন॥
তাহার নিকটে লুকাইল জয়দ্রথ।
ছিদ্র চাহি থাকে বার নিরাখয়া পথ॥
শমন সমান জানি ভীম ধনঞ্জয়।
নিকটে যাইতে নারে পরাণের ভয়॥
হেনমতে তথা রহে করিয়া গোপন।
একদিন শুন রাজা দৈবের ঘটন॥

দ্রৌপদীহরণ ও ভীমহস্তে জয়দ্রথের অপমান।

শুন জন্মেজয় রাজা দৈবের ঘটন।
জয়দ্রথ গোপনে রহিল কাম্যবন।
উঠিয়া প্রভাতকালে ভাই দুইজন।
রাজার নিকটে রাখি মাদ্রীর নন্দন॥
মৃগয়া করিতে যায় ভীম ধনঞ্জয়।
স্নান হেতু যান ক্রমে বিপ্র সমুদয়॥
পরে চলিলেন স্নানে ভাই তিনজন।
বসিয়া দ্রৌপদী একা করেন রন্ধন॥
জয়দ্রথ দেখিলেন শূন্য সে মন্দির।
জানিয়া সময় তথা গেল মহাবীর॥
কুঁড়ের দুয়ারে গিয়া রাখিলেক রথ।
যাজ্ঞসেনী দেখিলেন আসে জয়দ্রথ॥
রথ হ'তে ভূমিতে নামিল মহাবীর।
কুটুম্ব জানিয়া কৃষ্ণা হইল বাহির॥
মনেতে জানিল এই অপূর্ব্ব অতিথি।
পূজা হেতু চিন্তা তার করে গুণবতী॥
শূন্যালয় মন্দির, না ছিল কোন জন।
আপনি আনিয়া দিল দিব্য কুশাসন॥
পাদ প্রক্ষালন হেতু আনি দিল জল।
জিজ্ঞাসা করিল কহ ঘরের কুশল॥
কোথা হৈতে আইলে যাইবে কোন্ দেশে।
এ বনে আইলে কোন্ প্রয়োজন বশে॥
জয়দ্রথ বলিল নাহিক কোন কায।
ভেটিবারে আসিলাম ধর্ম্ম মহারাজ॥
একমাত্র দেখি তুমি করিছ রন্ধন।
কহ দেখি কোথা গেল ধর্ম্মের নন্দন॥
কোন্ কার্য্য হেতু গেল ভীম ধনঞ্জয়।
ব্রাহ্মণমণ্ডলী কোথা মাদ্রীর তনয়॥
কৃষ্ণা বলে স্নানে গেল ব্রাহ্মণ-সমাজ।
সহদেব নকুল সহিত ধর্ম্মরাজ॥
ভীমার্জ্জুন বনে গেল মৃগয়া কারণ।
মুহূর্ত্তেকে এখনি আসিবে সর্ব্বজন॥

দ্রৌপদীর মুখে শুনি এ সব বচন।
দুষ্ট জয়দ্রথের চঞ্চল হৈল মন ॥
চতুর্দ্দিকে চাহে কেহ নাহিক কোথায়।
চঞ্চল হইয়া বীর ঘন ঘন চায় ॥
নিকটে আছিল কৃষ্ণা তুলি নিল রথে।
শীঘ্রগতি চালাইল হস্তিনার পথে ॥
কৃষ্ণা বলে দুষ্ট কর্ম্ম কর কুলাঙ্গার।
বুঝিলাম কাল পূর্ণ হইল তোমার ॥
বড় বংশে জন্মিয়া করহ নীচ কর্ম্ম।
মুহূর্ত্তে এখনি তোর ফলিবেক ধর্ম্ম ॥
যাবৎ পুরুষ সিংহ ভীম নাহি দেখে।
প্রাণ ল'য়ে যাও শীঘ্র ছাড়িয়া আমাকে ॥
আরে দুষ্ট কি হেতু হইল মতিচ্ছন্ন।
নিশ্চয় তোমার কাল হইল সম্পূর্ণ ॥
আরে অন্ধ ভাল মন্দ জানহ সকল।
হেন কর্ম্ম কর যাতে ফলয়ে কুফল ॥
পরপক্ষ জনে যদি আসি করে রণ।
সাহায্য করিয়া তাকে রাখে বন্ধুগণ ॥
তোর ক্রিয়া শুনি লোক কর্ণে দেয় কর।
হেন দুরাচার তুই অধম পামর ॥
হেনমতে অনেক কহিল যাজ্ঞসেনী।
চোরা নাহি শুনে কভু ধর্ম্মের কাহিনী ॥
ভাল মন্দ জয়দ্রথ কিছু নাহি কহে।
চালাইয়া দিল রথ তিলেক না রহে ॥
দ্রৌপদী দেখিল তবে পড়িনু বিপাকে।
গোবিন্দ গোবিন্দ বলি পরিত্রাহি ডাকে ॥
কি জানি কৃষ্ণের পায় কৈনু অপরাধ।
সে কারণে হৈল মম এতেক প্রমাদ ॥
কোথা গেল মহারাজ ধর্ম্ম-অধিকারী।
কোথা গেল মাদ্রীপুত্র বিক্রম কেশরী ॥
ভুবনবিজয়ী কোথা পার্থ মহামতি।
তোমার রক্ষিত জনে হৈল হেন গতি ॥
পরিত্রাহি ডাকে কোথা ভীম মহাবল।
দুষ্টজনে আসি দেহ সমুচিত ফল ॥
তোমরা যে পঞ্চ ভাই রহিলে কোথায়।
জয়দ্রথ মন্দমতি বলে ল'য়ে যায় ॥
শূন্যালয়ে আছি দুষ্ট জানিয়া ধরিল।
সিংহের বনিতা নিতে শৃগালে ইচ্ছিল ॥
সকল লোকের সাক্ষী দেব বিকর্ত্তন।
আজন্ম জানহ তুমি সবাকার মন ॥
কায়মনোবাক্যে যদি আমি হই সতী।
ইহার উচিত ফল পাউক দুর্ম্মতি ॥
এইমত যাজ্ঞসেনী পাড়িছে দোহাই।
হেনকালে আশ্রমে আইল তিন ভাই ॥
শূন্যালয় দেখিয়া মনেতে হৈল স্তব্ধ।
শুনিলেক দ্রৌপদীর ক্রন্দনের শব্দ ॥
ব্যগ্র হ'য়ে তিন ভাই ধনু ল'য়ে হাতে।
শব্দ অনুসারে ধায় শীঘ্র সেই পথে ॥
চিন্তাকুল ধায় সবে না দেখেন পথ।
দূর হৈতে দেখিল পলায় জয়দ্রথ ॥
ভয় নাই বলিয়া ডাকয়ে তিনজন।
হেনকালে দেখ তথা দৈবের ঘটন ॥
মৃগয়া করিয়া আইসে ভাই দুইজন।
সেই পথে জয়দ্রথ করিছে গমন ॥
দূর হৈতে শুনিলেন ক্রন্দনের রোল।
উদ্ধার করহ ভীম শব্দ এই বোল ॥
অর্জ্জুনে কহেন ভীম শুনি বিপরীত।
হেথা যাজ্ঞসেনী কেন ডাকে আচম্বিত ॥
কি হেতু আইলা কৃষ্ণা নির্জ্জন কাননে।
না জানি হিংসিল আসি কোন্ দুষ্টগণে ॥
কিম্বা কেবা বিরোধিল ধর্ম্মের তনয়।
আকুল আমার মন গণিয়া প্রলয় ॥
ভীম বলিলেন কথা নাহি লয় মনে।
কে যাইতে ইচ্ছা করে শমন-সদনে ॥
চল শীঘ্র ভাল নহে এ সব কারণ।
সমুচিত ফল দিব জানি নিরূপণ ॥
এত বলি দুই বীর যান বায়ুপ্রায়।
শব্দ অনুসারে যান দ্রৌপদীর রায় ॥
হেনকালে দেখিলেন দূরে এক রথ।
ধ্বজা দেখি জানিলেক যায় জয়দ্রথ ॥
তবে পার্থ মহারথ করেন স্মরণ।
চিন্তামাত্রে রথবর আইল তখন ॥

আরোহণ করিলেন অতি হৃষ্টমতি।
চালাইয়া দেন রথ পবনের গতি॥
দেখিল নিকট হৈল অর্জ্জুনের রথ।
প্রাণভয়ে পলাইয়া যায় জয়দ্রথ॥
রথ হৈতে লম্ফ দিয়া পড়ে ভূমিতলে।
অধিক ধাইল বীর প্রাণের বিকলে॥
দেখিয়া ভীমের মনে হইল সন্তাপ।
রথ হৈতে ভূমিতলে পড়ে দিয়া লাফ॥
অধিক ধাইল দুষ্ট অতি চিন্তাকুলে।
চক্ষুর নিমিষে ভীম ধরিলেক চুলে॥
মৃগেন্দ্র রুষিয়া যেন ধরে ক্ষুদ্র পশু।
ক্ষুধিত খগেন্দ্রমুখে যেন সর্পশিশু॥
কহিল কৃষ্ণারে তবে আশ্বাস বচন।
স্থির হও যাজ্ঞসেনী ত্যজ দুঃখমন॥
যেমত তোমারে দুঃখ দিল দুষ্টমতি।
তাহার উচিত ফল মুখে মার লাথি॥
তবে কৃষ্ণা আপনার মনের কৌতুকে।
তিনবার পদাঘাত করে তার মুখে॥
জয়দ্রথে কহিলেন ভীম মহাবল।
অবশ্য ভুঞ্জিতে হয় স্বকর্ম্মের ফল॥
আরে দুষ্ট থাকে যার জীবনের আশা।
সে কেন করিবে হেন দুরন্ত ভরসা॥
এই মুখে কৃষ্ণা হরি দিয়াছিলি রড়।
এত বলি গণিয়া মারিল দশ চড়॥
বজ্রমুষ্টি খাইয়া ভীমের করাঘাত।
সঘনে কম্পয়ে যেন কদলীর পাত॥
ক্রমেতে বৃকোদর মারিল প্রচুর।
চুলে ধরি টানিয়া লইল কতদূর॥
অনেক নিন্দিয়া তারে গভীর গর্জ্জনে।
পুনরপি টানিয়া আনিল কতক্ষণে॥
মুক্তকেশ নষ্টবেশ বহে রক্তধার।
কাতর হইয়া কান্দে না পায় নিস্তার॥
চুলে ধরি ভূমেতে ঘষিল তার মুখ।
দেখিয়া দ্রৌপদী দেবী পরম কৌতুক॥
পুনঃ পুনঃ প্রহার করয়ে বৃকোদর।
প্রাণমাত্র অবশেষ রহে কলেবর॥

মূর্চ্ছাগত হইয়া পড়িল অচেতন।
হেনকালে উপনীত ধর্ম্মের নন্দন॥
দেখিয়া তাহার দুঃখ দুঃখিত হৃদয়।
রক্ষা হেতু বিচারিয়া ধর্ম্মের তনয়॥
কহিলেন শুন ভীম করিলে কি কর্ম্ম।
বিশেষে ভগিনীপতি মারিলে অধর্ম্ম॥
পাইলেক ভাল দুষ্ট সমুচিত ফল।
দোষমত ফলদণ্ড হইল সকল॥
কিন্তু বধ্য নহে, রাখ ইহার জীবন।
ভগিনী করিয়া রাঁড়ি নাহি প্রয়োজন॥
ভগিনী ভাগিনী দোঁহে হইবে অনাথ।
কান্দিবে সকলে বিশেষতঃ জ্যেষ্ঠতাত॥
সে কারণে কহি ভাই শুনহ বচন।
ছাড়হ লইয়া যাক নির্লজ্জ জীবন॥
রাজ-আজ্ঞা লঙ্ঘিতে না পারি বৃকোদর।
জয়দ্রথে এড়ি বীর হইল অন্তর॥
নিঃশব্দে রহিল বীর হ'য়ে নম্রশির।
ভর্ৎসিয়া কহেন তারে রাজা যুধিষ্ঠির॥
কে দিল কুবুদ্ধি তোরে করিয়া কপটে।
কি হেতু মরিতে এলি এমন সঙ্কটে॥
ক্ষণেকে না হৈত যদি মম আগমন।
এতক্ষণ যাইতিস শমন-সদন॥
পলাইয়া ল'য়ে যারে নির্লজ্জ জীবন।
কুবুদ্ধি দিলেক তোরে সেই দুষ্টজন॥
সেই সব জনে গিয়া কহিবি সকল।
কত দিনান্তরে হবে সে সবার ফল॥
আমারে দিলেক যত দুঃখ আর কষ্ট।
এইমত সর্ব্বজন হইবেক নষ্ট॥
এত বলি আশ্রমে চলিল ছয় জনে।
দুষ্ট জয়দ্রথ তবে বিচারিল মনে॥

জয়দ্রথের শিবারাধনায় গমন।

ক্ষান্ত হইলেন যদি ভাই পঞ্চজনে।
দুষ্ট জয়দ্রথ তবে ভাবে মনে মনে॥
পাঠাইয়া দিল মোরে কৌরবপ্রধান।
তার কার্য্য করিতে বিধাতা হৈল আন॥

কোন লাজে তারে গিয়া দেখাইব মুখ।
উপায় চিন্তিব যাহে খণ্ডিবেক দুঃখ॥
যত কষ্ট দিল মোরে পাণ্ডব দুরন্ত।
তা সবা জিনিলে মম দুঃখ হবে অন্ত॥
ইন্দ্রতুল্য পরাক্রম পাণ্ডব সকল।
কেমনে হইব শক্য আমি হীনবল॥
তপস্যার বলেতে পাণ্ডব বলবান।
আমার তপস্যা বিনা গতি নাহি আন॥
কঠোর তপস্যা করি শুদ্ধ কলেবর।
তপেতে করিব তুষ্ট দেব মহেশ্বর॥
প্রসন্ন হইবে যবে ত্রিদশের নাথ।
পাণ্ডব জিনিতে বর মাগিব পশ্চাৎ॥
এত বলি হিমালয় পর্ব্বতে সে গেল।
শুচি হৈয়া মন আত্মা সংযত করিল॥
নিয়ম করিয়া নিত্য করে নানা ক্লেশ।
তপ আরম্ভিল করি হরের উদ্দেশ॥
কতদিন বঞ্চিল খাইয়া ফুল ফল।
অতঃপর আহার করিল মাত্র জল॥
গ্রীষ্মকালে চতুর্দ্দিকে জ্বালিয়া আগুনি।
বসিয়া তাহার মাঝে দিবস রজনী॥
চারি মাস বরিষা বসিয়া বৃক্ষতলে।
মাথাতে পাতিয়া ধরে বরিষার জলে॥
শীতেতে শীতল যথা সুশীতল নীর।
তাহাতে নিমগ্ন হৈয়া রহে মহাবীর॥
তপস্যায় বৎসরেক করি মহাক্লেশ।
কঠোর তপেতে বশ হৈলেন মহেশ॥
দেখিয়া একান্ত ভক্তি দেব মহেশ্বর।
মায়াদেহ ধরিয়া ব্রাহ্মণ-কলেবর॥
যথা জয়দ্রথ আছে হিমালয় গিরি।
তাহার নিকটে চলিলেন ত্রিপুরারী॥
সমাধি করিয়া রাজা আছয়ে মননে।
নিমগ্ন করিয়া চিত্ত হরের চরণে॥
হেনকালে ডাকিয়া বলেন মহেশ্বর।
তপস্যা ত্যজহ রাজা মাগ ইষ্ট বর॥
এত শুনি জয়দ্রথ উঠিল কৌতুকে।
অপূর্ব্ব ব্রাহ্মণমূর্ত্তি দেখিল সম্মুখে॥
বিস্মিত হইয়া কহে তুমি কোন্ জন।
মহেশ কহেন আমি দেব পঞ্চানন॥
রাজা বলে তুমি যদি দেব বিশ্বনাথ।
তোমার যে নিজমূর্ত্তি ভুবনে বিখ্যাত॥
কৃপা করি সেই রূপ করহ প্রকাশ।
তবে সে আমার মনে হইবে বিশ্বাস॥
ভক্ত জানি নিজ রূপ ধরিলেন হর।
রজত পর্ব্বত জিনি দীপ্ত কলেবর॥
কটিতটে ফণীন্দ্র আটনি বাঘছাল।
শিরে জটা বিভূতি ভূষণ অঙ্গভাল॥
নাগযোগ্য উপবীত গলে হাড় মাল।
সুচারু চন্দ্রের কলা শোভিয়াছে ভাল॥
বাম করে শোভে শৃঙ্গ দক্ষিণে ডমরু।
দেখিয়া এমত রূপ বাঞ্ছাকল্পতরু॥
আপনারে কৃতকৃত্য মানে মহাবল।
দণ্ডবৎ হ'য়ে তবে পড়ে ভূমিতল॥
অষ্টাঙ্গ লোটায় ধরি অভয় চরণ।
ভক্তিভাবে বহুবিধ করিল স্তবন॥
অনাথের নাথ তুমি কৃপার নিদান।
কৃপা করি নিজগুণে কর পরিত্রাণ॥
মহেশ কহেন রাজা মাগ ইষ্টবর।
শুনি জয়দ্রথ কহে যুড়ি দুই কর॥
আমারে অনাথ দেখি কৃপা কর যদি।
জিনিব পাণ্ডবে আজ্ঞা কর কৃপানিধি॥
ধূর্জ্জটী বলেন তবে শুন মহামতি।
এই বর দিতে নাহি আমার শকতি॥
পুনর্ব্বার জয়দ্রথ আরম্ভিল তপ।
পাণ্ডবের পরাভব অন্তরেতে জপ॥
ঊর্দ্ধমুখে অধোমুখে করি অনাহার।
হেনমতে বৎসরেক গেল পুনর্ব্বার॥
জানিয়া একান্তে তবে নৃপ ভাব ভক্তি।
হরের রহিতে আর না রহিল শক্তি॥
যথায় নৃপতি বসি করে তপক্লেশ।
সন্নিকটে পুনরপি আসিলা মহেশ॥
রাজারে কহেন তপ কর কি কারণ।
চতুর্ব্বর্গ চাহ যাহে লয় তব মন॥

রাজ্য অর্থ বিদ্যা কিম্বা সন্ততি বৈভব ।
যাহা চাহ তাহা লহ কি আছে দুর্ল্লভ ॥
ইহা কহিলেন যদি করুণার নিধি ।
জয়দ্রথ নৃপতিরে বিড়ম্বিল বিধি ॥
পুনরপি কহে দুষ্ট জিনিব পাণ্ডব ।
দেহ মোরে এই বর ওহে মহাভব ॥
শুনিয়া কহেন শিব শুনহ পামর ।
পৃথিবীতে কত শত আছে ইষ্টবর ॥
তা ছাড়ি ইচ্ছা কর পরের হিংসন ।
বিশেষ পাণ্ডব তাহে নহে অন্যজন ॥
বিশেষ অর্জ্জুন নামে তাহে একজন ।
তাহার মহিমা বল জানে কোন্ জন ॥
পরম পুরুষ সেই ব্রহ্ম সনাতন ।
দুই দেহ ধরিলা আপনি নারায়ণ ॥
বিশেষ হরিতে পৃথিবীর মহাভার ।
নর-নারায়ণরূপে পূর্ণ অবতার ॥
নররূপ বীর পার্থ কুন্তীর নন্দন ।
যদুকুলে গোবিন্দ আপনি নারায়ণ ॥
মহামদে অন্ধমতি না জান কারণ ।
ইহাকে জিনিতে ক্ষম নাহি কোন্ জন ॥
হইবে গোবিন্দ যবে অর্জ্জুনের পক্ষ ।
ধরে কিসে গণি,-আমি না হইব শক্য ॥
তবে যদি একান্ত হইল তব মন ।
বিনা পার্থ সমরে জিনিবে চারিজন ॥
রাজা বলে কিবা আজ্ঞা কৈলে দেবরাজ ।
বিনা পার্থ সমর জিনিয়া কিবা কাজ ॥
একান্ত যদ্যপি কৃপা আছয়ে আমার ।
আজ্ঞা কর সহিত জিনিব ধনঞ্জয় ॥
তবে মম জীবন সফল পূর্ণ আশ ।
এত শুনি কহিলেন পুনঃ কৃত্তিবাস ॥
বড় বংশে জন্ম তোর হীন বুদ্ধি নয় ।
কি কারণে কর রাজা অসৎ আশ্রয় ॥
অর্জ্জুন অজেয় জান এ তিন ভুবনে ।
সুরাসুর নাগ আদি আমা আদি জনে ॥
আমার একান্ত ভক্ত পার্থ আদি বীর ।
অভেদ অর্জ্জুন আমি একই শরীর ॥
বিশেষ আমার মিত্র প্রধান যাদব ।
তাহার প্রধান সখ্য তৃতীয় পাণ্ডব ॥
আর ইন্দ্রদেব হৈতে লভিয়াছে জন্ম ।
ত্রিভুবনে সুবিখ্যাত অর্জ্জুনের কর্ম্ম ॥
অভিমন্যু-পুত্র তার বড় বলবান ।
কৃষ্ণের ভাগিনা প্রিয় প্রাণের সমান ॥
জিনিবা সমরে তারে দিলাম এ বর ।
বিমুখ করিবে আর চারি সহোদর ॥
আত্ম হৈতে পুত্র হয় শাস্ত্রে হেন কয় ।
অভিমন্যু বধিলে মরিবে ধনঞ্জয় ॥
আর দেখ অবধ্য পাণ্ডব পঞ্চজন ।
অস্ত্রাঘাতে কদাচিত নহিবে মরণ ॥
কি কর্ম্ম করিবে তবে করিয়া বিমুখ ।
চিরকাল পুত্রশোকে পাইবেক দুঃখ ॥
এত শুনি সন্তুষ্ট হইল নরপতি ।
চরণে ধরিয়া বহু করিল প্রণতি ॥
কৈলাস শিখরেতে গেলেন মহেশ্বর ।
জয়দ্রথ যায় তবে হস্তিনানগর ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী ।
কাশীরাম দাস কহে পিয়ে কর্ণ ভরি ॥

হস্তিনায় জয়দ্রথের আগমন ।

হেথায় কৌরবপতি চিন্তাকুল হৈয়া ।
চিত্তে অনুতাপ সদা মন্ত্রিগণ লৈয়া ॥
রাজা বলে কহ মোরে যত মন্ত্রিগণ ।
জয়দ্রথ রাজার বিলম্ব কি কারণ ॥
কেহ বলে জয়দ্রথ গেল বহুদিন ।
কি কর্ম্মে হইবে শক্য বল-বুদ্ধিহীন ॥
কেহ বলে পাণ্ডব দেখিল জয়দ্রথে ।
নিশ্চয় ত্যজিল প্রাণ ভীম-বজ্রাঘাতে ॥
এই মতে চিন্তাকুল আছে নরপতি ।
হেনকালে জয়দ্রথ আইল দুর্ম্মতি ॥
নিরখিয়া ভূপতির আনন্দ প্রচুর ।
সভাশুদ্ধ নরপতি গেল কতদূর ।
চিরদিনে পাইয়া বান্ধব দরশন ।
পরস্পর আনন্দে করিল আলিঙ্গন ॥

তবে দুর্য্যোধন রাজা আনন্দিত মনে।
হাতে ধরি বসাইল নিজ সিংহাসনে॥
বসিয়া কৌতুকে দোঁহে কথোপকথন।
রাজা বলে এতেক বিলম্ব কি কারণ॥
নিবেদিল জয়দ্রথ দুঃখ আপনার।
পূর্ব্বাপর অবধি যতেক সমাচার॥
শুনি জয়দ্রথ মুখে সর্ব্ব বিবরণ।
হরিষ বিষাদ মনে রহে দুর্য্যোধন॥
দুর্য্যোধন বলে আমি চিন্তা করি মিছা।
হইবে অবশ্য যাহা ঈশ্বরের ইচ্ছা॥
অকারণে চিন্তা করি নাই প্রয়োজন।
বিধির নির্ব্বন্ধ হয় যখন যেমন॥
সভা ভাঙ্গি স্বস্থানে চলিল সর্ব্বজন।
দুঃখমনে নিজগৃহে গেল দুর্য্যোধন॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

পাণ্ডবের নিকট মার্কণ্ডেয় মুনির আগমন।

জন্মেজয় বলিলেন কহ অতঃপর।
কোন্ কর্ম্ম করিলেক পঞ্চ সহোদর॥
মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
আশ্রমেতে আসিলেন ভাই পঞ্চজন॥
সমাপ্ত করিয়া কর্ম্ম নিত্য নিয়মিত।
ভোজনান্তে বসিলেন সকলে দুঃখিত॥
হেনকালে দেখ তথা দৈবের ঘটন।
মার্কণ্ডেয় মুনি করিলেন আগমন॥
অগ্রসরি কতদূরে গিয়া পঞ্চজনে।
প্রণিপাত করিলেন মুনির চরণে॥
আশীর্ব্বাদ করিলেন মার্কণ্ডেয় মুনি।
আর সবে প্রণমিল লোটায়ে ধরণী॥
সেইমত সম্ভাষেণ ব্রাহ্মণমণ্ডলী।
বসাইয়া মুনিরাজে মহাকুতূহলী॥
আপনি করেন ধৌত মুনির চরণ।
সুগন্ধি চন্দন আনি ধর্ম্মের নন্দন॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন করি নিবেদন।
কহ শুনি এ স্থানে কি জন্য আগমন॥
মুনি বলিলেন ইচ্ছা তোমা দরশনে।
এই হেতু মম আগমন কাম্যক বনে॥
ধর্ম্ম বলিলেন ভাগ্য ছিল যে আমার।
সেই হেতু আপনি হইলা অগ্রসর॥
এইরূপে নানাবিধ কথোপকথনে।
বসিলেন আনন্দে সকলে যোগ্যস্থানে॥
মহা অভিমান মনে রাজা যুধিষ্ঠির।
বিরস-বদনে বসিলেন নম্রশির॥
দেখিয়া মুনির মনে জন্মিল বিস্ময়।
সম্ভ্রমে জিজ্ঞাসে কহে ধর্ম্মের তনয়॥
অভিপ্রায় বুঝি তব চিত্ত উচাটন।
মলিন বদন দেখি নিরানন্দ মন॥
বহু দুঃখ পাইয়াছ অল্প আছে শেষ।
অতঃপর অচিরে পাইবে রাজ্যদেশ॥
কত কত দুঃখ সহিয়াছ নিজ অঙ্গে।
তথাচ থাকিতে নানা কথার প্রসঙ্গে॥
পাপরূপ চিন্তা হয়, বহু দোষ ধরে।
সুবুদ্ধি পণ্ডিত জনে, মতি লোপ করে॥
বহু দুঃখে চিন্তা নাহি কর সে কারণে।
তাহা বুঝাইব কত তোমা হেন জনে॥
চিরদিনে আইনু তোমার দরশনে।
দুঃখিত দেখিয়া অতি দুঃখ হয় মনে॥
রাজা বলিলেন কিবা কহ মুনিবর।
আমা সম দুঃখী নাহি ত্রৈলোক্য ভিতর॥
না হইল না হইবে আমার সমান।
উত্তম মধ্যমাধম দেখহ প্রমাণ॥
বড় বংশে জন্মিলাম পূর্ব্বভাগ্যফলে।
পিতৃহীনে বিধি দুঃখ দিল অল্পকালে॥
পরান্নে বঞ্চিনু কাল পরের আলয়।
না জানিনু দুঃখ অতি অজ্ঞান সময়॥
ছল করি যে কর্ম্ম করিল দুষ্টগণে।
পাইনু যতেক দুঃখ জানহ আপনে॥
সে দুঃখ ভুঞ্জিয়া যদি তুলিলাম মাথা।
এমন সংযোগ আনি করিল বিধাতা॥
ছলেতে লইল দুষ্ট রাজ্য-অধিকার।
আমার নিযুক্ত হৈল বৃক্ষতলা সার॥

রাজপুত্র হতভাগ্য মোরা পঞ্চজনে ।
চিরকাল দুঃখেতে আজন্ম গেল বনে ॥
আমা সবাকার দুঃখ নাহি করি মনে ।
পূর্ব্ব কর্ম্মের ফলে বিধির ঘটন ॥
রাজপত্নী হয়ে কৃষ্ণা সমান দুঃখিতা ।
মহারণ্যে ভ্রমে যেন সামান্য বনিতা ॥
নারী মধ্যে এমন নাহিক সুশিক্ষিতা ।
দানধর্ম্ম শিল্পকর্ম্ম করণে দীক্ষিতা ॥
যেন রূপ তেন গুণ একই সমান ।
কতবার কষ্টেতে করিল পরিত্রাণ ॥
নিজ দুঃখে দুঃখী নাহি হই তপোধন ।
দ্রৌপদীর দুঃখেতে কাতর অতি মন ॥
বিশেষ অপূর্ব্ব শুন আজিকার কথা ।
শূন্যালয় দেখিয়া আইল জয়দ্রথা ॥
রন্ধনে আছিল কৃষ্ণা দেখি শূন্যঘরে ।
হরিয়া লইতেছিল হস্তিনানগরে ॥
সেহেতু ধাইনু পথে পঞ্চ সহোদর ।
চক্ষুর নিমিষে তবে ধরি বৃকোদর ॥
ধরিয়া তাহার চুলে করিল লাঞ্ছনা ।
পরাণ রাখিল মাত্র শুনি মম মানা ॥
কেবল তোমার মুনি চরণ-প্রসাদে ।
নিমিষেতে উদ্ধার করিনু অপ্রমাদে ॥
এইক্ষণে আশ্রমে আইনু পঞ্চজনে ।
সে কারণে ব'সে আছি নিরানন্দ মনে ॥
বড়ই অসহ্য বড় নারীর হরণ ।
তাহার হইতে শ্রেষ্ঠ শতাংশে মরণ ॥
আজি যে পাইনু দুঃখ নাহি পরিণাম ।
নাহিক না হবে দুঃখী আমার সমান ॥
যুধিষ্ঠির রাজার এতেক বাক্য শুনি ।
ঈষদ্ হাসিয়া তবে কহে মহামুনি ॥
কহিলে এতেক কথা ধর্ম্মের নন্দন ।
দুঃখ হেন বলিয়া না লয় মম মন ॥
কি দুঃখ তোমার রাজা অরণ্য ভিতর ।
ইন্দ্র চন্দ্র তুল্য সঙ্গে চারি সহোদর ॥
বিশেষ সংহতি যার যাজ্ঞসেনী নারী ।
মহিমা কহিতে যার আমি নাহি পারি ॥
এতেক ব্রাহ্মণ নিত্য করাও ভোজন ।
তুমি যদি বনবাসী গৃহী কোন জন ॥
দয়া সত্য ক্ষমা শান্তি নিত্য দান কর্ম্ম ।
পৃথিবী ভরিয়া-রাজা তোমার সুকর্ম্ম ॥
নিশ্চয় কহিনু এই মম লয় মন ।
বসুমতী-পতিযোগ্য তুমি সে ভাজন ॥
আর যে কহিলা তুমি দুষ্ট জয়দ্রথ ।
দ্রৌপদী লইয়াছিল হস্তীনার পথ ॥
নারীতে এতেক কষ্ট কেহ নাহি পায় ।
কিন্তু দুঃখ নাহি মনে আমার তাহায় ॥
পর নয় জয়দ্রথ বন্ধু যারে বলি ।
হস্তিনা আপন রাজ্য কুটুম্ব সকলি ॥
সবে গিয়া উদ্ধারিল হস্তিনা না যায় ।
এ কোন কৃষ্ণার দুঃখ মম অভিপ্রায় ॥
দ্রৌপদী হইতে শত গুণেতে দুঃখিতা ।
লক্ষ্মীরূপা জনক-নন্দিনী নাম সীতা ॥
অনাদি পুরুষ যাঁর পতি নারায়ণ ।
হরিয়া লইল তাঁরে লঙ্কার রাবণ ॥
দশমাস ছিল বন্দী অশোক-কাননে ।
নিত্য নিত্য প্রহার করিত চেড়ীগণে ॥
তবে রাম মারিয়া রাক্ষস দুরাচার ।
মহাক্লেশে করিলেন সীতার উদ্ধার ॥
দ্রৌপদী হইতে সীতা দুঃখিতা বিখ্যাত ।
যারে তারে জিজ্ঞাসহ কে না আছে জ্ঞাত ॥
চতুর্দ্দশ বৎসর বনেতে মহাক্লেশে ।
জটা বল্ক পরিধান তপস্বীর বেশে ॥
দশমাস মহাকষ্ট রামের বিচ্ছেদ ।
কি দুঃখ কৃষ্ণার রাজা কেন কর খেদ ॥
মর্কেণ্ডেয় মুখে এত শুনিয়া বচন ।
জিজ্ঞাসা করেন তবে ধর্ম্মের নন্দন ॥
নিবেদন করি মুনি কর অবধান ।
শুনিবারে ইচ্ছা বড় ইহার বিধান ॥
জন্মিলেন কি হেতু মর্ত্তেতে নারায়ণ ।
কিমতে তাঁহার সীতা হরিল রাবণ ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান ।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

জয়-বিজয়ের অভিশাপ ও হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যকশিপুর জন্ম এবং হিরণ্যাক্ষ বধ।

ইহা কহিলেন যদি ধর্ম্মের নন্দন।
কৃপাবশে কহিতে লাগিল তপোধন ॥
শুন যুধিষ্ঠির ধর্ম্মসুত নৃপমণি।
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত এই অপূর্ব্ব কাহিনী ॥
যবে সত্যযুগ আসি করিল প্রবেশ।
বৈকুণ্ঠে ছিলেন প্রভু দেব হৃষীকেশ ॥
দ্বার রক্ষা হেতু ছিল উভয় কিঙ্কর।
জ্যেষ্ঠ জয়, বিজয় কনিষ্ঠ সহোদর ॥
ব্রাহ্মণের দ্বার রোধ নহে কদাচন।
একদিন দেখ রাজা দৈবের ঘটন ॥
ব্রাহ্মণ যাইতেছিল কৃষ্ণ সম্ভাষণে।
বেত্র দিয়া দ্বারেতে রাখিল দুইজনে ॥
দোঁহাকার কর্ম্ম দেখি দ্বিজের সন্তাপ।
পৃথিবীতে জন্ম দোঁহে দিল এই শাপ ॥
বজ্রতুল্য দ্বিজবাক্য শুনি দুইজন।
দুঃখিত চলিল যথা প্রভু নারায়ণ ॥
কহিল শাপের কথা করিয়া বিশেষ।
কহিলেন শুনি তবে দেব হৃষিকেশ ॥
আমা হৈতে শতগুণে শ্রেষ্ঠ দ্বিজবর।
হইল তাঁহার মুখে অলঙ্ঘ্য উত্তর ॥
কাহার শকতি তাহা করিতে হেলন।
ক্ষিতিমধ্যে অবশ্য জন্মিবে দুইজন ॥
শুনিয়া নিষ্ঠুর কথা ঈশ্বরের মুখে।
জিজ্ঞাসা করিল দোঁহে অতিশয় দুঃখে ॥
আজ্ঞা কর শীঘ্র পাই যাহাতে তোমায়।
কতকাল থাকিব ছাড়িয়া তব পায় ॥
গোবিন্দ বলেন জন্ম লহ মর্ত্ত্যলোকে।
কহি এক উপযুক্ত উপায় দোঁহাকে ॥
মিত্রভাব আমাকে জানিবা তুমি যদি।
ভ্রমণ করিবে সপ্ত জনম অবধি ॥
শত্রুরূপে হিংসা যদি করহ আমার।
গর্ভের যন্ত্রণা মাত্র তিন জন্ম সার ॥
চিন্তা না করিও কিছু আমার হিংসনে।
আমিও জন্মিব গিয়া ভক্তের কারণে ॥
যদি দোঁহে জনম লইবা বারে বারে।
শাপান্ত করিব আমি তিন অবতারে ॥
হেনকালে আশ্চর্য্য শুনহ আর কথা।
দক্ষের নন্দিনী দিতি কশ্যপবনিতা ॥
পুত্রকাম্য করি গেল স্বামীর গোচর।
সায়ংসন্ধ্যা করিবারে যায় মুনিবর ॥
দিতি বলে পশ্চাৎ করিবা সন্ধ্যা তুমি।
আজ্ঞা কর পুত্রকাম্যে আইলাম আমি ॥
মুনি বলে হৈল এই রাক্ষসী সময়।
ইথে পুত্র জন্ম হ'লে কভু ভাল নয় ॥
দিতি বলে মুনিরাজ নহিলে না হয়।
মানস করহ পূর্ণ জন্মাও তনয় ॥
হেনমতে এ কথা কহেন যদি দিতি।
পুত্রবর দিয়া মুনি কহে দুঃখমতি ॥
মুনি বলে না শুনিবে আমার বচন।
হইবে অবশ্য তব যুগল নন্দন ॥
মহাবল পরাক্রম আমার ঔরসে।
কিন্তু তারা দুষ্ট হবে সময়ের দোষে ॥
ধর্ম্মপথ-বিরোধী জিনিবে ত্রিভুবন।
দেখিয়া দেবের দুঃখ প্রভু নারায়ণ ॥
অবতরি নিজ হস্তে বধিবে দোঁহাকে।
তুমিও পরম দুঃখ পাবে পুত্রশোকে ॥
এতেক বলিলে মুনি ভবিষ্য উত্তর।
নিজালয়ে গেল দিতি দুঃখিত অন্তর ॥
মুনির ঔরসে রাজা দিতির গর্ভেতে।
জয়-বিজয়ের জন্ম হৈল হেনমতে ॥
যথাকালে প্রসব হইল দাক্ষায়ণী।
প্রত্যক্ষ হইল যত মুনির কাহিনী ॥
জন্মকালে হইল তবে বিবিধ উৎপাত।
ধরণী কাঁপিল শব্দে সঘনে নির্ঘাত ॥
প্রাতঃকালে হৈতে যেন বাড়ে দিনকর।
জন্মমাত্র হৈল মত্ত মহাবলধর ॥
হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপু দুইজন।
ধর্ম্মপথ বিরোধিতে করিলেক মন ॥
যজ্ঞ নষ্ট করিয়া হিংসিল দেবগণে।
ইন্দ্রপদ লইয়া বসিল সিংহাসনে ॥

কত্র হইয়া পরে যত দেবগণে ।
ক দুঃখ জানাইল বিধাতার স্থানে ॥
তি দুঃখ পাইলা দেবের দুঃখ শুনি ।
সিয়া গৃহে যাও বলে পদ্মযোনি ॥
পূর্ব্ব শুনহ তবে রাজা যুধিষ্ঠির ।
হেতু দৈত্যপতি হইল অস্থির ॥
সুর সকল জিনিল ত্রিভুবনে ।
জন নাহি, যুদ্ধ করে তার সনে ॥
বিনা রহিতে না পারে দৈত্যপতি ।
যুদ্ধ করে হীনবলের সংহতি ॥
পরাক্রম ধায় গদা ল'য়ে হাতে ।
যোগে নারদ সহিত দেখা পথে ॥
নি দেখি জিজ্ঞাসিল করিয়া বিনয় ।
র সনে যুদ্ধ করি কহ মহাশয় ॥
রদ বলেন তবে সম যোদ্ধা হরি ।
ত্য বলে তাহারে কোথায় চেষ্টা করি ॥
মুনি কোথায় পাইব দরশন ।
মার প্রসাদে তবে সুখে করি রণ ॥
দ বলেন তব বিক্রম বিশাল ।
ভয়ে লুকাইয়া আছেন পাতাল ॥
বরাহমূর্ত্তি আছে দুঃখমনে ।
চল তথা যুদ্ধ কর তাঁর সনে ॥
নিয়া দৈত্যের পতি বিক্রম বিশাল ।
রাজে নমস্কারি প্রবেশে পাতাল ॥
দেখিল পরিপূর্ণ সব জল ।
পায় বিষ্ণুর দেখা চিন্তে মহাবল ॥
ক্রোধে জলেতে গদার বাড়ি মারে ।
হরি কোথা গেলে ডাকে উচ্চৈঃস্বরে ॥
কালে কৃপাসিন্ধু প্রভু নারায়ণ ।
ক্রের উদ্ধার হেতু দিলা দরশন ॥
যুদ্ধ হইল, প্রথমে গালাগালি ।
তে হইল যুদ্ধ দুই মহাবলী ॥
লইয়া দুষ্ট দৈত্যের পরাণ ।
মরূপী বরাহ রহেন যথা স্থান ॥
নেক বিলম্ব দেখি যত পুরজন ।
বিত হইল সবে না বুঝে কারণ ॥

কনিষ্ঠ আছিল তার অমরের রিপু ।
সিংহাসনে মহারাজ হিরণ্যকশিপু ॥
নারদে দেখিয়া দৈত্য আনন্দিত মনে ।
হাতে ধরি বসাইল রাজ-সিংহাসনে ॥
মুনিরাজে জিজ্ঞাসিল ভ্রাতার বারতা ।
নারদ কহিল রাজা শুন তার কথা ॥
যুদ্ধ হেতু তব ভ্রাতা ভ্রমি বহুকাল ।
যোদ্ধা না দেখিয়া পাছে প্রবেশে পাতাল ॥
পূর্ব্বে ক্ষিতি উদ্ধার করিতে দেব হরি ।
দেবকার্য্য সাধিলা বরাহ রূপ ধরি ॥
দৈবযোগে তাহার সংহতি রসাতলে ।
দারুণ হইল যুদ্ধ দুই মহাবলে ॥
তাঁর ঠাঁই হিরণ্যাক্ষ হইল নিধন ।
এতদিন না জান এ-সব বিবরণ ॥
শুনিয়া দৈত্যের পতি পায় বড় শোক ।
কহিয়া নারদ চলিলেন ব্রহ্মলোক ॥
দৈত্যপতি বলে মম খণ্ডিল বিস্ময় ।
বিষ্ণু যে আমার শত্রু জানিনু নিশ্চয় ॥
তাহা বিনা হিংসা না করিব অন্যজনে ।
পাইব তাঁহার দেখা ধর্ম্মের হিংসনে ॥
এতেক বিচারি দৈত্য করি বড় ক্রোধ ।
যথা ধর্ম্ম তথা যজ্ঞ করয়ে বিরোধ ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে সবার হৈল ভয় ।
নিস্তেজ হইল সবে গণিয়া প্রলয় ॥
কত দিনান্তরে রাজা শুন বিবরণ ।
প্রহ্লাদ নামেতে তার জন্মিল নন্দন ॥

প্রহ্লাদ চরিত্র ।

শুন যুধিষ্ঠির রাজা অপূর্ব্ব কথন ।
প্রহ্লাদ নামেতে তার জন্মিল নন্দন ॥
দিনে দিনে হৈল শিশু মহা জ্ঞানবান ।
বৈষ্ণবেতে নাহি কেহ তাহার সমান ॥
নারায়ণ-পরায়ণ শান্ত শুদ্ধমতি ।
তাহার পরশেতে পবিত্র বসুমতী ॥
পুত্রের চরিত্র দেখি দুঃখিত অন্তরে ।
নিযুক্ত করিল গুরু পড়াইতে তারে ॥

কেবল রাখিয়া মাত্র পুস্তকেতে দৃষ্টি।
মনে মনে জপে নিজ নারায়ণ ইষ্টি॥
কার্য্য হেতু গুরু যবে যায় যথা তথা।
তবে শিশুগণে কহে এই সব কথা॥
শুন ভাই এই পাঠে কোন্ প্রয়োজন।
জানহ পরম শত্রু আছয়ে শমন॥
তরিয়া যাইতে আর নাহিক উপায়।
কৃষ্ণ পদে রাখ চিত্ত কার' নাহি দায়॥
এমত প্রকারে নিত্য কহে শিশুগণে।
আর দিন তাঁরা সবে কহিল ব্রাহ্মণে॥
শুনিয়া শিষ্যের কথা গুরু ধায় বেগে।
প্রহ্লাদ-চরিত্র কহে নৃপতির আগে॥
বিপ্র বলে শুন রাজা হইল প্রমাদ।
সকল করিল নষ্ট তোমার প্রহ্লাদ॥
যতেক পড়াই আমি তাহে নাহি মন।
অনুক্ষণ জপে বিষ্ণু রাম-নারায়ণ॥
কৃষ্ণ বিনা তাহার নাহিক মনোরথ।
সকল বালকে লওয়াইল সে পথ॥
এতেক বৃত্তান্ত যদি ব্রাহ্মণ কহিল।
ক্রোধভরে নৃপতি পুত্রেরে ডাকাইল॥
জিজ্ঞাসিল কহ বাপু বিচার কেমন।
আমার পরম শত্রু সেই নারায়ণ॥
কেবা সেই বিষ্ণু তার চিন্তা কর বৃথা।
অধ্যাপক ব্রাহ্মণের নাহি শুন কথা॥
শিশু বলে এই কথা পড়িলে কি হবে।
অনিত্য সংসার পিতা কেমনে তরিবে॥
না জান পরম শত্রু আছে যে শমন।
ইথে কে করিবে রক্ষা বিনা নারায়ণ॥
অখিল সংসার মাঝে যত চরাচর।
সেই নারায়ণ সর্ব্বভূতের ঈশ্বর॥
এ তিন ভুবনে আছে তাঁহার নিয়ম।
তাঁহার আশ্রয় নিলে কি করিবে যম॥
আমার পরম বিদ্যা সেই দেব হরি।
যাঁর নামে অশেষ বিপদ হৈতে তরি॥
তাহা ছাড়ি অন্য পাঠ পড়ে যেইজন।
অমৃত ছাড়িয়া করে গরল ভক্ষণ॥

শুনিয়া পুত্রের মুখে এতেক ভারতী।
মহাক্রোধে কহিতে লাগিল দৈত্যপতি॥
মম বংশে হৈল এই দুষ্ট দুরাশয়।
কাষ্ঠের ভিতরে যেন থাকে ধনঞ্জয়॥
জন্মিলে পোড়ায়ে কাষ্ঠে করে ছারখার।
তেমনি জন্মিল দুষ্ট কুপুত্র আমার॥
আমার শত্রুর গুণ গায় অবিরত।
আত্মপক্ষ ত্যজিয়া পরের অনুগত॥
না রাখিহ এই শিশু মারহ এইকাল।
বিলম্ব হইলে বহু বাড়িবে জঞ্জাল॥
রাজার মুখেতে শুনি যত দৈত্যগণ।
চতুর্দ্দিকে ধরি সবে করে প্রহরণ॥
একে একে করিল সকলে অস্ত্রাঘাত।
কিছুতেই প্রহ্লাদের না হৈল নিপাত॥
বিস্ময় মানিয়া পুত্রে ডাকে দৈত্যপতি।
জিজ্ঞাসিল কেমনে পাইলে অব্যাহতি॥
এখন করহ ত্যাগ শত্রুগণ কথা।
নিজ শাস্ত্র অধ্যয়ন করহ সর্ব্বথা॥
প্রহ্লাদ কহিল মোরে রাখিলেন হরি।
হরি সখা থাকিতে কে হয় মম অরি॥
কত শিব কত ব্রহ্মা কত দেবদেবী।
না পায় তাঁহার অন্ত বহুকাল সেবি॥
আমার পরমব্রহ্ম তাঁহার চরণ।
অন্য পাঠ পঠনেতে নাহি প্রয়োজন॥
এত শুনি মহাক্রোধে দৈত্যের ঈশ্বর।
কহে শিশু মার আনি দন্তাল কুঞ্জর॥
প্রহ্লাদে বেড়িল আসি যতেক বারণ।
আজ্ঞামাত্র ধরিল যতেক দৈত্যগণ॥
অঙ্কুশ আঘাতে দন্ত দিল দন্তীগুলা।
অঙ্গে ঠেকি ভাঙ্গে যেন সুকোমল মূলা॥
বিস্ময় মানিয়া রাজা জিজ্ঞাসে বৃত্তান্ত
কহ পুত্র কিমতে ভাঙ্গিলে গজদন্ত॥
শিশু বলে করীদন্ত বজ্রের সমান।
কেমনে ভাঙ্গিব আমি নহি বলবান॥
একান্ত আছয়ে যার নারায়ণে মতি।
তাহার করিতে মন্দ কাহার শকতি॥

শুনিয়া দৈত্যের পতি অতি দুঃখমনে।
ডাকিয়া আনিল যত অনুচরগণে ॥
এইরূপে পার শীঘ্র মার এই পাপ।
ইহার জীবনে বড় পাইব সন্তাপ ॥
ইহা শুনি যত দৈত্য প্রহ্লাদে লইল।
বিষম অনল জ্বালি তাহাতে ফেলিল ॥
কৃষ্ণ বলি অনলে পড়িবা মাত্র শিশু।
শীতল হইল বহ্নি না হইল কিছু ॥
দেখিয়া যতেক দৈত্য দুঃখিত অন্তর।
নিকটে পর্ব্বত ছিল অতি উচ্চতর ॥
সবে মেলি তাহার উপরে শিশু তুলি।
অবনীমণ্ডলে তারে ফেলাইল ঠেলি ॥
পড়ে শিশু নারায়ণ চিন্তিয়া অন্তরে।
বালক শুইল যেন তুলার উপরে ॥
দেখিয়া দৈত্যের পতি চিন্তাকুল মনে।
নিকটে ডাকিয়া তবে যত মন্ত্রিগণে ॥
সংহার করিতে শিশু দিল তার হাতে।
কতেক প্রহার করি নারিল বধিতে ॥
তবে রাজা নিকটে ডাকিল মল্লগণে।
ক্রীড়াযুদ্ধ আরম্ভিল বধিতে নন্দনে ॥
প্রহ্লাদে মারিতে কৈল যজ্ঞ আরম্ভন।
তাহাতে হইল দগ্ধ সকল ব্রাহ্মণ ॥
তবে ত দেখিয়া শিশু দ্বিজের মরণ।
পরিত্রাহি ডাকে রক্ষা কর নারায়ণ ॥
এই ত ব্রাহ্মণ হয় তোমার শরীর।
ইহার মৃত্যুতে আমি হইনু অস্থির ॥
তবে যদি ব্রাহ্মণ না হইবে সজীব।
অগ্নিতে প্রবেশ করি আমিও মরিব ॥
এরূপ অনেক শিশু করিল স্তবন।
ভক্তদুঃখ দেখি তবে দেব নারায়ণ ॥
জীয়াইয়া দিলেন সে সকল ব্রাহ্মণে।
দেখিয়া প্রহ্লাদ হৈল কুতূহলী মনে ॥
দৈত্যপতি শুনিয়া সকল সমাচার।
না জানিয়া মূঢ়মতি বলে পুনর্ব্বার ॥
যাহ সবে যত্নেতে আনহ কালসাপ।
দংশিয়া মারুক আজি কুলাঙ্গার পাপ ॥

রাজার আজ্ঞায় যায় যত দৈত্যগণ।
ভুজঙ্গ আনিয়া দিল করিতে দংশন ॥
পরম বৈষ্ণব-তেজ শিশুর শরীরে।
তাহাতে সে সব বিষ কি করিতে পারে ॥
তবে দৈত্য পাষাণ বান্ধিয়া তার গলে।
ক্রোধমনে ফেলাইল সমুদ্রের জলে ॥
শিশুর সম্ভ্রম কিছু নহিল তাহায়।
নিমগ্ন করিল চিত্ত গোবিন্দের পায় ॥
ডাকিয়া বলিল শিশু রাখহ সঙ্কটে।
তোমার কিঙ্কর মরে দুষ্টের কপটে ॥
অবশ্য মরণ নাথ দুঃখ নাহি তায়।
সবে মাত্র ভজিতে নারিনু রাঙ্গা পায় ॥
এরূপ অনেক মতে করিল স্তবন।
জানিয়া সেবক-দুঃখ দেব নারায়ণ ॥
পাষাণ ভাসিল জলে কৃষ্ণের কৃপায়।
বিষ্ণুভক্ত জনে আর নাহিক সংশয় ॥
তাহা অবলম্ব করি আপনার সুখে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ জপে শিশু পরম কৌতুকে ॥
জানিয়া একান্ত ভক্ত দেব দামোদর।
ভক্তের অধীন প্রভু আসিয়া সত্বর ॥
কোলে করি আলিঙ্গন করেন তাহায়।
পদ্মহস্ত বুলালেন প্রহ্লাদের গায় ॥
কহিলেন প্রহ্লাদ মাগহ ইষ্ট বর।
শুনিয়া কহিল শিশু যুড়ি দুই কর ॥
যাহারে এতেক দয়া আছয়ে তোমার।
ব্রহ্মপদ তুচ্ছ তার বর কোন্ ছার ॥
তবে যদি বর দিবা অখিলের পতি।
কৃপা করি কর মম পিতার সদ্গতি ॥
শুনিয়া শিশুর মুখে এতেক বচন।
তুষ্ট হৈয়া গোবিন্দ দিলেন আলিঙ্গন ॥
উদ্ধার করিব আমি তোমার জনকে।
নিজালয়ে গমন করহ তুমি সুখে ॥
দুষ্ট দৈত্যগণে তুমি না করিও ভয়।
যথা তুমি তথা আমি জানিবে নিশ্চয় ॥
এত বলি বৈকুণ্ঠে গেলেন দৈত্যরিপু।
চর জানাইল যথা হিরণ্যকশিপু ॥

ন রাজা তোমার পুত্রের সমাচার।
াসিল পাষাণ জলে সহিত তাহার ॥
নিয়া চরের মুখে এতেক বচন।
কটে ডাকিয়া দৈত্য আনেন নন্দন ॥
নাশ কালেতে বুদ্ধি বিপরীত হয়।
গণে আদেশিয়া পুত্রকে আনায় ॥

নৃসিংহ অবতার ও হিরণ্যকশিপু নিধন।

নিকটে আনিয়া রাজা আপন সন্ততি।
ধুর বচনে কহে প্রহ্লাদের প্রতি ॥
হ পুত্র বিস্ময় হইল মম মনে।
তেক বিপদে তোরে রাখে কোন্ জনে ॥
শু বলে সর্ব্বভূতে যেই নারায়ণ।
ঙ্কট হইতে ভক্তে তারে সেইজন ॥
য়ন থাকিতে পিতা না হইও অন্ধ।
তামায় কহিনু ঘুচাইয়া মন ধন্ধ ॥
কান্ত হইয়া ভজ সেই কৃষ্ণপদ।
ষ্ট না করিও পিতা এ সুখ সম্পদ ॥
ত অস্ত্র প্রহার করিল দৈত্যগণে।
স্তিদন্ত ঠেকিয়া ভাঙ্গিল ততক্ষণে ॥
তল হইল অগ্নি দেখিলে পরীক্ষা।
ড়িনু পর্ব্বত হৈতে তাহে পাই রক্ষা ॥
হামত্ত মল্লগণ হৈল হীনদর্প।
ার জ্ঞান বিষ হীন হ'ল কালসর্প ॥
মাদে পাইনু রক্ষা যজ্ঞের অনলে।
মুদ্রে ফেলিলা তবে শিলা বান্ধি গলে ॥
কাৎ দেখিলা তবে ভাসিল পাষাণ।
খাচ নাহিক দূর তোমার অজ্ঞান ॥
হেন বৈভব সুখ সম্পদ তোমার।
র ক্রোধে নিমিষেতে হবে ছারখার ॥
ত শুনি দৈত্যপতি কহিল পুত্রেরে।
াথা আছে তোর বিষ্ণু কোন্ রূপ ধরে ॥
শু বলে আছে প্রভু সবার অন্তর।
নন্ত যাঁহার গুণ বেদে অগোচর ॥
ব্রহ্ম পর্য্যন্ত কীট সকল সংসার।
রূপে বিরাজিত সবার ভিতর ॥

দৈত্য বলে বিষ্ণু আছে সবার হৃদয়।
সংসার বাহির পুত্র এই স্তম্ভ নয় ॥
ইতিমধ্যে বিষ্ণু যদি থাকিবে সর্ব্বথা।
তবে সত্য জানিব তোমার সর্ব্ব কথা ॥
প্রহ্লাদ কহিল মম শুন নিবেদন।
যত জীব তত শিবরূপ নারায়ণ ॥
স্তম্ভমধ্যে অবশ্য আছেন মম প্রভু।
অন্যথা আমার বাক্য না জানিবা কভু ॥
শুনিয়া পুত্রের মুখে এতেক ভারতী।
নির্ণয় জানিতে তবে দৈত্যকুলপতি ॥
হাতে খড়্গ ল'য়ে উঠে করি মহাদম্ভ।
মধ্যস্থানে হানিলেন স্ফটিকের স্তম্ভ ॥
সেবকের বাক্য আর রাখিতে সংসার।
স্তম্ভমধ্যে আসিয়া ধরেন অবতার ॥
পূর্ব্বেতে ব্রহ্মার স্তবে জিনি নারায়ণ।
মনুষ্য শরীর আর সিংহের বদন ॥
স্তম্ভ কাটি নিরখিয়া দেখে দৈত্যপতি।
দেখিল অনন্ত সূক্ষ্ম অনন্ত-আকৃতি ॥
সুন্দর সিংহের মুখে মনুষ্য-শরীর।
মুহূর্ত্তেকে স্তম্ভ হৈতে হইল বাহির ॥
ক্রমে ক্রমে বাড়িলেক প্রভাতের ভানু।
নরসিংহ বিস্তার করেন নিজ তনু ॥
দেখিয়া বিরাটমূর্ত্তি রূপে দৈত্যঘটা।
ব্রহ্মাণ্ড ভেদিল গিয়া দিব্য সিংহজটা ॥
গভীর গর্জ্জিয়া মুখে অট্ট অট্ট হাস।
শব্দ শুনি ত্রৈলোক্যমণ্ডলে হৈল ত্রাস ॥
এমত প্রকারে রাজা দেব নরহরি।
মহাক্রোধে হিরণ্যকশিপু দৈত্য ধরি ॥
ঊরুমধ্যে রাখি তারে বিদারিলা বুক।
মারেন দুরন্ত দৈত্যে দেবের কৌতুক ॥
মহামূর্ত্তি দেখিয়া ভয়ার্ত্ত দেবগণ।
নির্ভয় প্রহ্লাদ মাত্র করিল স্তবন ॥
কৃপা কর কৃপাসিন্ধু অনাথের নাথ।
ত্রৈলোক্য কাঁপিল শব্দ শুনিয়া নির্ঘাত ॥
বিশেষ বিরাটমূর্ত্তি দেখিয়া তোমার।
সুরাসুর মূর্চ্ছিত মনুষ্য কোন ছার ॥

সম্বরহ নিজমূর্ত্তি দেখি লাগে ভয়।
কি কারণে কর প্রভু অকালে প্রলয় ॥
হেনমতে কহে শিশু হইয়া বিকল।
অন্তর্য্যামী নারায়ণ জানিল সকল ॥
শান্তমূর্ত্তি হইয়া কহেন ভগবান।
নহিল না হবে ভক্ত তোমার সমান ॥
মহাভক্ত তুমি হও শরীর আমার।
চিরকাল কর সুখে রাজ্য অধিকার ॥
একান্ত আমার ভক্তি না ছাড়িবে মনে।
তাপ না করিও কিছু পিতার মরণে ॥
জন্মিবে তোমার বংশে যত মহাবল।
অবশ্য আমার ভক্ত হইবে সকল ॥
এইমতে দুই ভাই শাপে মুক্ত হয়।
পুনশ্চ হইল দোঁহে রাক্ষস দুর্জ্জয় ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

রাবণ ও কুম্ভকর্ণের জন্ম।

মার্কণ্ডেয় বলেন শুনহ সমাচার।
পূর্ব্বে লঙ্কা রাক্ষসের ছিল অধিকার ॥
মহামত্ত হৈয়া সবে হিংসিলেন দেবে।
ব্রহ্মার গোচরে গিয়া জানাইল সবে ॥
শুনিয়া বিরিঞ্চি কহিলেন নারায়ণে।
বিষ্ণুচক্রে ছেদ করিলেন দৈত্যগণে ॥
অবশেষ যত ছিল প্রবেশে পাতাল।
ছদ্মরূপে তথায় বঞ্চিল চিরকাল ॥
বিশ্বশ্রবা নামে ছিল পুলস্ত্য-নন্দন।
হইল তাঁহার পুত্র নামে বৈশ্রবণ ॥
পুত্র দেখি প্রজাপতি করিল সম্মান।
দিক্‌পাল করি দিলা লঙ্কাপুরে স্থান ॥
সুমালী নামেতে ছিল নিশাচরপতি।
নিকষা নামেতে তার কন্যা গুণবতী ॥
কহিল কন্যারে তবে ডাকিয়া সাক্ষাতে।
উপায় করহ তুমি স্বস্থান পাইতে ॥
পূর্ব্বেতে আমার রাজ্য ছিল লঙ্কাপুরী।
পাতালে এখন আছি দেবে শঙ্কা করি ॥
লঙ্কাতে কুবের আছে বিশ্রবা-নন্দন।
প্রকারে লইব লঙ্কা শুনহ বচন ॥
বিশ্বশ্রবা স্থানে তুমি যাও শীঘ্রগতি।
প্রসন্ন করিয়া তারে জন্মাও সন্ততি ॥
ইহা হৈতে পুত্র হৈলে সাধি নিজ কার্য্য।
দৌহিত্রে সম্ভব হয় মাতামহ রাজ্য ॥
বিশেষ বৈমাত্র ভাই তাহারা হইবে।
দুইমতে রাজ্য নিতে তারে সম্ভবিবে ॥
পিতৃবাক্য শুনি তবে নিকষা রাক্ষসী।
আইল মুনির কাছে পুত্র অভিলাষী ॥
কায়মনোবাক্যে সেবা করিল বিস্তর।
তুষ্ট হৈয়া কহে মুনি লহ ইষ্টবর ॥
কন্যা বলে পুত্রকাম্যে আইলাম আমি।
বলিষ্ঠ নন্দন দুই আজ্ঞা কর তুমি ॥
বিশ্বশ্রবা বলে এই সময় কর্কশ।
লইবে যুগল পুত্র দুর্জ্জয় রাক্ষস ॥
মুনির চরণে ধরি অনেক বিনয়।
হরিষ বিধানে কন্যা পুনরপি কয় ॥
মনে দুঃখ জন্মিল দুরন্ত পুত্র শুনি।
সর্ব্বগুণে এক পুত্র দেহ মহামুনি ॥
সন্তুষ্ট হইয়া তারে কহে তপোধন।
সর্ব্বগুণে শ্রেষ্ঠ হবে তৃতীয় নন্দন ॥
এতেক শুনিয়া কন্যা আনন্দে রহিল।
যথাকালে ক্রমে তিন পুত্র প্রসবিল ॥
জ্যেষ্ঠ জয় নামে হৈল দুর্জ্জয় রাবণ।
কুম্ভকর্ণ বিজয় অনুজ বিভীষণ ॥
জন্মমাত্র তিন ভাই মহাবল হৈল।
মাতৃবাক্য শুনিয়া তপস্যা আরম্ভিল ॥
মহাক্লেশে তপ কৈল সহস্র বৎসর।
তুষ্ট হৈয়া প্রজাপতি এল' দিতে বর ॥
রাবণ বলিল অন্য বরে কাজ নাই।
অমর হইব আজ্ঞা করহ গোঁসাই ॥
ব্রহ্মা বলিলেন জন্ম হইলে মরণ।
বহু ভোগ করিয়া জিতিবা ত্রিভুবন ॥
কুম্ভকর্ণ দুরন্ত জানিয়া পদ্মযোনি।
নিজ সৃষ্টি রাখিবারে চিন্তিল আপনি ॥

ন্টা সরস্বতী দেবী বসাইল মুখে ।
াগিল নিদ্রার বর পরম কৌতুকে ॥
ঃনিয়া দিলেন বিধি তারে সেই বর ।
াবণ কহিল তবে হইয়া কাতর ॥
। তিন ভুবনে তুমি সবাকার পতি ।
ক হেতু পৌত্রের কর এতেক দুর্গতি ॥
ব্রহ্মা কহিলেন তবে শুন কহি সার ।
যরূপে কহিতে হবে পরে ব্যবহার ॥
য় মাসে এক দিন মাত্র জাগরণ ।
সই দিন যুদ্ধেতে নারিবে ত্রিভুবন ॥
্যপি জাগাও পুনঃ থাকিতে নিদ্রায় ।
সই দিন নিশ্চয় মরিবে সর্ব্বথায় ॥
হনমতে শান্তাইল ভাই দুইজনে ।
বে বর যাচিল ধার্ম্মিক বিভীষণে ॥
বভীষণ কহে অন্য বরে কাজ নাই ।
বিষ্ণুভক্ত আজ্ঞা মোরে করহ গোঁসাই ॥
কদাচিত নহে যেন অধর্ম্মেতে মতি ।
তুষ্ট হ'য়ে স্বস্তি স্বতি বলে প্রজাপতি ॥
আমি তোমা তুষ্ট হ'য়ে দিনু এই বর ।
ধর্ম্ম কর চারি যুগ হইয়া অমর ॥
এতেক কহিয়া ব্রহ্মা গেলেন স্বস্থানে ।
পরম সন্তোষ হৈল ভাই তিনজনে ॥
কত দিনে দশানন লঙ্কা নিল কাড়ি ।
রহিল পরম সুখে কুবেরে খেদাড়ি ॥
তিন পুর জিনিয়া করিল অধিকার ।
হইল ছত্রিশ কোটি নিজ পরিবার ॥
মেঘনাদ রাবণ নন্দন মহাবল ।
ইন্দ্রজিত নাম তার দিল আখণ্ডল ॥
ক্রমেতে জিনিল স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল ।
লঙ্কায় আসিয়া খাটে দেবতা সকল ॥
এরূপে রাবণ রাজা করিল উৎপাত ।
তবে ইন্দ্র অমর সকলে ল'য়ে সাথ ॥
ব্রহ্মার অগ্রেতে গিয়া কৈল নিবেদন ।
আদ্যোপান্ত রাক্ষসের যত বিবরণ ॥
তবে ব্রহ্মা সংহতি লইয়া দেবগণে ।
উত্তরিল যথা প্রভু অনন্ত শয়নে ॥
অনেক কহিল বিধি বেদের বিধান ।
জানিয়া কারণ সব দেব ভগবান ॥
আশ্বাস করিয়া সবে মধুর বচনে ।
ভয় না করিও সুখে থাক সর্ব্বজনে ॥
অবনীতে অবতার হইয়া আপনি ।
নাশিব রাক্ষসগণে শুন পদ্মযোনি ॥

শ্রীরাম প্রভৃতির জন্ম ও শ্রীরামের সীতা সহ বিবাহ

সূর্য্যবংশে মহারাজ দশরথ নামে ।
পুত্র হেতু করিলেন যজ্ঞ পরিশ্রমে ॥
পূর্ব্বেতে আছিল তাঁর অনেক সুকর্ম্ম ।
তেঁই তাঁর বংশে হরি লইলেন জন্ম ॥
ত্রিভুবনে অবতীর্ণ দেব দুঃখ অন্ত ।
বিধিবাক্যে নিজ ভক্তে করিতে শাপান্ত ॥
এতেক চিন্তিয়া মনে প্রভু ভগবান ।
চারি অংশে নিল জন্ম করিয়া বিধান ॥
যথায় নৃপতি যজ্ঞ করে আনন্দেতে ।
অকস্মাৎ চরু উঠে যজ্ঞকুণ্ড হৈতে ॥
যজ্ঞ পূর্ণ করে রাজা কার্য্যসিদ্ধি জানি ।
চরু ল'য়ে গেল যথা আছে দুই রাণী ॥
আনন্দে কহেন গিয়া দোঁহাকার আগে ।
এই চরু খাও দোঁহে তুল্যরূপ ভাগে ॥
নৃপতির মুখেতে শুনিয়া এই বাণী ।
সেই চরু আনন্দে নিলেন দুই রাণী ।
সুমিত্রা নামেতে তাঁর তৃতীয় মহিষী ।
আইল দোঁহার কাছে পুত্র-অভিলাষী ॥
অর্দ্ধ অর্দ্ধ করিয়া খাইতে দুইজনে ।
হেনকালে সুমিত্রাকে দেখি বিদ্যমানে ॥
পুনর্ব্বার করিলেন অর্দ্ধ অর্দ্ধ ভাগে ।
স্নেহ করি দিল দোঁহে সুমিত্রার আগে ॥
কৌশল্যা কৈকেয়ী তবে সুমিত্রাকে কয় ।
অবশ্য হইবে তব যুগল তনয় ॥
দুই পুত্র হয় যেন দোঁহে অনুগত ।
তিনজনে প্রসঙ্গ হইল এইমত ॥
অমনি খাইল চরু আনন্দিত মনে ।
যথাকালে গর্ভবতী হৈল তিনজনে ॥

সিংহাসনে তুষ্ট মনে বসি নৃপমণি ।
একে একে প্রসব হইল তিন রাণী ॥
কৌশল্যার গর্ভে জন্ম নিলেন শ্রীরাম ।
পূর্ণ অবতার মূর্ত্তি দূর্ব্বাদলশ্যাম ॥
দ্বিতীয় কৈকেয়ী-গর্ভে জন্মিল ভরত ।
এতিন ভুবনে যার অতুল মহত্ব ॥
লক্ষ্মণ নামেতে জ্যেষ্ঠ সুমিত্রার সুত ।
দ্বিতীয় শত্রুঘ্ন সর্ব্ব লক্ষণ সংযুত ॥
হেনমতে হইল বিষ্ণুর অবতার ।
উল্লাসিত অবনী আনন্দ সবাকার ॥
দিনে দিনে বাড়িলেক যেন শশধর ।
অস্ত্রশস্ত্রে বিশারদ দেখিতে সুন্দর ॥
মিথিলার ঈশ্বর জনক নাম ঋষি ।
বহুদিন লাঙ্গলেতে যজ্ঞভূমি চষি ॥
তথায় জন্মিল লক্ষ্মী অযোনিসম্ভবা ।
পাইল লাঙ্গলমুখে পরম দুর্ল্লভা ॥
জন্ম অনুরূপ নাম রাখিলেন সীতা ।
কন্যার পালনে রাণী রহিলা সুস্থিতা ॥
এদিকে কারণ জানি যাবতীয় দেবে ।
সঙ্গোপনে শিবধনু রাখিলেন সবে ॥
জনকেরে কহিল অমরগণ ডাকি ।
লক্ষ্মীর সমান এই তোমার জানকী ॥
দুর্জ্জয় ধনুক ভাঙ্গিবেক যেইজন ।
তাহারে জানকী দিবে কর এই পণ ॥
ঐরূপে রাজঋষি প্রতিজ্ঞা করিল ।
পত্র দিয়া পৃথিবীর নৃপতি আনিল ॥
ধনুক দেখিয়া সবে ডরে পলাইল ।
দুই চারি পরাভবে কেহ না আইল ॥
এরূপে বিবাহ করিলেন রঘুবীর ।
শুনহ পূর্ব্বের কথা রাজা যুধিষ্ঠির ॥
রাবণের অনুচর রাক্ষস রাক্ষসী ।
যজ্ঞ আরম্ভিলে মুনি, নষ্ট করে আসি ॥
যজ্ঞরক্ষা কারণ বিধান করি মনে ।
বিশ্বামিত্র মুনি গেল দশরথ-স্থানে ॥
মুনি দেখি পূজি রাজা আনন্দিত মন ।
জিজ্ঞাসিল এ স্থানে কি হেতু আগমন ॥

মুনি বলিলেন যজ্ঞ নাশে নিশাচরে ।
শ্রীরাম লক্ষ্মণে দেহ যজ্ঞ রাখিবারে ॥
শুনি রাজা বিচারিল পাছে দেন শাপ ।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ গেলে হইবে সন্তাপ ॥
দুই মতে বিপরীত বুঝিয়া রাজন ।
শ্রীরাম লক্ষ্মণে করিলেন সমর্পণ ॥
দোঁহা সঙ্গে করি মুনি যান হরষিতে ।
হেনকালে তাড়কা সহিত দেখা পথে ॥
যেমন উদয় ঘোর কাদম্বিনী মাল ।
গলে মুণ্ডমালা পরিধান বাঘছাল ॥
দেখিয়া রাক্ষসী-মূর্ত্তি ভীত মহাঋষি ।
নির্ভয় করিয়া রাম মারেন রাক্ষসী ॥
তবে দোঁহে ল'য়ে গেল যজ্ঞের সদন ।
শ্রীরামেরে কহিল সকল বিবরণ ॥
শুন রাম সর্ব্বদা না থাকে হেথা দুষ্ট ।
আরম্ভ করিলে যজ্ঞ আসি করে নষ্ট ॥
যজ্ঞধূম দেখিলে করয়ে রক্তবৃষ্টি ।
কোথায় থাকায়ে কার নাহি চলে দৃষ্টি ॥
শ্রীরাম কহেন সবে হইয়া নির্ভয় ।
যজ্ঞ কর আসুক রাক্ষস দুরাশয় ॥
এতেক শুনিয়া মুনিগণ মহাসুখে ।
আরম্ভ করিল যজ্ঞ মনের কৌতুকে ॥
হেনকালে গগনে দেখিয়া ধূমচয় ।
আইল মারীচ দুষ্ট জানিয়া সময় ॥
মেঘেতে আচ্ছন্ন কৈল রাক্ষসের মায়া ।
যজ্ঞভূমে আসিয়া লাগিল তার ছায়া ॥
দেখিয়া সকল মুনি শ্রীরামেরে কয় ।
ঐ দেখ আইল যে রাক্ষস দুরাশয় ॥
কোদণ্ডপণ্ডিত রাম দেখিয়া নয়নে ।
যুড়েন ঐষিক বাণ ধনুকের গুণে ॥
মহাশব্দ করি বাণ অগ্নি হেন জ্বলে ।
গর্জ্জিয়া উঠিল বাণ গগনমণ্ডলে ॥
পলাইল নিশাচর রণে করি শঙ্কা ।
লুকাইয়া রহে ত্রাসে প্রবেশিয়া লঙ্কা ॥
নিরাপদে যজ্ঞ করে যত মুনিগণে ।
আশীর্ব্বাদ করিল শ্রীরাম লক্ষ্মণে ॥

যজ্ঞ সাঙ্গে বিশ্বামিত্র আনন্দিত মন।
শ্রীরাম লক্ষ্মণে নিয়া করিল গমন ॥
শ্রীরামে কহিলা পথে ধনুকের কথা।
শুনিয়া বলেন রাম চল যাই তথা ॥
হনমতে সঙ্গে করি দুই সহোদরে।
উত্তরিল মহামুনি মিথিলা নগরে ॥
দেখিয়া জনক কৈল বহু সমাদর।
শ্যামমূর্ত্তি দেখি রামে দুঃখিত অন্তর ॥
গুপ্তে বিশ্বামিত্রে রাজা কহে কোনক্রমে।
আমার বাসনা হয় কন্যা দেই রামে ॥
রূপ দেখি কন্যাদান করিল বিশেষে।
উভয়ত কলঙ্ক রটিবে সর্ব্ব দেশে ॥
বলিলেক জনক বরের রূপ দেখি।
প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘিয়া দান করিল জানকী
সূর্য্যবংশে জন্ম দশরথের নন্দন।
বিবাহ করিবে রাম না সাধিয়া পণ ॥
নিদারুণ পণে আমি না দেখি উপায়।
কহ মুনি কি কর্ম্ম করিব হায় হায় ॥
বিচার করিলা দেখি মানিয়া বিস্ময়।
কুলিশ সমান এই ধনুক দুর্জ্জয় ॥
মধুর কোমল মূর্ত্তি শ্রীরঘুনন্দন।
হায় বিধি কৈল পিতা নিদারুণ পণ ॥
অন্য অন্য পরস্পরে কথোপকথন।
এইমত হরিষ বিষাদে সর্ব্বজন ॥
বিশ্বামিত্র-মুখে রাম হ'য়ে অবগত।
ভাঙ্গিবারে ধনুক হইলেন উদ্যত ॥
দৃঢ় করি কাঁকালি বান্ধিয়া বস্ত্র সারি।
ধনুক তুলেন রাম বাম হাতে করি ॥
হেনকালে যোড়করে ঠাকুর লক্ষ্মণ।
সমাদরে বন্দিলেন যত দেবগণ ॥
বাসুকিরে বলিলা ক্ষণেক হও স্থির।
যাবৎ ধনুকে গুণ দেন রঘুবীর ॥
শুনহ সকল নাগ অষ্ট কুলাচলে।
সাবধানে ধরিবা পৃথিবী পাছে টলে ॥
লক্ষ্মণ কহিল রামে করি যোড়হাত।
শীঘ্রগতি ধনুক ভাঙ্গহ রঘুনাথ।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরে করিয়া প্রণাম।
দেবগণে বন্দিলেন আপনি শ্রীরাম ॥
মুনিগণে প্রণমিয়া দেব হৃষীকেশে।
নোঙাইয়া ধনুর্গুণ দেন অনায়াসে ॥
পুনর্ব্বার টঙ্কারিয়া দিতে মাত্র টান।
মধ্যখানে ভাঙ্গিয়া হইল দুইখান ॥
শত বজ্রাঘাত জিনি মহাশব্দ হৈল।
থাকুক অন্যের কার্য্য বাসুকি টলিল ॥
সেই শব্দ শুনিয়া লঙ্কার দশানন।
বলিল আমারে এই করিবে নিধন ॥
এইমত ধনুক ভাঙ্গেন রঘুবীর।
মিথিলা নগর হৈল আনন্দ-মন্দির ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন এ বড় বিস্ময়।
পূর্ণ অবতার বিষ্ণু রাম মহাশয় ॥
আপনাকে প্রণাম করেন কি কারণ।
কৃপা করি কর মুনি সন্দেহ ভঞ্জন ॥
হিরণ্যকশিপু দৈত্য বধি নারায়ণ।
নৃসিংহ বিরাটমূর্ত্তি হলেন যখন ॥
তাঁহার চীৎকার শব্দ শুনিয়া নির্ঘাত।
ব্রাহ্মণী গর্ভিণী, তার হৈল গর্ভপাত ॥
শাপ দিল মহামুনি পেয়ে দুঃখভার।
যেইজন করিল এতেক অহঙ্কার ॥
আপনারে না জানে সে অন্য অবতারে।
বল বুদ্ধি বিক্রম সে সকল পাসরে ॥
ব্রাহ্মণের শাপ সে অন্যথা নহে কভু।
ব্রহ্মপদাঘাত বুকে ধরিলেন প্রভু ॥
আপনারে বিস্মৃত হইল সে কারণ।
ব্রহ্মার বিধানে পূর্ব্বে রাবণ নিধন ॥
সে কারণে হৈল প্রভু মনুষ্য-শরীর।
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত এই রাজা যুধিষ্ঠির ॥
দুর্জ্জয় ধনুক যদি ভাঙ্গিলেন রাম।
জনক রাজার হৈল পূর্ণ মনস্কাম ॥
সীতা সম্প্রদান হেতু বিচারেন মনে।
শুনিয়া কহেন রাম জনকের স্থানে ॥
অযোধ্যানগরে দূত পাঠাও রাজন।
পিতাকে জানাও অগ্রে আমার মনন ॥

সহিত আসিবে আর ভাই দুইজন।
বিবাহ করিব তবে এই নিরূপণ ॥
শ্রুতমাত্র জনক পাঠায় দূতগণে।
কহিল সকল কথা নৃপতির স্থানে ॥
শুনিয়া হৈলেন রাজা আনন্দে পূরিত।
দুই পুত্র সহ রাজা আইল ত্বরিত ॥
মহা কোলাহল শব্দ চতুরঙ্গ দলে।
বেষ্টিত হইয়া রাজা মহা কুতূহলে ॥
মিথিলানগরে আইলেন দশরথ।
অগ্রসরি জনক আইলা কত পথ ॥
সমাদরে লইয়া করিল বহু মান।
শুভক্ষণে রামে সীতা কৈল সম্প্রদান ॥
সীতানুজা কন্যা ছিল পরমা রূপসী।
লক্ষ্মণে প্রদান কৈল সুখে রাজঋষি ॥
জনকের সহোদর কুশধ্বজ নাম।
দুই কন্যা ছিল তাঁর রূপে অনুপম ॥
ভরত শত্রুঘ্ন দোঁহে করাইল বিভা।
বৈকুণ্ঠ জিনিয়া হৈল মিথিলার শোভা ॥
চারি ভায়ে কৈল তবে চারি কন্যা দান।
কৌতুকে যৌতুক দিল নাহি পরিমাণ ॥
দশরথ ভূপতিরে পূজিলা বিশেষে।
আনন্দ বিধানে রাজা যান নিজ দেশে ॥
মুনিগণে প্রণাম করিল সর্ব্বজন।
আশীর্ব্বাদ করি সবে করিল গমন ॥
শীঘ্রগতি যায় রাজা উঠি নিজ রথে।
হেনকালে ভৃগুরাম আগুলিল পথে ॥
দুর্জ্জয় শরীর তার দেখি লাগে ভয়।
গভীর গর্জ্জন ক্রোধে রঘুবীরে কয় ॥
আরে দুগ্ধপোষ্য রাম রণে তোর আশা।
মম নাম ধর তুমি এতেক ভরসা ॥
ক্ষত্রকুলান্তক আমি সর্ব্বলোকে জানে।
সেই কথা পরীক্ষা করিব বিদ্যমানে ॥
তোরে না করিলে বধ লুপ্ত হয় নাম।
পৃথিবীর মধ্যে যেন থাকে এক রাম ॥
হরের ধনুক ভাঙ্গি হৈলি বলবান।
জীর্ণ ধনু ভাঙ্গিয়াছ কি তার বাখান ॥
দশরথ নৃপতি পাইল বড় ভয়।
করযোড়ে কৈল স্তুতি অনেক বিনয় ॥
না জানিয়া কৈল কর্ম্ম হইয়া অজ্ঞান।
সেবক বলিয়া আমা দেহ পুত্রদান ॥
পিতৃ-দুঃখ দেখি তবে রাম মহোদয়।
হাসিয়া কহেন পিতা না করিও ভয় ॥
তবে রাম ডাকিয়া বলেন ভৃগুরামে।
কি হেতু তোমার দুঃখ হৈল মম নামে ॥
যাও বিপ্র ত্যজ আজি পূর্ব্ব অহঙ্কার।
অবধ্য ব্রাহ্মণ বলি পাইলে নিস্তার ॥
নহেত এতেক দুঃখ সহে কার প্রাণে।
দহন করিব ক্ষিতি আমি এক বাণে ॥
এত শুনি ভৃগুরাম ধনু ল'য়ে হাতে।
ক্রোধভরে বাড়াইয়া দিল রঘুনাথে ॥
বিষ্ণুতেজ ছিল ভৃগুরামের শরীরে।
ধনুক সহিত প্রবেশিল রঘুবীরে ॥
তবে রাম গুণ দিয়া যুড়ি দিব্য শর।
হাসিয়া কহিল পরে শুন দ্বিজবর ॥
অবধ্য ব্রাহ্মণ তুমি বৃথা নহে বাণ।
শীঘ্র কহ তোমার রোধিব কোন্ স্থান ॥
হতবুদ্ধি হ'য়ে তবে কহিল ভার্গব।
না জানিয়া করি দোষ ক্ষমা কর সব ॥
তবে রাম স্বর্গপথ করিলেন রোধ।
দেখিয়া সকলে করে চমৎকার বোধ ॥
বিনয় করিয়া ভৃগুরাম গেল বনে।
দশরথ রাজা গেল আপন ভবনে ॥
বিবাহ করিয়া যান চারি সহোদর।
আনন্দ মন্দির হৈল অযোধ্যানগর ॥
শাস্ত্রপাঠ নিমিত্ত ভরত মহাশয়।
শত্রুঘ্ন সহিত গেল মাতামহালয় ॥
এইরূপে নিয়মিতে কতকাল গেল।
রাজ্য দিতে রঘুনাথে রাজা বিচারিল ॥
পাত্র মিত্র ডাকিয়া কহিল সমাচার।
অধিবাস কর রামে দিব রাজ্যভার ॥
দাসীমুখে শুনিয়া কৈকেয়ী এই কথা।
অভিমানে রহিলেন ভরতের মাতা ॥

রজনীতে দশরথ গেল্ তাঁর স্থানে ।
দেখিল কৈকেয়ী রাণী মহা অভিমানে ॥
অনেক সাধিতে রাজা শেষে কহে বাণী ।
পাশরিলা মহারাজ পূর্ব্বের কাহিনী ॥
দুই বর দিতে মোর কৈলে অঙ্গীকার ।
সেই বর দিয়া আজি সত্য হও পার ॥
রাজা বলে প্রাণপ্রিয়ে এই কোন্ দায় ।
অবিলম্বে বর লহ দিব সর্ব্বদায় ॥
কৈকেয়ী বলিল নাথ এই এক বর ।
ভরতেরে করিবা রাজ্যের দণ্ডধর ॥
দ্বিতীয় করহ পূর্ণ এই অভিলাষ ।
চতুর্দ্দশ বৎসর রামের বনবাস ॥
শুনিয়া এতেক রাজা কৈকেয়ীর বাণী ।
মূর্চ্ছিত হইয়া শোকে পড়িল ধরণী ॥
চৈতন্য পাইয়া রাজা উঠি ততক্ষণে ।
কৈকেয়ীরে গালি দিল অতি দুঃখ মনে ॥
তবে রাম শুনিয়া এ সব সমাচার ।
পালিতে পিতার সত্য করি অঙ্গীকার ॥
তথা না পাইয়া কিছু পিতার উত্তর ।
বিদায় হইতে যান মায়ের গোচর ॥
শ্রীরামের বনবাস শুনি এই বাণী ।
শোকাকুলা অজ্ঞান হইয়া কান্দে রাণী ॥
বহুবিধ বিলাপ করিয়া কৈল মানা ।
মধুর বচনে রাম করিল সান্ত্বনা ॥
পিতৃসত্য পালিবারে চলিলেন বন ।
সংহতি চলিল সীতা অনুজ লক্ষ্মণ ॥

দশরথের মৃত্যু শ্রীরামের পঞ্চবটীতে অবস্থিতি ।

দশরথ শুনি তবে রামের প্রস্থান ।
হা রাম বলিয়া তবে ত্যজিল পরাণ ॥
পূর্ব্বেতে আছিল অন্ধ মুনির এ শাপ ।
পুত্রশোকে মরিবা পাইবা মনস্তাপ ॥
হেনমতে ভূপতির হইল নিধন ।
অযোধ্যার ঘরে ঘরে উঠিল রোদন ॥
বিচার করিয়া পাত্রমিত্রগণ যত ।
দূত পাঠাইয়া দেশে আনিল ভরত ॥
ভরত শুনিল আসি সব সমাচার ।
জননীরে নিন্দিয়া করিল তিরস্কার ॥
রাজার সংকার করে পাত্রমিত্রগণে ।
ভরতেরে বসিতে কহিল সিংহাসনে ॥
ভরত কহিল সবে হৈলে হতজ্ঞান ।
সে কারণে বলহ অজ্ঞানমত কেন ॥
পিতৃসত্য হেতু প্রভু চলিলেন বনে ।
আমি রাজ্যে ভূপতি হইব সিংহাসনে ॥
এমন অনীতি কর্ম্ম করে কোন্ লোকে ।
ঈশ্বর থাকিতে রাজা সম্ভবে সেবকে ॥
বিশেষ মায়ের কর্ম্ম শুনিতে দুষ্কর ।
চল সবে যাই অগ্রে শ্রীরাম-গোচর ॥
মাগিয়া মায়ের দোষ প্রভুর চরণে ।
যত্নে ফিরাইব সবে কমললোচনে ।
যেমন করিয়া বেশ রাম যান বন ।
সেইমত বল্ক পরি ভাই দুইজন ॥
শিরে জটাভার ধরি তপস্বীর বেশ ।
চিত্রকূট পর্ব্বতেতে পাইল উদ্দেশ ॥
সন্টাঙ্গ লোটায়ে ক্ষিতি পড়িয়া চরণে ।
করযোড়ে কহিলেন রাম বিদ্যমানে ॥
আজন্ম আমার মন জানহ গোসাঞি ।
তোমার চরণ বিনা অন্য গতি নাই ॥
চল রাম ভূপতি হইবে সিংহাসনে ।
শূন্যরাজ্য বিলম্ব না সহে সে কারণে ॥
তোমার বনযাত্রা শুনিয়া লোকমুখে ।
প্রাণ ত্যজিলেন রাজা সেই মনোদুঃখে ॥
তবে রাম শুনিয়া সকল সমাচার ।
পিতৃশোকে কান্দিলেন পেয়ে শোকভার ॥
উচ্চৈঃস্বরে কান্দেন বলিয়া বাপ বাপ ।
তাহা দেখি সর্ব্বজন করিল সন্তাপ ॥
ভরতের চরিত্রে সন্তুষ্ট রঘুনাথ ।
অলিঙ্গন করি অঙ্গে বুলায়েন হাত ॥
জননীর কিবা দোষ দৈবের ঘটন ।
দেশে গেলে পিতৃসত্য হইবে লঙ্ঘন ॥
চতুর্দ্দশ বৎসর থাকিব আমি বনে ।
ততদিন রাজা হৈয়া বৈস সিংহাসনে ॥

ভরত কহিল এই শোভা নাহি পায় ।
কিমতে পঞ্চাস্য তার জম্বুকে কুলায় ॥
তবে যদি পিতৃবাক্য করিতে পালন ।
চতুর্দ্দশ বৎসর নিবাস কর বন ॥
পাদুকাযুগল তবে দাও রঘুপতি ।
নতুবা রহিব আমি তোমার সংহতি ॥
ভরতের ব্যবহারে কমললোচন ।
তুষ্ট হৈয়া পুনশ্চ করিল আলিঙ্গন ॥
পাদুকা দিলেন রাম বুঝি মনোরথ ।
মাথায় করিয়া সুখে চলিল ভরত ॥
দেশে আসি পাদুকা রাখিল সিংহাসনে ।
চতুর্দ্দিক বেড়িয়া বসিল সর্ব্বজনে ॥
সাবধানে রাত্রি দিনে পালে রাজধর্ম্ম ।
ইহা বিনা ভরতের নাহি অন্য কর্ম্ম ॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ চিত্রকূট গিরিবরে ।
করিলেন পিতৃশ্রাদ্ধ ত্রিদশ বাসরে ॥
লক্ষ্মণ কহিল প্রভু চল হেথা হৈতে ।
পুনর্ব্বার ভরত আসিবে তোমা লৈতে ॥
এইমত বিচার করিয়া তিন জনে ।
কতক্ষণে যান অগস্ত্যের তপোবনে ॥
কারণ জানিয়া মুনি পরম আদরে ।
শ্রীরাম লক্ষ্মণে নিল আপনার ঘরে ॥
দিনেক বঞ্চিয়া তথা মাগেন বিদায় ।
জিজ্ঞাসেন কহ মুনি বঞ্চিব কোথায় ॥
জানিয়া ভবিষ্য কথা কহে তপোধন ।
আশ্রম করহ সুখে পঞ্চবটী বন ॥
শুনিয়া গেলেন রাম আনন্দিত মন ।
সহিত জানকী আর অনুজ লক্ষ্মণ ॥
বহুদিন রহিলেন পঞ্চবটী বনে ।
একদিন শুন তথা দৈবের ঘটনে ॥
সূর্পনখা নামেতে রাবণ সহোদরা ।
স্বচ্ছন্দগমনে ফিরে অত্যন্ত মুখরা ॥
চতুর্দ্দশ সহস্র সংহতি নিশাচর ।
খর ও দূষণ সঙ্গে দুই সহোদর ॥
দূর হৈতে দেখি দোঁহে দিব্যরূপ ধরি ।
কামে হতচিত্ত হৈয়া দুষ্ট নিশাচরী ॥
সীতার সমান রূপ ধরিয়া রাক্ষসী ।
সবিনয়ে কহেন রামের কাছে আসি ॥
নিবেদন করি আমি দেবের দুহিতা ।
ভজিব তোমারে আজ্ঞা করহ সর্ব্বথা ॥
শ্রীরাম কহেন তুমি ভজ অন্য জনে ।
সঙ্গেতে আমার নারী দেখ বিদ্যমানে ॥
এত শুনি লক্ষ্মণেরে কহিল রাক্ষসী ।
লক্ষ্মণ কহিল আমি আজন্ম তপস্বী ॥
তবে সূর্পনখা অতিশয় দুঃখমনে ।
কার্য্যসিদ্ধি না হইল সীতার কারণে ॥
ইহারে খাইলে দুঃখ খণ্ডিবে আমার ।
এত বলি ধায় মুখ করিয়া বিস্তার ॥
দেখিয়া লক্ষ্মণ ক্রোধে যুড়িলেন বাণ ।
দিব্যঅস্ত্রে রাক্ষসীর কাটে নাক কাণ ॥
কান্দিয়া রাক্ষসী খর দূষণেরে কয় ।
দোঁহে আসি যুদ্ধ করে ক্রোধে অতিশয় ।
দেখিয়া উঠেন রাম অতি ক্রোধমনে ।
মুহূর্ত্তেকে সংহারিল নিশাচরগণে ॥
তাহা দেখি সূর্পণখা ধায় অতি বেগে ।
কান্দিয়া কহিল গিয়া রাবনের আগে ॥
শুন ভাই বলি দশরথের নন্দন ।
ভার্য্যাসহ এল বনে শ্রীরাম লক্ষ্মণ ॥
চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস মারে বাণে ।
নাক কাণ কাটে মম অস্ত্র খরশানে ॥
যতেক কামিনী আছে এই মর্ত্ত্য ক্ষিতি ।
সবার হইতে সেই সতী রূপবতী ॥
দেখিয়া আনন্দ বড় হৈল মম মনে ।
আনিতে কহিনু ইহা তোমার কারণে ॥
তাহাতে যে গতি মম শুন মহাশয় ।
বুঝিয়া করহ কার্য্য উচিত যে হয় ॥
অনুক্ষণ রক্ষা করে দুই মহাবীর ।
হরিয়া আনিতে সীতা মন কর স্থির ॥
শুনিয়া রাবণ হৈল ক্রোধেতে অজ্ঞান ।
বিশেষ শুনিয়া ভগিনীর অপমান ॥
সীতার রূপের কথা ভেদিল অন্তরে ।
কাছে ডাকি কহিল মারীচ নিশাচরে ॥

যাও শীঘ্রগতি তুমি পঞ্চবটী বনে।
মায়া করি দূরে লও শ্রীরাম লক্ষ্মণে॥
আপনি যাইব আমি তপস্বীর বেশে।
সীতারে হরিব যেন না পায় উদ্দেশে॥
মারীচ কহিল রাজা মম শক্তি নয়।
পাইয়াছি বাল্যকালে ভাল পরিচয়॥
বালক কালের শিক্ষা আমি জানি ভাল।
মুনিযজ্ঞ নষ্ট হেতু গেলাম সে কালে॥
না দেখিয়া অস্ত্র রাম করিল সন্ধান।
প্রবেশিয়া লঙ্কাপুরী রক্ষা কৈনু প্রাণ॥
এখন যৌবনকালে ধরে মহাবল।
এ কর্ম্ম করিলে তার ভাল পাব ফল॥
এত শুনি দশানন ক্রোধচিত্ত হৈয়া।
মারীচে মারিতে যায় হাতে খড়্গ লৈয়া॥
ভয়েতে মারীচ বলে যাব পঞ্চবটী।
তুমি বা মারহ কিবা রাম ফেলে কাটি॥
অসহ্য তোমার বাক্য রাক্ষস দুর্জ্জন।
তুমি মার রাম মারে অবশ্য মরণ॥
উত্তরিল মারীচ যথায় রঘুবর।
কাঞ্চনের মৃগ অঙ্গ দেখিতে সুন্দর॥
আশ্চর্য্য দেখিয়া সীতা হরিষ অন্তর।
আনিতে কহিল রামে যুড়ি দুই কর॥
সীতার রক্ষণে রাখি লক্ষ্মণ ঠাকুরে।
মায়ামৃগ খেদাড়িয়া রাম যান দূরে॥
কতক্ষণে শ্রীরাম মারেন দিব্যশর।
ভাইরে লক্ষ্মণ বলি পড়ে নিশাচর॥
ইহা শুনি বিস্ময় মানিল সীতা মনে।
শেষে পাঠাইয়া দিল তথায় লক্ষ্মণে॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

রাবণ কর্ত্তৃক সীতা হরণ ও শ্রীরামের পক্ষ
বানরের সহিত মিলন।

হেনকালে আসি তথা রাবণ দুর্জ্জয়।
হরিয়া লইল সীতা দেখি শূন্যালয়॥
শীঘ্র চালাইল রথ রামে করি শঙ্কা।
পলায় পরাণ ল'য়ে যথা পুরী লঙ্কা॥
পরিত্রাহি ডাকে সীতা রাম রাম বলি।
চিহ্ন হেতু স্থানে স্থানে অলঙ্কার ফেলি॥
জটায়ু নামেতে পক্ষী দশরথ সখা।
বহু যুদ্ধ করিল, কাটিল তার পাখা॥
পড়িয়া রহিল পথে পক্ষী পুরাতন।
লঙ্কাপুরে প্রবেশ করিল দশানন॥
রাবণ বিনয় করি সীতারে বুঝায়।
কৃপা করি দেবি তুমি ভজ গো আমায়॥
সীতা বলে মম প্রভু রাম বিনা নাই।
এতদিনে সবংশে মজিবে তাঁর ঠাঁই॥
ইহা শুনি বন্দী কৈল অশোক কাননে।
রক্ষক রহিল চেড়ী কত শত জনে॥
মৃগ মারি রঘুনাথ আশ্রমে আসিতে।
লক্ষ্মণ সহিত তবে দেখা হৈল পথে॥
শ্রীরাম কহেন ভাই কি কর্ম্ম করিলে।
একাকী রাখিয়া সীতা কি হেতু আইলে॥
লক্ষ্মণ বলিল দেবী তব শব্দ শুনি।
আমারে নিন্দিয়া বহু পাঠান আপনি॥
শীঘ্রগতি আশ্রমে আসিয়া দুই বীর।
শূন্যালয় দেখে দোঁহে হইল অস্থির॥
অনেক বিলাপ করি দুই সহোদর।
অন্বেষণ করিবারে চলেন সত্বর॥
ত্যজিয়া আহার জল আলস্য শয়ন।
এইমতে দুই ভাই করেন গমন॥
সীতার কঙ্কণ এক ছিল সেই পথে।
তুলিয়া নিলেন রাম কান্দিতে কান্দিতে॥
যত দূর চিহ্ন পান বসন ভূষণ।
সেই অনুসারে দোঁহে করেন গমন॥
দেখিলেন রাম জটায়ুকে মৃতবৎ।
পর্ব্বতপ্রমাণ পক্ষী যুদ্ধে প্রাণ হত॥
তাহার নিকটে চলিল দুই জন।
জটায়ু তুলিল মুণ্ড জানিয়া কারণ॥
জিজ্ঞাসিতে পক্ষীরাজ কহিলেন কথা।
লঙ্কাপুরে দশানন হরে নিল সীতা॥

গরুড় নন্দন আমি তব পিতৃ-সখা ।
বধূর অবস্থা দেখি যুদ্ধে আসি একা ॥
তোমারে সংবাদ দিতে আছিল জীবন ।
উদ্ধার করহ রাম এই নিবেদন ॥
এতেক বলিয়া পক্ষী ত্যজিল জীবন ।
জানিয়া পিতার সখা ভাই দুই জন ॥
অগ্নিকার্য্য করি তার পম্পানদীতটে ।
তথা হৈতে যান ঋষ্যমুকের নিকটে ॥
তথায় দেখেন রাম বানরপ্রধান ।
নল নীল সুষেণ সুগ্রীব হনুমান ॥
দোঁহায় প্রণাম করি জিজ্ঞাসে সম্ভ্রমে ।
কহিলেন শ্রীরাম সকল ক্রমে ক্রমে ॥
সুগ্রীব জানিল এই পুরুষরতন ।
প্রণাম করিয়া করে নিজ নিবেদন ॥
মম জ্যেষ্ঠ বালিরাজা রাজ্য-অধিকারী ।
বলে রাজ্য নিল আমি যুদ্ধেতে না পারি ॥
মুনিশাপে হেথায় আসিতে শক্তি নাই ।
সে কারণে আছি প্রাণে শুনহ গোঁসাই ॥
শ্রীরাম বলেন কপিরাজ তুমি মিতা ।
তোমা রাজ্য দিব আমি, তুমি দিবে সীতা ॥
সুগ্রীব বলিল তবে যে আজ্ঞা তোমার ।
সীতা উদ্ধারিতে প্রভু মোর রৈল ভার ॥
শ্রীরাম কহেন আজি প্রত্যূষ সময় ।
বালিকে মারিয়া রাজা করিব তোমায় ॥
হেনমতে রঘুনাথ বালিরাজা মারি ।
সুগ্রীবেরে করিলেন রাজ্য অধিকারী ॥
চারি মাস তথায় থাকেন রঘুনাথ ।
কপিরাজ সুগ্রীবে লইয়া তবে সাথ ॥
সমুদ্র সমীপে যান সৈন্য সমাবেশে ।
হনুমানে পাঠাইল সীতার উদ্দেশে ॥
পবন-নন্দন বীর পোড়াইল লঙ্কা ।
রাজপুত্র মারিয়া রাজারে দিল শঙ্কা ॥
সীতার উদ্দেশ করি আসি মহাবীর ।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ হইলেন তাহে স্থির ॥
হেনকালে শুন রাজা দৈব বিবরণ ।
রাবণের অনুজ ধার্ম্মিক বিভীষণ ॥
করযোড়ে কহিল রাজায় বিধিমতে ।
সীতা দিয়া শরণ লইতে রঘুনাথে ॥
ধন রাজ্য বংশ বৃদ্ধি কর নরপতি ।
শুনিয়া রাবণ ক্রোধে মারিলেন লাথি ॥
যেইকালে বিভীষণে প্রহারে চরণে ।
রাজলক্ষ্মী আশ্রয় করিল বিভীষণে ॥
অতি দুঃখে বাহির হইল বিভীষণ ।
রামের চরণে গিয়া লইল শরণ ॥
শ্রীরাম বলেন তুমি শত্রু-সহোদর ।
কিরূপে বিশ্বাস তোমা করিব অন্তর ॥
বিভীষণ বলে প্রভু ভাব মনে যদি ।
তোমার সেবক আমি জন্ম অবধি ॥
এতে অন্যমত যদি করি কদাচন ।
হইব কলির রাজা কলির ব্রাহ্মণ ॥
কলিতে জন্মিব আর জীব চিরকাল ।
শুনিয়া হলেন রাম অনন্দ বিশাল ॥
লক্ষ্মণ কহেন হাসি করি যোড়কর ।
উত্তম করিল দিব্য রাক্ষস-ঈশ্বর ॥
চিরকাল তপস্যা করিয়া যাহা পায় ।
পরদ্রোহ করিয়া এ সব যদি হয় ॥
ইহা ছাড়ি অন্য বাঞ্ছা করে কোন্ জন ।
হাসিয়া কহেন রাম, বালক লক্ষ্মণ ॥
কলিতে-ব্রাহ্মণ রাজা দীর্ঘজীবী জন ।
এই তিনে নিস্তার নাহিক কদাচন ॥
করিল কঠোর দিব্য রাক্ষসের পতি ।
না বুঝিয়া হাসিল লক্ষ্মণ শিশুমতি ॥
আজি হৈতে মিত্র হৈল বিভীষণ ।
লঙ্কা দিব তোমারে মারিয়া দশানন ॥
তিনজন বিচার করিল এইমত ।
লঙ্কায় গমনে সবে হইল উদ্যত ॥
বানর সকলে সিন্ধু বান্ধে অবহেলে ।
পাষাণ ভাসিল রাজা সাগরের জলে ॥
বান্ধে নল সাগর রামের উপরোধে ।
পার হৈয়া কটক সকল কার্য্য সাধে ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান ।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

শ্রীরামচন্দ্রের লঙ্কায় প্রবেশ ও যুদ্ধ।

যুদ্ধপতি প্রধান বাছিয়া দিল থানা।
সকল লঙ্কায় পূর্ণ শ্রীরামের সেনা॥
সবান্ধবে মহাশব্দে ধায় দশানন।
দেখি চমকিত হৈল শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
জিজ্ঞাসেন বিভীষণে মানিয়া বিস্ময়।
একে একে বিভীষণ দিল পরিচয়॥
শুনি রাম কহেন রাক্ষস বিভীষণে।
নাহিক বুদ্ধির লেশ অজ্ঞান রাবণে॥
শতেক ইন্দ্রের নাহি এত পরিচ্ছদ।
কি কারণে নষ্ট করে এতেক সম্পদ॥
অন্য অন্য এইমত করিছে বিচার।
যুদ্ধ করি পরস্পর হৈল মহামার॥
সেনাপতি সেনাপতি হইল সংগ্রাম।
ইন্দ্রজিত লক্ষ্মণ, রাক্ষসপতি রাম॥
রণেতে পণ্ডিত রাম যুদ্ধে পরিপাটী।
মাথার মুকুট দশ ফেলিলেন কাটি॥
লজ্জা পেয়ে পলাইল রাজা দশানন।
উভয় সৈন্যেতে আর নাহি দরশন॥
তবে রাম পাঠাইল বালির নন্দনে।
অনেক ভর্ৎসিল গিয়া রাজা দশাননে॥
অঙ্গদের বচনে রাবণ দুঃখমতি।
পাঠাইল প্রধান অনেক সেনাপতি॥
মুনি বলিলেন কথা কহিতে বিস্তর।
সংক্ষেপে কহিব শুন ধর্ম্ম নরবর॥
বজ্রদন্ত মহাবাহু মহাকায় আদি।
প্রহস্ত করিল যুদ্ধ নাহিক অবধি॥
পড়িল রাক্ষস-সেনা নাহি পরিমিত।
ক্রোধভরে আইল কুমার ইন্দ্রজিত॥
করিল রাক্ষসীমায়া বহু বহু রণে।
নাগপাশে বন্দী কৈল শ্রীরাম লক্ষ্মণে॥
গরুড়ে স্মরিয়া রাম পবন আদেশে।
নাগপাশে মুক্ত হৈল প্রকার বিশেষে॥
গর্জ্জিয়া বানরগণ করে সিংহনাদ।
শুনিয়া রাবণ রাজা গণিল প্রমাদ॥
বিস্ময় মানিয়া অতি চিন্তাকুল মনে।
মহাপাশ মহোদরে পাঠাইল রণে॥
আর চারি সেনাপতি রাবণ-কুমার।
ক্রোধবেগে আসিয়া করিল মহামার॥
শিলা বৃক্ষ ল'য়ে যুদ্ধ করিল বানর।
অস্ত্রে অস্ত্রে বিশারদ যত নিশাচর॥
উভয় সৈন্যেতে হৈল যুদ্ধ অপ্রমিত।
ছয় সেনাপতি মরে সৈন্যের সহিত॥
শুনিয়া রাবণ রাজা গণিল প্রমাদ।
পুনর্ব্বার আইল কুমার মেঘনাদ॥
অপূর্ব্ব রাক্ষসীমায়া ইন্দ্রজিত জানে।
দেখিতে না পায় কেহ থাকে কোন্ স্থানে॥
করিল সংগ্রাম ঘোর রাবণ-সন্ততি।
চারি দ্বারে মারিল প্রধান সেনাপতি॥
আছুক অন্যের কার্য্য শ্রীরাম লক্ষ্মণে।
জিনিয়া পরম সুখে কহিল রাবণে॥
কেবল জীবিত মাত্র ছিল তিন জন।
হনুমান সুষেণ রাক্ষস বিভীষণ॥
উপদেশ কহিলেক সুষেণ প্রধান।
আনিল গন্ধমাদন গিরি হনুমান॥
ঔষধি চিনিয়া দিল সুষেণ বানর।
আপনি বাটিয়া দিল রাক্ষস ঈশ্বর॥
মৃতসৈন্য প্রাণ পায় হনূর প্রসাদে।
কাঁপিল রাবণ বানরের সিংহনাদে॥
তবে বহু যুদ্ধ করি মৈল অকম্পন।
ভয় পেয়ে কুম্ভকর্ণে জাগায় রাবণ॥
নিদ্রা হৈতে উঠি যায় রাজ-সম্ভাষণে।
দেখিয়া বিস্মিত হৈল ভাই দুইজনে॥
বিভীষণে জিজ্ঞাসিল কহ সমাচার।
সত্তরি যোজন উচ্চ শরীর কাহার॥
তবে বৃথা কি হেতু করিছ হেথা রণ।
রাক্ষসের মায়া কিছু না বুঝি কারণ॥
বিভীষণ বলে ভয় ত্যজহ অন্তর।
কুম্ভকর্ণ নামেতে আমার সহোদর॥
পূর্ব্বে ব্রহ্মা বর দিয়া কৈল নিরূপণ।
নিদ্রা ভাঙ্গি জাগাইলে অবশ্য মরণ॥

পাঁচ মাসে জাগাইল ভয় পেয়ে মনে ।
সন্দেহ নাহিক আজি মরিবেক রণে ॥
এত যদি কহিল রাক্ষস বিভীষণ ।
তুষ্ট হ'য়ে শ্রীরাম দিলেন আলিঙ্গন ॥
কুম্ভকর্ণে রাবণ কহিল সমাচার ।
ক্রোধে মহাবীর আসি দিল মহামার ॥
একেবারে গিলিল বানর শতে শতে ।
বাহির হইল কেহ নাক কাণ পথে ॥
দেখিয়া বিকট মূর্ত্তি ধায় সৈন্যগণ ।
অস্ত্র যুড়ি অগ্রে যান কমললোচন ॥
রামে দেখি কুম্ভকর্ণ ধায় গিলিবারে ।
সত্বরে মারেন রাম ব্রহ্ম অস্ত্র তারে ॥
সেই বাণে মরিল দুরন্ত নিশাচর ।
পুষ্পবৃষ্টি করিলেন যতেক অমর ॥
ভাবিত হইল রাজা সৈন্য নাহি আর ।
কি প্রকারে এ বিপদে পাইব নিস্তার ॥
ভাবিয়া পাঠায় শেষে মকরাক্ষ বীরে ।
সে আসি অনেক যুদ্ধ করিল সমরে ॥
বহু যুদ্ধ করি মৈল শ্রীরামের বাণে ।
পরে কুম্ভ নিকুম্ভ প্রবেশ কৈল রণে ॥
বল বুদ্ধি বিক্রমেতে বাপের সমান ।
প্রাণপণে যুঝিল সুগ্রীব হনুমান ॥
দুই ভাই পড়িল লইয়া সর্ব্ব সেনা ।
বিনা ইন্দ্রজিত বীরে নাহি সান্ত্বনা ॥
তবে ইন্দ্রজিতে আজ্ঞা দিল দশানন ।
সসৈন্যে মারহ তুমি শ্রীরাম লক্ষ্মণ ॥
সংহতি লইয়া তবে সেনা অপ্রমিত ।
যুদ্ধ হেতু আইলা কুমার ইন্দ্রজিত ॥
ক্রোধে আসি তবে সে করিল বহু রণ ।
তেমনি করিল যুদ্ধ ঠাকুর লক্ষ্মণ ॥
মায়ায় রাক্ষস যুদ্ধ করে বহুতর ।
দেখাদেখি মহাযুদ্ধ হৈল পরস্পর ॥
সহিতে নারিল যুদ্ধ রাবণ-নন্দন ।
ভঙ্গ দিয়া প্রবেশিল নিজ নিকেতন ॥
প্রবেশ করিয়া সেই যজ্ঞ আরম্ভিল ।
হেনকালে বিভীষণ লক্ষ্মণে কহিল ॥
যজ্ঞ আরম্ভিল দেব রাবণ কুমার ।
যজ্ঞ সাঙ্গ হৈলে মৃত্যু নাহিক উহার ॥
বিধিবাক্য আছে হেন আমি জানি ভালে ।
তবে সে মারিতে পার যজ্ঞ নষ্ট হৈলে ॥
শুনিয়া হইল সবে হরষিত মন ।
যজ্ঞনষ্ট কৈল গিয়া পবন নন্দন ॥
তবে ব্রহ্ম অস্ত্র তারে মারিল লক্ষ্মণ ।
পরাণ ত্যজিল তাহে রাবণ-নন্দন ॥
বার্ত্তা পেয়ে শোকাকুল রাক্ষসের পতি ।
রাবণ আসিল রণে অতি ক্রোধমতি ॥

রাবণ-বধ ।

পুত্রশোকে সমরে আইল দশানন ।
দেখি অগ্রসর হৈল সুমিত্রা নন্দন ॥
লক্ষণের সঙ্গেতে আইল বিভীষণ ।
বিভীষণে দেখি করে রাবণ চিন্তন ॥
এতেক ভাবিয়া দুষ্ট অতি ক্রোধভরে ।
লক্ষ্মণে ছাড়িয়া অস্ত্র বিভীষণে মারে ॥
এড়িলেক শেলপাট ভীষণ দর্শন ।
দিব্য অস্ত্র এড়ি তাহা কাটিল লক্ষ্মণ ॥
মহাক্রোধে পুনঃ শেল মারে বিভীষণে ।
পুনর্ব্বার লক্ষ্মণ কাটিল দিব্য বাণে ॥
দুই শেল অস্ত্র যদি কাটিল লক্ষ্মণ ।
যমদণ্ড শেল হাতে লইল রাবণ ॥
ডাকিয়া কহিল তবে লক্ষ্মণের তরে ।
বুঝিলাম বীরপণা রক্ষা কৈলে পরে ॥
আপনা সম্বর ঝাট যায় শক্তিবর ।
দেখিয়া লক্ষ্মণ বীর হইল ফাঁপর ॥
প্রাণপণে বাণ মারে নারে নিবারিতে ।
কালদণ্ড সমান আসিয়া শূন্যপথে ॥
নির্ভয়ে বাজিল গিয়া লক্ষণের বুকে ।
পড়িল লক্ষণ বীর রক্ত উঠে মুখে ॥
শোকাকুল রঘুনাথ হলেন অজ্ঞান ।
পর্ব্বত আনিল তবে বীর হনুমান ॥
পর্ব্বতে ঔষধি ছিল তার অনুভবে ।
লক্ষ্মণ পাইল প্রাণ আনন্দিত সবে ॥

ালপূর্ণ হৈল রণে আইল রাবণ।
াপনি গেলেন রণে কমললোচন ॥
াবণে দেখিয়া রথে রঘুনাথে ক্ষিতি।
ন্দ্র পাঠাইল রথ মাতলি সংহতি ॥
াই রথে রঘুনাথ চড়েন কৌতুকে।
াতলি লইল রথ রাবণ-সম্মুখে ॥
াপ্রমিত যুদ্ধ হৈল তুই মহাবল।
াপমা নাহিক স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল ॥
ার যত শিক্ষা ছিল দোঁহে কৈল রণ।
হাক্রোধভরে তবে কমললোচন ॥
াবণের দশমুণ্ড কাটিলেন শরে।
নির্ব্বার উঠে মুণ্ড বিধাতার বরে ॥
ুনঃ পুনঃ যতবার কাটে রাবণে।
বিনাশ না হয় ত্নষ্ট পূর্ব্বের সাধনে ॥
যাড়করে বিভীষণ করে নিবেদন।
অন্য অস্ত্রে না মরিবে তুর্জ্জয় রাবণ ॥
মৃত্যুবাণ আছে ওর মন্দোদরী পাশ।
সে বাণ আনিলে হবে রাবণের নাশ ॥
হনুমানে আদেশিল কমললোচন।
ছলেতে আনিল বাণ পবন-নন্দন ॥
সেই বাণ ল'য়ে রাম যুড়িয়া ধনুকে।
ক্রোধভরে মারিলেন রাবণের বুকে ॥
হেনমতে পড়িল রাবণ মহাবল।
পুষ্পবৃষ্টি কৈল তবে অমর সকল ॥
তবে সীতা আনিল রাক্ষস বিভীষণ।
দেখিয়া কহেন তাঁরে কমললোচন ॥
দশমাস তোমায় রাখিল নিশাচরে।
নাহি জানি ছিলে তুমি কেমন প্রকারে ॥
আমারে করিবে নিন্দা এই বড় ভয়।
পরীক্ষা দেহ ত সীতা যদি মনে লয় ॥
এমত শুনিয়া সীতা অতি তুঃখমনে।
অগ্নিকুণ্ড জ্বালাইতে কহেন লক্ষ্মণে ॥
লক্ষ্মণ করিল কুণ্ড প্রবেশিল সীতা।
কৌতুক দেখিতে যত আসিল দেবতা ॥
রাম পড়িলেন সীতা বিচ্ছেদ-অনলে।
হেনকালে উঠে অগ্নি সীতা ল'য়ে কোলে ॥
ব্রহ্মা আদি সর্ব্বদেব একত্র মিলিল।
করিয়া অনেক স্তুতি রামেরে কহিল ॥
আপনা না জানি কর মনুষ্য-আচার।
তুমি নারায়ণ, সীতা লক্ষ্মী অবতার ॥
তোমারে দেখিতে এল যত পিতৃলোক।
হের দেখ দশরথ তোমার জনক ॥
দেবগণ বলে রাম মাগ ইষ্টবর।
শুনিয়া কহেন রাম জীউক বানর ॥
পরে রাম সম্ভাষ করিয়া সর্ব্বজনে।
যতেক বিবুধ গেল আপন ভুবনে ॥
বিভীষণে দিল রাম রাজ্য-অধিকার।
বানরগণেরে কৈল বহু পুরস্কার ॥
সসৈন্যে গেলেন রাম অযোধ্যানগর।
সিংহাসনে বসিলেন রাজ-রাজ্যেশ্বর ॥
সেবক উদ্ধার হেতু প্রভুর এ কর্ম্ম।
হেনমতে তুই ভাগে লৈয়া দোঁহে জন্ম ॥
সেই জয় বিজয় জন্মিল পুনর্ব্বার।
শিশুপাল দন্তবক্র নাম দোঁহাকার ॥
পূর্ণব্রহ্ম যতুকুলে হ'য়ে অবতার।
তব যজ্ঞে শিশুপালে করেন উদ্ধার ॥
তিন অবতারেতে শ্রীকৃষ্ণ ভগবান।
ভক্তজনে করিলেন এই পরিত্রাণ ॥
রামের এতেক তুঃখ ধরিয়া শরীর।
কি তুঃখ তোমার বনে রাজা যুধিষ্ঠির ॥
সবার তুঃখের কথা করিয়া শ্রবণ।
সীতা-তুঃখে দ্রৌপদীর বিদরিল মন ॥
বিষাদ না কর রাজা তুঃখ হৈল অন্ত।
অল্পদিনে নষ্ট হবে কৌরব তুরন্ত ॥
বিশেষ দ্রৌপদী এই সাবিত্রী সমান।
যে জন উভয় কুল কৈল পরিত্রাণ ॥
নানা সুখ ত্যজিলেক স্বামীর কারণে।
তথাপি না ত্যজিলেক স্বামী সত্যবানে ॥
ক্ষত্রকুলে তাঁর তুল্য নহে কোন্ জন।
দ্রৌপদীরে দেখি যেন তাঁহার লক্ষণ ॥
সতী সাধ্বী পতিব্রতা লক্ষ্মী অবতার।
অঙ্কেতে দাসত্ব মুক্ত কৈল সবাকার ॥

এতেক ব্রাহ্মণ যাঁর ভুঞ্জে অপ্রমাদে।
কদাচ না হবে দুঃখ ইহার প্রসাদে॥
ভারত-পঙ্কজ রবি মহামুনি ব্যাস।
পাঁচালী প্রবন্ধে কহে কাশীরাম দাস॥

সাবিত্রী উপাখ্যান।

যুধিষ্ঠির বলিলেন শুন মহামুনি।
কহিলা রামের কথা অপূর্ব্ব কাহিনী॥
হইল শরীর মুক্ত সফল এ জন্ম।
সাবিত্রী কাহার নাম কিবা তাঁর কর্ম্ম॥
কিবা ধর্ম্ম আচরিল কিবা উগ্রতপে।
কোন্ কোন্ কুল উদ্ধারিল কোন রূপে॥
শুনিবারে ইচ্ছা বড় জন্মিল অন্তরে।
মুনিরাজ বিস্তারিয়া কহ গো আমারে॥
মুনি বলিলেন শুন ধর্ম্ম নৃপমণি।
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত এই অপূর্ব্ব কাহিনী॥
অবনীতে ছিল অশ্বপতি মহীপাল।
অপুত্রক শিব-সেবা করে বহুকাল॥
সন্তানবিহীন রাজা নিরানন্দ-মতি।
কতদিনে হৈল এক কন্যা রূপবতী॥
তপ্তস্বর্ণ জিনি তার শরীরের শোভা।
কলঙ্কবিহীন কলানিধি মুখ-আভা॥
বিহঙ্গম-চঞ্চু জিনি বিরাজিত নাসা।
দশন মুকুতা পাঁতি সুমধুর ভাষা॥
কামের কামান জিনি তার যুগ্মভুরু।
মৃণাল জিনিয়া বাহু রামরম্ভা ঊরু॥
কুরঙ্গনয়নী সুচামর শুভ্র কেশ।
মৃগেন্দ্র লজ্জিত হয় দেখি মধ্যদেশ॥
রূপের সমান তার গুণের গণনা।
শুদ্ধমতি সকল শাস্ত্রেতে বিচক্ষণা॥
কদাচ নাহিক অন্যমতি ধর্ম্ম বিনা।
নানাবিধ শিল্পকর্ম্মে অতি সে প্রবীণা॥
প্রিয়বাদিনী সতী সর্ব্বভূতে দয়া।
নৃপতি হৃষ্টমতি দেখিয়া তনয়া॥
সাবিত্রী বলিয়া নাম রাখিল তাহার।
সদন পবিত্র কন্যা পবিত্র আচার॥
দিনে দিনে বাড়ে কন্যা বাপের মন্দিরে।
স্বচ্ছন্দ গমনে যায় যথা ইচ্ছা করে॥
সমান বয়স প্রিয়সখিগণ সাথে।
ভ্রমণ করয়ে সুখে চড়ি দিব্যরথে॥
বিশেষ বাঁপের রাজ্য কিছু নাহি ভয়।
উপনীত হইলেক মুনির আলয়॥
নানাবিধ কৌতুক দেখিয়া রাজসুতা।
হেনকালে অপূর্ব্ব শুনহ তার কথা॥
দ্যুমৎসেন নামে রাজা অবন্তীর পতি।
শত্রু নিল রাজ্য, বনে করিল বসতি॥
তাঁহার নন্দন ছিল নামে সত্যবান।
রূপেতে নাহিক কেহ তাহার সমান॥
মুনিপুত্রগণ সহ আছিল ক্রীড়ায়।
কতদূরে থাকিয়া সাবিত্রী দেখে তায়॥
কন্দর্প জিনিয়া রূপ কিশোর বয়েস।
দেখিয়া নরেন্দ্রসুতা জিজ্ঞাসে বিশেষ॥
কাহার নন্দন এই কহ মুনিগণ।
যার রূপে উজ্জ্বল করিল তপোবন॥
কহে বনবাসী জন কর অবধান।
দ্যুমৎসেনের পুত্র নাম সত্যবান॥
এত শুনি সাবিত্রী হইল হৃষ্টমতি।
মনেতে বরিয়া তারে কৈল নিজ পতি॥
গৃহেতে আসিয়া তবে নৃপতির সুতা।
জননীর কাছে গিয়া কহে সব কথা॥
কন্যাবাক্যে রাণী গিয়া কহে নৃপবরে।
শুনিয়া কহিল রাজা দুঃখিত অন্তরে॥
কোন বংশে জন্ম তার, কিবা তার ধর্ম্ম।
না জানিয়া কেমনে করিব হেন কর্ম্ম॥
এইরূপে আছে রাজা নিরানন্দ-মন।
কতদিনে আইলেন ব্রহ্মার নন্দন॥
নারদ মুনিরে দেখি সুখী সর্ব্বজনে।
হৃষ্টমতি নরপতি মুনি আগমনে॥
বসাইল দিব্য সিংহাসনের উপর।
বেদের বিহিত স্তুতি করিল বিস্তর॥
আনন্দে বসিল সবে কথোপকথনে।
হেনকালে সাবিত্রী আইল সেই স্থানে॥

কন্যা দেখি নৃপতিরে কহে তবে মুনি।
পরমা সুন্দরী এই কাহার নন্দিনী ॥
অশ্বপতি বলে মুনি কি কহিব আর।
অপত্য আমার এই কন্যা মাত্র সার ॥
মুনি বলে সর্ব্ব সুলক্ষণা তব সুতা।
বিবাহ দিয়াছ, কি আছে অবিবাহিতা ॥
রাজা বলে শিশুমতি অত্যল্প বয়েস।
যোগ্যাযোগ্য ভালমন্দ না জানে বিশেষ ॥
বরিয়াছে কাহায় মুনির তপোবনে।
নিরূপণ না জানি সন্দেহ আছে মনে ॥
ভাল হৈল ভাগ্যবশে আইলা আপনি।
চিরদিনে ঘুচিল মনের ধন্ধ মুনি ॥
নারদ কহিল তবে সাবিত্রীর প্রতি।
কোন বংশে জন্ম তার কাহার সন্ততি ॥
সাবিত্রী কহিল দেব মুনির আশ্রমে।
দ্যুমৎসেনের পুত্র সত্যবান নামে ॥
নারদ কহিল আমি জানি সব বার্ত্তা।
তাহা ছাড়ি সাবিত্রী করহ অন্য ভর্ত্তা ॥
সাবিত্রী কহিল পূর্ব্বে বরিয়াছি মনে।
অন্যে বরি ভ্রষ্টা হৈব কিসের কারণে ॥
মুনি বলে দোষ নাই শুন মম কথা।
সাবিত্রী কহিল মুনি না হবে অন্যথা ॥
পুনঃ পুনঃ দোঁহাকার এই বাক্য শুনি।
ব্যস্ত হ'য়ে তাঁরে জিজ্ঞাসিল নৃপমণি ॥
তাহার বৃত্তান্ত শুনি কহ মুনিবর।
কি কারণে বরিতে কহিলে অন্য বর ॥
কোন বংশে জন্ম তার, কাহার নন্দন।
কহ শুনি মুনিবর ব্যস্ত মম মন ॥
নৃপতির মুখে শুনি এতেক বচন।
কৃপাবশে কহিতে লাগিল তপোধন ॥
সূর্য্যবংশে সুরসেন রাজার সন্ততি।
দ্যুমৎসেন নামে রাজা অবন্তীর পতি ॥
মহিমা সাগর-মহারাজ গুণবান।
পৃথিবীতে নাহি শুনি তাঁহার সমান ॥
খণ্ডন না যায় রাজা দৈবের নির্ব্বন্ধ।
কতদিনে নৃপতির চক্ষু হৈল অন্ধ ॥
চক্ষুহীন শিশুপুত্র নাহি অন্য জন।
সময় পাইয়া রাজ্য নিল চক্রীগণ ॥
ভার্য্যা পুত্র সহিত করিল বনবাস।
মহাক্লেশে আছে সর্ব্ব সুখেতে নিরাশ ॥
বিচার করিয়া দেখ দৈবের সংযোগ।
শরীর ধরিলে হয় দুঃখ-সুখ-ভোগ ॥
রাজা বলে কৃতার্থ করিলে তপোধন।
এই চিন্তা করি সদা নিরানন্দ-মন ॥
দুঃখ সুখ শরীরের সহযোগে জন্ম।
সময়ে প্রবল হয় আপনার কর্ম্ম ॥
ভাল মন্দ আপন ইচ্ছায় কিছু নয়।
দৈবের সংযোগ সেই যখন যে হয় ॥
বরযোগ্য বটে যদি সেই সত্যবান।
আজ্ঞা কর সাবিত্রী কন্যারে করি দান ॥
মুনি বলিলেন এতে বাধা করি আমি।
পুনঃ পুনঃ আমারে জিজ্ঞাসা কর তুমি ॥
কুলে শীলে রূপে গুণে তোমা হৈতে শ্রেষ্ঠ।
সকল সুন্দর বটে একমাত্র কষ্ট ॥
আজি হৈতে যাবৎ বৎসর পূর্ণ হয়।
সেই দিনে সত্যবান মরিবে নিশ্চয় ॥
কহিনু ভবিষ্য কথা যদি লয় মনে।
যোগ্য দেখি কন্যাদান কর অন্য জনে ॥
শুনিয়া মুনির মুখে এতেক ভারতী।
কহিতে লাগিল অশ্বপতি মহামতি ॥
কদাচ কর্ত্তব্য মম নহে এই কর্ম্ম।
বালকের ক্রীড়ায় নাহিক ধর্ম্মাধর্ম্ম ॥
ধনে মানে কুলে শীলে হবে গুণবান্।
বিচার করিয়া তারে দিব কন্যাদান ॥
দোষ না থাকিবে তার হবে রাজ্যেশ্বর।
এমত পাত্রেতে কন্যা দিব মুনিবর ॥
কন্যাদানকর্ত্তা পিতা আছে পূর্ব্বাপর।
তাহে যদি মন নহে হবে স্বয়ম্বর ॥
আনাইব পৃথিবীর যত নৃপচয়।
দেখিয়া বরিবে কন্যা যারে মন লয় ॥
অল্পআয়ু কি হেতু বরিবে সত্যবান।
বিশেষ বৈধব্য-দুঃখ মরণ সমান ॥

শুনিয়া দোঁহার মুখে এতেক ভারতী ।
কৃতাঞ্জলি কহিছে সাবিত্রী গুণবতী ॥
শুনহ জনক মম সত্য নিরূপণ ।
কদাচিত নয়নে না হেরি অন্যজন ॥
প্রথম মানসে তাঁরে বরিয়াছি আমি ।
জীবন মরণে সেই সত্যবান স্বামী ॥
বৈধব্য যন্ত্রণা যদি থাকে মম ভোগ ।
খণ্ডন না যাবে পিতা দৈবের সংযোগ ॥
অনিত্য সংসার এই অবশ্য মরণ ।
না মরিয়া চিরজীবী আছে কোন জন ॥
অসার সংসার মাঝে আছে এক ধর্ম্ম ।
তাহা ছাড়ি কিমতে করিবে অন্য কর্ম্ম ॥
ধিক্ ধিক্ সে ছার সুখেতে অভিলাষ ।
ধর্ম্ম ছাড়ি অধর্ম্মে যে করে সুখ আশ ॥
কি করিব সুখে পিতা, কত কাল জীব ।
কুকর্ম্মে আজন্ম কাল নরকে থাকিব ॥
এত শুনি প্রশংসা করিল তপোধন ।
আশীর্ব্বাদ করি গেল নিজ নিকেতন ॥
অশ্বপতি দুঃখ অতি পাইল অন্তরে ।
কহিল অনেক কথা সাবিত্রীর তরে ॥
বুঝাইল নরপতি বিবিধ বিধান ।
সাবিত্রী কহিল মম পতি সত্যবান ॥
ভারত-পঙ্কজ রবি মহামুনি ব্যাস ।
পাঁচালী প্রবন্ধে রচে কাশীরাম দাস ॥

সাবিত্রীর সহিত সত্যবানের বিবাহ ।

একান্ত বুঝিয়া রাজা তনয়ার মন ।
বন হৈতে সত্যবানে আনিল তখন ॥
বিধিমতে বিবাহ দিলেন নরপতি ।
সত্যবান গেল তবে আপন বসতি ॥
পুত্রের বিবাহ-বার্ত্তা মহোৎসব শুনি ।
হরিষ বিষাদ-মনে কহে রাজরাণী ॥
নিদারুণ বিধি কৈল এ সব সংযোগ ।
নিরাশ করিল মোরে দিয়া বহু ভোগ ॥
ইন্দ্রের বৈভব জিনি ত্যজি নিজ দেশ ।
বনেতে নিবাস করি তপস্বীর বেশ ॥
বধূ মম অশ্বপতি নৃপতির বালা ।
হেনজন কিরূপে থাকিবে বৃক্ষতলা ॥
এইমতে কহিল অনেক রাজা রাণী ।
সাবিত্রী দেখিতে এল যতেক ব্রাহ্মণী ॥
অনেক প্রশংসা করি কহে সর্ব্বজন ।
সমানে সমানে বিধি করিল মিলন ॥
তুমি রাণী ভাগ্যবতী রাজা মহাসাধু ।
সে কারণে পাইলে সাবিত্রী হেন বধূ ॥
অনেক লক্ষণ দেখি ইহার শরীরে ।
এত বলি গেল সবে নিজ নিজ ঘরে ॥
পরম আনন্দ-মনে রহে চারিজনে ।
নিত্য নিত্য সত্যবান প্রবেশিয়া বনে ॥
নানাবিধ ফল মূল করণ্ডেতে ভরে ।
প্রতিদিন আনি দেয় সাবিত্রী গোচরে ॥
সাবিত্রীর মহিমা শুনিতে চমৎকার ।
যাঁর নামে ধন্যধন্য জগৎ সংসার ॥
শ্বশুর শাশুড়ী সেবে দেবের সমানে ।
নানা সেবা করে নিত্য পতি সত্যবানে ॥
লক্ষ্মীর সমান হয় সতী পতিব্রতা ।
নিত্য নিয়মিত পূজে ব্রাহ্মণ দেবতা ॥
দেবতা সেবিয়া শ্রেষ্ঠ পুরুষ পাইল ।
মধুর সম্ভাষে বনবাসী বশ হৈল ॥
অত্যন্ত তুষিল সর্ব্বভূতে দয়াবতী ।
তাঁর গুণে তুল্য দিতে নাহি বসুমতী ॥
যত্নে আচরিল যত নানাবিধ কর্ম্ম ।
নিত্য নিয়মিত যত বেদবিধি ধর্ম্ম ॥
ইষ্টেতে একান্ত মতি করে আচরণ ।
শিল্প যত কর্ম্ম চিত্র বিচিত্র রচন ॥
দেখিয়া সানন্দ রাজা রাণী সত্যবান ।
বৎসরেক সাবিত্রী আছয়ে সেই স্থান ॥
নারদের বচন স্মরিয়া অনুক্ষণ ।
লোকলাজে নানা কাজে নিবারিয়া মন ॥
নিমেষ মুহূর্ত্ত দণ্ড প্রাণ আদি করি ।
দণ্ডে দণ্ডে গণি যায় দিবস শর্ব্বরী ॥
পঞ্চদশ দিনে পক্ষ, দ্বিপক্ষেতে মাস ।
হেন মতে যায় মাস বাড়য়ে নিরাশ ॥

এইমতে অনুক্ষণ সাবিত্রীর মনে ।
া রাণী সত্যবান কিছুই না জানে ॥
তক প্রকারে শুন ধর্ম্ম নরবর ।
সরের শেষ মাত্র দ্বিতীয় বাসর ॥
চিন্তায় আকুল হৈল নৃপতির সুতা ।
বিচারিল, পূর্ণ হৈল নারদের কথা ॥
অবশ্য হইবে যাহা করিবে ঈশ্বর ।
আমার একান্ত ভার তাঁহার উপর ॥
হেনমতে বিচার করিয়া সারোদ্ধার ।
আরম্ভ করিল তবে সংসারের সার ॥
পাইলেন জ্যৈষ্ঠমাস কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী ।
লক্ষ্মী নারায়ণে সতী পূজে অহর্নিশি ॥
শুদ্ধভাবে একমনে বসিল সুন্দরী ।
অনায়াসে বঞ্চিলেক দিবস শর্ব্বরী ॥
আর দিন প্রভাতে উঠিয়া সযতনে ।
বিধিমতে করাইল ব্রাহ্মণ-ভোজনে ॥
দক্ষিণান্ত করি কার্য্য কৈল সমাপন ।
আশীর্ব্বাদ করিয়া গেলেন দ্বিজগণ ॥
এইরূপে বঞ্চিলেক দ্বিতীয় প্রহর ।
সেই দিনে পূর্ণ সত্যবানের বৎসর ॥
তাহাতে ভূপতি সুতা চিন্তাকুলমনা ।
হেনকালে শুন রাজা দৈবের ঘটনা ॥
নিত্য নিত্য সত্যবান প্রবেশিয়া বন ।
ফল মুল কাষ্ঠাদি করেন আহরণ ॥
দিবসের শেষ দেখি রাজার তনয় ।
বিচারিল বনে যাই হইল সময় ॥
ভাবিয়া করগু কুঠার লইলেক করে ।
বিদায় হইল গিয়া মায়ের গোচরে ॥
রাণী বলে শুন পুত্র দিবা অবশেষ ।
এমত সময় বনে না কর প্রবেশ ॥
ত্যবান বলে মাতা না করিহ ভয় ।
এখনি আসিব মাতা জানিও নিশ্চয় ॥
এত বলি চলিলেক রাজার কুমার ।
বার্ত্তা পেয়ে সাবিত্রী দেখিল অন্ধকার ॥
শোকাকুলা বিচার করিয়া মনে মন ।
পূর্ণ হৈল যাহা কৈল ব্রহ্মার নন্দন ॥
কালপূর্ণ হয় আজি রাজার নন্দনে ।
কর্ম্মসূত্রে টানিয়া লইল মৃত্যুস্থানে ॥
বিবাহ জনম মৃত্যু যথা যেই মতে ।
সময়ে আপনি সবে যায় সেই পথে ॥
সে কারণে যে স্থানে তাহার মৃত্যুস্থান ।
ভূপতি-নন্দন তথা করিল প্রয়াণ ॥
ভাবিলেক কালপ্রাপ্ত যদি মম পতি ।
আমার উচিত হয় যাইতে সংহতি ॥
কারে না কহিল কিছু নৃপতির সুতা ।
শীঘ্রগতি গেল তবে পতি যায় যথা ॥
নৃপতি শুনিয়া বলে নিষেধ বচন ।
সাবিত্রী নিষেধ নাহি মানিল তখন ॥
রাজরাণী বার্ত্তা পান বধূ যায় বন ।
চিন্তাকুলা মহিষী আইল সেইক্ষণ ॥
সাবিত্রীকে কহিলেন মধুর বচন ।
কহ বধূ চিন্তা কর কিসের কারণ ॥
ফল মূল ল'য়ে স্বামী আসিবে এখন ।
কি কারণে মহাকষ্টে যাবে তুমি বন ॥
অন্য কেহ নাহি তথা দেখ ঘোর বন ।
কি কারণে চিন্তা কর স্বামীর কারণ ॥
দুই দিন হৈল তাহে আছ উপবাসী ।
ঘরে আসি ভোজন করহ সুখে বসি ।
শাশুড়ীর মুখে শুনি এতেক বচন ।
করযোড়ে কহিতে লাগিল সেইক্ষণ ॥
আসিয়া পশ্চাতে আমি করিব ভোজন ।
আজ্ঞা দেহ তবে রাণী দেখে আসি বন ॥
বিশেষতঃ আছে এই শাস্ত্রের প্রসঙ্গ ।
ব্রত শেষ বঞ্চিবেক নিজ পতি সঙ্গ ॥
দেখিয়া বনের শোভা দিবস বঞ্চিব ।
আনন্দে স্বামীর সঙ্গে এখনি আসিব ॥
সাবিত্রীর অভিলাষ বুঝি রাজরাণী ।
নিবৃত্তা হইল আর না কহিল বাণী ॥
হেনমতে সাবিত্রী সহিত সত্যবান ।
নিবীড় কানন মাঝে করিল পয়াণ ॥
নানা রূপ কৌতুক দেখিয়া দুইজন ।
বহুবিধ ফলমূল কৈল আহরণ ॥

নিবাক্য মনে করি নৃপতির সুতা।
ত্যন্ত ব্যাকুলা হৈল আর চিন্তাযুতা ॥
জানি কেমনে হবে পতির নিধন।
ত্যবান নাহি জানে এত বিবরণ ॥
রণ করিয়া সুখে তুলে ফল মূল।
াত্র পরিপূর্ণ হৈল নাহি আর স্থল ॥
খিয়া আঁকশি সাজি সাবিত্রীর কাছে।
াষ্ঠ হেতু সত্যবান উঠে গিয়া গাছে ॥
ঠারে কাটিল তবে বৃক্ষ সহ ডাল।
পস্থিত হইয়া আসিল মৃত্যুকাল ॥
কস্মাৎ শিরঃপীড়া করিল অস্থির।
হস্র বাণেতে যেন দংশিলেক শির ॥
ত্যবান বলে শুন রাজার তনয়া।
িতে না পারি কিবা হৈল দেবমায়া।
দিক অন্ধকার দেখি অকস্মাৎ।
হস্র সহস্র শেল মারয়ে নির্ঘাত ॥
নু হৈতে বাহির হইল বুঝি প্রাণ।
স্তার নাহিক আর হইনু অজ্ঞান ॥
াবিত্রী কহিল আমি জানি পূর্ব্বকথা।
ধৈর্য্য ধর এখনি ঘুচিবে শিরোব্যথা ॥
য়ন করিয়া সুখে থাকহ ঠাকুর।
হবে সকল পীড়া মুহূর্ত্তেকে দূর ॥
জ অঙ্গ বসন পাতিয়া পুণ্যবতী।
ক্রোড়ে রাখিয়া শির শোয়াইল পতি ॥
হাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

সত্যবানের মৃত্যু এবং যমের নিকটে সাবিত্রীর বরপ্রাপ্তি।

চেতন রহিত হৈল রাজার তনয়।
ক্রমে ক্রমে আয়ুশেষ হইল তথায় ॥
দেখিয়া নৃপতিসুতা ভাবে মনে মনে।
কাল পরিপূর্ণ হৈল রাজার নন্দনে ॥
এখন আসিবে হেথা কৃতান্ত কিঙ্কর।
রাখিব কেমনে লয় আমার ঈশ্বর ॥
হেনমতে সাবিত্রী রহিল ঘোর বনে।
হেথায় ডাকিল যম যত দূতগণে ॥
সত্যবানে আনিতে কহিল ধর্ম্মরাজ।
আজ্ঞাতে আইল শীঘ্র দূতের সমাজ ॥
যথায় কাননে পড়ি ভূপতি-নন্দন।
তাহার নিকটে গেল যত দূতগণ ॥
পরশিতে না পারিল সাবিত্রীর তেজে।
নিরস্ত হইয়া দূত কহে ধর্ম্মরাজে ॥
দূতমুখে ধর্ম্মরাজ পাইল বারতা।
আপনি আইল শীঘ্র সত্যবান যথা ॥
দেখিয়া সাবিত্রী কহে তুমি কোন্ জন।
ধর্ম্মরাজ বলে আমি সবার শমন ॥
রাজপুত্র সত্যবান এই তব স্বামী।
কালপূর্ণ হৈল আজি ল'য়ে যাব আমি ॥
সাবিত্রী কহিল ধর্ম্ম যে আজ্ঞা তোমার।
বিধাতার নির্ব্বন্ধ লঙ্ঘিতে শক্তি কার ॥
মায়াতে মোহিত সব কেবা কার পতি।
সবে সত্যধর্ম্ম মাত্র অখিলের পতি ॥
এতেক কহিয়া সতী ছাড়ে সত্যবানে।
করযোড়ে রহিল যমের বিদ্যমানে ॥
সত্যবান সমীপে আসিয়া সূর্য্যসুত।
শরীর হইতে বার করিল অদ্ভুত ॥
অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ তনু দেখিতে সুন্দর।
বন্ধন করিয়া নিয়া চলিল সত্বর ॥
দেখিয়া পতির দশা হ'য়ে দুঃখমতি।
কিছু না কহিয়া চলে যমের সংহতি ॥
দেখিয়া কৃতান্ত তবে জিজ্ঞাসিল তারে।
কে তুমি কি হেতু বল যাবে কোথাকারে ॥
কালেতে হৈল তব পতির মরণ।
তার জন্য বৃথা চিন্তা কর কি কারণ ॥
সকলের নিয়ম আছয়ে এইমত।
কালপূর্ণ হৈলে সবে যায় মৃত্যুপথ ॥
আমার বচনে ঘরে যাও গুণবতী।
শীঘ্রগতি স্বামীর চিন্তহ ঊর্দ্ধগতি ॥
ধর্ম্মরাজ মুখে শুনি এতেক উত্তর।
রাজার নন্দিনী কহে করি যোড়কর ॥

যে কিছু কহিলে প্রভু সব জানি আমি।
কেবা কার ভাই বন্ধু কেবা কার স্বামী ॥
সহজে সংসার মিথ্যা বিশেষ আমার।
মায়াপাশে কি হেতু যাইব পুনর্ব্বার ॥
কালপূর্ণে মরে পতি দুঃখ নাহি ভাবি।
সকলে মরিবে, নহে কেহ চিরজীবী ॥
এইমত ব্রহ্মাণ্ড মধ্যেতে যত জন।
জনম লভিলে হয় অবশ্য মরণ ॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম অনুসারে সুখ-দুঃখ ভোগ।
নিজ ইচ্ছা নহে, করে বিধির সংযোগ ॥
আপনার স্বকর্ম্ম ভুঞ্জিবে মোর পতি।
আমার কি সাধ্য করি তাঁর ঊর্দ্ধগতি ॥
আপনি আপন বন্ধু যদি রাখে ধর্ম্ম।
আপনি আপন শত্রু করিলে কুকর্ম্ম ॥
সুখ দুঃখ ধর্ম্মাধর্ম্ম সদা অনুগত।
পূর্ব্বাপর নিয়মিত আছে শাস্ত্রমত ॥
সে কারণে প্রাণপণে করিবেক ধর্ম্ম।
সতের সঙ্গতি হৈলে করে নানা কর্ম্ম ॥
সংসারের সার সঙ্গ বলে মুনিগণে।
সঙ্গদোষে চোর হয়, সাধু সঙ্গগুণে ॥
সাবিত্রীর মুখে শুনি এতেক ভারতী।
পরম সন্তুষ্ট হ'য়ে বলে মৃত্যুপতি ॥
পৃথিবীতে সাধ্বী তুমি নৃপতির সুতা।
তোমার জননী ধন্য, ধন্য তব পিতা ॥
শ্রবণে শুনিনু তব বাক্য সুধারস।
বর লহ সাবিত্রী হইনু তব বশ ॥
সত্যবানে ছাড়ি তুমি মাগ অন্য বর।
যাহা ইচ্ছা মাগি লও আমার গোচর ॥
সাবিত্রী কহিল যদি হৈলে কৃপাবান।
অপুত্র আছেন পিতা দেহ পুত্রদান ॥
যম বলে তারে আমি দিনু পুত্রবর।
যাও শীঘ্রগতি তুমি আপনার ঘর ॥
সাবিত্রী কহিল শুন মম নিবেদন।
তব সঙ্গ ছাড়িতে তিলেক নাহি মন ॥
সতের সঙ্গতি যেন কাশীর নিবাস।
আমারে করিতে চাহ ইহাতে নিরাশ ॥

পূর্ব্ব-পিতৃ পুণ্যবলে নিজ ভাগ্যবশে।
তোমা হেন গুণনিধি পাই অনায়াসে ॥
ইহা হৈতে কর্ম্মবন্ধ না হইবে ক্ষয়।
জানিনু আমারে বাম বিধাতা নিশ্চয় ॥
এত শুনি তুষ্ট হ'য়ে বলে মৃত্যুপতি।
অমৃত অধিক শুনি তোমার ভারতী ॥
পুনঃ পুনঃ আনন্দ জন্মাও মম মনে।
বর মাগ বিনা সত্যবানের জীবনে ॥
সাবিত্রী কহিল যদি কৃপা কৈলে মোরে।
শ্বশুর আছেন অন্ধ চক্ষু দেহ তাঁরে ॥
শমন কহেন চক্ষু হইবে তাঁহার।
রজনী অধিক হয় যাও নিজাগার ॥
রাজার নন্দিনী কহে সব জান তুমি।
সংসার-বাসনা কভু নাহি করি আমি ॥
না চাহি তনয় বন্ধু নাহি চাহি পতি
আজ্ঞা কর সতত ধর্ম্মেতে রহে মতি ॥
এত শুনি তুষ্ট হ'য়ে কহে দণ্ডপাণি।
পরম সুশীলা তুমি রাজার নন্দিনী ॥
তব বাক্যে আনন্দ হইল মম মন।
বর মাগ বিনা সত্যবানের জীবন ॥
সাবিত্রী কহিল আর না করিব লোভ।
লোভে পাপ পাপে মৃত্যু পাছে হয় ক্ষোভ।
সে কারণে বর নিতে ভয় বাসি মনে।
শুনিয়া কৌতুকে যম কহে সেইক্ষণে ॥
সত্যবানের জীবন ছাড়িয়া অন্য বর।
যাহা ইচ্ছা মাগ তুমি আমার গোচর ॥
সাবিত্রী কহিল বর মাগি যে শমন।
রাজ্যহীন আছে রাজা দেহ রাজ্যধন ॥
যম বলে পুনঃ রাজ্য পাবে নৃপবর।
বিলম্ব নাহিক কার্য্য যাহ নিজ ঘর ॥
সাবিত্রী কহিল শুন মম নিবেদন।
অবশ্য হইবে যাহা বিধির সৃজন ॥
মায়াতে মোহিত সবে সত্যপথ ত্যজে।
ঘর ঘোর বিপদ-সাগরে মাত্র মজে ॥
আমার আমার করি বলে সর্ব্বজন।
মিথ্যা ঘর পরিবার মজাইয়া মন ॥

নারী পুত্র বান্ধব শ্বশুর পিতা মাতা ।
অনর্থের হেতু সব মহাদুঃখদাতা ॥
এ সব পালন হেতু ত্যজে নিজ ধর্ম্ম ।
ভরণ পোষণ করে করিয়া কুকর্ম্ম ॥
পশ্চাতে অধর্ম্মভাগী হয় সেই জনা ।
নিজ অঙ্গে ভোগ করে বিবিধ যন্ত্রণা ॥
নয়ন থাকিতে অন্ধপ্রায় যত লোক ।
কর্ম্মসূত্রে বন্ধ যেন তসরের পোক ॥
যথাকালে অপনার কর্ম্মফল পায় ।
বিধির নির্ব্বন্ধ সেই বৃক্ষপত্র খায় ॥
জানিয়া তথাপি তারা থাকে অনায়াসে ।
পাছে বিপরীত বুদ্ধি হয় কর্ম্মদোষে ॥
সুখেতে থাকিব হেন ভাবিয়া অন্তরে ।
নিজ সূত্রে বেষ্টিত হইয়া পাছে মরে ॥
সেই মত পৃথিবীতে হৈল যত লোক ।
মায়ামোহে মজিয়া পশ্চাতে পায় শোক ॥
সংসার অসার প্রভু সার ধর্ম্মপথ ।
তাহা বিনা আমার নাহিক মনোরথ ॥
ঘর ঘোর বন্ধনে যাইতে কদাচন ।
নিশ্চয় জানিহ দেব নাহি মম মন ॥
উৎপত্তিতে তপ্তজীব চিন্তার হুতাশে ।
শীতল হউক দেব তোমার পরশে ॥
আজ্ঞা কর মুহূর্ত্তেকে থাকিব সংহতি ।
এত শুনি তুষ্ট হ'য়ে বলে মৃত্যুপতি ॥
ধন্য তব চরিত্র আমার চমৎকার ।
অগোচর নহে মম অখিল সংসার ॥
অল্পকাল ধর্ম্মেতে এতেক তব মতি ।
তোমার তুলনা যোগ্য নাহি দেখি ক্ষিতি ॥
পৃথিবীতে তোমার হইল যত যশ ।
মধুর বচনে তব হইলাম বশ ॥
সত্যবান জীবন ব্যতীত অন্য বর ।
যাহা ইচ্ছা মাগ লহ আমার গোচর ॥
কন্যা বলে এই সত্যবানের ঔরসে ।
হইবেক এক পুত্র পঞ্চম বরষে ॥
হেনমতে দেহ মোরে শতেক নন্দন ।
অঙ্গীকার নিজ বাক্য করহ পালন ॥
কৃতান্ত কহিল ঘরে যাও গুণবতী ।
মম বরে হবে তব শতেক সন্ততি ॥
এত বলি শীঘ্রগতি চলিল শমন ।
সাবিত্রী তাঁহার পাছে করিল গমন ॥
যম বলে কি কারণে আসিতেছ কোথা ।
চারি বর দিলাম জঞ্জাল কর বৃথা ॥
সাবিত্রী কহিল দেব উত্তম কহিলা ।
শত পুত্র জন্মিবে আপনি বর দিলা ॥
অলঙ্ঘ্য তোমার বাক্য কে পারে লঙ্ঘিতে ।
আমার হইবে পুত্র সত্যবান হৈতে ॥
ইহার বিধান অগ্রে কর ধর্ম্মরায় ।
তোমার সংহতি মম নাহি কোন দায় ॥
সাবিত্রীর মুখে শুনি এতেক ভারতী ।
পরম লজ্জিত হ'য়ে কহে মৃত্যুপতি ।
এ তিন ভুবনে তুমি সতী পতিব্রতা ।
পবিত্র হইবে লোক শুনে তব কথা ॥
বিশেষ করিলে ব্রত চতুর্দ্দশী দিনে ।
পাইলে এ চারি বর তাহার কারণে ॥
দ্বিতীয় তোমার কর্ম্ম কহনে না যায় ।
নতুবা শুনেছ কোথা ম'লে প্রাণ পায় ॥
এই লও তব পতি রাজা সত্যবান ।
কৌতুকে গমন কর আপনার স্থান ॥
যেই ব্রত করিলে বসিয়া অহর্নিশি ।
লোকে পরে করিবে সাবিত্রী চতুর্দ্দশী ॥
ভক্তিভাবে এই কথা কহে যেইজন ।
পাইবে পরম পদ না যায় খণ্ডন ॥
তোমার মহিমা যেবা করিবে স্মরণ ।
আমা হৈতে ভয় তার নাহি কদাচন ॥
তোমার গুণেতে বশ হইলাম আমি ।
যাও শীঘ্র সহিতে লইয়া নিজ স্বামী ॥
পৃথিবীতে ভোগ কর পরম কৌতুকে ।
অন্তকালে বসতি দোঁহার বিষ্ণুলোকে ॥
এত বলি মৃত্যুপতি ছাড়ি সত্যবানে ।
আনন্দ-বিধানে গেল আপনার স্থানে ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান ।
কাশীরাম দাসে কহে শুনে পুণ্যবান ॥

সত্যবানের পুনর্জ্জীবন লাভ।

নিজ পতি পেয়ে সতী হরষিত মতি।
স্বামীর নিকটে গেল পুনঃ শীঘ্রগতি ॥
মহানন্দে ল'য়ে সেই অঙ্গুষ্ঠ পুরুষে।
স্বামী অঙ্গে নিয়োজিল পরম হরিষে ॥
চেতন পাইয়া উঠে রাজার নন্দন।
নিদ্রা হ'তে যেমন হইল জাগরণ ॥
হেনকালে শুন যুধিষ্ঠির নৃপমণি।
অস্ত গেল দিবাকর আইল রজনী ॥
দেখি সত্যবান অতি চিন্তাকুল মনে।
কহিতে লাগিল সাবিত্রী সম্বোধনে ॥
কহ প্রিয়ে হইল দুরন্ত ঘোর নিশি।
কিমতে পাইব রক্ষা অরণ্যেতে বসি ॥
চিনিতে না প্যারি পথ অন্ধকার ঘোর।
কেন প্রিয়ে না করিলে নিদ্রাভঙ্গ মোর ॥
হায় বিধি কালনিদ্রা মোরে আনি দিলে।
কান্দিবেক জনক জননী শোকাকুলে ॥
সাবিত্রী কহিল প্রভু শুন মম কথা।
হইল যে কর্ম্ম তাহা চিন্তা কর বৃথা ॥
নিদ্রা ভঙ্গ করিলে অধর্ম্ম বড় হয়।
সেই জন্য জাগাইতে মনে হৈল ভয় ॥
মনে মনে অবশ্য আছয়ে কিছু বেলা।
সে কারণে প্রভু রৈনু মনে করি হেলা ॥
মেঘেতে আচ্ছন্ন বেলা নারিনু বুঝিতে।
মম দোষ নাহি কিছু না ভাবিও চিতে ॥
অন্ধকারে গৃহে যেতে কর মনোরথ।
রাত্রিকালে বনস্থলে না জানিবে পথ ॥
চল প্রভু এই বৃক্ষে অরোহণ করি।
কোন মতে বঞ্চি প্রভু এ ঘোর শর্ব্বরী ॥
প্রভাতে উঠিয়া কালি করিব গমন।
যে আজ্ঞা তোমার এই মম নিবেদন ॥
সত্যবান বলে প্রিয়ে উত্তম কহিলে।
ইহা না করিলে কোথা যাব রাত্রিকালে ॥
ইহা বলি উঠে দোঁহে বৃক্ষের উপরে।
চিন্তায় আকুল রহে দুঃখিত অন্তরে ॥
তথায় হইল চক্ষু অন্ধ নৃপতির।
পুত্রের বিলম্ব দেখি হইল অস্থির ॥
শোকাকুল অনেক কান্দয়ে রাজরাণী।
কোথায় রহিল পুত্র এ ঘোর রজনী ॥
তিন দিন উপবাসী বধূ গেল সাথে।
না জানি কেমন কষ্ট হইল বা পথে ॥
এতকালে স্বামী যদি পায় চক্ষুদান।
হারাইল রত্ননিধি পুত্র সত্যবান ॥
হায় বধূ সাবিত্রী, কুমার সত্যবান।
তোমা দোঁহা না দেখিয়া ফাটে মম প্রাণ।
ঘোর বনে বনজন্তু শত শত ছিল।
অভাগীর কর্ম্মদোষে বুঝি বা হিংসিল ॥
নাম ধরি কন্দিয়া উঠিল দুইজনে।
কারণ জানিতে গেল মুনিগণ স্থানে ॥
একে একে কহিল যতেক মুনিগণ।
কি হেতু তোমরা এত করিছ ক্রন্দন ॥
আশ্বাস করিয়া কয় না করিবে ভয়।
সুখের লক্ষণ রাজা জানিও নিশ্চয় ॥
আমা সবাকার বাক্য কভু নহে আন।
রাত্রিশেষে আসিবে সাবিত্রী সত্যবান ॥
সান্ত্বনা করিয়া দোঁহে পাঠাইল ঘর।
চিন্তাকুল রহিলেন দুঃখিত অন্তর ॥
কতেক কষ্টেতে বঞ্চিলেন সেই নিশি।
হেনকালে অরুণ উদয় পূর্ব্বদিশি ॥
প্রভাত জানিয়া তবে রাজার নন্দন।
ফলমূল কাষ্ঠ ল'য়ে করিল গমন ॥
হেথা রাজা রাণী করে পথ নিরীক্ষণ।
হেনকালে নিকটে আইল দুইজন ॥
তিতিল দোঁহার অঙ্গ প্রেম-অশ্রুজলে।
সেইমত আনন্দ হইল বনস্থলে ॥
আশ্রমে আইল দোঁহে প্রফুল্লবদনে।
সত্যবান সাবিত্রী আইল নিকেতনে ॥
শুনিয়া আসিল যত ছিল মুনিগণ।
বিস্ময় মানিয়া সবে জিজ্ঞাসে কারণ ॥
সবাকারে সাবিত্রী কহিল বিবরণ।
আদ্য অন্ত যত সব বনের কথন ॥

এত শুনি সর্ব্বজন সাবিত্রীর কথা ।
জানিল মনুষ্য নহে অশ্বপতি সুতা ॥
বহুবিধ প্রশংসা করিল সর্ব্বজন ।
আশীর্ব্বাদ করি সবে করিল গমন ॥
সাবিত্রীর চরিত্রে শুনিয়া রাজা রাণী ।
আপনারে কৃতকৃত্য ভাগ্যবান মানি ॥
স্নানদান করিলেন হরিষ অন্তরে ।
শুন ধর্ম্মরাজ তার কত দিনান্তরে ॥
অশ্বপতি ভূপতি হইল পুত্রবান ।
শত্রু জিনি নিজ রাজ্য নিল সত্যবান ॥
সাবিত্রীর শত পুত্র হৈল যথাকালে ।
নিজ রাজ্যে একত্রে বঞ্চিলা কুতূহলে ॥
সাবিত্রীর তুল্য নাহি এ তিন ভুবনে ।
দুই কুল উদ্ধার করিল নিজ গুণে ॥
মৃতজন পায় প্রাণ অন্ধ চক্ষুদান ।
অপুত্রক ছিল রাজা হৈল পুত্রবান ॥
জন্মাইল আপনার শতেক সন্ততি ।
নিজ রাজ্য উদ্ধার করিল গুণবতী ॥
এই হেতু সর্ব্বজন ভুবন ভিতরে ।
সাবিত্রী সমান বলি আশীর্ব্বাদ করে ॥
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত এই ধর্ম্মের নন্দন ।
দ্রৌপদীর দেখি আমি তাহার লক্ষণ ॥
এত বলি নিজ স্থানে গেল মুনিরাজ ।
আনন্দ বিধানে রহে পণ্ডব-সমাজ ।
ভারত-চরিত্র রচে মহামুনি ব্যাস ।
পাঁচালী প্রবন্ধে বিরচিল তাঁর দাস ॥

অকালে আম্রের বিবরণ ও দ্রৌপদীর দর্পচূর্ণ ।

পরদিন প্রাতঃকালে উঠি সর্ব্বজন ।
হেনকালে দ্রৌপদীর উপজিল মন ॥
এ তিন ভুবনে আমি সতী পতিব্রতা ।
স্বামীগণ সহ বনে দুঃখেতে দুঃখিতা ॥
পুনঃ পুনঃ প্রশংসা করয়ে মুনিগণ ।
নিশ্চয় জানিনু মম সফল জীবন ॥
অখিল ভুবনপতি যার এত বশ ।
ইহার অধিক মম কিবা আছে যশ ॥
এইমত অহঙ্কার করে যাজ্ঞসেনী ।
অন্তর্য্যামী সকল জানেন চক্রপাণি ॥
গর্ব্ব চূর্ণ নিমিত্ত ভাবেন নারায়ণ ।
হেনকালে দেখেন মুনির তপোবন ॥
অকালে রসাল বৃক্ষে এক ফল দেখি ।
অর্জ্জুনে কহিল কৃষ্ণা পরম কৌতুকী ॥
আশ্চর্য্য দেখহ দেব, এ বড় বিস্ময় ।
এই আম্র পাড়ি দেহ কৃপা যদি হয় ॥
এত শুনি ধনঞ্জয় যুড়ি দিব্য শর ।
আম্র পাড়ি অর্পিলেন দ্রৌপদী গোচর ॥
আম্র হাতে করি কৃষ্ণা আনন্দিত মন ।
হেনকালে আইলেন দৈবকীনন্দন ।
দ্রৌপদীর অহঙ্কার চূর্ণ করিবারে ।
কহিলেন বনমালী দুঃখিত অন্তরে ॥
ভাল নহে কি কর্ম্ম করিলা তুমি পার্থ ।
কিহেতু করিলা হেন দুরন্ত অনর্থ ॥
তোমার কি দোষ দিব বিধির সংযোগ ।
পূর্ব্বকৃত অশুভ কর্ম্মের এই ভোগ ॥
হেন বুদ্ধি হয় যার তার কালপূর্ণ ।
সুপণ্ডিত জনারে করায় মতিচ্ছন্ন ॥
নিশ্চয় মজিলে হেন লয় মম মনে ।
হইল কুবুদ্ধি কেন তোমা হেন জনে ॥
শুনিয়া কৃষ্ণের কথা রাজা যুধিষ্ঠির ।
ব্যগ্র হ'য়ে জিজ্ঞাসল কহ যদুবীর ॥
যাহাতে পাইলে ভয় তোমা হেন জন ।
অল্প কথা নহে এই দৈবকীনন্দন ॥
অনর্থের হেতু এই অকালের ফল ।
কাহার শাসনে দেব এই বনস্থল ॥
কোন্ মহাজন সেই কত বল ধরে ।
কিমতে রহিব আজি এই বনান্তরে ॥
কিমতে পাইব রক্ষা কর পরিত্রাণ ।
অব্যর্থ তোমার বাক্য বজ্রের সমান ॥
শ্রীকৃষ্ণ কহেন মুনি নাম সন্দীপন ।
তাঁহার কানন এই শুনহ রাজন ॥
যাঁর নামে সুরাসুর হয় কম্পমান ।
অলঙ্ঘ্য তাঁহার বাক্য বজ্রের সমান ॥

ত্রিভুবনে আছয়ে যতেক সিদ্ধঋষি।
সন্দীপন তুল্য কেহ না হয় তপস্বী ॥
বহুকাল আশ্রয় করয়ে এই বন।
কদাচিত কোন স্থানে না যায় কখন ॥
তপস্যা করিতে যান প্রত্যুষ সময়।
সমস্ত দিবস সেই অনশনে রয় ॥
আশ্চর্য্য দেখহ তার তপস্যার বলে।
প্রতিদিন এক আম্র এই বৃক্ষে ফলে ॥
সমস্ত দিবস গেলে সন্ধ্যাকালে পাকে।
আশ্রমে আসিয়া মুনি পরম কৌতুকে।
বৃক্ষ হৈতে আম্র পাড়ি করিবে ভক্ষণ।
এইমতে বহুকাল স্থিতি সন্দীপন ॥
সেই আম্র দ্রৌপদীকে পাড়ি দিল পার্থ।
দোঁহার কর্ম্মের দোষে হইল অনর্থ ॥
তপস্যা করিয়া মুনি আশ্রমেতে আসি।
আম্র না পাইয়া করিবেক ভস্মরাশি ॥
চিন্তিয়া না দেখি কিছু ইহার উপায়।
কহ পার্থ কি কর্ম্ম করিলে হায় হায় ॥
শুনিয়া কৃষ্ণের মুখে রাজা যুধিষ্ঠির।
অশক্য জানিয়া মনে হলেন অস্থির ॥
করযোড়ে কহিলেন গোবিন্দের আগে।
পাণ্ডবের ভালমন্দ তোমাতে সে লাগে ॥
পাণ্ডবেরে রক্ষা করে নাহি হেন জন।
গুপ্তকথা নহে ইহা দৈবকীনন্দন ॥
রাখিবে রাখহ, নহে যাহা লয় মনে।
তোমার আশ্রিত জনে মারে কোন্ জনে ॥
তোমা হৈতে যে কর্ম্ম না হইবে সমতা।
অন্যজন সে কর্ম্মেতে চিন্তা করে বৃথা ॥
তোমার আশ্রিত যে আমরা পঞ্চজন।
কিমতে পাইব রক্ষা কহ নারায়ণ ॥
শুনিয়া ধর্ম্মের কথা কহেন শ্রীপতি।
বৃক্ষেতে থাকিয়া আম্র আছিল যেমতি ॥
সেইমত বৃক্ষে যদি লাগে পুনর্ব্বার।
তবে সে হইবে রাজা সবার নিস্তার ॥
যুধিষ্ঠির বলে দেব এ তিন ভুবন।
ত্রিবিধ সমস্ত লোক পালে যেইজন ॥
উৎপত্তি প্রলয় হয় যাঁহার আজ্ঞায়।
গাছে আম্র লাগাইতে তার কোন দায় ॥
গোবিন্দ বলেন এক আছে প্রতীকার।
বৃক্ষডালে আম্র লাগে সবার নিস্তার ॥
করিলে করিতে পার, নহে বড় কাজ।
কপট ত্যজিয়া যদি কহ ধর্ম্মরাজ ॥
যুধিষ্ঠির বলে কৃষ্ণ যে আজ্ঞা তোমার।
মম সাধ্য হয় যদি এই প্রতীকার ॥
প্রতীকারে মৃত্যু ইচ্ছা করে কোন্ জন।
আজ্ঞা কর পালন করিব প্রাণপণ ॥
গোবিন্দ বলেন রাজা নহে বড় কাজ।
সবার নিস্তার হয় শুন মহারাজ ॥
যাজ্ঞসেনী আর যে তোমরা পঞ্চজনে।
কোন্ কথা অনুক্ষণ জাগে কার মনে ॥
সবার মনের কথা কহ, মম আগে।
কপট ত্যজিয়া কহ, তবে আম্র লাগে ॥
এইমত সকলে করিল অঙ্গীকার।
প্রথমে কহেন কথা ধর্ম্মের কুমার ॥
শুন চিন্তামণি, চিন্তা করি অনুক্ষণ।
পূর্ব্বমত সম্পদ হইলে নারায়ণ ॥
ব্রাহ্মণ-ভোজন যজ্ঞ করি অহর্নিশি।
ইহা বিনা অন্য আমি নহি অভিলাষী ॥
অনুক্ষণ মম মনে এই মনোরথ।
শুনিয়া অকাল আম্র উঠে কত পথ ॥
আশ্চর্য্য দেখিয়া সবে হরিষ অন্তর।
তদন্তরে কহিতে লাগিল বৃকোদর ॥
ভীম বলে কৃষ্ণচন্দ্র শুন মম বাণী।
এই চিন্তা করি আমি দিবস রজনী ॥
পদাঘাতে শত ভাই কৌরব সংহারি।
দুষ্ট দুঃশাসনের নখেতে বুক চিরি ॥
উদর পূরিব আমি তাহার শোণিতে।
দ্রৌপদীর কুন্তল বান্ধিব সেই হাতে ॥
মহামদে মত্ত হৈয়া দুষ্টবুদ্ধি কুরু।
বস্ত্র তুলি কৃষ্ণারে দেখালে নিজ উরু ॥
রণমধ্যে ভাঙ্গিয়া পাড়িব গদা মারি।
এই চিন্তা করি আমি দিবস শর্ব্বরী ॥

এতেক কহিল যদি ভীম মহামতি ।
কতদূরে আম্রের হইল ঊর্দ্ধগতি ॥
অর্জ্জুন কহেন এই জাগে মম মনে ।
অরণ্যে যখন আসি ভাই পঞ্চজনে ॥
দুই হাতে চতুর্দ্দিকে ফেলাইনু ধূলা ।
তাদৃশ অস্ত্রেতে কাটি দুষ্ট ক্ষত্রগুলা ॥
দিব্যবাণে কর্ণবীরে করিব নিধন ।
ভীমসেন মারিবেক ভাই শত জন ॥
এ সব ভাবিয়া করি কালের হরণ ।
আমার মনের কথা শুন নারায়ণ ॥
তবে আম্র কতদূরে উঠে ঊর্দ্ধপথে ।
নকুল কহিল তবে কৃষ্ণের সাক্ষাতে ॥
শুন কৃষ্ণ যে সব মনেতে চিন্তা করি ।
দেশে গিয়া রাজা হৈলে ধর্ম্ম অধিকারী
পূর্ব্বমত রহিব হইয়া যুবরাজ ।
ধর্ম্মরাজে ভেটাইব নৃপতি-সমাজ ॥
বিচারিয়া বলিব দেশের ভালমন্দ ।
তবে আম্র কতদূরে উঠিল স্বচ্ছন্দ ॥
সহদেব বলে অনুক্ষণ ভাবি মনে ।
রাজ্যে গিয়া নৃপতি বসিলে সিংহাসনে ॥
করিব রাজার অগ্রে চামর ব্যজন ।
করিব সবার তত্ত্ব যত পুরজন ॥
নিযুক্ত রহিব নিত্য ব্রাহ্মণ-ভোজনে ।
সব দুঃখ পাসরিব জননী-পালনে ॥
মনের মানস কহিলাম নিষ্কপটে ।
এতেক কহিতে আম্র কতদূর উঠে ॥
অতঃপর কহিতে লাগিল যাজ্ঞসেনী ।
ইহা চিন্তা করি আমি দিবস রজনী ॥
আমায় দিয়াছে দুঃখ দুষ্টগণ যত ।
ভীমার্জ্জুন বাণে হবে সর্ব্বজন হত ॥
সবাকার নারীগণ কান্দিবেক দুঃখে ।
দেখি পরিহাস করি মনের কৌতুকে ॥
পূর্ব্বমত নিত্য করি যজ্ঞ মহোৎসব ।
পালন করিব সুখে যতেক বান্ধব ॥
এতেক কহিল যদি কৃষ্ণা গুণবতী ।
নির্ব্বার আম্রের হইল অধোগতি ॥

মহাভীত হইয়া কহেন যুধিষ্ঠির ।
কিহেতু পড়িল আম্র কহ যদুবীর ॥
গোবিন্দ বলেন রাজা কি কহিব কথা ।
সকল করিল নষ্ট দ্রুপদ দুহিতা ।
কহিল সকল যত কপট বচন ।
এ কারণে পড়ে আম্র ধর্ম্মের নন্দন ॥
ব্যগ্র হ'য়ে পঞ্চভাই কহে করপুটে ।
উপায় করহ কৃষ্ণ যাহে আম্র উঠে ॥
গোবিন্দ কহেন কৃষ্ণা কহ সত্যকথা ।
নিশ্চয় বৃক্ষেতে আম্র লাগিবে সর্ব্বথা ॥
কহিল কৃষ্ণার প্রতি ধর্ম্ম নরপতি ।
কি কারণে সৃষ্টি নষ্ট কর গুণবতী ॥
কপট ত্যজিয়া কহ গোবিন্দের আগে ।
সবার জীবন রয় বৃক্ষে আম্র লাগে ॥
এতেক কহিল যদি ধর্ম্মের তনয় ।
কিছু না কহিয়া দেব মৌনভাবে রয় ॥
দেখিয়া কুপিল তবে পার্থ ধনুর্দ্ধর ।
দ্রৌপদীরে মারিতে যুড়িল দিব্য শর ॥
অর্জ্জুন কহেন শীঘ্র কহ সত্যকথা ।
নহে তীক্ষ্ণ বাণেতে কাটীব তোর মাথা ॥
এতেক কহিল যদি পার্থ মহামতি ।
লজ্জা ত্যজি কহিতে লাগিল গুণবতী ॥
দ্রৌপদী কহিল দেব কি কহিব আর ।
কায়মনোবাক্যে তুমি জ্ঞান সবাকার ॥
যজ্ঞকালে কর্ণবীর আইল যখন ।
তারে দেখি আমার হইল এই মন ॥
এই জন হৈতে যদি কুন্তীর নন্দন ।
ইহার সহিত পতি হৈত ছয় জন ॥
সেই কথা এখন হইল মম মনে ।
এতেক কহিতে আম্র উঠে সেইক্ষণে ॥
বৃক্ষেতে লাগিল যেন ছিল পূর্ব্বমত ।
আশ্চর্য্য মানিয়া সবে হৈল আনন্দিত ॥
নিস্তার পাইয়া মৌনে রহে যুধিষ্ঠির ।
গর্জ্জিয়া উঠিয়া কহে বৃকোদর বীর ॥
এই কি তোমার রীতি কৃষ্ণা দুষ্টমতি ।
এক পতি সেবেন কুলের কুলবতী ॥

বিশেষ তোমার এই পতি পঞ্চজন।
তথাপি বাঞ্ছিত মনে সূতের নন্দন॥
ইহাতে কহা'স লোকে পতিব্রতা সতী।
প্রকাশ করিলি তোর কুৎসিত প্রকৃতি॥
সভামধ্যে বলাইস পরম পবিত্র।
এতদিনে ব্যক্ত হৈল নারীর চরিত্র॥
অবিশ্বাসী সর্ব্বনাশী তুই দুষ্টমতি।
কি জন্য হইল তোর এমন কুরীতি॥
শত্রু জনে যদ্যপি আছয়ে তোর মন।
আর তোরে বিশ্বাস করিবে কোন্ জন॥
এত বলি মহাক্রোধে গদা ল'য়ে ভীম।
দ্রৌপদী মারিতে যান বিক্রমে অসীম॥
ঈষৎ হাসিয়া তবে দেব জগন্নাথ।
শীঘ্রগতি ভীমের ধরেন দুই হাত॥
হাস্যমুখে শ্রীমুখে কহেন ভীমসেনে।
দ্রৌপদীরে নিন্দা তুমি কর অকারণে॥
কদাচিত দ্রৌপদীর দুষ্ট নহে মন।
কহিব তোমারে আমি ইহার কারণ॥
সবাকার সকল বৃত্তান্ত আমি জানি।
অকারণে কৃষ্ণারে নিন্দহ পার্থ তুমি॥
নারীমধ্যে এমত নাহিক কোন্ জন।
তবে সে কহিল কৃষ্ণা ত্রাসের কারণ॥
ইহার কারণ আছে অতি গুপ্তকথা।
এখন উচিত নহে কহিব সর্ব্বথা॥
দেশে গিয়া নৃপতি বসিলে সিংহাসনে।
বিশেষ করিয়া তা কহিব সর্ব্বজনে॥
কৃষ্ণার সমান সতী পতিব্রতা নারী।
ক্ষিতিমধ্যে নাহি কেহ কহিবারে পারি॥
শুনিয়া কৃষ্ণের মুখে এতেক উত্তর।
নিবৃত্ত হইয়া বসে বীর বৃকোদর॥
আশ্চর্য্য মানিল যুধিষ্ঠির নৃপমণি।
লজ্জায় মলিন মুখে রহে যাজ্ঞসেনী॥
অলজ্ঘ্য কৃষ্ণের মায়া কে বুঝিতে পারে।
কেবল কৃষ্ণার গর্ব্ব চূর্ণ করিবারে॥
করিলেন এত ছলা মিথ্যা প্রবঞ্চনা।
স্নানদান কৌতুক করিল সর্ব্বজনা॥
ফল মূল আহার করিল কুতূহলে।
পঞ্চভাই কৃষ্ণেরে কহিল সত্যবোলে॥
অতঃপর জগন্নাথ কর অবধান।
এ স্থান হইতে করি আমরা প্রস্থান॥
কৃষ্ণ কন আসিয়াছি মুনির আশ্রমে।
বিনা সম্ভাষিয়া তাঁরে যাইব কেমনে॥
অন্য কেহ নহে রাজা তুমি উপস্থিত।
আশ্রমে আসিয়া মুনি হবেন দুঃখিত॥
বলিবেন যুধিষ্ঠির আশ্রমেতে আসি।
অবজ্ঞা করিয়া গেল মোরে না সম্ভাষি॥
সেই হেতু দিনেক থাকিতে যুক্তি হয়।
এ যুক্তি সবার মনে লয় কি না লয়॥
ধর্ম্ম বলিলেন কৃষ্ণ যে আজ্ঞা তোমার।
ত্রিভুবন ভিতরে লঙ্ঘিতে শক্তি কার॥
এত বলি কৌতুকে রহেন সর্ব্বজন।
হেথা মুনি জানিল কৃষ্ণের আগমন॥
আপনার প্রশংসা করিল বহুতর।
ধন্য আমি সফল হইল কলেবর॥
তপস্যা করিয়া যাঁরে দৃষ্টি অভিলাষী।
অযত্নে তাঁহার দেখা পাই ঘরে বসি॥
এত বলি কৌতুকে তুলিল ফল মূল।
হরিষ অন্তরে চলে হইয়া আকুল॥
আশ্রমে আসিয়া মুনি হৈল উপনীত।
মধ্যাহ্ন সময়ে যেন আদিত্য উদিত॥
পূরাইতে শ্রীহরি ভক্তের মনোরথ।
অগ্রসর হৈয়া আইলেন কত পথ॥
সেই মত সর্ব্বজন আইল সংহতি।
মুনিবরে প্রণাম করিল হৃষ্টমতি॥
শ্রীকৃষ্ণে দেখিয়া কহে মুনি সন্দীপন।
অনন্ত তোমার মায়া জানে কোন্ জন॥
তুমি ব্রহ্মা তুমি শিব তুমি নারায়ণ।
কি শক্তি আমার প্রভু করিতে স্তবন॥
বহুমত স্তব করি মুনি সন্দীপন।
আশ্রমে আসিয়া দিল বসিতে আসন॥
সেইমত আসন দিলেন সর্ব্বজনে।
বসিলেন সর্ব্বজন আনন্দিত মনে॥

অতিথি-বিধানে কৈল সবাকার পূজা।
পরম আনন্দ মনে যুধিষ্ঠির রাজা॥
নানা কথা কৌতুকে রহিল মনোরথে।
রজনী বঞ্চিয়া সবে উঠিল প্রভাতে॥
পঞ্চভাই প্রণাম করিয়া মুনিবরে।
বিদায় হইয়া যান হরিষ অন্তরে॥
বহু কহিলেন কৃষ্ণ, মুনি সন্দীপনে।
সম্ভাষ করিল তবে ভাই পঞ্চজনে॥
তথা হৈতে পূর্ব্বভিতে করিল গমন।
দুই দিকে দেখেন অনেক রম্যবন॥
শূরসেন নামে বন যমুনার তটে।
উপনীত সর্ব্বজন তাহার নিকটে॥

যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্ম জানিবার জন্য ধর্ম্মের ছলনা ও ভীমের জল আনিতে গমন।

জিজ্ঞাসেন জন্মেজয় কহ অতঃপর।
কি কি কর্ম্ম করিলেন পঞ্চ সহোদর॥
মুনি বলে রহস্য শুনহ নৃপবর।
তৃষ্ণায় পীড়িত হ'য়ে পঞ্চ সহোদর॥
বৃক্ষমূলে বসি রাজা কহিল ভীমেরে।
জল আছে কোথা ভীম আনহ সত্বরে॥
আজ্ঞামাত্র বৃকোদর করিল গমন।
সে বনে না পায় বীর জল অন্বেষণ॥
কোথায় পাইব জল চিন্তে মহামতি।
পবন-নন্দন যান পবনের গতি॥
কত দূরে দেখিলেন কুসুম কানন।
নানাজাতি ফুল ফল অতি সুশোভন॥
অশোক কিংশুক জাতি টগর মল্লিকা।
চম্পক মাধবী কুরু ঝাঁটি শেফালিকা॥
ইন্দ্রমণি পলাশ কাঞ্চন নানা ফুল।
মধুলোভে উড়ে বসে মত্ত অলিকুল॥
খঞ্জন খঞ্জনী নাচে আপনার সুখে।
ময়ূর ময়ূরী নাচে পরম কৌতুকে॥
তথা হৈতে যান বীর অতি মনোদুঃখে।
কোথায় পাইব জল যাব কোন্ মুখে॥
চিন্তাকুল বৃকোদর করিছে গমন।
হেনকালে শুন রাজা অপূর্ব্ব কথন॥
জানিতে পুত্রের ধর্ম্ম আসি ধর্ম্মরায়।
দিব্য এক সরোবর সৃজেন তথায়॥
আপনি মায়ায় বক পক্ষীরূপ ধরি।
রহিলেন তথায় ছলিতে মনে করি॥
পাইয়া জলের তত্ত্ব বীর বৃকোদর।
ত্বরিত আইল তথা হরিষ অন্তর॥
জল দেখি তুষ্ট হ'য়ে পবন-নন্দন।
পান করিবারে বীর নামিল তখন॥
মায়াপক্ষী বলে শুন ওহে মতিমান্।
সমস্যা পূরণ করি কর জলপান॥
নতুবা তোমার মৃত্যু হবে জলপানে।
সমস্যা পূরণ কর আমার বচনে॥
"কা·চ বার্ত্তা কিমাশ্চর্য্যং কঃ পন্থা কশ্চ মোদতে।
মমৈতাংশ্চতুরঃ প্রশ্নান্ কথয়িত্বা জলং পিব॥"
কিবা বার্ত্তা কি আশ্চর্য্য পথ বলি কারে।
কোন্ জন সুখী হয় এই চরাচরে॥
পাণ্ডুপুত্র আমার যে এই প্রশ্ন চারি।
উত্তর করিয়া তুমি পান কর বারি॥

ভীমান্বেষণে অর্জ্জুনের গমন।

ভীম বলে আগে করি জল আস্বাদন।
তবে সে করিব তব সমস্যা পূরণ॥
তৃষ্ণায় আকুল ভীম অহঙ্কার মনে।
জলস্পর্শ মাত্রেতে মরিল সেইক্ষণে॥
হেথায় ভাবিত রাজা আশ্রমে বসিয়া।
ধীরে ধীরে কহিলেন অর্জ্জুনে চাহিয়া॥
শুন ভাই ধনঞ্জয় না বুঝি কারণ।
কিবা হেতু ভীমের বিলম্ব এতক্ষণ॥
শীঘ্রগতি ভীমের করহ অন্বেষণ।
বুঝি ভীম কার সঙ্গে করিতেছে রণ॥
আজ্ঞামাত্র পার্থবীর উঠিয়া সত্বর।
নিলেন গাণ্ডীব হস্তে তূণপূর্ণ শর॥
প্রণাম করিয়া বীর ধর্ম্মের চরণে।
চলিলেন ধনঞ্জয় ভীম অন্বেষণে॥

ঘোর মনে প্রবেশিয়া পার্থ ধনুর্দ্ধর।
চলিলেন নিজ সুখে নির্ভয়-অন্তর ॥
বসন্ত সময় তায় কোকিল কুহরে।
মকরন্দ লোভে অলি সদা কেলি করে ॥
কুহু কুহু রবেতে কোকিল করে গান।
স্বচ্ছন্দগমনে বীর সরোবরে যান ॥
কতক্ষণে উত্তরিল মায়া-সরোবরে।
তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া যান পান করিবারে ॥
হেনকালে বকরূপ ধর্ম্ম ডাকি কয়।
প্রশ্ন করি জল পান কর ধনঞ্জয় ॥
প্রশ্ন না বলিয়া যদি কর বারি পান।
পরশ করিবামাত্র যাবে যমস্থান ॥
ধর্ম্মবাক্য ধনঞ্জয় না শুনি শ্রবণে।
আপনার দম্ভে চলিলেন বারিপানে ॥
নিপতিত বৃকোদর জলের উপর।
দেখি শোক করিলেন মনে বীরবর ॥
এই জল হ'তে হৈল ভ্রাতার নিধন।
আমি কোন্ লাজে আর রাখিব জীবন ॥
মায়াজল পরশ করিতে ইন্দ্রসুত।
শরীর হইতে তার গেল পঞ্চভূত ॥
এখানে চিন্তিত অতি রাজা যুধিষ্ঠির।
দোঁহার বিলম্ব দেখি হৈলে অস্থির ॥
নকুলেরে কহিলেন ধর্ম্ম নরপতি।
ভীমার্জ্জুন অন্বেষণে যাহ শীঘ্রগতি ॥
ভারতপঙ্কজ রবি মহামুনি ব্যাস।
বিরচিল পাঁচালি প্রবন্ধে কাশীদাস ॥

ভীমার্জ্জুন অন্বেষণে নকুলের যাত্রা।

নকুলের প্রতি, কহেন ভূপতি,
শুনহ আমার বাণী।
ভাই দুই জন, জলের কারণ,
গেল কোথা নাহি জানি ॥
করি অন্বেষণ, গহন কানন,
জল আন শীঘ্রগতি।
পাপিষ্ঠ তৃষ্ণায় প্রাণ ফেটে যায়,
শুন ভাই মহামতি ॥
রাজ-আজ্ঞা শুনি, চলিল তখনি,
মাদ্রীর তনয় ধীর।
মহা সন্তোদয়, নির্ভয় হৃদয়,
মনে মনে ভাবে বীর ॥
দেখিতে সুন্দর, অতি শোভাকর,
কুসুম উদ্যান যত।
অতি-সুশোভন, সেই ত কানন,
পশু পক্ষী আদি কত ॥
দেখিয়া কানন, আনন্দিত মন,
চলিল সত্বরে ধীর।
কতক্ষণ পরে, মায়া-সরোবরে,
আইল নকুল বীর ॥
দেখি সরোবর, হরিষ অন্তর,
বিহরে কত বিহঙ্গ।
আরো লাখে লাখে, হংস চক্রবাক,
বিরাজে রমণী সঙ্গ ॥
নকুল হেরিয়া, আকুল হইয়া,
চলে সরোবর তীর।
কহে এ সময়, ধর্ম্ম মহাশয়,
শুন হে নকুল বীর ॥
প্রশ্ন চারি কও, তবে জল খাও,
নহে যাবে যমপুরে।
তৃষ্ণায় আকুল, হইয়া নকুল,
সে কথা অগ্রাহ্য করে ॥
জলপান তরে, চলিল সত্বরে
সেই মায়া-সরোবরে।
বিধির ঘটন, কে করে খণ্ডন
পরশন মাত্রে মরে ॥
হেথা রাজা বসি, হইল হুতাশি
বিলম্ব দেখিয়া অতি।
দুঃখযুক্ত মন, চিত্ত উচাটন
অত্যন্ত উদ্বিগ্ন-মতি ॥
অরণ্যের কথা, সুখ-মোক্ষদাতা
রচিলেন মুনি ব্যাস।
পাঁচালী প্রবন্ধে, মনোহর ছন্দে
বিরচিল কাশীদাস ॥

ভীমার্জ্জুন-নকুলের অন্বেষণে সহদেবের গমন।

যুধিষ্ঠির রাজা অতি ব্যাকুলিত মনে ।
সহদেবে কহিলেন মলিন-বদনে ॥
আমার বচন ভাই কর অবধান ।
তিন জনে না দেখিয়া বাহিরায় প্রাণ ॥
অস্থির আমার মন হয় কি কারণ ।
কার সনে বনে যুদ্ধ করে তিন জন ॥
যাও সহদেব জল আনহ সত্বরে ।
অন্বেষণ কর আর তিন সহোদরে ॥
এত শুনি সহদেব চলিল সত্বর ।
প্রবেশ করিল গিয়া কানন ভিতর ॥
দেখিয়া বনের শোভা হরষিত মন ।
চতুর্দ্দিকে দেখে বহু কুসুম-কানন ॥
নির্ভয় শরীর বীর করিল গমন ।
শত শত শোভা দেখে কে করে গণন ॥
জন্মেজয় রাজা বলে কহ মুনিবর ।
বিস্ময় হইল কিছু আমার অন্তর ॥
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির বুদ্ধির সাগর ।
পৃথিবীতে নাহি তাঁর তুল্য কোন নর ॥
সসাগরা রাজ্য পালে সেই মহামতি ।
বুদ্ধিতে নহেক সম, শুক্র বৃহস্পতি ॥
বুদ্ধির সাগর রাজা বুদ্ধি গেল কোথা ।
বিশেষ করিয়া মুনি কহ এই কথা ॥
সহদেবে জিজ্ঞাসিত যদি নৃপমণি ।
সকল কহিত তাঁরে ভবিষ্য কাহিনী ॥
সহদেব স্থানে সব পাইয়া সংবাদ ।
তবে না হইত মুনি এতেক প্রমাদ ॥
মুনি বলে অবধান কর মহামতি ।
দৈবে খণ্ডাইতে কারো নাহিক শকতি ॥
মায়া করি ধর্ম্ম তাঁর বুদ্ধি নিল হরি ।
তৃষ্ণার্ত্ত বলিল রাজা আন গিয়া বারি ॥
হেথা সহদেব বীর বনের ভিতর ।
মনের আনন্দে যায় নির্ভয় অন্তর ॥
বন মধ্যে তিন জনে করে অন্বেষণ ।
ভ্রমণ করিল বহু গহন কানন ॥
ভীমের দেখিল চিহ্ন অরণ্যেতে আছে ।
পদাঘাতে গিরিশৃঙ্গ চূর্ণ করি গেছে ॥
চিহ্ন দেখি সেই পথে যায় মহাবীর ।
মুহূর্ত্তেকে উত্তরিল সরোবর-তীর ॥
সরোবর দৃষ্টমাত্রে মাদ্রীর তনয় ।
তৃষ্ণায় আকুল হৈল ধর্ম্মের মায়ায় ॥
জলপান করিবারে যায় সরোবরে ।
বকরূপী ধর্ম্মরাজ কহেন তাহারে ॥
চারি প্রশ্ন বলি মোর কর জলপান ।
অগ্রে যদি পান কর যাবে যমস্থান ॥
ধর্ম্মবাক্য সহদেব না শুনি শ্রবণে ।
তৃষ্ণায় আকুল হ'য়ে যায় বারি পানে ॥
বিধির নির্ব্বন্ধ যাহা, খণ্ডিতে কে পারে ।
পরশ করিবামাত্র সহদেব মরে ॥
সুন্দর কমল তুল্য ভাসিতে লাগিল ।

দ্রৌপদীর জল আনিতে গমন।

হেথা যুধিষ্ঠির-মনে চিন্তা উপজিল ॥
অনেক বিলম্ব দেখি ধর্ম্ম নরপতি ।
চিন্তাযুক্ত কহিলেন দ্রৌপদীর প্রতি ॥
শুনহ আমার বাক্য দ্রৌপদী সুন্দরী ।
শ্রীহরি স্মরণ করি আন গিয়া বারি ॥
পাইয়া পতির আজ্ঞা পতিব্রতা নারী ।
জলপাত্র ল'য়ে যায় আনিবারে বারি ॥
মহাঘোর বনমধ্যে প্রবেশিয়া সতী ।
ভয় পেয়ে শ্রীকৃষ্ণে ডাকেন গুণবতী ॥
বনমধ্যে যায় কৃষ্ণা সশঙ্কিত মনে ।
কতক্ষণে উত্তরিল সরোবর স্থানে ॥
পিপাসাকাতর অতি শুষ্ক-কলেবর ।
জলপান করিবারে নামে সরোবর ॥
জলেতে নামিল যেই দ্রুপদকুমারী ।
হইল তাহার মৃত্যু পরশি মায়াবারি ॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী ।
কাশীরাম দাস কহে ভব-ভয়ে তরি ॥

ভ্রাতৃগণান্বেষণে যুধিষ্ঠিরের গমন।

এখানে আশ্রমে বসি রাজা যুধিষ্ঠির।
সবার বিলম্ব দেখি হৈলেন অস্থির॥
কোথা ভীম ধনঞ্জয় মাদ্রীর তনয়।
তোমা সবা না দেখিয়া প্রাণ বাহিরায়॥
কোথা লক্ষ্মী গুণবতী দ্রুপদনন্দিনী।
তোমার গুণেতে বশ ছিল যত মুনি॥
আমার সঙ্গেতে প্রিয়ে বহু দুঃখ পেয়ে।
হস্তিনানগরে গেলা আমারে ছাড়িয়ে॥
এইমত বিলাপ করিয়া নরপতি।
বনে বনে ভ্রমন করেন দুঃখমতি॥
অরণ্যের মধ্যে রাজা করি অন্বেষণ।
ভীমের পাইয়া চিহ্ন করেন গমন॥
যেই পথে গিয়াছেন বীর বৃকোদর।
কত শত বৃক্ষচূর্ণ কত গিরিবর॥
সেই পথে গমন করেন যুধিষ্ঠির।
কতক্ষণে উপনীত সরোবর-তীর॥
সরোবর-তীরে দেখিলেন রমাবন।
অপ্রমিত মৃগ পশু মহিষ বারণ॥
দেখিয়া এ সব শোভা নাহি তাহে চান।
উদ্বিগ্নচিত্তেতে রাজা সরোবরে যান॥
সরোবরে দৃষ্টি যেই করেন নৃপতি।
দেখেন ভাসিছে জলে ভীম মহামতি॥
তার পাশে ধনঞ্জয় ভাসিতেছে জলে।
মাদ্রীপুত্র ভাসে দোঁহে পবন-হিল্লোল॥
দ্রৌপদী সুন্দরী ভাসে জলের উপর।
শরীরে ভেদিল যেন সহস্র তোমর॥
দেখি রাজা মূর্চ্ছ হ'য়ে পড়েন ধরণী।
অচেতনে রোদন করেন নৃপমণি॥
কতক্ষণে চেতন পাইয়া যুধিষ্ঠির।
দেখিয়া সবার মুখ হলেন অস্থির॥
পুনর্ব্বার পড়িলেন ধরণী উপর।
চেতন পাইয়া পুনঃ উঠেন সত্বর॥
পুনঃ পুনঃ কাঁপিয়া পড়েন ঘনে ঘন।
হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বলি করেন রোদন॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

রাজা যুধিষ্ঠীরের আক্ষেপ।

এইরূপে ভূপতি কান্দেন উচ্চৈঃস্বরে।
কোথা কৃষ্ণ রমানাথ রাখহ আমারে॥
এমন বিপদে কেন ফেলিলে আমায়।
কোন দোষে দোষী আমি নহি তব পায়॥
পিতৃগণ আমারে দিলেন অভিশাপ।
এজন্য আজন্ম আমি পাই মনস্তাপ॥
অত্যন্ত বালক-কালে হৈল মহাশোক।
অজ্ঞানেতে পিতার হইল পরলোক॥
অনন্তর অস্ত্রশিক্ষা করি যেইকালে।
বিহার কারণে যাই জাহ্নবীর জলে॥
তাহে দুঃখ দিল দুর্য্যোধন দুরাচার।
প্রকারে করিতেছিল ভীমেরে-সংহার॥
উদ্ধার হইল ভীম পূর্ব্বকর্ম্মফলে।
নতুবা জীবন পায় কে কোথা মরিলে॥
পরে মাতৃ সহিতে ছিলাম পঞ্চজন।
বিনাশে মন্ত্রণা করে যত শত্রুগণ॥
জতুগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দুরাচার।
প্রকারে করিতেছিল সবার সংহার॥
তাহে সুমন্ত্রণা দিল বিদুর সুমতি।
তাঁহার কৃপায় পাই তথা অব্যাহতি॥
ঘোর বনে প্রবেশিয়া ভ্রমি বহু দেশ।
পাইলাম যত দুঃখ নাহি তার শেষ॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে আসি পাঞ্চাল নগরে।
স্বয়ম্বর-বার্ত্তা শুহি যাই সভাপরে॥
লক্ষ্য বিন্ধি ধনঞ্জয় জিনে রাজগণে।
দ্রৌপদী বরণ কৈল আমা পঞ্চজনে॥
বিবাহ করিয়া পুনঃ আসিলাম দেশে।
করেছি যতেক কর্ম্ম কৃষ্ণের আদেশে॥
বিদায় লৈয়া কৃষ্ণ গেলেন দ্বারকায়।
বিধির নির্ব্বন্ধ কর্ম্ম লঙ্ঘন না যায়॥
কপট পাশায় দুষ্ট নিল রাজ্যধন।
তোমা সবা সঙ্গে নিয়া আসি ঘোর বন॥

কাননে যতেক দুঃখ পাই ভ্রাতৃগণ।
অনেক প্রমাদ হ'তে হইল মোচন ॥
কাননে আসিবা মাত্র রাক্ষস কির্ম্মীর।
তোমা সবা বিনাশিতে করিলেক স্থির ॥
রাক্ষসী-মায়াতে কৈল ঘোর অন্ধকার।
মারিয়া রাক্ষসে ভীম করিল উদ্ধার ॥
অনন্তরে জটাসুর আইল কাম্যবনে।
তারে মারি উদ্ধার করিল চারিজনে ॥
খেদ করি সরোবরে চাহে নৃপমণি।
দেখিয়া সবার মুখ পড়েন ধরণী ॥
কতক্ষণে মূর্চ্ছা ত্যজি উঠেন নৃপতি।
ধনঞ্জয় ভাই বলি কান্দেন সুমতি ॥
কেবা আর কুরুযুদ্ধে করিবে উদ্ধার।
যুদ্ধ হেতু স্বর্গে অস্ত্র শিখিলে অপার ॥
যুদ্ধেতে হইয়া তুষ্ট দেব ত্রিলোচন।
পাশুপত অস্ত্র তোমা করেন অর্পণ ॥
মাতলিরে পাঠালেন দেব পুরন্দর।
আদর করিয়া নিল স্বর্গের উপর ॥
শিখিলা যতেক বিদ্যা নাহিক অবধি।
স্বর্গেতে আছিল বহু অমরবিবাদী ॥
ছলে পাঠাইল ইন্দ্র নগর ভ্রমণে।
করিলে দেবের কার্য্য মারি দৈত্যগণে ॥
দৈত্যবধে হৃষ্ট হ'য়ে যত দেবগণ।
নিজ নিজ মায়া সবে করিল অর্পণ ॥
দেবের অসাধ্য কার্য্য করিলে সাধন।
তুষ্ট হ'য়ে অস্ত্র দিল সহস্রলোচন ॥
কিরীট শোভিত শিরে হাতে ধনুঃ শর।
এ সব স্মরিয়া ভাই দহে কলেবর ॥
রহিল প্রচণ্ড শত্রু রাজা দুর্য্যোধন।
সহায় যাহার আছে সূতের নন্দন ॥
শেষে দুঃখ আছে মাত্র অজ্ঞাত বৎসর।
চল ভাই বঞ্চি গিয়া পঞ্চ সহোদর ॥
এত বলি নরপতি চাহি মায়াজলে।
মূর্চ্ছাগত হইয়া পড়েন ধরাতলে ॥
মূর্চ্ছা ত্যজি পুনর্ব্বার উঠেন সত্বর।
চাহিয়া সবার মুখ রোদনে তৎপর ॥

ধিক্ ধিক্ দুর্য্যোধন অতি কুলাঙ্গার।
কপটেতে এত দুঃখ দিলে দুরাচার ॥
বনে করিলাম বাস ভাই পঞ্চজন।
অবশেষে সকলেতে হলেম নিধন ॥
দুর্য্যোধনে কি দূষিব, মম কর্ম্মফলে।
জন্মাবধি বিধি দুঃখ লিখিল কপালে ॥
ভাবিয়া ভবিষ্য তত্ত্ব বুঝিয়া অসার।
নিতান্ত দেখেন রাজা নাহি প্রতিকার ॥
মনোদুঃখে নরপতি মরিবারে যান।
পাছে থাকি বকরূপী ধর্ম্মরাজে কন ॥
মৃত্যুপতি বলে রাজা তুমি জ্ঞানবান।
পৃথিবীতে নাহি দেখি তোমার সমান ॥
বুদ্ধিনাশ হৈল দেখি তোমা হেন জনে।
আপনি মরণ ইচ্ছা কর কি কারণে ॥
অপঘাতে প্রাণ নষ্ট করে যেই জন।
অধোগতি হয় তার বেদের বচন ॥
তোমার মহিমা শুনি দেবঋষিমুখে।
উপমার যোগ্য তব নাহি তিনলোকে ॥
আত্মঘাতী জনে ত্রাণ নাহি কদাচন।
স্বর্গেতে তাহার স্থান নাহিক রাজন ॥
ধর্ম্মবাক্যে যুধিষ্ঠির কহে সবিনয়।
আমার দুঃখের কথা শুন মহাশয় ॥
অল্পকালে পিতৃহীন হৈল বড় শোক।
মন্ত্রণা করিয়া দুঃখ দিল দুষ্টলোক ॥
কপট পাশায় শেষে নিয়া রাজ্যধন।
বাকল পরায়ে শেষে পাঠাইল বন ॥
বহু দুঃখে বঞ্চিলাম কানন ভিতর।
এক আত্মা এই মোরা পঞ্চ সহোদর ॥
দুঃখের উপরে বিধি এত দুঃখ দিল।
এবে সে জানিনু কৃষ্ণ মো সবে ত্যজিল ॥
আমি তো শরীর ধরি পঞ্চজন প্রাণ।
সে প্রাণ হরিয়া যদি নিল ভগবান ॥
নিতান্ত যদ্যপি কৃষ্ণ ছাড়েন আমারে।
আমিও ত্যজিব প্রাণ মৃত্যু-সরোবরে ॥
আমার যতেক দুঃখ শুনিলে নিশ্চয়।
তুমি কেন নিবারণ কর মহাশয় ॥

নিষেধ না কর মোরে করহ পয়াণ।
ভ্রাতৃগণ শোকে আমি ত্যজিব পরাণ ॥
এত বলি নরপতি অধৈর্য্য হইয়া।
মরিবারে যান রাজা শ্রীকৃষ্ণ স্মরিয়া ॥
ধর্ম্মরাজ বলিলেন কর অবধান।
ধৈর্য্য ধর নরপতি ত্যজ দুঃখজ্ঞান ॥
অসার সংসার মধ্যে সার মাত্র ধর্ম্ম।
তাহা ছাড়ি কেন তুমি করহ অধর্ম্ম ॥
পিতা মাতা ভাই বন্ধু কেহ কার' নয়।
ভবিষ্য বৃত্তান্ত এই শুন মহাশয় ॥
কালপ্রাপ্ত হ'য়ে তবে ভাই চারিজন।
আসিয়া এ সরোবরে ত্যজিল জীবন ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন জানিনু কারণ।
এতদিনে বিধি মোরে করিল বঞ্চন ॥
জীবন রাখিতে আর নাহি লয় মতি।
এত বলি মরিবারে যায় শীঘ্রগতি ॥
বকরূপী ধর্ম্মরাজ ডাকে পুনরায়।
না জানিয়া যান রাজা মরণ আশায় ॥
অত্যন্ত কাতর দেখি কহে মৃত্যুপতি।
শুন শুন যুধিষ্ঠির আমার ভারতী ॥
অতিশয় তৃষ্ণা যদি হ'য়েছে তোমারে।
চারি প্রশ্ন জিজ্ঞাসিব কহিবে আমারে ॥
না শুনিয়া অহঙ্কারে এই চারিজন।
পানমাত্র এই জলে হইল মরণ ॥
রাজা বলে কিবা প্রশ্ন কহ মহাশয়।
কহিতে লাগিল ধর্ম্ম চাহিয়া তাহায় ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
কাশীরাম দাস কহে ভব ভয় তরি ॥

ধর্ম্মের চারি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা এবং রাজা যুধিষ্ঠিরের উত্তর

"কা চ বার্ত্তা কিমাশ্চর্য্যং কঃ পন্থাঃ কশ্চ মোদতে।
মমৈতাংশ্চতুরঃ প্রশ্নান কথয়িত্বা জলং পিব ॥"

কিবা বার্ত্তা কি আশ্চর্য্য পথ বলি কারে।
কোন্ জন সুখী হয় এই চরাচরে ॥
পাণ্ডুপুত্র আমার যে এই প্রশ্ন চারি।
উত্তর করিয়া তুমি পান কর বারি ॥

প্রথম প্রশ্নের উত্তর।

মাসর্ত্তুদর্ব্বী পরিবর্ত্তনেন সূর্য্যাগ্নিনা।
রাত্রিদিবেন্ধনেন। অস্মিন্ মহামোহময়ে
কটাহে ভূতানি কালঃ পচতীতি বার্ত্তা ॥ ১ ॥

অস্যার্থঃ।

ঘটন কারণ হৈল মাস ঋতু হাতা।
রাত্রি দিবা কাষ্ঠ তাহে পাবক সবিতা ॥
মোহময় সংসার কটাহে কালে কর্ত্তা।
ভূতগণ করে পাক এই শুন বার্ত্তা ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর।

অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যম-
মন্দিরং। শেষাঃ স্থিমত্বমিচ্ছন্তি
কিমাশ্চর্য্যমতঃপরং ॥ ২ ॥

অস্যার্থঃ।

প্রতিদিন জীব জন্তু যায় যমঘরে।
শেষ থাকে যারা তারা ইহা মনে করে ॥
আপনারা চিরজীবী না হইব ক্ষয়।
অতঃপর কি আশ্চর্য্য আছে মহাশয় ॥ ২ ॥

তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর।

বেদা বিভিন্না স্মৃতয়োঃ বিভিন্না,
নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং।
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ ॥

অস্যার্থঃ।

বেদ আর স্মৃতিশাস্ত্র এক মত নয়।
স্বেচ্ছামত নানা মুনি নানা মত কয় ॥
কে জানে নিগূঢ়তত্ত্ব ধর্ম্ম নিরূপণ।
সেই পথ গ্রাহ্য যাহে যায় মহাজন ॥

চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর।

দিবসাস্যাষ্টমে ভাগে শাকং পচতি
যো নরঃ। অঋণী চাপ্রবাসী চ স
বারিচর মোদতে ॥ ৪ ॥

অস্যার্থঃ।

অপ্রবাসে অঋণে যাহার কাল যায়।
যদ্যপি পরাহ্ন কালে শাক অন্ন খায় ॥

তথাপি সে জন সুখী সংসার ভিতর।
বারিচর শুন চারি প্রশ্নের উত্তর ॥ ৪ ॥

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ধর্ম্মের ছলনা।

প্রশ্নের উত্তর শুনি ধর্ম্ম মহাশয়।
আমি ধর্ম্ম বলিয়া দিলেন পরিচয় ॥
বর মাগ নরপতি হ'য়ে একমন।
জীয়াইয়া লহ তব ভ্রাতা একজন ॥
যুধিষ্ঠির শুনিয়া করেন নিবেদন।
কেবল সতত যেন ধর্ম্মে থাকে মন ॥
আর যদি অনুগ্রহ কর মহাশয়।
প্রাণ দেহ সহদেবে বিমাতৃ-তনয় ॥
ধর্ম্ম বলিলেন রাজা তুমি জ্ঞানহীন।
অত্যন্ত বালক তুমি না হও প্রবীণ ॥
বিশেষ বৈমাত্র ভ্রাতা অনেক অন্তর।
জীয়াইয়া লহ তব ভাই বৃকোদর ॥
নতুবা অর্জ্জুনে রাজা বাঁচাইয়া লহ।
পরপুত্র কি কারণে জীয়াইতে চাহ ॥
লক্ষ্মীস্বরূপিণী যিনি কৃষ্ণা গুণবতী।
অথবা ইহার প্রাণ লহ নরপতি ॥
আছয়ে প্রবল রিপু দুষ্ট দুর্য্যোধন।
ভীমার্জ্জুন বিনা তারে কে করে নিধন ॥
কুরুযুদ্ধে শক্ত মাত্র পার্থ বৃকোদর।
কি কার্য্য হইবে তব জীয়াইয়া পর ॥
রাজা বলে পর নহে বিমাতা-নন্দন।
সহদেব নকুল আমার প্রাণধন ॥
ভীমার্জ্জুন হৈতে স্নেহ করি অতিশয়।
বর দেহ প্রাণ পায় বিমাতৃ-তনয় ॥
বিশেষ আমার এক শুন নিবেদন।
আমা হৈতে পিণ্ড পাবে মম পিতৃগণ ॥
মম মাতামহগণ তারা পিণ্ড পাবে।
নকুলের মাতামহে কেবা পিণ্ড দিবে ॥
সহদেব প্রাণ পেলে ধর্ম্ম রক্ষা পায়।
নতুবা পরম ধর্ম্ম একেবারে যায় ॥
পরম ধর্ম্মেতে প্রভু যদি করি হেলা।
ভবসিন্ধু তরিবারে নাহি আর ভেলা ॥
হেন ধর্ম্ম লঙ্ঘিতে আমার মন নয়।
নিতান্ত আমার এই কথা কৃপাময় ॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
কাশীরাম দাস কহে ভবভয়ে তরি ॥

ধর্ম্মের নিকটে যুধিষ্ঠিরের বরলাভ ও কৃষ্ণা সহ চারি ভ্রাতার পুনর্জ্জীবন লাভ।

শুনিয়া রাজার বাণী ধর্ম্ম মহাশয়।
আমি তব পিতা বলি দেন পরিচয় ॥
তব ধর্ম্ম জানিবারে করিয়া মনন।
এই সরোবর আমি করেছি সৃজন ॥
এত বলি ধর্ম্মরাজ পুত্র নিয়া কোলে।
লক্ষ লক্ষ চুম্ব দেন বদনকমলে ॥
ধন্য কুন্তী তোমা পুত্রে গর্ভে ধরেছিল।
তোমার ধর্ম্মেতে বিশ্ব পবিত্র হইল ॥
আমার বচন শুন পুত্র যুধিষ্ঠির।
শেষ দুঃখ সম্বরহ মন কর স্থির ॥
ধর্ম্মেতে ধার্ম্মিক তুমি হও মতিমন্ত।
অচিরাৎ হইবে তোমার দুঃখ অন্ত ॥
দয়াশীল ধর্ম্মবান ক্ষমাবান ধীর।
জানিলাম তুমি সর্ব্ব গুণেতে গভীর ॥
অল্পদিনে নষ্ট হবে কৌরব দুরন্ত।
কহিনু তোমারে আমি ভবিষ্য বৃত্তান্ত ॥
ধর্ম্ম না ছাড়িও তুমি ধর্ম্ম কর সার।
অনায়াসে দুঃখের সাগরে হবে পার ॥
এত বলি আশ্বাসিয়া মধুর বচনে।
কৃষ্ণা সহ বাঁচাইল ভাই চারি জনে ॥
প্রণাম করিয়া কহিছেন নৃপমণি।
সহায় সম্পদ তব চরণ দুখানি ॥
আশীর্ব্বাদ করি ধর্ম্ম গেলেন স্বস্থানে।
প্রাণ পেয়ে পঞ্চজন ভাবিছেন মনে ॥
কি জন্য এ স্থানেতে আমা পঞ্চজন।
ভাবিয়া না পাই কিছু ইহার কারণ ॥
হেনকালে দেখি তথা ধর্ম্মের নন্দনে।
শীঘ্রগতি তথা আসি ভেটে পঞ্চজনে ॥

জিজ্ঞাসিল যুধিষ্ঠিরে কহ বিবরণ।
এস্থানে আমরা আইলাম কি কারণ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন শুনহ কারণ।
মৃত্যু-সরোবর এই ধর্ম্মের সৃজন॥
তৃষ্ণায় আকুল হ'য়ে তোমরা সকলে।
আসিয়া মরিলে তবে এই মৃত্যুজলে॥
আমিও আসিয়া মৃত্যু করিলাম পণ।
তবে ধর্ম্ম বকরূপে দিলা দরশন॥
ছলনা করিয়া পুত্রে অনেক প্রকারে।
শেষে দয়া করি বর দিলেন আমারে॥
সেই বরে বাঁচাইয়া তোমা পঞ্চজনে।
আশীর্ব্বাদ করি ধর্ম্ম গেলেন স্বস্থানে॥
কহিলাম ভ্রাতৃগণ ইহার বিধান।
অতঃপর এই জলে সবে কর স্নান॥
এত বলি যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ সঙ্গে।
স্নান করিলেন সেই জলে নানা রঙ্গে॥
সেই দিন রহিলেন তথা ছয়জন।
পরদিন জন্মেজয় শুন বিবরণ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

ব্যাসদেবের আগমন এবং অজ্ঞাতবাসের পরামর্শ।

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া পঞ্চজন।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া ডাকেন ঘন ঘন॥
হেনকালে আইলেন ব্যাস তপোধন।
প্রণমিয়া ভূপতি করেন নিবেদন॥
শুন প্রভু গত দিবসের এক ভাষা।
এই সরোবরে আমা সবার দুর্দ্দশা॥
পথশ্রমে পিপাসায় হইয়া কাতর।
নিকটেতে জল নাই দূরে সরোবর॥
জল অন্বেষণে ভীমে দিয়া অনুমতি।
তাহার বিলম্বে পার্থে দিলাম আরতি॥
দ্রৌপদী সহিত এই ভাই চারিজন।
এই জল পরশিয়া ত্যজিল জীবন॥
পশ্চাতে আসিয়া আমি দেখি সরোবর।
শবরূপে ভাসে সবে জলের উপর॥
দেখি মূর্চ্ছাগত হ'য়ে পড়িলাম ভূমে।
চৈতন্য পাইয়া পুনঃ উঠিলাম ক্রমে॥
আমিও মরিতে যাই সরোবর-তীরে।
বকরূপী ধর্ম্ম ডাকি বলিলেন ধীরে॥
ওহে ধর্ম্ম হেন কর্ম্ম উচিত না হয়।
আত্মহত্যা কি হেতু করিবা মহাশয়॥
যদি বড় তৃষ্ণাযুক্ত হও মতিমান্।
চারি প্রশ্ন বলিয়া করহ বারিপান॥
প্রণাম করিয়া আমি কহিলাম তারে।
কিবা প্রশ্ন আছে তব বলহ আমারে॥
প্রশ্ন চারি বলিলেন ধর্ম্ম মহাশয়।
যথার্থ উত্তর আমি করিলাম তায়॥
প্রশ্নের উত্তর শুনি সন্তুষ্ট হইয়া।
কহিলেন এক ভাই লহ বাঁচাইয়া॥
ভাবিয়া চাহিনু দেহ সহদেব ভাই।
বিমাতার পিতৃবংশে জল পিণ্ড নাই॥
কপটেতে প্রতারণা অনেক করিয়া।
জীয়াইয়া দিলেন পশ্চাতে বর দিয়া॥
ইহা শুনি কহিলেন ব্যাস মহামুনি।
যথা ধর্ম্ম তথা জয় বেদবাক্য শুনি॥
বিদায় হইয়া মুনি গেলেন স্বস্থানে।
সেই রাত্রি বঞ্চে তথা ভাই পঞ্চজনে॥
আর দিন প্রভাতে উঠিয়া পঞ্চজনে।
যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসেন মাদ্রীর নন্দনে॥
কহ সহদেব ভাই বিচারে প্রবীণ।
দ্বাদশ বৎসর গত শেষ কত দিন॥
আজ্ঞামাত্র সহদেব সাবধান হ'য়ে।
গণিতে লাগিল শীঘ্র হাতে খড়ি ল'য়ে॥
কহিল রাজার অগ্রে করিয়া নির্ণয়।
দ্বাদশ বৎসর শেষ আছে দিন ছয়॥
এত শুনি যুধিষ্ঠির ভাবি মনে মনে।
অজ্ঞাত বিধান যে কহেন সর্ব্বজনে॥
সবে জান পূর্ব্বে যাহা হইল নির্ণয়।
উপস্থিত হৈল আসি অজ্ঞাত সময়॥
কোন্‌দেশে কিবা বেশে বঞ্চি বৎসরেক।
নিকটে বেষ্টিত আছে নগর অনেক॥

সবে মিলি সুযুক্তি করহ এইবার।
কোনমতে দুঃখের সাগর হৈব পার॥
এত শুনি কহিতে লাগিল চারিজনে।
সুযুক্তি ইহার সবে করি মনে মনে॥
দোষ গুণ এর সর্ব্ব করিব নির্ণয়।
অকারণে আপনি চিন্তহ মহাশয়॥
কি কারণে আমরা চিন্তিব সর্ব্বজন।
অবশ্য হইবে যাহা বিধির লিখন॥
এই সব চিন্তা করি ধর্ম্ম অধিকারী।
নির্ণয় করিতে আর গেল তিন চারি॥
মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
এইরূপে দ্বাদশ বৎসর গেল বন॥
নানা ক্লেশে ভ্রমণ করিল বহু বন।
সংক্ষেপে কহিনু আমি বনের ভ্রমণ॥
অশ্বমেধ ফল পায় যে শুনে এই কথা।
ব্যাসের বচন কথা না হবে অন্যথা॥
সুবর্ণ ভৃঙ্গার আর ধেনু শত শত।
সুপণ্ডিতে দ্বিজে দান দেয় অবিরত॥
নিত্য নিত্য শুনে মহাভারতের কথা।
নিশ্চয় জানিও সত্য হয় ফলদাতা॥
যেবা কহে যেবা শুনে করে অধ্যয়ন।
তুল্য ফল হয় তার সেই সাধু জন॥
সুবৃষ্টি করুক মেঘ সর্ব্ব দেশে দেশে।
পরিপূর্ণ হ'ক পৃথ্বী শস্য সমাবেশে॥
অজয় হউক লোক ব্রহ্মকীটময়।
ভক্তজনে কৃতার্থ করুক ধর্ম্মময়॥
ধন্য হৈল কায়স্থকুলেতে কাশীদাস।
তিন পর্ব্ব ভারত যে করিল প্রকাশ॥
পাঁচালী প্রবন্ধে কহে কাশীরাম দাস।
অবহেলে কৃষ্ণপদে মম অভিলাষ॥
সম্পূর্ণ হইল, হরি বল সর্ব্বজন।
এতদূরে বনপর্ব্ব হৈল সমাপন॥

বনপর্ব্ব সমাপ্ত।